মদনবিনোদঃ।

অর্থাৎ

মদনপাল নির্ঘণ্টুঃ।

(দ্রব্যাভিধানান্বিত দ্রব্যগুণঃ)।

শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিতঃ।

হারীতসংহিতা-প্রয়োগচিন্তামণি-বৈদ্যজীবন-পথ্যাপথ্য-
নির্ণয়-পাচনচিকিৎসা-মুক্তাবলী রসরত্নাকর-
মুষ্টিযোগ-একাক্ষরকোষাদি আয়ুর্ব্বেদীয়
গ্রন্থ প্রণেতা—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিশেখরেণ

অনুদিতঃ সংশোধিতশ্চ।

৺বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, সাধারণ পুস্তকালয় হইতে
শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৪১ নং অপার চিৎপুর রোড, জেনারেল প্রিণ্টিং প্রেসে,
শ্রীচুনীলাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৭ সাল।

মূল্য ১।৷০ টাকা মাত্র।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

াজকাল সকলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার উপকার বুঝিতে
রিছেন। এ কারণ আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের বহুল প্রচার নিতান্ত
্যক, এ কথা বলা বাহুল্য। আমি পূর্ব্বে নিদান,
ত্ত, বৈদ্যজীবন, প্রয়োগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ
রাছি; এবং সকলেই এই সকল গ্রন্থের বিশেষ আদর
তেছেন, দেখিতে পাইতেছি। আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে দ্রব্যগুণ
ব্য সমূহের সংস্কৃত ও চলিত নাম শিক্ষা করা একান্ত
াজন; কারণ দ্রব্যজ্ঞান না জন্মাইলে ঔষধ প্রস্তুত ও
াগ করা অতীব দুরূহ। এইহেতু আমি শ্রীমদ্রাজা মদনপাল
চিত "মদনবিনোদ" (মদন পাল নির্ঘণ্টু) নামক প্রাচীন
ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধানান্বিত দ্রব্যগুণ গ্রন্থখানি "বোম্বে" হইতে
াইয়া; প্রয়োগচিন্তামণি, বৈদ্যজীবন, পাচন-চিকিৎসা,
্যাদিনির্ণয়, মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক কবিরাজ
ুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিশেখর মহাশয়ের দ্বারা অনুবাদ করাইয়া
সমাজে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইহা দ্বারা সাধারণের
ঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে আমি পরম সুখী হইব। ইতি—

াধারণ পুস্তকালয়।
১ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

মৎ পিতা পূজ্যপাদ ৺বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত দ্রব্য-গুণ সম্বন্ধীয় "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থখানির প্রথম-সংস্করণ একেবারে নিঃশেষিত হওয়ায় আমি ইহার প্রথম সংস্করণের যাবতীয় ভ্রমপ্রমাদাদি সংশোধন করাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজে পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রকাশিত করিলাম। আশা করি আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী ছাত্র ও সাধারণের নিকট বর্ত্তমান সংস্করণের পুস্তকখানি বিশেষ রূপে আদরণীয় হইবে ইতি-

সাধারণ পুস্তকালয়।
নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

ইতি শুণ্ঠ্যাদি দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্পূরাদি বর্গ।

ইতি তৃতীয় বর্গ সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

স্বর্ণাদি বর্গ ।

ইতি পঞ্চমবর্গ সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্রাক্ষাদিবর্গ।

ইতি ফলবর্গ সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

ইতি সপ্তম বর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

ইতি দ্বাদশবর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইতি ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত।

ইতি পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

মদনবিনোদঃ।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রণিপত্য গুরুদেবং কবিশেখরোপাধিকঃ।
শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন বিট সরকারঃ কবিরাজঃ॥
মদনবিনোদং নাম্না বৈদ্যকং প্রাচীনং খ্যাতং।
অনুবদতি সংশুধ্য বঙ্গভাষায়ামধুনা॥

গুরুদেবকে প্রণিপাত করিয়া "কবিশেখর" উপাধিধারী কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিট্ সরকার নামা মৎকর্ত্তৃক "মদনবিনোদ" নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যনামান্বিত দ্রব্যগুণ গ্রন্থখানি সংশোধন পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল।

মঙ্গলাচরণং।

বীজং শ্রুতীনাং সুধনং মুনীনাং
জীবং জড়ানাং মহদাদিকানাম্।
আগ্নেয়মস্ত্রং ভবপাতকানাং
কিঞ্চিন্মহঃ শ্যামলমাশ্রয়ামি॥ ১॥

মঙ্গলাচরণ।

বেদাদি শাস্ত্র সমূহের বীজস্বরূপ, মুনিগণের অমূল্য ধনস্বরূপ, মহৎ, আদি জড়বস্তু সমূহের জীবস্বরূপ এবং ভবপাতক সকলের আগ্নেয় অস্ত্র স্বরূপ, এমন অনির্ব্বচনীয় শ্যামবর্ণ তেজকে আমি আশ্রয় করি॥ ১॥

লুব্ধা কপোলমধুবারিমধুব্রতালী
কুম্ভস্থলী মধুবিভূষণলোহিতাঙ্গী।
মাণিক্যমৌলিরিব রাজতি যস্য মৌলৌ
বিঘ্নং স ধূনয়তু বিঘ্নপতিঃ সদা নঃ ॥ ২ ॥

যো ধ্বান্তসন্ততিগভীরপয়োধিমধ্যা-
ন্নিষ্কাশয়ত্যশরণং ভুবনং নিমজ্জৎ।
দত্ত্বা জগত্ত্রয়হিতঃ স্বকরাবলম্বং
বাঞ্ছাং স বো দিনকরঃ সফলীকরোতু ॥ ৩ ॥

মিথ্যাশনাদিকৃতদোষচয়ে ন্ব কোপা-
ন্নত্যম্বুবর্দ্ধিত উপদ্রবনক্রভীমে।
রোগাম্বুধৌ ভবজনস্য নিমজ্জতো যঃ
পোতঃ প্রযচ্ছতু শুভানি স কাশিরাজঃ ॥ ৪ ॥

গ্রন্থ প্রয়োজনং।

কেচিৎসন্তি নির্ঘণ্টবোঽতিলঘবঃ কেচিন্মহান্তঃ পরে
কেচিদ্ দুর্গমনামকাঃ কতিপয়ে ভাবাঃ স্বভাবোচ্ছ্রিতাঃ ॥

যাঁহার মস্তকোপরি লোভপরায়ণ, কুম্ভস্থলবাসী, মদরূপ বিভূষণে লোহিতাঙ্গ, কপোলপ্রবাহিত মদবারি পানোন্মত্ত মধুকরগণ মাণিক্যমৌলির ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই বিঘ্নপতি গণদেব আমাদিগের বিঘ্ন বিনাশ করুন ॥ ২ ॥

ত্রিভুবনের হিতকর যিনি স্বকীয় কিরণ সমূহ দ্বারা অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, গভীর সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন, সহায়বিহীন জগৎকে প্রকাশ করেন, সেই দিনকর সূর্য্যদেব তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

যিনি অযথা আহার বিহারাদি দ্বারা সমুৎপন্ন বাতাদি দোষ সমূহের সঞ্চয় ও প্রকোপ কর্ত্তৃক সমুদ্ভূত, নদীর জলের ন্যায় সতত বর্দ্ধিত, বিবিধ উপদ্রবরূপ ভয়ানক কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ রোগরূপ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ভবজনের পোত (নৌকাদি জল যান) স্বরূপ হন; সেই কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি তোমাদিগের আরোগ্য বিধান করুন ॥ ৪ ॥

গ্রন্থের প্রয়োজন।

যদিও বিস্তর "কোষ" গ্রন্থ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অতীব ক্ষুদ্র, কতকগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য, কতিপয় বা অতিশয়

তস্মান্নাতিলঘুর্ন চাতিবিপুলঃ খ্যাতাদিনামা সতাং।
প্রীত্যৈ দ্রব্যগুণান্বিতোহয়মধুনা গ্রন্থো ময়া বধ্যতে॥ ৫॥

আয়ুর্ব্বেদোপদেশঃ।

সর্ব্বং কায়েন সংসাধ্যং তস্যায়ুঃস্থিতিকারণম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশস্তু কস্য ন স্যাৎ ফলাবহঃ॥ ৬॥
তথাপি পূর্ব্বং জ্ঞাতব্যা দ্রব্যনামগুণাগুণাঃ।
অতস্ত এব বক্ষ্যন্তে তজ্জ্ঞানে হি ক্রিয়াক্রমঃ॥ ৭॥

অভয়াদিবর্গঃ।

হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ প্রোক্তা যেন হরীতকী॥ ৮॥

সহজ; একারণ সাধুগণের প্রীতির নিমিত্ত "মদনপাল" নামা মৎকর্ত্তৃক দ্রব্য সমূহের নাম ও তাহাদের গুণ সমন্বিত "মদন-বিনোদ" নামক এই নির্ঘণ্ট (কোষ গ্রন্থ) খানি রচিত হইল॥ ৫॥

আয়ুর্ব্বেদোপদেশ।

সমস্ত কার্য্যই শরীর দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে, আয়ুঃ আবার সেই শরীর রক্ষার প্রধান বল। যদ্দ্বারা সেই আয়ুসম্বন্ধীয় হিতাহিত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলে। অতএব এতাদৃশ আয়ুর্ব্বেদোপদেশ কাহার পক্ষে ফলোপদায়ক না হইবে? অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কীয় উপদেশ সকলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী ও ফলপ্রদ, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই দ্রব্য-সমূহের নাম ও গুণ অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; একারণ মৎকর্ত্তৃক প্রথমতঃ দ্রব্য সকলের নাম ও গুণ সংগ্রহপূর্ব্বক একত্র সংযোজনা করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইল॥ ৬-৭॥

অভয়াদিবর্গ।

হরীতকীর নাম ও গুণ।

হরের (মহাদেবের) ভবনে উৎপন্ন, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিধরোগ বিনাশ করে, একারণ ইহার নাম হরীতকী। এই হরীতকী সাত প্রকার যথা—জীবন্তী, পূতনা, অমৃতা, বিজয়া, অভয়া, রোহিণী ও

জীবন্তী পূতনা পশ্চাদমৃতা বিজয়াভয়া।
রোহিণী চেতকী সত্যভেদভিন্না হরীতকী॥ ৯ ॥
জীবন্তী জীবনোদ্যোগাৎ পাবনাৎ পূতনামৃতা।
সুধাবদমৃতা জ্ঞেয়া বিজয়া বিজয়প্রদা॥ ১০ ॥
নৃণামভয়দা যস্মাদভয়া তৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রোহিণী তু গুণারোহাচ্চেতনাচ্চেতকী মতা॥ ১১ ॥
জীবন্তী স্বর্ণবর্ণাভা পূতনাস্থিমতী মতা।
অমৃতা ত্রিদলা প্রোক্তা বিজয়া তুম্বরূপিণী॥ ১২ ॥
পঞ্চাঙ্গী ত্বভয়া জ্ঞেয়ামৃতা বৃত্তা তু রোহিণী।
ত্র্যঙ্গী তু চেতকী জ্ঞেয়া কর্ম্ম তাসামথোচ্যতে॥ ১৩ ॥
সর্ব্বরোগেষু জীবন্তী প্রলেপে পূতনা হিতা।
শুদ্ধ্যর্থমমৃতা প্রোক্তা বিজয়া সর্ব্বরোগহৃৎ॥ ১৪ ॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা রোহিণী ব্রণরোহিণী।
চেতকী চূর্ণযোগে স্যাৎ সপ্তধৈব প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৫ ॥

চেতকী। জীবন রক্ষা করে বলিয়া জীবন্তী, অত্যন্ত পবিত্রতাবিশিষ্টা হেতু পূতনা, অমৃতের ন্যায় গুণশালিনী বলিয়া অমৃতা, বিজয় প্রদান করে বলিয়া বিজয়া, মানবগণকে অভয় প্রদান করে বলিয়া অভয়া, সমধিক গুণশালিনী প্রযুক্ত রোহিণী এবং মনুষ্যদিগের চেতনাবিধায়িনী বলিয়া চেতকী হরীতকী নাম হইয়াছে জানিবে।

জীবন্তী হরীতকী—স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্টা; ইহা সর্ব্ববিধরোগে প্রয়োগ করা যায়। পূতনা হরীতকী—অষ্ঠি (বড় আঠি) সংযুক্তা; ইহা প্রলেপে হিতকারিণী বলিয়া জানিবে। অমৃতা হরীতকী—ত্রিদল (৩ ভাগ) বিশিষ্ট; ইহা রেচনে (দাস্ত পরিষ্কারে) বিশেষ উপকারী। বিজয়া হরীতকী—তুম্ব (লাউ) সদৃশ; ইহা সর্ব্বরোগ-বিনাশক। অভয়া হরীতকী—পঞ্চদলবিশিষ্ট, ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ হিতসাধক জানিবে। রোহিণী হরীতকী—গোলাকৃতি, ইহা ব্রণরোহিণী (ব্রণাদির ক্ষত পূরণ করে)। এবং চেতকী হরীতকী—ত্রিদলবিশিষ্ট; ইহা চূর্ণ ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্রব্যনামান্বিতদ্রব্যগুণঃ।

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা স্যাদ্রোগঘ্নাতি গুণপ্রদা ॥ ১৬ ॥
শোণাচ্ছিন্না গুড়নিভা কিঞ্চিদম্লা কষায়ণী।
স্থূলত্বক্ সরসা স্বল্পবীজা গুর্ব্বী হরীতকী ॥ ১৭ ॥
চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী প্রোক্তা ভৃষ্টা পথ্যান্নদোষনুৎ ॥ ১৮ ॥

ঋতু হরীতকী।

গ্রীষ্মে তুল্যগুড়াং সুসৈন্ধবযুতাং মেঘাবনদ্ধেঽম্বরে
তুল্যাং শর্করয়া শরদ্যমলয়া শুণ্ঠ্যা তুষারাগমে।
পিপ্পল্যা শিশিরে বসন্তসময়ে ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতা
রাজন্! প্রাপ্য হরীতকীমিব রুজো নশ্যন্তি তে শত্রবঃ ॥১৯॥

যে হরীতকী নূতনাবস্থায় স্নিগ্ধ, ঘন, গোলাকৃতি, গুরু (অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট) এবং জলে ক্ষেপণ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহা অতীব গুণশালিনী বলিয়া বিশেষ প্রশস্ত ও সর্ব্ববিধরোগনাশক। এই প্রকার হরীতকী ছেদন করিলে রক্তবর্ণ ঈষৎ গুড়াভাবিশিষ্ট অল্প কষায় রসসংযুক্ত, স্থূলত্বক্, সরস, ক্ষুদ্র বীজসমন্বিত ও অত্যধিক ভারবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়, জল সহ সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিলে মল রোধ হয় এবং উহা ভাজিয়া খাইলে পথ্যের ও অন্নের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮-১৮ ॥

ঋতু হরীতকী।

হে রাজন্! হরীতকী চূর্ণ সমভাগ ইক্ষু গুড় সহ গ্রীষ্মকালে, সৈন্ধবলবণ সহ বর্ষাকালে, ইক্ষুচিনি সহ শরৎকালে, শুণ্ঠীচূর্ণ সহ হেমন্তকালে, পিপুল চূর্ণ সহ শীতকালে, এবং সমভাগ মধুর সহিত বসন্তকালে সেবন করিলে যেমন সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তোমার শত্রুগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

হরীতকী নামগুণাঃ।

শিবা হরীতকী পথ্যা চেতকী বিজয়া জয়া।
প্রপথ্যা প্রমথামোঘা কায়স্থা প্রাণদামৃতা ॥ ২০ ॥
জীবনীয়া হৈমবতী পূতনা বৃতনাভয়া।
বয়স্থা নন্দিনী জ্ঞেয়া শ্রেয়সী রোহিণী তথা ॥ ২১ ॥
হরীতকী পঞ্চরসালবণা তুবরোৎকটা।
রূক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী ॥ ২২ ॥
সরা বুদ্ধিপ্রদা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বৃংহণী লঘুঃ।
শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃকুষ্ঠশোফোদরান্ ক্রিমীন্ ॥ ২৪ ॥
বৈস্বর্য্যগ্রহণীদোষবিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাধ্মানব্রণচ্ছর্দ্দিহিক্কাকণ্ডূহৃদাময়ান্ ॥ ২৪ ॥

হরীতকীর সাধারণ নাম ও গুণ।

শিবা, হরীতকী, পথ্যা, চেতকী, বিজয়া, জয়া, প্রপথ্যা, প্রমথা, অমোঘা, কায়স্থা, প্রাণদা, অমৃতা, জীবনীয়া, হৈমবতী, পূতনা, বৃতনা, অভয়া, বয়স্থা, নন্দিনী, শ্রেয়সী, রোহিণী, { অব্যথা, বয়ঃস্থা, সুধা, কল্যা, রসায়নফল, পাচনী, শাকা, রুদ্রপ্রিয়া, বনতিক্ত, শক্রসৃষ্টা, সুধোদ্ভবা, চেতনকী, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্বরা, ভিষক্প্রিয়া, জীবন্তী, জীব্যা, দেবী ও দিব্যা }, এই শব্দগুলি হরীতকীর-পর্য্যায়। হরীতকী—কটু, তিক্ত, মধুর, অম্ল ও কষায় এই পঞ্চরস সংযুক্ত, লবণ রস বিহীন, অত্যন্ত কষায় রস বিশিষ্ট, রূক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, পাকে স্বাদু, রসায়ন (যাহা সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন বলে), সর (রেচক অর্থাৎ দাস্ত পরিষ্কারক), বুদ্ধিপ্রদ, বৃষ্য (শুক্র বর্দ্ধক), চক্ষুষ্য (চক্ষুর হিতকর), বৃংহণ (শরীরের স্থূলতা সম্পাদক), লঘু (শীঘ্র পরিপাক হয়) এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোফ (শোথ), উদর, কৃমি, বৈস্বর্য্য (স্বরভঙ্গ), গ্রহণী, বিবন্ধ (আম বা বায়ু কর্ত্তৃক দাস্ত বন্ধ), বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান (উদরে বায়ুজনিত বেদনা), ব্রণ, ছর্দ্দি (বমি), হিক্কা, কণ্ডূ (চুলকনা), হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ (বায়ু কর্ত্তৃক উদরে অসহ্য বেদনার সহিত গুড়গুড়া শব্দ) ও প্লীহারোগ বিনাশক। এই হরীতকী মধুর ও অম্লরসাত্মক প্রযুক্ত বায়ু,

কামলাং শূলমানাহং প্লীহানং চাপকর্ষতি।
মধুরাম্লতয়া বাতং কষায়স্বাদুভাবতঃ।
পিত্তং হন্তি কফং হন্তি কটুকেন হরীতকী॥ ২৫ ॥

আমলকী নামগুণাঃ।

ধাত্রীফলামৃতফলামলকং শ্রীফলং শিবম্।
তদ্বদ্ধাত্রীফলং বৃষ্যং বিশেষাদ্রক্তপিত্তজিৎ॥ ২৬ ॥
অম্লত্বাৎপবনং হন্তি পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রূক্ষকষায়ত্বাৎ তস্মাৎ কিমধিকং ফলম্॥ ২৭ ॥

বিভীতকনামগুণাঃ।

বিভীতকঃ কর্ষফলো ভূতাবাসঃ কলিদ্রুমঃ।
বাসন্তোহক্ষো বৃদ্ধজাতঃ সম্বর্ত্তস্তিলপুষ্পকঃ॥ ২৮ ॥

কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট হেতু পিত্ত এবং কটু রসান্বিত প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায়-হর্তকী, হত্তুকী, ক। হরতকী, ব, ঢা, য। হরীতকী, রা, ত্রি,। এবং হিন্দি ও উড়িয়া ভাষায় ইহাকে "হরড়া" বলে॥ ২০-২৫ ॥

আমলকীর নাম ও গুণ।

ধাত্রীফল, অমৃতফল, আমলক, শ্রীফল, শিব, { তিষ্যফলা, অমৃতা, বয়স্থা, বয়ঃস্থা, কায়স্থা, অকরা, বহুফলী, শ্রীফলী. ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী, পঞ্চরসা, তিষ্যা ও কর্ষফলা }. এই নাম-গুলি আমলকীর পর্য্যায়। আমলকী হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ রক্তপিত্তরোগনাশক। ইহা অম্লরস প্রযুক্ত বায়ু, মধুর ও শীতগুণ হেতু পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায় গুণ প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায়—আম্লকী, আম্লা, ক, আমলকী য, ব, ঢা, ম, রা, ত্রি বলে॥ ২৬-২৭ ॥

বহেড়ার নাম ও গুণ।

বিভীতক, কর্ষফল, ভূতাবাস, কলিদ্রুম, বাসন্ত, অক্ষ, বৃদ্ধজাত, সম্বর্ত্ত, তিলপুষ্পক { বিভীতকী ভূতবাস, বিভীত, কলি, কুশিক, বহুবীর্য্য, তুষ, তৈল-ফল, সম্বর্ত্তক, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হার্ষ্য, বিষঘ্ন, কলিন্দ, অনিলঘ্নক ও কাসঘ্ন }, এই শব্দগুলি বহেড়ার পর্য্যায়। বহেড়া—পাকে মধুর, কষায় রসবিশিষ্ট,

বিভীতকঃ স্বাদুপাকঃ কষায়ঃ কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যো হিমস্পর্শো ভেদনঃ কাসনাশনঃ॥ ২৯॥
রূক্ষো নেত্রহিতঃ কেশ্যো মজ্জা তোয়দকারকঃ॥ ৩০॥

ত্রিফলানামগুণাঃ।

হরীতক্যাস্ত্রয়ো ভাগা শিবা দ্বাদশভাগিকাঃ।
ষড়্ভাগাঃ স্যুর্বিভীতস্য ত্রিফলেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩১॥
পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যাভ্যাং কফং রূক্ষকষায়নুৎ।
ত্রিফলৈতত্ত্রয়েণ স্যাদ্বরা শ্রেষ্ঠা ফলোত্তমা॥ ৩২॥
ত্রিফলা কুষ্ঠমেহার্শঃকফপিত্তবিনাশিনী।
চক্ষুষ্যা রোপণী হৃদ্যা বয়সঃ স্থাপিনী পরা॥ ৩৩॥

ভূধাত্রীনামগুণাঃ।

ভূধাত্রী বহুপত্রী স্যাদমৃতামলকা শিবা।
ভূধাত্রী বাতকৃত্তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
পিপাসাকাসপিত্তাস্রকৃমিপাণ্ডুক্ষতাপহা॥ ৩৪॥

কফ ও পিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, (স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয়), ভেদন (দাস্ত পরিষ্কারক), কাসনাশক ও রূক্ষ। ইহার মজ্জা চক্ষুর হিতকর, কেশজনক এবং তোয়দ (ঘৃত) উৎপাদক অর্থাৎ শরীর স্নিগ্ধ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বয়ড়া গাছ ক, বহেড়া স, বলে॥ ২৮-৩০॥

ত্রিফলার নাম ও গুণ।

হরীতকী ৩ তিন ভাগ, আমলকী ১২ দ্বাদশ ভাগ এবং বহেড়া ৬ ছয় ভাগ একত্র করিলে ত্রিফলা বলা যায়। এই ৩ তিন দ্রব্য একত্র হওয়ায় ত্রিফলা অতীব গুণশালিনী বলিয়া জানিবে। ইহা মধুর ও শীতগুণ প্রযুক্ত পিত্ত এবং রূক্ষ ও কষায় গুণ প্রযুক্ত কফ বিনাশ করে। বরা, (ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফলত্রিক ও ফল) এই কয়েকটী শব্দ ত্রিফলার নামান্তর। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, কফ ও পিত্ত নাশক, চক্ষুর হিতকর, ব্রণাদির ক্ষত পূরক এবং বয়ঃস্থাপক (চিরযৌবন বিধায়ক)॥ ৩১ ৩৩॥

ভুঁই আম্‌লার নাম ও গুণ।

ভূধাত্রী, বহুপত্রী, অমৃতা, আমলকা, শিবা, {বহুপুষ্পী, জড়া, অধাণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, সূক্ষ্মফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুন্নক, ঝটা, অমলা,

প্রাচীনামলকীনামগুণাঃ।

প্রাচীনামলকী প্রাচী নাগরং রক্তকং মতম্।
তৎপক্কং পিত্তকফকৃদুষ্ণং গুরুসমীরজিৎ ॥ ৩৫ ॥

উৎপাটারূষকনামগুণাঃ।

অরূষকেণাববাসা বৃষা সিংহমুখী ভিষক্।
সিংহপর্ণী বৃষো বাসা সিংহকোৎপাটরূষকঃ ॥ ৩৬ ॥
বাসকো বাতকৃৎস্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ।
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥ ৩৭ ॥

অজ্ঝটা, তালী, অফলা, ঝাটিকা, ঝাটা, মলা, ঝাটামলা, অমলজ্ঝটা, তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, চারটী, বৃষ্যা, বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্যা, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়া, অরুহা, বীরা ও বহুপত্রা } এই গুলি ভূম্যামলকীর নামান্তর। ভূম্যামলকী—বাতজনক, তিক্ত, কষায় ও মধুর রস বিশিষ্ট, শীতল এবং পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কৃমি, পাণ্ডু ও ক্ষতনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় ভূঁই আম্লা, স। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে "আম্বরা" ও "অঁরণেলী" বলে ॥ ৩৪ ॥

পানী আম্লার নাম ও গুণ।

প্রাচীনামলকী, প্রাচী, নাগর, রক্তক { প্রাচীনামলক, পানীয়ামলক, বারিবদর }, এই কয়েকটী নাম পানীয়ামলকের পর্য্যায়। পানী আম্লা পক্কাবস্থায় পিত্ত ও কফজনক, উষ্ণ গুরু (বিলম্বে পরিপাক হয়) এবং বায়ুনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় পানী আম্লা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "অলি আম্বরা" বলে ॥ ৩৫ ॥

বাসকের নাম ও গুণ।

অরূষকেণাববাসা, বৃষা, সিংহমুখী, ভিষক্, সিংহপর্ণী, বৃষ, বাসা, সিংহক, উৎপাটরূষক { বাসা, বাসক, বাসকা, বৈদ্যমাতা, সিংহী, বাসিকা, অটরুষ, সিংহাস্য, বাজিদন্তক, কাসনোৎপাটন, আমলক, বাশা, বাশিকা, বৃশ, অটরূষ, বাশক, বাজী, বৈদ্যসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসরূষক, সিংহিকা, ভিষঙ্মাতা, রসাদনী, সিংহমুখী কণ্ঠীরবী, সিতকর্ণী, বাজীদন্তী, নাসা, পঞ্চমুখী, সিংহপত্রী ও মৃগেন্দ্রাণী } এই সকল বাসক শব্দের পর্য্যায়। বাসক—বায়ুজনক, স্বরভাকর এবং কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ বিনাশক। প্রচলিত

গুড়ূচীনামগুণাঃ।

গুড়ূচী কুণ্ডলী ছিন্না বয়স্থামৃতবল্লরী।
ছিন্নোদ্ভবা ছিন্নরূহামৃতা জ্বরবিনাশিনী॥ ৩৮॥
বৎসাদনী চন্দ্রহাসা জীবন্তী চক্রলক্ষণা।
গুড়ূচী কটুকা লঘ্বী স্বাদুপাকা রসায়নী॥ ৩৯॥
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা বল্যা তিক্তাগ্নিদীপিনী।
কামলা কুষ্ঠবাতাস্রজ্বরপিত্তকৃমীন্ জয়েৎ॥ ৪০॥
ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং
সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
বাতাস্রমুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং
শময়েদ্‌গুড়ূচী॥ ৪১॥

ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বাকস, ক, রা। বাসক ব, চ, চা, পা, য। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে "অরূষা" বলে॥ ৩৬-৩৭॥

গুলঞ্চের নাম ও গুণ।

গুড়ূচী, কুণ্ডলী, ছিন্না, বয়স্থা, অমৃতবল্লরী, ছিন্নোদ্ভবা, ছিন্নরুহা, অমৃতা, জ্বরবিনাশিনী, বৎসাদনী, চন্দ্রহাসা, জীবন্তী, চক্রলক্ষণাঃ {তন্ত্রিকা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, বাতরক্তারি, পামরোদ্ধবা, পিত্তঘ্নী, উদারা, তন্ত্রী, নির্জ্জরা, গুড়চী, অমৃতবল্লী, জ্বরারি, শ্যাম', স্বরকৃতা, মধুপর্ণিকা, অমৃতলতা, রসায়নী, বরা, সোমলতিকা, ভিষকৃপ্রিয়া, কুণ্ডলিনী, নাগকুমারিবা, ছিন্নিকা, অমৃতসম্ভবা, সোমা, অধীরা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা}, এই সকল শব্দ গুড়ূচীর নামান্তর। গুলঞ্চ—কটুরসাত্মক, লঘু, পাকে স্বাদু, রসায়ন, সংগ্রাহী (মলরোধক), কষায় রসবিশিষ্ট, উষ্ণ, বল্য (বলকর), তিক্ত, অগ্নিদীপক এবং কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, পিত্ত ও কাস নাশক। ইহার রস অথবা ক্বাথ ঘৃত সহ সেবন করিলে বায়ু, ইক্ষুগুড় সহ বিবন্ধ, ইক্ষুচিনির সহিত পিত্ত, মধু সহ কফ, ভেরেণ্ডার তৈলসহ বাতরক্ত এবং শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত ভাষা নাম—গুলঞ্চ, ক। গুড়ূচী ব, ত্রি, চা, ম, ষ। ঘোলঞ্চ, ঘুলঞ্চ, রা। ঘোড়ঞ্চ, ঘাঁষ্ক পা, বলে॥ ৩৮-৪১॥

বিল্বনামগুণাঃ।

বিল্বঃ শলাটুঃ শৈলূষো মালূরশ্চ সদাফলঃ।
লক্ষ্মীফলো গন্ধগর্ভঃ শাণ্ডিল্যঃ কণ্টকী মতঃ॥ ৪২॥
বিল্বং গ্রাহি কষায়োষ্ণং কটুদীপনপাচনম্।
হৃদ্যং বালং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্॥ ৪৩॥
বৃষ্যং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥ ৪৪॥
গ্রহণীকফবাতামশূলঘ্নী বিল্বপেষিকা॥ ৪৫॥

অরণিনামগুণাঃ।

অগ্নিমন্থোমথঃ কেতুররণির্বৈজয়ন্তিকা।
অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুহৃদ্বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতনুৎ॥ ৪৬॥

বেলের ও বেলশুঁঠের নাম ও গুণ।

বিল্ব, শলাটু, শৈলূষ, মালূর, সদাফল, লক্ষ্মীফল, গন্ধগর্ভ, শাণ্ডিল্য, কণ্টকী { শ্রীফল, কপীতন, মহাকপিত্থ, গোহরীতকী, পূতিবাত (পূতিমারুত, ইত্যাদি) অতিমঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, কর্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, গন্ধফল, দুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, সত্যফল, সুভীতিক ও সমীরসার }, এই গুলি বিল্ব শব্দের এবং { বিল্বশুণ্ঠ, বিল্বপেষী, বিল্বপেষিকা, বিল্বপেশী, বিল্বপেশিকা, বিল্বপত্রী, বিল্বশলাটু, বেল্লিকাখ্যা ও মরুমালা }, এই গুলি বেলশুঁঠের নাম। বালবিল্ব (কচিবেল)—মলরোধক, কষায়, উষ্ণ, কটু, অগ্নিদীপক, আমপরিপাচক, হৃদ্য (তৃপ্তিকর) লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত এবং বায়ু ও কফনাশক। পাকাবেল—গুরু, ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত ও কফ) বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বিদাহ (অজীর্ণ) জনক, বিষ্টম্ভ (পেটভার) করে, মধুর এবং অগ্নিমান্দ্যজনক। বেলশুঁঠ—গ্রহণী, কফ, বাত, আম ও তজ্জনিত শূলবৎ বেদনা নাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গ ভাষায় বেল, ও বেলশুঁঠ, স, বলে॥ ৪২-৪৫॥

গনিয়ারীর নাম ও গুণ।

অগ্নিমন্থ, মথ, কেতু, অরণি, বৈজয়ন্তিকা, { শ্রীপর্ণ, কর্ণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, হবির্মন্থ, জ্যোতিক, পাবক, বহ্নিমন্থ, মথন, জয়, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, পাবকারণি, তর্কারী, অরণিকেতু, শ্রীপর্ণী, নাদেয়ী, গণিকা, বিজয়া, অনন্তা ও নদীজা }, এই সকল শব্দ গনিয়ারীর পর্য্যায়। গনি-

পাটলানামগুণাঃ।

পাটলা কামদূতিঃ স্যাৎ কুম্ভিকা কালবৃন্তিকা।
স্বল্পমেধা মধোদূতী তাম্রপুষ্পাম্বুবাসিনী ॥ ৪৭ ॥
অন্যা ফলেরুহা শ্বেতা কুম্ভিকা কৃষ্ণপাটলা।
পাটলারুচিশোথার্শঃশ্বাসতৃট্ ছর্দিনাশিনী ॥ ৪৮ ॥
অত্যুষ্ণস্তুবরং স্বাদু তৎপুষ্পং কফরক্তনুৎ।
পিত্তাতিসারদাহঘ্নং ফলং হিক্কাস্রপিত্তনুৎ ॥ ৪৯ ॥

কাশ্মরীনামগুণাঃ।

কাশ্মরী সর্ব্বতোভদ্রা শ্রীপর্ণী কৃষ্ণবৃন্তিকা।
কাশ্মারী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যা ভদ্রপর্ণিকা ॥ ৫০ ॥

স্মারী—শোথ নাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও বায়ু নাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় গনিয়ারী ক, ব, ঢা, পা। গনিকারী রা, ত্রি। গৈনারী ম, ষ। গুণরী, গুন্নরগাছ, কো। এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে "অগেয় গণিয়ারী" বলে ॥ ৪৬ ॥

পারুলের নাম ও গুণ।

পাটলা, কামদূতি, কুম্ভিকা, কালবৃন্তিকা, স্বল্পমেধা, মধুদূতী, তাম্রপুষ্পা, ও অম্বুবাসিনী, { কালবৃন্তা, তোয়পুষ্পী, বর্ব্বরা, তাম্রপুষ্পী, সুপুষ্পিকা, বসন্তদূতী, স্থালী, স্থিরসন্ধা, অম্বুবাসী, কালবৃন্তী, কুম্ভী, তোয়াধিবাসিনী, অলিপ্রিয়া, পাটলি, অমোঘা, কাচস্থালী, ফলেরুহা ও কুবেরাক্ষী } এই গুলি পারুলের নাম। তাম্রপুষ্প ও শ্বেতপুষ্প ভেদে এই পারুল ২ দুই প্রকার। অন্য একপ্রকার পারুল আছে, তাহাকে ঘন্টাপারুল বলে। { মুষ্কক, মোক্ষক, ঘন্টাপাটলী ও কাষ্ঠপাটলা }, এই কয়েকটী ঘন্টাপারুলের নাম। পারুল-ছাল—অরুচি, বমি, শোথ, অর্শ, শ্বাস ও তৃষ্ণা নিবারক। ইহার পুষ্প—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কষায় রসবিশিষ্ট, মধুর এবং কফ ও রক্তনাশক। ইহার ফল—পিত্ত, অতিসার, দাহ, হিক্কা ও রক্তপিত্ত বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—পারুল ক, পা, রা, চ। পারুইল ঢা, ব। পারলী ম, ষ। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে "পাড়রা" বলে ॥ ৪৭-৪৯ ॥

গাম্ভারীর নাম ও গুণ।

কাশ্মরী, সর্ব্বতোভদ্রা, শ্রীপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কাশ্মারী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্যা, ভদ্রপর্ণিকা, { মধুপর্ণিকা, ভদ্রপর্ণী, কাশ্মর্য্য, কাশ্মারী, কম্ভারিকা, ভদ্রা, গোপভদ্রা, কুমুদা, কুর্কফলা, কটফলা, কৃষ্ণবৃন্তা, সর্ব্বতোভদ্রিকা,

কাশ্মরী জ্বরশূলঘ্নী বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ।
তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি পিত্তাসৃক্প্রদরাপহম্ ॥ ৫১ ॥
ফলং রসায়নং কেশ্যং বৃংহণং শুক্রলং গুরু।
বাতপিত্তক্ষয়তৃষ্ণারক্তশূলবিবন্ধনুৎ ॥ ৫২ ॥

শ্যোনাকনামগুণাঃ।

শ্যোনাকঃ পৃথুশিম্বিঃ স্যাৎ শুকনাশঃ কুটন্নটঃ ॥ ৫৩ ॥
ভূতবৃক্ষশ্চ কট্বঙ্গঃ টুণ্টুকঃ শল্লকোরলুঃ।
ময়ূরজঙ্ঘো ভল্লূকঃ প্রিয়জীবঃ কটম্ভরঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুস্তুবরকো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্মপিত্তকাসবিনাশনঃ ॥ ৫৫ ॥
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রূক্ষং বাতকফাপহম্।
হৃদ্যং কষায়মধুরং লঘু রোচনদীপনম্ ॥ ৫৬ ॥

স্নিগ্ধপর্ণ, সুভদ্রা, কম্ভারী, ক্ষীরিণী, বিদারিণী, মহাভদ্রা, মধুস্রবা, [illegible] [illegible], অশ্বেতা, রোহিণী, পুষ্টি, স্নিগ্ধত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মোদনী, মহাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা, গম্ভারী, গম্ভারিকা, কাশ্মারী, পীতরোহিণী মধুরসা }, এই নামগুলি গাম্ভারীর পর্য্যায়। গাম্ভারী ছাল—জ্বর ও শূলনাশক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর ও গুরু। ইহার পুষ্প—বাতবর্দ্ধক, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত ও প্রদররোগ নাশক। ইহার ফল—রসায়ন, কেশজনক, বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং বাত, পিত্ত, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শূল ও বিবন্ধরোগ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় গাম্ভারী, গাম্ভীর, ক, য, রা, ত্রি, ম। গামাইর [illegible] গামহর ব। গামারী চ বলে ॥ ৫০-৫২ ॥

শোনার নাম ও গুণ।

শ্যোনাক, পৃথুশিম্বি, শুকনাশ, কুটন্নট, ভূতবৃক্ষ, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, [illegible] অরলু, ময়ূরজঙ্ঘ, ভল্লূক, প্রিয়জীব, কটম্ভর, { মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, নট, [illegible] বৃন্ত, ঋক্ষ, শোনক, অরল, শ্যোনাক বিষহৃৎ, অব্ধবাস্তশাত্রব, পূতিবৃক্ষ, [illegible] ভণ্ডুক, ভূতপুষ্প, শোণ, অবটু, দীর্ঘবৃন্তক, বটু, ধ্বান্তশাত্রব, স্বর্ণবল্কল, পৃথুশিম্ব ও অরলুক }, এই নামগুলি শোনার পর্য্যায়। শোনা অগ্নিদীপক, পাকে কটু, কষায়-রসাত্মক, শীতল, মলরোধক, তিক্ত এবং বাত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কাস নাশক। ইহার কাঁচিফল রূক্ষ, বাত ও কফনাশক, হৃদয়ের তৃপ্তিকর, কষায় ও মধুররস-বিশিষ্ট [illegible]

মহৎপঞ্চমূলনামগুণাঃ।

বিল্বাদিভিঃ পঞ্চভিরেভিরেতৎস্যাৎপঞ্চমূলং
মহদগ্নিকারি।
লঘূষ্ণতিক্তং রসতঃ কষায়ং মেদঃকফশ্বাসসমীর-
হারি॥ ৫৭॥

গোক্ষুরনামগুণাঃ।

ত্রিকণ্টকঃ কণ্টফলো গোক্ষুরঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো ভক্ষ্যটকঃ ত্রিকণ্টো ব্যালদংষ্ট্রকঃ॥ ৫৮
শ্বদংষ্ট্রা স্থূলশৃঙ্গাটঃ ষড়ঙ্গঃ ক্ষুরকস্ত্রিকঃ।
গোক্ষুর শীতলঃ স্বাদুর্ব্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ॥ ৫৯॥
প্রমেহশ্বাসকাসাস্রকৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতজিৎ॥ ৬০॥

শোনা, ক। নাগশোনা পা, ঢা, য, রা, ত্রি। নাউয়া শোনাইল ব। কানাই-ডাঙ্গা ম। ঠনা চ। বলে॥ ৫৩-৫৬॥

মহৎপঞ্চমূল বা বৃহৎপঞ্চমূলের নাম ও গুণ।

বেল, শোনা, পারুল, গাম্ভারী ও গনিয়ারি ৫টী একত্রিত হইলে মহৎ-পঞ্চমূল বলে। বৃহৎপঞ্চমূল উহার নামান্তর। মহৎপঞ্চমূল-অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, উষ্ণ, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট এবং মেদঃ, কফ, শ্বাস ও বায়ু-নাশক॥ ৫৭॥

গোক্ষুরের নাম ও গুণ।

ত্রিকণ্টক, কণ্টফল, গোক্ষুর, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, ভক্ষ্যটক, ত্রিকণ্ট, ব্যালদংষ্ট্রক, শ্বদংষ্ট্রা, স্থূলশৃঙ্গাট, ক্ষুরক, ষড়ঙ্গ, ত্রিক, { গোকাণ্ট, ত্রিপুট, কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কষা, বনশৃঙ্গাট, গোখুরি, বিকণ্টক, গোখুর, ত্রিকট, ইক্ষুর, ভক্ষ্যকণ্ট, ইক্ষুগন্ধিকা, ক্ষুরাঙ্গ, শ্বদংষ্ট্রক, কণ্টকী ও কণ্টী }, এই শব্দ গুলি গোক্ষুর পর্য্যায়ক। ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার। গোক্ষুর—শীতল, স্বাদু, বলকর, বস্তি (মূত্রাশয়) শোধক অর্থাৎ মূত্র-স্রাবক এবং প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বাতনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বাঙ্গালাভাষায়, গোক্ষুর, গোখর, গোখুর ক, ঢা, ব। গোক্ষুরকাঁটা ম বলে॥ ৫৮-৬০॥

শালপর্ণীনামগুণাঃ।

শালপর্ণী ধ্রুবা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীতনী স্থিরা।
বিদারিগন্ধাতিগুহা দীর্ঘমূলাংশুমত্যপি ॥ ৬১ ॥
শালপণা গুরুঃ ছর্দ্দিজ্বরশ্বাসাতিসারনুৎ।
শোষদোষত্রয়হরা বৃহত্যুষ্ণা রসায়নী ॥ ৬২ ॥

পৃষ্টিপর্ণীনামগুণাঃ।

পৃষ্টিপণা ক্রোষ্টুপুচ্ছা ধাবনী কলশারুহা।
শৃগালবৃত্তাহিতিলা পৃথক্‌পর্ণী চ পর্ণিকা ॥ ৬৩ ॥
পৃষ্টিপর্ণী লঘুর্ব্যা মধুরোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
রক্তাতিসারদাহতৃট্‌ দোষত্রয়বমিজ্বরান্‌ ॥ ৬৪ ॥

শালপাণীর নাম ও গুণ।

শালপর্ণী, ধ্রুবা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীতনী, স্থিরা, বিদারীগন্ধা, অতিগুহা, দীর্ঘমূলা, অংশুমতী, { শালপর্ণিকা, সুদলা, সুপত্রী, কুমুদা, গুহা, সুপর্ণিকা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতঘ্নী, পীতিনী, তন্বী, স্বধা, সর্ব্বানুকারিণী, শোথঘ্নী, সুভগা, দেবী, নিশ্চলা, ব্রীহিপর্ণিকা, সুমূলা, সুরূপা, শুভপত্রিকা, শালিপত্রী, শালিদলা, বিদারী, শালপর্ণী, একমূলা, অস্তুমতী, শালানী, শালিকা ও পীবরী }, এই সকল শব্দ শালপাণীর নামান্তর। শালপাণী—গুরু, অত্যন্ত উষ্ণ, রসায়ন এবং বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ ও ত্রিদোষনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় শালপান, শালপাণী ক। সাইলেনা য। ছাসানী ব, ঢা। ছালানী, তেত্তলিয়া ম। শাইলানী পা এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে "সরিবন্‌" বলে ॥ ৬১–৬২ ॥

চাকুলের নাম ও গুণ।

পৃষ্টিপর্ণী, ক্রোষ্টুপুচ্ছ, ধাবনী, কলশারুহা, শৃগালবৃত্তা, অহিতিলা, পৃথক্‌পর্ণী, পর্ণিকা, { পৃশ্নিকা, পৃশ্নিপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণিকা, চিত্রপর্ণী, অজ্ঘ্রিবল্লিকা, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনী, গুহা, সিংহলাঙ্গুলী, তন্বী, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, পিষ্টপর্ণী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, দীর্ঘা, ক্রোষ্টুকমেখলা, দীর্ঘপত্রী, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা, কলসি, কলসী, কদলী, কঙ্কশত্রু, চক্রকুল্যা, চক্রপর্ণী, শীর্ণমালা, মহাগুহা, শৃগালপর্ণী, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গুলিকা, ব্রহ্মপর্ণী, সিংহপুষ্পী ও ধাবনী }, এই সকল শব্দ চাকুলের নাম। চাকুলে—লঘু, বৃষ্য, মধুর, উষ্ণ এবং

স্থূলভণ্টাকীনামগুণাঃ।

বৃহতী স্থূলভণ্টাকী বিসদা চ মদোৎকটা।
বৃন্তাকী মহতী সিংহী কণ্টকী রাষ্ট্রকাকুলী॥ ৬৫॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতজিৎ।
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাসশূলশাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥ ৬৬॥

কণ্টকারীনামগুণাঃ।

কণ্টারিকা কণ্টিকিনা কণ্টকারী নিদিগ্ধিকা।
তুঃস্পর্শা ধাবনী ক্ষুদ্রা স্যাদ্ ব্যাঘ্রী তুঃপ্রদর্শিনী॥ ৬৭॥
সিতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা স্বেদদূতিকা।
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ॥ ৬৮॥
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান্॥ ৬৯॥

বঙ্গভাষায় চাকুলে। পীঠানী চ. ব, ঢা, ম, য, চ, ত্রি, পা। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে "পীঠবন্" ও "চকোরোৎ" বলে॥ ৬৩–৬৪॥

বৃহতীর (ব্যাকুড়ের) নাম ও গুণ।

বৃহতী, স্থূলভণ্টাকী, বিষদা, মদোৎকটা. বৃন্তাকী, মহতী, সিংহী, কণ্টকী, কুলী, রাষ্ট্রকা, { বৃহত্তিক্তা, কান্তা, বার্ত্তকী, সিংহিকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতনু, কণ্টালু, কট্‌ফলা, ডোবড়ী, বনবৃন্তাকী, প্রসহা, রক্তপাকী, লতা, আক্রান্তা, পরাবেদী, হিঙ্গুলী, তুষ্প্রধর্ষিনী ও ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী } এই নামগুলি বৃহতী পর্য্যায়ক। বৃহতী—মলরোধক, হৃদ্য, পাচক, উষ্ণ এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল. কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ব্যাকুড় ক। বৃহতী, তিৎবেগুণ ব. ঢা। তিৎবেখুর ম। বৃহতী য ত্রি। তিৎভামইট পা, বা। এবং হিন্দি ভাষায় ইহাকে "বরহন্টা" বলে॥ ৬৫–৬৬॥

কণ্টকারীর নাম ও গুণ।

কণ্টকারিকা, কণ্টিকিনী, কণ্টকারী, নিদিগ্ধিকা, তুঃস্পর্শা, ধাবনী, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, তুঃপ্রদর্শিনী, { কণ্টকশ্রেণি, কাসঘ্নী, স্পৃহী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলি, রাষ্ট্রিকা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কুলি, কণ্টকারিকা. অনাক্রান্তা, তুষ্প্রধর্ষিণী,

নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াকৃচ্ছ্রহৃদাময়ান্।
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাৎ গর্ভকারিণী ॥ ৭০ ॥

লঘুপঞ্চমূলনামগুণাঃ।

হ্রস্বাখ্যং পঞ্চমূলং স্যাৎ পঞ্চভির্গোক্ষুরাদিভিঃ।
বল্যং পিত্তানিলহরং নাত্যুষ্ণং স্বাদু বৃংহণম্ ॥ ৭১ ॥

দশমূলনামগুণাঃ।

এতাভ্যাং পঞ্চমূলাভ্যাং দশমূলমুদাহৃতম্।
দোষত্রয়শ্বাসকাসশিরঃপীড়াপতন্ত্রকান্ ॥ ৭২ ॥
তন্দ্রাস্বেদজ্বরানাহারুচিপার্শ্বরুজো জয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

কণ্টকারীর নাম: এবং ক্ষুদ্রা, লক্ষ্মণা, চন্দ্রহাসা, শ্বেদদূতিকা, { ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চান্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী }, এই নামগুলি শ্বেত কণ্টকারীর পর্য্যায়। কণ্টকারী—ভেদক, তিক্ত, কটু, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক এবং কাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্ববেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃদ্রোগ নাশক। শ্বেতকণ্টকারী—পূর্ব্বোক্ত কণ্টকারীর গুণসংযুক্ত, অধিকন্তু স্ত্রীদিগের গর্ভজনক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় কণ্টকারী কন্টিকারী—ক, পা, ৮, রা, ত্রি, ব। কণ্ডিকারী—ঢা। কাণ্টকারী, কেঁটকিরী—কো বলে ॥ ৬৮-৭০ ॥

লঘুপঞ্চমূল বা স্বল্পপঞ্চমূলের নাম ও গুণ।

গোক্ষুর, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই ৫টী দ্রব্য একত্রিত হইলে লঘুপঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল বা হ্রস্বপঞ্চমূল বলা যায়। স্বল্পপঞ্চমূল—বলকর, পিত্ত ও বায়ু নাশক, অনতিউষ্ণ, স্বাদুরসযুক্ত এবং শুক্রবর্দ্ধক ॥ ৭১ ॥

দশমূলের নাম ও গুণ।

বেল, শোণা, পারুল, গাম্ভারী ও গনিয়ারী, এই মহৎপঞ্চমূল এবং শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই লঘুপঞ্চমূল একত্রিত হইলে দশমূল বলা যায়। দশমূল—ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, অপতন্ত্রক নামক বাতব্যাধি, তন্দ্রা, স্বেদ (ঘর্ম্ম), জ্বর, আনাহ, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা বিনাশ করে ॥ ৭২-৭৩ ॥

ঋদ্ধিবৃদ্ধিনামগুণাঃ।

ঋদ্ধিঃ সুখং যুগং লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্বজনপ্রিয়া।
ঋষিসৃষ্টা রথাঙ্গং স্যান্মাঙ্গল্যং শ্রাবণী বসুঃ ॥ ৭৪ ॥
যোগ্যং যুগ্যা তুষ্টিরাশির্বৃদ্ধিরপ্যেতদাহ্বয়া।
ঋদ্ধির্ব্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ ॥ ৭৫ ॥
বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃষ্যা কাসক্ষয়াস্রনুৎ ॥ ৭৬ ॥

কাকোলীক্ষীরকাকোলীনামগুণাঃ।

কাকোলী মধুরা বীরা কায়স্থা ক্ষীরশুক্লিকা।
ধ্বাঙ্ক্ষোলী বায়সোলী স্যাৎ স্বাদুমাংসী পয়স্বিনী ॥ ৭৭ ॥
দ্বিতীয়া ক্ষীরকাকোলী সুরাহ্বা ক্ষীরিণী মতা।
পীবরো সদৃশস্কন্ধঃ সক্ষীরঃ সসুগন্ধকঃ।
ক্ষীরকাকোলিকাখ্যাতঃ পিত্তদোষজ্বরাপহঃ ॥ ৭৮ ॥
কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
জয়েৎসমীরদাহাস্রপিত্তশোষতৃষাজ্বরান্ ॥ ৭৯ ॥

ঋদ্ধির ও বৃদ্ধির নাম ও গুণ।

ঋদ্ধি, সুখ, যুগ, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, সর্ব্বজনপ্রিয়, ঋষিসৃষ্টা, রথাঙ্গ, মাঙ্গল্য, শ্রাবণী, বসু, যোগ্য, যুগ্যা, তুষ্টিরাশি, { প্রাণপ্রদা, বৃষ্যা, প্রাণদা, জীবদাত্রী, সিদ্ধা, যোগ্যা, চেতনীয়া, লোককান্তা, জীবশ্রেষ্ঠা ও যশস্যা } এই শব্দগুলি ঋদ্ধির ও বৃদ্ধির নামান্তর। ঋদ্ধি—বলজনক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর ও গুরু। বৃদ্ধি—গর্ভজনক, শীতল, শুক্রজনক এবং কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত-রোগ বিনাশক ॥ ৭৪—৭৬ ॥

কাকোলীর ও ক্ষীরকাকোলীর নাম ও গুণ।

কাকোলী, মধুরা, বীরা, কায়স্থা, ক্ষীরশুক্লিকা, ধ্বাঙ্ক্ষোলী, বায়সোলী, স্বাদুমাংসী, পয়স্বিনী, { পয়স্যা, শীতপাকী, ক্ষীরা, ধ্বাঙ্ক্ষিকা, শুক্লাধীরা, জীবনী ও শুক্লক্ষীরা }, এই নামগুলি কাকোলীর পর্য্যায়। ক্ষীরকাকোলী, সুরাহ্বা, ক্ষীরিণী, পীবরী, { মহাবীর্য্যা, সুকোলী, অষ্টমী, পয়স্বিনী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্যা, ক্ষীরধিষাণিকা, জীববল্লী, জীবশুক্লা ও ক্ষীরকাকোলিকা }, এই কয়েকটী নাম ক্ষীরকাকোলীর পর্য্যায়। ক্ষীরকাকোলী-কন্দসদৃশ এবং ক্ষীর ও সুগন্ধ সংযুক্ত। কাকোলী ও ক্ষীর-

মেদামহামেদানামগুণাঃ।

মেদা জ্ঞেয়া শালপর্ণী বৃষ্যা মেদোভবা ধরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তা দৈবতমণিঃ ॥ ৮০।
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যস্তন্যকফাপহম্।
বৃংহণং শীতলং রক্তং পিত্তক্ষয়সমীরনুৎ ॥ ৮১ ॥

জীবকর্ষভকনামগুণাঃ।

জীবকো মধুর শৃঙ্গী হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
ঋষভো বীর ইন্দ্রাক্ষো বিষাণী দুর্দ্ধরো বৃষঃ ॥ ৮২ ॥
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
হরতঃ পিত্তদাহাস্রকাসবাতক্ষয়াময়ান্ ॥ ৮৩ ॥

কাকোলী—শীতল, শুক্রজনক, মধুর, গুরু এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ, তৃষ্ণা ও জ্বরবিনাশক। প্র লিত ভাষা নাম—কাঁক্‌লা, ক্ষীরকাঁক্‌লা স বলে ॥ ৭৭—৭৯ ॥

মেদার ও মহামেদার নাম ও গুণ।

মেদা, শালপর্ণী, বৃষ্যা, মেদোভবা, ধরা, { জীবনী, শ্রেষ্ঠা, মণিচ্ছিদ্রা, বিভাবরী, স্বল্পপর্ণিকা, বসা, মেদঃসারা, স্নেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, মেধা, দ্রবা, সাধ্বী, বহুরন্ধ্রিকা, মেদোবতী ও পুরুষদন্তিকা }, এই শব্দগুলি মেদার নাম। মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তা, দৈবতমণি, { জীবনী, পাংশুরাগিণী, মহামেদা, পুরোদ্ভবা, দেবেষ্ট, স্বরমেদা, দিব্য, দেবগন্ধা, মহাচ্ছিদ্রা, বৃক্ষার্হা ও ত্রিদন্তী }, এই শব্দগুলি মহামেদাপর্য্যায়ক। মেদা ও মহামেদা—গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, স্তন্য দুগ্ধবর্দ্ধক, কফনাশক, শীতল, বৃংহণ এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগ নাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—মেদ, মহামেদ, স বলে ॥ ৮০—৮১ ॥

জীবকের ও ঋষভকের নাম ও গুণ।

জীবক, মধুর, শৃঙ্গী, হ্রস্বাঙ্গ, কূর্চ্চশীর্ষক, { চিরজীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীবা, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরঞ্জীব, মঙ্গল্য, কূর্চ্চশীর্ষ, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্, জীবদ ও বলদ }, এই গুলি জীবকের নাম। ঋষভক, ঋষভ, বীর, ইন্দ্রাক্ষ, বিষাণী, দুর্দ্ধর, বৃষ, { পৃথিবীপতি, গোপতি, ধীর, ককুদ্মান্, পুঙ্গব, বোঢ়া, ধূর্য্য, ভূপতি, কামী, রুক্ষপ্রিয়, উক্ষ, বন্ধুর, গোরক্ষ ও বনবাসী }, এই নামগুলি ঋষভকের পর্য্যায়। জীবক ও ঋষভক—বলকর, শীতল, শুক্র ও কফজনক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, বাত ও ক্ষয়রোগনাশক ॥ ৮২—৮৩ ॥

অষ্টবর্গনামগুণাঃ।

অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈরেতৈঃ শীতোঽতিশুক্রলঃ।
বৃংহণঃ পিত্তদাহাস্রশোষঘ্নস্তন্যগর্ভকৃৎ॥ ৮৪॥

জীবন্তীনামগুণাঃ।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া যশস্করী।
শাকশ্রেষ্ঠা জীবভদ্রা মাঙ্গল্যা জীববর্দ্ধনী॥ ৮৫॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ॥ ৮৬॥

মধুযষ্টীনামগুণাঃ।

মধুযষ্টি ক্লীতনকং যষ্টিমধু মধুলিকা।
যষ্ট্যাহ্বং মধুকং যষ্টিমধুকং জলজা মধুঃ।
মধুযষ্টী গুরুঃ শীতা বল্যা তৃট্ছর্দ্দিপিত্তজিৎ॥ ৮৭॥

অষ্টবর্গের নাম ও গুণ।

ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক ও ঋষভক, এই ৮টী দ্রব্য একত্রিত হইলে অষ্টবর্গ বলা যায়। অষ্টবর্গ—শীতল, অত্যন্ত শুক্র বর্দ্ধক, বৃংহণ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও শোষনাশক এবং স্তন্য ও গর্ভজনক॥ ৮৪॥

জীবন্তীর নাম ও গুণ।

জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, যশস্করী, শাকশ্রেষ্ঠা; জীবভদ্রা, মাঙ্গল্যা, জীববর্দ্ধনী, { মধু, রক্তাঙ্গী, জীবনী, স্রবা, মধুস্রবা; পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, ভদ্রা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্ট, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, পুত্রভদ্রা, মধুশ্বাসা, জীববৃষ্যা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী ও জীবপুষ্পী }, এই শব্দগুলি জীবন্তী পর্য্যায়ক। জীবন্তী—শীতল, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকর, চক্ষুর হিতকর, মলরোধক ও লঘু। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় জীবই, জীয়াতি ক। জীবন্তী ম, ব, বলে॥ ৮৫-৮৬॥

যষ্টিমধুর নাম ও গুণ।

মধুযষ্টি, ক্লীতনক, যষ্টমধু, মধুলিকা, যষ্ট্যাহ্ব, মধুক, যষ্টিমধুক, জলজা, মধু, { যষ্টিমধুকা, যষ্ট্যাহ্বকা, যষ্ট্যাহ্ব্যা, যষ্ট্যাহ্বকা, ক্লীতক

মাষপর্ণীমুদ্গপর্ণীনামগুণাঃ।

মাষপর্ণী কৃষ্ণবৃন্তা কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
মাংসমাষা সিংহমুখী স্বাতুমাষা মহাসহা ॥ ৮৮ ॥
মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা সূর্য্যপর্ণী কুরঙ্গিণী।
বনজা রিঙ্গিণী শিম্বী সিংহী মার্জ্জারগন্ধিকা ॥ ৮৯ ॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রূক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোষবাতপিত্তজ্বরাস্রনুৎ।
তদ্বদুক্তেন্মুদ্গপর্ণী তৃড়্দোষার্শোহরা লঘুঃ ॥ ৯০ ॥

জীবনীয়নামগুণাঃ।

জীবন্তী সূর্যপর্ণীযুক্ কাকোল্যৌ জীবকর্ষভৌ।
মেদেযষ্টীতি মধুরো জীবনীয়গুণো গুরুঃ ॥ ৯১ ॥

মধুবল্লী, মধুস্রবা ও মধুযষ্টীক }, এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। যষ্টিমধু—গুরু, শীতল, বলজনক এবং তৃষ্ণা, বমি ও পিত্তনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায়—জেষ্ঠমধু, যষ্টিমধু ক। যষ্টিমধু ব, ঢা, মে, চ, পা, রা, ত্রি, দি, র, ন। এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "জ্যৈষ্ঠীমধু" বলে। ৮৭ ॥

মাষাণীর ও মুগাণীর নাম ও গুণ।

মাষপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, মাংসমাষা, সিংহমুখী, স্বাতুমাষা, মহাসহা, { মাষপর্ণিকা, হয়পুচ্ছী, সিংহপুচ্ছী, কাম্বোজা, ঋষিপ্রোক্তা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, পর্ণিনী, পাণ্ডুলোমা, পাণ্ডুলোমশা, আর্দ্রমাষা, মঙ্গল্যা, হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছী, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালীপর্ণী, বিষারিণী, আত্মোদ্ভবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভূ, স্থূলভা, ঘনা, সিংহবিন্না ও বিষাণিকা }, এই শব্দগুলি মাষপর্ণীর নামান্তর। মুদ্গপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, সূর্য্যপর্ণী, কুরঙ্গিণী, বনজা, রিঙ্গিণী, শিম্বী, সিংহী, মার্জ্জারগন্ধিকা, { কাকমুদ্গা, সহা, শিম্বিপর্ণী, হ্রস্বা, সূর্পপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, বনোদ্ভবা, বনমুদ্গা, বন্যা, আরণ্যমুদ্গা ও করঞ্জিকা }, এই নামগুলি মুদ্গপর্ণীর পর্য্যায়। মাষপর্ণী—শীতল, তিক্ত, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, মধুর, মলসংরোধক এবং শোষ, বাত, পিত্ত, জ্বর ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে। মুদ্গপর্ণী—পূর্ব্বোক্ত মাষপর্ণীর গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা লঘু এবং পিপাসা, ত্রিদোষ ও অর্শরোগ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—

শক্রকৃদ্ বৃহণঃ শীতঃ স্তন্যগর্ভকফপ্রদঃ।
রক্তপিত্ততৃষাশোষজ্বরদাহক্ষতাপহঃ ॥ ৯২ ॥

এরণ্ডরক্তৈরণ্ডনামগুণাঃ।

এরণ্ডো দীর্ঘদণ্ডঃ স্যাত্তরুণো বর্দ্ধমানকঃ।
চিত্রঃ পঞ্চাঙ্গুলো ব্যাঘ্রপুচ্ছো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ ॥ ৯৩ ॥
রক্তৈরণ্ডো হস্তিকর্ণো ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রতরো লঘুঃ।
উত্তানপত্র উরবু বাতাবৈরা চ চুঞ্চুলা ॥ ৯৪ ॥
এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ।
শূলশোফকটীবস্তিশিরঃ পীড়োদরজ্বরান্ ॥ ৯৫ ॥
ব্রধ্নশ্বাসকফানাহকাসকুষ্ঠামমারুতান্।
তৎফলং ভেদনং স্বাদু ক্ষারমুষ্ণং সমীরজিৎ ॥ ৯৬ ॥

জীবনীয়গণের নাম ও গুণ।

জীবন্তী, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা ও যষ্টিমধু, এই ১০টী দ্রব্য, একত্রিত হইলে জীবনীয়গণ বলাযায়। মধুরগণ উহার নামান্তর। জীবনীয়গণ—মধুর, গুরু, শুক্রজনক, বৃংহণ, শীতল, স্তন্য, গর্ভ ও কফজনক এবং ইহা রক্তপিত্ত, তৃষা, শোষ, জ্বর, দাহ ও ক্ষত বিনাশ করে ॥ ৯১-৯২ ॥

ভেরেণ্ডার ও রক্তভেরাণ্ডাব নাম ও গুণ।

এরণ্ড, দীর্ঘদণ্ড, তরুণ, বর্দ্ধমানক, চিত্র, পঞ্চাঙ্গুল, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, গন্ধর্ব্বহস্তক, { ত্রিপুটীফল, রুবুকু, উরুবুক, রুবুক, চিত্রক, চঞ্চু, মণ্ড বর্দ্ধমান, বাড়ম্বক, এরণ্ডক, ইষ্ট, অমঙ্গল, তুচ্ছদ্রু, ব্রণহ, শূলশত্রু, ত্রিপুটী, ব্যাঘ্রাদল, রুবুক, উরুব ক, রুবক, বুক, আমণ্ড, আমণ্ড, বড়ম্বল, দীর্ঘদন্তক, কান্ত, শুক্র, বাতারি, ও দীর্ঘপত্রক }, এই শব্দগুলি এরণ্ডের পর্য্যায়। রক্তৈরণ্ড, হস্তিকর্ণ, ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রতর, লঘু, উত্তানপত্র, উরবু, বাতাবৈরী, চুঞ্চুলা, { রুবু, উরুবুক, নাগকর্ণ, চঞ্চু, করপর্ণ, পাবন, স্নিগ্ধ, ব্যাঘ্রতল, বক্তক, চিরবীর্য্য ও হ্রস্বৈরণ্ড } এই শব্দগুলি রক্তৈরণ্ড পর্য্যায়ক। এরণ্ড ও রক্তৈরণ্ড—মধুর, উষ্ণ, গুরু এবং শূল, শোথ, কটীবেদনা, বস্তিবেদনা, শিরঃপীড়া, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ ও আমবাত নিবারণ করে। ইহার ফল—ভেদক ও স্বাদুরসগুণযুক্ত। ইহার ক্ষার—উষ্ণ এবং বায়ুনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ভেন্না, ভ্যান্না, ভেরেণ্ডা ক। ভেল্লা, ভ্যাল্ল্যা পা। ভেরণ, ব, টা ভেরণাগাছ ম। [illegible]

কাষ্ঠসারিবাকৃষ্ণসরিবানামগুণাঃ।

শারিবা শারদাস্ফোতা গোপকন্যা প্রতানিকা।
গোপাঙ্গনা গোপবল্লী লতাহ্বা কাষ্ঠশারিবা॥ ৯৭॥
শারিবান্যা কৃষ্ণমূলী ভদ্রা চন্দনশারিবা।
ভদ্রা চন্দনগোপা চ চন্দনা কৃষ্ণবল্ল্যপি॥ ৯৮॥
সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসবমিকাসতৃষাপহম্।
দোষত্রয়াস্রপ্রদরজ্বরাতীসারনাশনম্॥ ৯৯॥

যবাসধন্বযবাসনামগুণাঃ।

যাসো মরুদ্ভবোঽনন্তো দীর্ঘমূলো যবাসকঃ।
বালপত্রঃ সমুদ্রান্তো দূরমূলোঽতিকণ্টকঃ॥ ১০০॥
ধন্বযাসস্তাম্রমূলী দুঃস্পর্শা স্যাদ্ দুরালভা।
যাসকঃ কচ্ছুরা তাম্রমূলী ধন্বযবাসকঃ॥ ১০১॥

অনন্তমূলের ও শ্যামালতার নাম ও গুণ।

শারিবা, শারদা, অস্ফোতা, গোপকন্যা, প্রতানিকা, গোপাঙ্গনা, গোপবল্লী, লতাহ্বা, কাষ্ঠশারিবা, { করালা, সুগন্ধা, ভদ্রা, ভদ্রবল্লী, ভদ্রবল্লিকা, নাগজিহ্বা, গোপী, শ্যামা, উৎপলশারিবা, গোপবধূ, অনন্তা, সারিবা, ধবলী, কৃশোদরী, স্ফোটা ও গোপা }, এই গুলি অনন্তমূলের নাম। কৃষ্ণমূলী, ভদ্রা, চন্দনশারিবা, ভদ্রা, চন্দনগোপা, চন্দনা, কৃষ্ণবল্লী, { কৃষ্ণা, গোপী, গোপা, গোপবল্লী, সারিবা, উৎপলশারিবা, সারিবা, শ্যামা, শ্যামালতা, গোপিনী, চিহ্নধারিণী, দীর্ঘবল্কিনী, কালপেষী, মহাশ্যামা, সুভদ্রা, দীর্ঘমূলা, পালিন্দী ও মসূরবিদলা }, এই গুলি শ্যামালতার পর্য্যায়। অনন্তমূল ও শ্যামালতা—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, বমি, কাস, তৃষা, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অতিসার বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় অনন্তমূল স। এবং হিন্দী-ভাষায় ইহাকে “গোরিয়াসউ” বলে। শ্যামালতা স, কলঘণ্টী কো। এবং হিন্দী-ভাষায় ইহাকে “করিয়াসাউ” বলে॥ ৯৭–৯৯॥

যবাস (দুরলভা বা খাদির জাতীয়) ও দুরালভার নাম ও গুণ।

যাস, মরুদ্ভব, অনন্ত, দীর্ঘমূল, যবাসক, বালপত্র, সমুদ্রান্ত, দূরমূল, অতিকণ্টক,

যাসঃ স্বাদুরসস্তিক্তো হিমঃ পিত্তহরো লঘুঃ।
হন্তিকফরক্ত ভ্রান্তীস্তদ্বদ্ধন্বযবাসক ॥ ১০২ ॥

মুণ্ডীনামগুণাঃ।

মুণ্ডী ভিক্ষুঃ পরিব্রাজী পাবনী স্যাৎ তপোধনা।
শ্রাবণী শ্রীমতী মুণ্ডী তিক্তা শ্রাবণশীর্ষকা ॥ ১০৩ ॥
মুণ্ডী তিক্তা কটুঃ পাকে বীর্য্যাণাং মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্রক্রিমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুজিৎ ॥ ১০৪ ॥

মহামুণ্ডীভূমিকদম্বনামগুণাঃ।

মহামুণ্ডী লোভনীয়া ছিন্নগ্রন্থিনিকা স্মৃতা।
ভূতবৃক্ষঃ কুলাহলো লম্বুশালূকদম্বকঃ।
কদম্বপুষ্পামুণ্ডীবৎ গুণৈর্ভূমিকদম্বকঃ ॥ ১০৫ ॥

ত্রিপর্ণিক, গান্ধারী ও অনন্তা }, এইগুলি যবাসের নাম। ধন্বযাস, তাম্রমূলী, দুস্পর্শা, দুরালভা, যাসক, কচ্ছুরা তাম্রমূলা, ধন্বযবসক, { যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, রোদনী, কুনাশক, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, ধনুর্যাস, যুবন, কচ্ছুরা, বিকণ্টক, আম্রমূলা, পদ্মমুখী, ইদংকার্য্যা, দুরালম্ভা, তাম্রমূলা, কচ্ছুরা, দুস্পর্শা, প্রবোধিনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, কষায়া; দুরাভিগ্রহা, দুর্লভা ও দুষ্প্রধর্ষা }, এইগুলি দুরালভার নাম। যবাস ও দুরালভা—স্বাদুরসযুক্ত, তিক্ত, শীতল, পিত্তনাশক, লঘু এবং রক্তদোষ, কফ ও ভ্রান্তি বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় দুরালভা স। তুলল্‌ভাঙ্ক এবং হিন্দী ভাষায় ইহাকে "হিঙ্গুয়া" বলে ॥ ১০০—১০২ ॥

মুণ্ডিরীর নাম ও গুণ।

মুণ্ডী, ভিক্ষু, পরিব্রাজী, পাবনী, তপোধনা, শ্রাবণী, শ্রীমতী, তিক্তা, শ্রাবণশীর্ষকা; { অলম্বুষা, পলঙ্কষা, শ্রবণা, কদম্বপুষ্পা, ভূতঘ্নী, করুলা, অরুণা, মুণ্ডীরিকা, মুণ্ডা ও মুণ্ডিতিকা }, এই সকল নাম মুণ্ডীপর্য্যায়ক; মুণ্ডী—তিক্ত, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, মেধাজনক এবং গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে।

প্রচলিত ভাষা নাম বঙ্গভাষায়—মুণ্ডিরী, হাইলমূল, মুরমুরিয়া এবং কেহ ইহাকে থুলকুড়ী বা থানকুনী বলিয়া থাকে ॥ ১০৩-১০৪ ॥

মহামুণ্ডী ও ভূঁই কদম্বের নাম ও গুণ।

মহামুণ্ডী, লোভনীয়া, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, { মহাশ্রাবণিকা, ও মহামুণ্ডিনী ও মহামুণ্ডনিকা }, এই গুলি ...

অপামার্গনামগুণাঃ।

অপামার্গস্তু শিখরী কিণহী খরমঞ্জরী।
অধঃশল্যঃ শৈখিরিকঃ প্রত্যক্‌পুষ্পা ময়ূরকা॥ ১০৬॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কফবাতজিৎ।
নিহন্তি দদ্রুসিধ্মার্শঃকণ্ডূশূলোদরাপচীঃ॥ ১০৭॥

রক্তাপামার্গনামগুণাঃ।

অন্যো রক্তো বৃন্তফলো বশিরঃ কপিপিপ্পলী।
অপামার্গোঽরুণো বাতবিষ্টম্ভী কফনাশনঃ।
ঊনং পূর্ব্বগুণৈঃ রূক্ষস্তৎপত্রং রক্তপিত্তনুৎ॥ ১০৮॥

লঙ্গুণালূ, কদম্বক, { ভূকদম্ব, ভূমিকদম্বিকা, ভূমিকদম্বা, ভূমিকদম্ব, ভূমিপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষঘ্ন ব্রণহারক }, এই গুলি ভুঁইকদম্বের নাম। মহামুণ্ডী ও ভূমিকদম্ব—কদম্বপুষ্পের ও মুণ্ডীর গুণসংযুক্ত। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় মহামুণ্ডীকে বড়থুলকুড়ি বা বড়থানকুনি এবং ভূমিকদম্বকে ভুঁই-কদম্ব, কুকুরশোঁকা, কোকসিম ও বনমূলো বলে। ১০৫।

অপামার্গের নাম ও গুণ।

অপামার্গ, শিখরী, কিণহী, খরমঞ্জরী, অধঃশল্য, শৈখিরিক, প্রত্যক্‌পুষ্পী, ময়ূরকা, { ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কীশপর্ণী, কিণিহা, আপাঙ্গক, কিণিকীশপর্ণ, চমৎকার, শৈখরেয়, অধোমার্গব, কেশপর্ণী, স্থলমঞ্জরী, অধোঘণ্টা, ক্ষারমধ্যা, দুর্গ্রহা, দুর্গ্রহ, অধঃশল্য, কাণ্ডীরক, মর্কটী, দুরভিগ্রহ, বাশির, পরাক্‌পুষ্পী, কণ্টী, কর্কপিপ্পলী, কটুমঞ্জরিকা, অঘাট, ক্ষরক, পাণ্ডুকণ্টক, পালাকণ্ট, কুব্জ, মালাকণ্ট ও আঘাট }, এই শব্দগুলি অপামার্গ পর্য্যায়ক। অপামার্গ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, দীপক, এবং কফ, বাত, দদ্রু, সিধ্ম, অর্শঃ, কণ্ডূ, শূল, উদর ও অপচীরোগ বিনাশ করে।
প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় আপাং, আপাংগাছ ও চিচ্চিড়ে বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে "চিরচিরী" বলে। ১০৬-১০৭।

রক্ত অপামার্গের নাম ও গুণ।

বৃন্তফল, বশির, কপিপিপ্পলী, { শিরোবৃত্তফল, ক্ষুদ্রাপামার্গ, ঘট্টক, তুম্বিনিকা, রক্তবিট্‌ ও কল্যপত্রিকা }, এই সকল শব্দ রক্তাপামার্গের নামান্তর। রক্তাপা-মার্গ—বাতল, বিষ্টম্ভজনক, কফনাশক, পূর্ব্বোক্ত অপামার্গের গুণসমূহবিহীন ও রুক্ষ। ইহার পত্র—রক্তপিত্তবিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় রক্ত-

কাম্পিল্যনামগুণাঃ।

কাম্পিল্যো রেচনো রক্তচূর্ণকা ব্রণশোধনঃ।
লোহিতো রক্তশমনো রেচী রঞ্জনকো মতঃ॥ ১০৯॥
কাম্পিল্যঃ কফপিত্তাস্রক্রিমিগুল্মোদরব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণঞ্চ তচ্ছাকং গ্রাহি শীতলম্॥ ১১০॥

দন্তীনামগুণাঃ।

দন্তী ঘুণপ্রিয়া নাগদন্তী শীঘ্রানুকূলকঃ।
উপচিত্রানুকুম্ভী স্যাদ্বিশল্যোডুম্বরচ্ছদা॥ ১১১॥
আখুপর্ণী বৃষৈরণ্ডা দ্রবন্তী সর্ব্বরী মতা।
মুষাকাহ্বা সুতশ্রেণী প্রত্যক্শ্রেণী চ কঞ্জিকা॥ ১১২॥

আপাং, রাঙ্গাআপাং, লাল আপাং রক্ত চিচ্চিড়ে বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে "লাল চিরচিরী" বলে॥ ১০৮॥

গুণ্ডারোচনীর নাম ও গুণ।

কাম্পিল্য, রেচন, রক্তচূর্ণক, ব্রণশোধন, লোহিত, রক্তশমন, রেচী, রঞ্জনক, { কম্পিল্ল, কাম্পীল, কাম্পিল, রেচনী, কাম্পিল্লকা, রেচনা, পিকাক্ষ, লঘুপত্রক, রোচনী, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, রোচন, কাম্পিলিকা, কাম্পীলক, গুণ্ডারোচনী, গুণ্ডারোচনিকা, কম্পিল্লক, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাঙ্গ ও কাম্পিল্য }, এই শব্দগুলি গুণ্ডারোচনীর পর্য্যায়। গুণ্ডারোচনী—কফ, রক্তপিত্ত, কৃমি, গুল্ম, উদর ও ব্রণ নাশক, ভেদক, কটু এবং উষ্ণগুণযুক্ত। ইহার শাক—মলসংরোধক ও শীতল। ইহা বৃক্ষজাতীয় সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কমলাগুঁড়ী বলে। হিন্দীভাষায় ইহাকে "কম্বীলা" বলে। ১০৯—১১০॥

দন্তী ও বৃহদ্দন্তীর নাম ও গুণ।

দন্তী, ঘুণপ্রিয়া, নাগদন্তী, শীঘ্রানুকূলক, উপচিত্রা, অনুকুম্ভী, বিশল্যা, উডুম্বরচ্ছদা, আখুপর্ণী, বৃষৈরণ্ডা, দ্রবন্তী, সর্ব্বরী, { শ্যেনঘন্টা, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, উড়ুম্বরপর্ণী, মকুলক, দন্তিকা, প্রত্যক্পর্ণী, নিকুম্ভ, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্তী, মধুপুষ্পা, তরুণী, অনুরেবতী, বিশোধনী ও কুম্ভী }, এই গুলি লঘুদন্তীর নাম। বৃহদ্দন্তী, মূষকাহ্বা, সুতশ্রেণী, প্রত্যক্শ্রেণী, কঞ্জিকা, { এরণ্ডপত্রী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রা, দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী ও এরণ্ডা }, এই শব্দগুলি বৃহদ্দন্তী পর্য্যায়ক। দন্তী ও বৃহদ্দন্তী—

দন্তীদ্বয়ং সরং পাকরসয়োঃ কটু দীপনম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাসৃক্কফশোফোদরান্ কৃমীন্॥ ১১৩॥

জয়পালনামগুণাঃ।

জয়পালো দন্তীবীজং খ্যাতস্তৎ তিন্তিরীফলম্।
জয়পালো গুরুস্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ॥ ১১৪॥

শ্বেতত্রিবৃন্নামগুণাঃ।

ত্রিবৃৎ কুম্ভোঽরুণা ত্র্যস্রভণ্ডী কূটরবাসিনী।
সর্ব্বানুভূতিস্ত্রিবৃতা ত্রিপুটা সরলাসিতা॥ ১১৫॥
ত্রিবৃত্তিক্তা সরা রূক্ষা স্বাদুরুষ্ণা সমীরকৃৎ।
কটুঃ পাকে জ্বরশ্লেষ্মপিত্তশোফোদরাপহা॥ ১১৬॥

ভেদক, পাকেকটু, কটুরসাত্মক, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং রক্তপিত্ত, কফ, শোথ, উদর ও কৃমিরোগ বিনাশ করে॥ ১১১—১১৩॥

জয়পালের নাম ও গুণ।

জয়পাল, দন্তীবীজ, তিন্তিরীফল { জৈপাল, সারক, রেচক, তিন্তিড়ী-ফল, মলস্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, নিকুম্ভাখ্য-বীজ, শোধনীবীজ ও চক্রদন্তীবীজ }, এই নামগুলি জয়পালের নামান্তর। জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং কফ ও পিত্তনাশক। প্রচলিত ভাষা-নাম—বঙ্গভাষায় জয়পাল স। জামালগোটা কো বলে॥ ১১৪॥

রক্ততেউড়ী ও শ্বেততেউড়ীর নাম ও গুণ।

ত্রিবৃৎ, কুম্ভ, অরুণা, ত্র্যস্রভণ্ডী, কূটরবাসিনী, { ব্যাঘ্রাদনী, কূটরুণা, নিঃসৃতা, ত্রিবৃতা, কলিঙ্গা ও পরিপাকিনী }, এই শব্দগুলি রক্ততেউড়ীর নামান্তর। সর্ব্বানুভূতি, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সরলা, সিতা, { ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী; ত্রিপুটা, সুরহা, রেচনী, সরণা, সরসা, রোচনী, মসূরী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা ও সাম্রা }, এই গুলি শ্বেত-তেউড়ীর নাম। রক্ত-তেউড়ী ও শ্বেত-তেউড়ী—তিক্ত, রেচক, রুক্ষ, স্বাদু, উষ্ণ, বাতবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং জর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শোথ ও উদররোগ নাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় রক্ত-তেউড়ী ও শ্বেত-তেউড়ী স। এবং হিন্দীভাষায় “লাল[illegible]” ও “[illegible]” বলে॥

কৃষ্ণত্রিবৃন্নামগুণাঃ।

ত্রিবৃৎকালা কালমেষী কালপর্ণ্যর্দ্ধচন্দ্রিকা।
সুখেনাস্থান্মালিবিকা মসূরা বিদলান্বিতা॥ ১১৭॥
ত্রিবৃৎকালা হীনগুণাঃ তস্যাস্তীব্রবিরেচিনী।
মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তিবান্তিকার্ষণকারিণী॥ ১১৮॥

ইন্দ্রবারুণীবৃন্দাবনদ্বয়নামগুণাঃ।

ইন্দ্রবারুণ্যথেন্দ্রাহ্বং বৃষভাক্ষী গবাদিনী।
ঐন্দ্রবারুঃ ক্ষুদ্রফলা বিশালৈন্দ্রী বৃষাদিনী॥ ১১৯॥
অন্যেন্দ্রবারুণী চিত্রফলা চিত্রামহাফলা।
আত্মরক্ষা নাগদন্তী ত্রপুষী গজচির্ব্ভটী॥ ১২০॥
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ তথা পক্ষসুরা মতা।
মরুদ্ভবা কৃমিগুহা চিত্রদেবী চ কীর্ত্তিতা॥ ১২১॥

কালতেউড়ীর নাম ও গুণ।

ত্রিবৃৎ, কালা, কালমেষী, কালপর্ণী, অর্দ্ধচন্দ্রিকা, সুখেনা, মালিবিকা, মসূরা, বিদলান্বিতা, { শ্যামা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেশিকা ও পালিন্ধী }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণতেউড়ীর নামান্তর। কৃষ্ণ-তেউড়ী শ্বেততেউড়ীর গুণ সমূহবিহীন. অত্যন্ত বিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রান্তি, বমি ও কণ্ঠোৎকর্ষকারক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গ-ভাষায় কালতেউড়ী স বলে। হিন্দিভাষায় ইহাকে "কাল পনিলর" বলে॥ ১১৭—১১৮॥

ইন্দ্রবারুণী ও বৃন্দাবনের নাম ও গুণ।

ইন্দ্রবারুণী, ইন্দ্রাহ্ব, বৃষভাক্ষী, গবাদনী, ঐন্দ্রবারু, ক্ষুদ্রফলা, বিশালা, ঐন্দ্রী, বৃষাদনী, { চিত্রা, গবাক্ষী, বারুণী, ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রা, অরুণা, ভট্টা, ও মৃগৈর্ব্বারু }, এইগুলি ইন্দ্রবারুণীর নাম। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে রাখালশশা ক। মামালাড়ু ও রাখাললাড়ু ব, ঢা, ম, ত্রি, 'রা, বলে। চিত্র-ফলা, চিত্রা, মহাফলা, আত্মফলা. আত্মরক্ষা, নাগদন্তী, ত্রপুষী, গজচির্ব্ভটী, শ্বেতপুষ্পী, মৃগাক্ষী, পক্ষসুরা, মরুদ্ভবা, কৃমিগুহা, চিত্রদেবী. { বিশালা, শ্বেতপুষ্পা, গবাক্ষী, মৃগৈর্ব্বারু, মৃগাদনী, গবাদনী, পিটঙ্কোকী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচির্ব্ভিটা. সূর্য্যা, বিষঘ্নী, গণকর্ণিকা, মাতা, অমরা, সুকর্ণী, সুফলা, তারকা পীতপুষ্পা [illegible]

ঐন্দ্রবারুদ্বয়ং তিক্তং কটুপাকে সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্তকফপ্লীহোদরাপহম্ ॥ ১২২ ॥

আরগ্বধনামগুণাঃ।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ শম্যাকঃ কৃতমালকঃ।
ব্যাধিঘাতঃ কর্ণিকারঃ প্রগ্রহশ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ ১২৩ ॥
আরোগ্যশিম্বী স্বর্ণাটঃ কর্ণো দীর্ঘফলো মতঃ।
কুণ্ডলী হিমপুষ্পা চ কলিখ্যাতঃ নৃপদ্রুমঃ ॥ ১২৪ ॥
স্বর্ণশেফালিকা শ্যাবা কুষ্ঠসূদননাম তৎ।
স্বর্ণস্থাল্লা পিত্তলা চ সুবর্ণদ্রুম ঈরিতঃ ॥ ১২৫ ॥
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলো মৃদুরেচনঃ।
জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্রবাতোদাবর্ত্তশূলজিৎ ॥ ১২৬ ॥
তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি তিক্তং পিত্তকফাপহম্।
তন্মজ্জা মধুরং পাকে তিক্তঃ পিত্তসমীরজিৎ ॥ ১২৭ ॥

লতা, শক্রবল্লী, বিষাপহা, অমৃতা ও বিষবল্লী }, এই গুলি বৃন্দাবনের নাম। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কোঁদরকী, কুঁদরুকী স বৃন্দাবন কো বলে। ইন্দ্রবারুণী ও বৃন্দাবন—তিক্ত, পাকে কটু, সারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা ও উদররোগ বিনাশ করে ॥ ১১৯-১২২ ॥

সোণালুর নাম ও গুণ।

আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ (রাজদ্রুম, নৃপবৃক্ষ ইত্যাদি), শম্যাক, কৃতমালক, ব্যাধিঘাত, কর্ণিকার, প্রগ্রহ, চতুরঙ্গুল, আরোগ্যশিম্বী, স্বর্ণাট, কর্ণ, দীর্ঘফল, কুণ্ডলী, হেমপুষ্পা, কলিখ্যাত, নৃপদ্রুম, স্বর্ণশেফালিকা, শ্যাবা, কুষ্ঠসূদননাম (কুষ্ঠারি, কুষ্ঠনাশক ইত্যাদি), স্বর্ণস্থাল, পিত্তলা, সুবর্ণদ্রুম, { চক্রপরিব্যাধ, জঠরনুৎ, সম্পাক, শম্পাক, আরেবত, কৃতমাল, সুবর্ণক, মন্থান, রোচন, হিমপুষ্প, রাজতরু, কণ্ডুঘ্ন, মহাকর্ণিকার, জ্বরান্তক, অরুজ, স্বর্ণভূষক, মহারাজদ্রুম, সোণালু ও স্বর্ণাঙ্গ }, এই গুলি সোণালুর পর্য্যায়। সোণালু—গুরু, স্বাদু, শীতল, মৃদুবিরেচক এবং জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বাত, উদাবর্ত্ত ও শূলরোগ বিনাশক। ইহার পুষ্প—বাতবর্দ্ধক, মলরোধক, তিক্ত এবং পিত্ত ও কফনাশক। ইহার মজ্জা (আঁটী)—

নীলিনীনামগুণাঃ।

নীলিনী নীলিকা গ্রাম্যা শ্রীফলা ভারবাহিনী।
রঞ্জনী কলিকামেলা তূণী রুক্ষা বিশোধিনী ॥ ১২৮ ॥
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা।
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহবাতপিত্তকফানিলান্ ॥ ১২৯ ॥

কটুকীনামগুণাঃ।

কটুকী রোহিণী তিক্তা চক্রাঙ্গী কটুরোহিণী।
মৎস্যপিত্তা পাণ্ডুরুহা কৃষ্ণভেদা দ্বিজাঙ্গিকা ॥ ১৩০
অশোকা রোহিণী মৎস্যা সকুলা সকুলাদিনী।
কটুকী কটুপাকে চ তিক্তা রুক্ষা সরা লঘুঃ।
হিমা হন্তি কৃমিশ্বাসদাহপিত্তকফজ্বরান্ ॥ ১৩১ ॥

সোনালু, সোনাল, সোন্দাল ও সোঁদাল ক সোনাইল ব। কানাইলড়ী চ। বানরলড়ী ও বাঁদর লড়ী ম। সোণাল্ পা, চ, ম, রা। এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে "আমলতসী" ও "ধনবহের" বলে। ১২৩-১২৭ ॥

নীলবুহ্লার নাম ও গুণ।

নীলিকা, নীলিনী, গ্রাম্যা, শ্রীফলা, ভারবাহিনী, রঞ্জনী, কলিকা, মেলা, তূণী, রুক্ষা, বিশোধনী, { কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, তুণা, দোলী, দূলী, দূলিকা, দ্রোণিকা, অক্লীকা, রঙ্গসলা, মেঘবর্ণা, গ্রামণী, গ্রামিনী, নীলপুষ্পী, নীলা, নীলী, তূলী, দ্রোণী, তুচ্ছা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, কালী, শ্যামা, শোধনী, শ্রীফলা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, ব্যঞ্জনকেশী, কৃষ্ণা, মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেশী, চারটিকা, গন্ধপুষ্পা, শ্যামলিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা, রঙ্গপুষ্পী, ক্লীতকা ও কালকেশী }, এই সকল নাম নীলশব্দের পর্য্যায়। নীলিনী—রেচক, তিক্ত, কেশের হিতকর, মোহ ও ভ্রমনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং উদর, প্লীহা, বাত, পিত্ত কফ ও বাতব্যাধি বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে নীলগাছক; নীলবুহ্লা কো বলে। ১২৮-১২৯ ॥

কটুকীর নাম ও গুণ।

কটুকী, রোহিণী, তিক্তা, চক্রাঙ্গী, কটুরোহিণী, মৎস্যপিত্তা, পাণ্ডুরুহা, কৃষ্ণভেদা, দ্বিজাঙ্গিকা, অশোকা, রোহিণী, মৎস্যা, সকুলা, সকুলাদনী, { কটুকা,

অঙ্কোল্লকনামগুণাঃ।

অঙ্কোল্লকস্তাম্রফলঃ পীতসারো নিরোচকঃ।
গুপ্তস্নেহো বিরেচী স্যাৎ ভূষিতো দীর্ঘকীলকঃ॥ ১৩২॥
অঙ্কোল্লকঃ কটুস্নিগ্ধতীক্ষ্ণোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ।
রেচনঃ কৃমিশূলামশোফশ্লেষ্মবিষাপহঃ॥ ১৩৩॥
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মলং বৃংহণং গুরু।
বাল্যং বিরেচনং বাতপিত্তদাহক্ষয়স্রাজিৎ॥ ১৩৪॥

সেহুণ্ডনামগুণাঃ।

সেহুণ্ডো বজ্রতুণ্ডস্তু গাণ্ডীরো বজ্রকণ্টকঃ।
স্নুহীসমশ্চ দুগ্ধোঽসিপত্রো বজ্রী মহাতরুঃ॥ ১৩৫॥

কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধী, কটম্বী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুক, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পামঘ্নী, ধন্বন্তরিগ্রস্থা, কান্তিদা, কটুম্ভরা, কটম্বরা, অশোকা, কাণ্ডেরুহা, তিক্তিকা, তিক্তরোহিণিকা ও তিক্তকরোহিণী }, এই সকল শব্দ কট্‌কীর নাম। কট্‌কী—পাকে কটু, তিক্ত, রূক্ষ, লঘু, শীতল এবং কৃমি, শ্বাস, দাহ, পিত্ত, কফ ও জর নাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কট্‌কী ক, পা, চ, য, ব, ঢা; কটুকা রা, ত্রি, বলে॥ ১৩০-১৩১॥

অঙ্কোঠের নাম ও গুণ।

অঙ্কোল্লক, তাম্রফল, পীতসার, নিরোচক, গুপ্তস্নেহ, বিরেচী, ভূষিত, দীর্ঘকীলক, অঙ্কোলক, { অঙ্কোট, অঙ্কোটক, অঙ্কোল, অঙ্কোল্ল, নিকোচক, নিকোঠক, বোধ, নেদিষ্ট, কঙ্করোল, ধলস্ত, দৃঢ়কণ্টক, রামঠ, কোঠর, রেচী, দৃঢ়পত্র, মদন, দীর্ঘফল, গুণাঢ্যক, কোলক, লম্বকর্ণ, গন্ধপুষ্প, বিশালতৈলগর্ভ, অঙ্কোঠ, রোচন ও অঙ্কোঠক }, এই শব্দগুলি অঙ্কোঠ পর্য্যায়ক। অঙ্কোঠ—কটু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু, রেচক এবং কৃমি, শূল, আম, শোথ, কফ ও বিষ নাশক। উহার ফল—শীতল, মধুর, শ্লেষ্মজনক, বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচক এবং বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে আঁকিড় ও ধলা আঁকড় বলে; এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে "ঢেরা" বলে॥ ১৩২-১৩৪॥

স্নুহীর নাম ও গুণ।

সোহুণ্ড, বজ্রতুণ্ড, গাণ্ডীর, বজ্রকণ্টক, স্নুহী, সমন্তদুগ্ধ, অসিপত্র, বজ্রী, মহাতরু, { স্নুহী, স্নুক্, স্নুষা, স্নুহা, স্নুহি, সীহুণ্ড, বজ্রদ্রু, গুড়া, সিহুণ্ড, নাগদ্রু,

সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনো কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মানগুল্মশোফোদরানিলান্।
হন্তি দূষীবিষপ্লীহকুষ্ঠোন্মাদাশ্মপাণ্ডুতাঃ ॥ ১৩৬ ॥

নিম্বনামগুণাঃ।

নিম্বো নিয়মনো নেতারিষ্টঃ স্যাৎ পারিভদ্রকঃ।
সুতিক্তঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ পিচুমন্দঃ প্রভদ্রকঃ ॥ ১৩৭ ॥
কুষ্ঠহা দেবদত্তশ্চ রবিসন্নিভসূর্য্যকঃ।
নিম্বঃ শীতো লঘুঃ গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতকৃৎ ॥ ১৩৮ ॥
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ।
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং কৃমিপিত্তবিষপ্রণুৎ ॥ ১৩৯ ॥
তৎফলং ভেদনং স্নিগ্ধমুষ্ণং কুষ্ঠহরং লঘু।
অপক্বং পাচয়েন্নিম্বঃ পক্বঞ্চাপরিশোষয়েৎ ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণসার, বহুশাল, নিস্ত্রিংশপত্রিকা, নেত্রারি, শাখাকণ্ট, সিংহতুণ্ড ও বজ্রদ্রুম }, এই গুলি স্নুহী শব্দের পর্য্যায়। স্নুহী—রেচক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, কটুরসযুক্ত, গুরু এবং শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, গুল্ম, শোথ, উদর, বাত, দূষীবিষ, প্লীহা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অশ্মরী ও পাণ্ডুতা নিবারণ করে। প্রচলিত ভাষা নাম। বঙ্গভাষায়—সেইজ, সেজ, মনসাসেজ ও মনসা ক, চা, রা, ত্রি; সেইজ-গাছ ব, সেজ পা, ন্যাড়াসিজ য, বলে ॥ ১৩৫—১৩৬ ॥

নিম্বের নাম ও গুণ।

নিম্ব, নিয়মন, নেতা, অরিষ্ট, পারিভদ্রক, সুতিক্ত, সর্ব্বতোভদ্র, পিচুমন্দ, প্রভদ্রক, কুষ্ঠহা, দেবদত্ত, রবিসন্নিভ, সূর্য্যক, { হিঙ্গুনির্য্যাস, মালক, পিচুমর্দ্দ, পক্বকৃৎ, পূয়ারি, ছর্দ্দন, অর্কপাদপ, পূকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, শীত, বরত্বচ, ছর্দ্দিঘ্ন, প্রভদ্র, কাকফল, কীটেষ্ট, সুমনাঃ, শীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ট, পীতসারক, রাজভদ্রক, তিক্তক ও পারিভদ্র }, এই সকল শব্দ নিম্ব পর্য্যায়ক। নিম্ব-ত্বক্—শীতল, লঘু, গ্রাহী, পাকে কটু, অগ্নিজনক, বাতবর্দ্ধক এবং ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস (বিবমিষা, বমনেচ্ছা) ও মেহনাশক। ইহার পত্র চক্ষু-রোগে হিতকর এবং কৃমি, পিত্ত ও বিষনাশক। ইহার ফল—ভেদক, কুষ্ঠনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু, অপক্ব ব্রণকে পাকায় এবং পক্বব্রণকে শুষ্ক করে। প্রচলিত ভাষা

মহানিম্বনামগুণাঃ।

মহানিম্বো নিম্বকরঃ কামুকো বিষমুষ্টিকঃ।
রম্যকো গিরিকোদ্রেকাক্ষীরঃ স্যাৎ কেশমুষ্টিকা ॥ ১৪১ ॥
মহানিম্বো হিমো রূক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তকৃমিচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ ॥ ১৪২ ॥

কিরাততিক্তনামগুণাঃ।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতো ভূনিম্বো রামসেনকঃ।
কিরাতকোঽন্যো নৈপালো নাড়িতিক্তো জ্বরান্তকঃ ॥১৪৩॥
কাণ্ডতিক্তোঽর্দ্ধতিক্তঃ স্যান্নিদ্রারিঃ সন্নিপাতহা।
কিরাতো বাতলো রূক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাসকাসপিত্তাস্রদাহনুৎ ॥ ১৪৪ ॥

মহানিম্বের নাম ও গুণ।

মহানিম্ব, নিম্বকর, কামুক, বিষমুষ্টিক, রম্যক, গিরিক, উদ্রেক, ক্ষীর, কেশমুষ্টিকা, { কেশমুষ্টি, নিম্বরক, কার্ম্মুক, কৈটর্য্য, পবনেষ্ট, পার্ব্বত, মহাতিক্ত ও হিমদ্রুম }, এই সকল শব্দ মহানিম্বপর্য্যায়ক। মহানিম্ব— শীতগুণযুক্ত, রূক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী, কষায়গুণসমন্বিত এবং কফ, পিত্ত, কৃমি, বমি, কুষ্ঠ, বমনেচ্ছা ও রক্তদোষবিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম। বঙ্গভাষায় মহানিম ও ঘোড়ানিম এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "বকাইন্" বলে। ১৪১-১৪২ ॥

চিরতার নাম ও গুণ।

কিরাততিক্ত, কৈরাত, ভূনিম্ব, রামসেনক, { কিরাত, কিরাতক, অনার্য্য-তিক্ত, চিরতিক্ত, চিরাতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, চিরাটিকা, কটুতিক্ত, হৈম, কাণ্ডতিক্ত }, এই গুলি চিরতার নাম। কাণ্ডতিক্ত, নৈপাল, নাড়ি-তিক্ত, জ্বরান্তক, কিরাতক, অর্দ্ধতিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতহা, { নেপালনিম্ব, তৃণনিম্ব, নাড়ীতিক্ত ও সন্নিপাতরিপু }, এই শব্দগুলি নেপাল দেশীয় কিরাতকের নাম। নেপালদেশে ইহাকে নিম্ব বলে। চিরতা— বাতল, রূক্ষ, শীতল, তিক্তরসাত্মক, লঘু এবং সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, পিত্ত ও দাহ নিবারিত হয়। প্রচলিত ভাষানাম; বঙ্গভাষায়

কুটজনামগুণাঃ।

কুটজো মল্লিকাপুষ্পঃ কলিঙ্গো গিরিমল্লিকা।

বৎসকঃ কূটজঃ কোটিবৃক্ষকঃ শক্রভুরুহঃ ॥ ১৪৫ ॥

কুটজঃ কটুকো রূক্ষো দীপনস্তুবরো লঘুঃ ॥

অর্শোঽতিসারপিত্তাস্রকফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ।

তৎপুষ্পং বাতলং শীতং তিক্তং পিত্তাতিসারজিৎ ॥ ১৪৬ ॥

ইন্দ্রযবনামগুণাঃ।

ঐন্দ্রযবস্তস্য ফলং কালিঙ্গঃ কৌটজো মতঃ।

শক্রাহ্বঃ পুরুহূতশ্চ প্রোক্তো ভদ্রযবস্তথা ॥ ১৪৭ ॥

ঐন্দ্রযবস্ত্রিদোষঘ্নঃ সংগ্রাহী শীতলঃ কটুঃ।

জ্বরাতিসাররক্তার্শঃকৃমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ ॥ ১৪৮ ॥

কুটজের নাম ও গুণ।

কুটজ, মল্লিকাপুষ্প, কলিঙ্গ, গিরিমল্লিকা, বৎসক, কূটজ, কোটিবৃক্ষক, শক্রভূরুহ, { কুটচ, কুটক, শক্র, শক্র, পাণ্ডুর, কটুক, শক্রাশন, কৌটজ, তিক্তক, রক্তনাশক, শক্রাহ্বয়, বৃক্ষক, শক্রপর্য্যায় (ইন্দ্র, দেবরাজ, সুরেশ ইত্যাদি), কাহী, কালিঙ্গ, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ ও বরতিক্ত }, এই সকল শব্দ কুটজের নামান্তর। কুটজ—কটুরসাত্মক, রূক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক, কষায়-রসাত্মক, লঘু এবং অর্শঃ, অতীসার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আম ও কুষ্ঠবিনাশক। ইহার পুষ্প—বাতবৰ্দ্ধক, শীতল, তিক্ত ও পিত্ত এবং অতীসার বিনাশ করিয়া থাকে। প্রচলিত ভাবানাম—বঙ্গভাষায় কুড়চি, কুরচি ক। কুটরাজ ব, ত্রি, ম : কুরচা, রা, কুটেশ্বর ম। এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "কোরৈয়া" বলে। ১৪৫—১৪৬।

ইন্দ্রযবের নাম ও গুণ।

ঐন্দ্রযব, কুটজফল, কালিঙ্গ, কৌটজ, শক্রাহ্ব, পুরুহূত, ভদ্রযব, { কালিঙ্গ, কলিঙ্গক, শক্রবীজ, বৎসক, বৎসকবীজ, কলিঙ্গবীজ, কুটজ, কুটজবীজ, ভদ্রজ, যব, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবীজ ও ইন্দ্রসহ }, এই সকল শব্দ ইন্দ্রযবের নামান্তর। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, কটু এবং জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, কৃমি, বীসর্প ও কুষ্ঠরোগ নিবারণ করে। প্রচলিত, বঙ্গভাষায় ইহাকে ইন্দ্রযব বলে। ১৪৭—১৪৮।

মদননামগুণাঃ।

মদন শ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডী রাবৃপিণ্ডান্তকং ফলম্।
করহাটশ্চ তগরঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ ॥ ১৪৯ ॥
মদনো বমনস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
রূক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহশোফগুল্মব্রণাপহঃ ॥ ১৫০ ॥

কঙ্কুষ্ঠনামগুণাঃ।

কঙ্কুষ্ঠং কঙ্কাককুষ্ঠং রেচনং রঙ্গনামকম্।
শোধনং পুলহং হাসং বরাঙ্গং কুঞ্জবালুকম্ ॥ ১৫১ ॥
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকম্।
কৃমিশোফোদরাধ্মানগুল্মানাহকফাপহম্ ॥ ১৫২ ॥

ক্ষীরিণীনামগুণাঃ।

হেমাহ্বা কনকক্ষীরী হেমপুষ্পী হিমাবতী।
ক্ষীরিণী কাঞ্চনক্ষীরী কটুপর্ণা চিকর্ষণী ॥ ১৫৩ ॥

মদনফলের নাম ও গুণ।

মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, রাবৃ, পিণ্ডান্তক, ফল, করহাট, তগর, শল্যক, বিষপুষ্পক, { নট, পিণ্ডীতক, পিচুক, মুচুকুন্দ, কণ্টকী, করহাটক, শল্য, শ্বসন, কণ্ঠ, রাম-চ্ছর্দ্দনক, রামাচ্ছর্দ্দনক, কৈটর্য্য, ধারাফল, মরুবক ও মদনক }, এই শব্দ গুলি মদন পর্য্যায়ক। মদন—বমিকারক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন (কৃশতাজনক), রূক্ষ এবং কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, গুল্ম ও ব্রণনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে ময়ানা এবং হিন্দীভাষায় "পেড়িরা" বলে ॥ ১৪৯–১৫০ ॥

কঙ্কুষ্ঠের নাম ও গুণ।

কঙ্কুষ্ঠ, কঙ্কাককুষ্ঠ, রেচন, রঙ্গনামক, শোধন, পুলহ, হাস, বরাঙ্গ, কুঞ্জবালুক, { কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক, কঙ্কুষ্ঠক ও কালপালক }, এই শব্দগুলি কঙ্কুষ্ঠের পর্য্যায়। ইহা একপ্রকার পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা। কঙ্কুষ্ঠ—রেচক, তিক্ত, ঈষদুষ্ণ, বর্ণকারক এবং কৃমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক। ১৫১–১৫২ ॥

ক্ষীরিণীর নাম ও গুণ।

হেমাহ্বা, কনকক্ষীরী, হেমপুষ্পী, হিমাবতী, ক্ষীরিণী, কাঞ্চনক্ষীরী, কটুপর্ণী, চিকর্ষণী [illegible]

তিক্তদুগ্ধা হৈমবতী পীতদুগ্ধা হিমাদ্রিকা।
হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা মন্দাগ্নুৎক্লেদকারিণী।
কৃমিকণ্ডূকফানাহবিষকুষ্ঠবিনাশনী ॥ ১৫৪ ॥

সাতলানামগুণাঃ।

সাতলা বিরলা সারী সৎফলা বহুফেনকা।
চর্ম্মসাহ্বা চর্ম্মকসা ফেনা দীপ্তা চ নালিকা ॥ ১৫৫ ॥
সাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ।
তিক্তা শোথকফানাহপিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ ॥ ১৫৬ ॥

অশ্মন্তকনামগুণাঃ।

অশ্মন্ত মালুকাপাত্রো যুগ্মপত্রোঽল্পপত্রকঃ।
শ্লক্ষ্ণত্বগশ্বযোনিঃ স্যাৎ কুশলী পাপনাশনঃ ॥ ১৫৭ ॥

কর্ষণী, হিমদুগ্ধা, পটুপর্ণিকা, যবচিঞ্চী ও হিমোদ্ভবা }, এই শব্দ সকল ক্ষীরিণী পর্য্যায়ক। ক্ষীরিণী—রেচক, তিক্তরসাত্মক, মন্দাগ্নির উৎক্লেদ (তরলতা) কারক এবং কৃমি, কণ্ডূ, কফ, আনাহ, বিষ ও কুষ্ঠ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে ক্ষীরিণী স, চোক্ কো; এবং হিন্দীভাষায় "চোখ" বলে ॥ ১৫৩—১৫৪ ॥

সাতলার নাম ও গুণ।

সাতলা, বিরলা, সারী, সৎফলা, বহুফেনকা, চর্ম্মসাহ্বা, চর্ম্মকসা, ফেনা, দীপ্তা, নালিকা, { সপ্তলা, অমলা, বিন্দুলা, বিমলা, বহুফেনা, চর্ম্মকষা, বিষাণিকা, স্বর্ণপুষ্পী, পলঘনা, শাতলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকরা }, এই নামগুলি সাতলা পর্য্যায়ক। সাতলা—পাকে কটু, বাতল, শীতল, লঘু, তিক্তরসবিশিষ্ট এবং শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদোষনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় সাতলা স, পাতালকোঁড় কো বলে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

অশ্মন্তকের নাম ও গুণ।

অশ্মন্ত, মালুকাপাত্র, যুগ্মপত্র, অল্পপত্রক, শ্লক্ষ্ণত্বক্, অশ্বযোনি, কুশলী, পাপনাশন, { ইন্দুক, অম্লপত্র, নীলপত্র ও যমলপত্রক }, এই শব্দগুলি অশ্মন্তকের নামান্তর। অশ্মন্তক—তুবর (কষায়রসবিশিষ্ট), সংগ্রাহী, শীতল, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাতনাশক এবং গণ্ডমালা, রক্তপিত্ত, গলগণ্ড, ও গলাময় (গলরোগ)

অশ্মন্তস্তুবরো গ্রাহী শীতোষ্ণঃ কফবাতজিৎ।
নিহন্তি গণ্ডমালাস্রগলগণ্ডগলাময়ান্।
তৎফলং লেখনং গ্রাহি গুরুশ্লেষ্মানিলাপহম্॥ ১৫৮॥

কাঞ্চনারগুণাঃ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকঃ পাকারী রক্তপুষ্পকঃ।
কোবিদারোঽস্য ভেদঃ স্যাৎ কুদালঃ কুড়লী কুলী॥ ১৫৯॥
আস্ফোতো দালকঃ স্বল্পকেশরশ্চমরী মতাঃ।
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥ ১৬০॥
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশগণ্ডমালাব্রণাপহঃ।
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ পুষ্পং শীতং তয়োর্লঘু।
রূক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্রপ্রদরক্ষতকাসনুৎ॥ ১৬১॥

বিনাশ করে। ইহার ফল—কৃশতাকারক, সংগ্রাহী, গুরু এবং শ্লেষ্মা ও বাত-বিনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে অশ্মন্তক স, এবং হিন্দী-ভাষায় "আবুটা" বলে॥ ১৫৭–১৫৮॥

কাঞ্চনার ও কোবিদারের নাম ও গুণ।

কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, পাকারি, রক্তপুষ্পক, {কাঞ্চনাল, কর্ব্বুদার গণ্ডারি, শোণপুষ্পক, রক্তকাঞ্চন ও কাঞ্চন}, ইহাদিগকে রক্তকাঞ্চনের নাম বলা যায়। কোবিদার, কুদাল, কুড়লী, কুলী, আস্ফোত, দালক, স্বল্পকেশর, চমরী, {কুদ্দার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্র, রক্তকাঞ্চন, কাঞ্চনাল, কাঞ্চনার, তাম্রপুষ্প, বিদল, বল্কারক, করক, কান্তপুষ্প, কান্তার, যমলাচ্ছদ, যুগপত্রক ও অশ্মন্তক}, এইগুলি কোবিদারের নামান্তর। কাঞ্চনার—শীতল, গ্রাহী, কষায় রসাত্মক এবং কফ, পিত্ত, কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ (হালীশ), গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক। কোবিদার—ইহাও কাঞ্চনারের গুণবিশিষ্ট। উভয়ের ফুল—শীতল, লঘু, রূক্ষ, সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষত ও কাসরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা-নাম—বঙ্গভাষায় কাঞ্চনারকে কাঞ্চনফুল এবং কোবিদারকে লাল-কাঞ্চন বা রক্তকাঞ্চন বলে এবং হিন্দীভাষায় উভয়কেই "কাচনার" বলে॥ ১৫৯–১৬১॥

নির্গুণ্ডীদ্বয়নামগুণাঃ।

নির্গুণ্ডী শ্বেতকুসুমঃ সিন্দুবারকঃ।
ভূতকেশ্যপরো নীলসিন্দুকঃ পুষ্পনীলকঃ॥ ১৬২॥
শেফালিকা শীতভীরুর্ব্বনকোঽনিলমঞ্জরী।
নির্গুণ্ডী স্মৃতিদা তিক্তা কষায়া কটুকা লঘুঃ॥ ১৬৩॥
কেশ্যা নেত্রহিতা হন্তি শূলশোথামমারুতান্।
ক্রিমিকুষ্ঠারুচিঃশ্লেষ্মব্রণান্নীলাপি তদ্ দ্বিধা॥ ১৬৪॥

মেষশৃঙ্গীনামগুণাঃ।

মেষশৃঙ্গী মেষবল্লী সপ্তদংষ্ট্রাজশৃঙ্গিকা।
অন্যা তু দক্ষিণাবর্ত্তা বৃশ্চিকালী বিষাণিকা॥ ১৬৫॥

শ্বেতনিসিন্দে ও নীল নিসিন্দের নাম ও গুণ।

নির্গুণ্ডী, শ্বেতকুসুম, সিন্দুক, সিন্দুবারক, { সিন্ধুক, সিন্ধুবারক, সিন্ধুবারিকা, সিন্ধুবারিত ও শুক্লপৃষ্ঠক } এই নামগুলি শ্বেতপুষ্প নির্গুণ্ডী পর্য্যায়ক। ভূতকেশী, নীলসিন্দুক পুষ্পনীলক, শেফালিকা, শীতভীরু, বনক, অনিলমঞ্জরী, { ইন্দ্রসুরিষ, নীলনির্গুণ্ডী, ইন্দ্রসুরস, ইন্দ্রাণী, পৌলোমা, শক্রাণী, কাসনাশিনী, সুরসা, সিন্ধু, বিসুন্ধক, সুরস, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিন্ধক, অর্থসিন্ধক, কপিকা, শীতসহ, নির্গুণ্ডী, নীলসিন্ধুক ও নীলিকা }, এই শব্দগুলি নীলপুষ্প নির্গুণ্ডীপর্য্যায়ক। উভয়বিধ নিসিন্দাই—স্মৃতিবর্দ্ধক, তিক্তরসযুক্ত, কষায়রসাত্মক, কটু, লঘু, কেশের উজ্জ্বলতাকারক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্মা ও ব্রণনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে শ্বেতনিসিন্দে—ও নীল নিসিন্দে এবং হিন্দীভাষায় "ইসুছুর, সেউড়ী ও খণ্ডী" বলে॥ ১৬২–১৬৪॥

মেষশৃঙ্গীর ও বৃশ্চিকালীর নাম ও গুণ।

মেষশৃঙ্গী, মেষবল্লী, সপ্তদংষ্ট্রা, অজশৃঙ্গিকা, { নন্দীবৃক্ষ, মেষবিষাণিকা, চক্ষুঃ, চক্ষুর্বহল, মেঢ্রশৃঙ্গী, গ্রহক্রমা, বহলচক্ষুঃ ও বিষাণী }, এই শব্দগুলি মেষশৃঙ্গীর নামান্তর। দক্ষিণাবর্ত্তা, বৃশ্চিকালী, বিষাণিকা, { বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, বিষাণী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরাকালী, উষ্ট্র ধূসর পুচ্ছিকা, কালী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপর্ণী, দক্ষিণাবর্ত্তকী, কালিকা, আগমাবর্ত্তা-দেবলাঙ্গুলিকা, করভা, তুরিতুগ্ধা, কর্কশা, স্বর্ণদী, যুগ্মফলা, ক্ষীরবিষা-

মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা কাসনাশনী।
রূক্ষা পাকে কটুঃ পিত্তব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ ॥ ১৬৬ ॥

পুনর্নবাদ্বয়নামগুণাঃ।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা পৃথ্বীকো দীর্ঘপত্রকঃ।
বিষাদদীর্ঘবর্ষাভূঃ পুনর্ভূর্মণ্ডলচ্ছদা ॥ ১৬৭ ॥
পুনর্নবা সরা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা মধুরা কটুঃ।
পুনর্নবারুণা তিক্তা রক্তপুষ্পা কটিল্লকা ॥ ১৬৮ ॥
ক্রূরকঃ ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্ব্বর্ষকেতুঃ শিবাটিকা।
শোফানিলব্রণশ্লেষ্মহরা রচ্যা রসায়নী ॥ ১৬৯ ॥
পুনর্নবা বরা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্মরক্তপিত্তবিনাশিনী ॥ ১৭০ ॥

শিকা ও ভাস্বরপুষ্পা }, এই শব্দগুলি বৃশ্চিকালী পর্য্যায়ক। মেষশৃঙ্গী ও বৃশ্চিকালী—তিক্তরসবিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক কাশনাশক, রূক্ষ, পাকে কটু এবং পিত্ত, ব্রণ, শ্লেষ্মা ও অক্ষিশূলনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—মেষশৃঙ্গীকে মেড়াশৃঙ্গী এবং বৃশ্চিকালীকে বিছুটী, চোকৃন্তা ও চোতরা বলে। ১৬৫—১৬৬।

শ্বেতপুনর্নবা ও রক্তপুনর্নবার নাম ও গুণ।

পুনর্নবা, শ্বেতমূলা: পৃথ্বীক, দীর্ঘপত্রক, বিষাদদীর্ঘবর্ষাভু, পুনর্ভূ, মণ্ডলচ্ছদা, { বৃশ্চীর, চিরাটিকা, বর্ষাঙ্গী, বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবাটিকা, পৃথ্বী, ঘনপত্র, কঠিল্লক, সিতবর্ষাভু }, এই শব্দগুলি শ্বেতপুনর্নবার নাম। শ্বেতপুনর্নবা—ভেদক, তিক্তরসাত্মক, রূক্ষ, উষ্ণ; মধুর এবং কটু। পুনর্নবা, অরুণা, তিক্তা, রক্তপুষ্পা, কটিল্লকা, ক্রূরক, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বর্ষকেতু, শিবাটিকা, শাথঘ্নী, বর্ষাভূ, প্রবৃষায়ণী, কঠিল্লক, ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, লোহিতা: রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভু, শোফঘ্নী, রক্তপুষ্পিকা, বিকস্বরা, প্রাবৃষেণ্যা সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্নব, নব ও নব্য }, এই শব্দগুলি রক্তপুনর্নবার নামান্তর। রক্তপুনর্নবা—অত্যন্ত তিক্ত, পাকে কটু, শীতল, লঘু, বাতবর্দ্ধক; সংগ্রাহী এবং শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় শ্বেতপুনর্নবাকে সেপুন্নে, শ্বেতগাঁদাবন্নে ও রক্তপুনর্নবাকে রাঙ্গাগাঁদাবন্নে শাক বলে। ১৬৭-১৭০।

রাস্নানামগুণাঃ।

রাস্না রম্যা যুক্তরসা রসনা গন্ধনাকুলী।
সুগন্ধমূলাতিরসা শ্রেয়সী সুবরা সরা॥ ১৭১॥
রাস্নামপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা শ্লেষ্মবাতজিৎ।
শোফশ্বাসসমীরাস্রবাতশূলোদরাপহা॥ ১৭২॥

অশ্বগন্ধানামগুণাঃ।

অশ্বগন্ধা তুরঙ্গাহ্বা গোকর্ণশ্চাবরোহকঃ।
বরাহকর্ণী বরদা বল্যা বাজীকরী বৃষা॥ ১৭৩॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশোফশ্বিত্রক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণাতি শুক্রলা॥ ১৭৪॥

প্রসারণীনামগুণাঃ।

প্রসারণী রাজবলা চারুপর্ণী প্রতানিকা।
শরণী সারণী ভদ্রপর্ণী সুপ্রসরা সরা॥ ১৭৫॥

রাস্নার নাম ও গুণ।

রাস্না, রম্যা, যুক্তরসা, রসনা, গন্ধনাকুলী, সুগন্ধমূলা, অতিরসা, শ্রেয়সী, সুবরা, সরা, { দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কষা, নাকুলী, সুবহা, সুগন্ধা, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সবহা, রসা, রসাঢ্যা ও এলাপর্ণী }, এই শব্দগুলি রাস্নার নামান্তর। রাস্না—আমপাচক, তিক্তরসযুক্ত, গুরু, উষ্ণ এবং শ্লেষ্মা, বাত, শোথ, শ্বাস, বাতব্যাধি, বাতরক্ত, শূল ও উদররোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে রাস্না ও রক্তভাণ্ডিল ক, রাস্না ব, পা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "রাস্না" বলে॥ ১৭১–১৭২॥

অশ্বগন্ধার নাম ও গুণ।

অশ্বগন্ধা, তুরঙ্গাহ্বা, গোকর্ণ, অবরোহক, বরাহকর্ণী, বরদা, বল্যা, বাজীকরী, বৃষা, { অশ্বকন্দিকা, কাম্বুকা, অশ্বাবরোহক, অশ্বরোহা, হয়গন্ধা, বাজিগন্ধ, অশ্বগন্ধিকা, তুরগগন্ধা, অশ্বাবরোহিকা, তুরগা, বাজিনী, বলদা, অবরোহিকা, হয়া, পুষ্টিদা, বলদা, পুষ্টি, পীবরী, পলাশপর্ণী, বাতঘ্নী, শ্যামলা, কামরূপিণী, কাল্যা, প্রিয়করী, গন্ধপত্রী, হয়প্রিয়া বারাহপত্রী, বারাহপর্ণী ও কুষ্ঠগন্ধিনী }, এই শব্দসমূহ অশ্বগন্ধাপর্য্যায়ক। অশ্বগন্ধা—বাত, শ্লেষ্মা, শোথ, শ্বিত্র (ধবলকুষ্ঠ) ও ক্ষয়রোগনাশক, বলকর, রসায়ন, তিক্ত, কষায়রসাত্মক, উষ্ণ এবং অত্যন্ত শুক্রজনক। হিন্দীভাষায় ইহাকে "অসগন্ধ" বলে॥ ১৭৩–১৭৪॥

প্রসারণী গুরুর্ব্বৃষ্যা সন্ধানবলকৃৎ সরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতনুৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥ ১৭৬॥

শতাবরীনামগুণাঃ।

শতাবরী দ্বীপিশত্রুর্দ্বিপকাধরকণ্টকা।
নারায়ণী শতপদী শতপাদ্ বহুপত্রিকা॥ ১৭৭॥
শতাবরী গুরুঃ শীতা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা রসায়নী।
শুক্রস্তন্যকরা বল্যা বাতপিত্তাস্রশোফজিৎ॥ ১৭৮॥

মহাশতাবরীনামগুণাঃ।

শতাবর্য্যূর্দ্ধকণ্ট্যন্যা পীবরী ধীবরী বরী।
অভীরুর্ব্বহুপত্রা চ মহাপুরুষদন্তিকা ১৭৯॥

প্রসারণীর নাম ও গুণ।

প্রসারণী, রাজবলা, চারুপর্ণী, প্রতানিকা, শরণী, সারিণী, ভদ্রপর্ণী, সুপ্রসবা, সরা, { প্রসরা, রাজবালা, প্রবলা, রাজপর্ণী, চন্দ্রপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা, প্রসারিণী, বল্যা, কটম্ভরা, সরণী, গন্ধালী, শরণা, সরণা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধভদ্রা, গন্ধালিকা, সারণী ও গন্ধোলী }; এই সকল শব্দ প্রসারণী পর্য্যায়ক। প্রসারণী—গুরু, বলকর, ভগ্নসন্ধানকর (ভাঙ্গাহাড় যোড়া লাগায়), উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, তিক্তরসযুক্ত এবং বাতরক্ত ও কফনাশক। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে গন্ধভাদালে ও গান্ধাইল ক, গন্ধভাদালে, পাতভাদালিয়া ম, ভাদালী ও গন্ধভাদালী চ, ভাদ্‌লা ব, ভাদাইল্ ঢা, গন্ধভাদালিয়া পা, রা, ত্রি, গাঁধালী কো, বলে॥ ১৭৫–১৭৬॥

শতাবরীর নাম ও গুণ।

শতাবরী, দ্বীপিশত্রু, দ্বিপকা, ধরকণ্টকা, নরায়ণী, শতপদী, শতপাদ্, বহুপত্রিকা, { বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, ঋষ্যপ্রোক্তা, ভীরুপত্রী, অহেরু, অভীরু, অভীরুপত্রী, মহাপুরুষদন্তা, রঙ্গিনী, শটী, ঋষ্যগতা, কাঞ্চনকারিণী, মদভঞ্জিনী, মহাশীতা, পীবরা, দিব্যা, দ্বীপিকা, বৃষ্যা, সূক্ষ্মপত্রা, সূক্ষ্মপত্রিকা, সুপত্রা, বহুমূলী, শতাহ্বয়া, স্বাদুরসা, মধুপর্ণিকা, শতাহ্বা, আত্মগুপ্তা, জটা, মূলী, শতবীর্য্যা, মহৌষধী, মধুরা, শতমূলী, কেশিকা, শতপত্রিকা, বিশ্বস্থা, বৈষ্ণবী, কাঞ্চী, বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী, তুর্ম্মনা ও তৈলবল্লী }, এই শব্দগুলি শতমূলী পর্য্যায়ক। শতমূলী—গুরু, শীতল, মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বলকর, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশ করে। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে শতমূলী [illegible]

সহস্রবীর্য্যা কেশী স্যাৎ তুঙ্গিনী সূক্ষ্মপত্রিকা।
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী ॥ ১৮০ ॥
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যার্শোগ্রহণীনয়নাময়ান্।
তদঙ্কুরস্ত্রিদোষঘ্নো লঘুরর্শঃক্ষয়াপহঃ ॥ ১৮১ ॥

বলানামগুণাঃ।

বলা বাট্যালকঃ শীতপাকী বাট্যোদরাহ্বয়া।
ভদ্রৌদনী সমঙ্গা স্যাৎ সমাংসা খরযষ্টিকা ॥ ১৮২ ॥

সহদেবীনামগুণাঃ।

মহাবলা পীতপুষ্পী সহদেবী বৃহদ্‌বলা।
বাট্যায়নী দেবসহা বাট্যা স্যাৎ পীতপুষ্পিকা ॥ ১৮৩ ॥

মহাশতাবরীর নাম ও গুণ।

ঊর্দ্ধকণ্টী, পীবরী, ধীবরী, বরী, অভীরু, বহুপত্রা, মহাপুরুষদন্তিকা, সহস্র-বীর্য্যা, কেশী, তুঙ্গিনী, সূক্ষ্মপত্রিকা, মহাশতাবরী, { মহাশতা, শতবীর্য্যা, সুরসা, বীরা, তুরঙ্গিনী, বহুপুত্রিকা, বহুপত্রিকা, ফণিজিহ্বা, সুবীর্য্যা, অহেরু, ঋষ্য-প্রোক্তা, মহাশতমূলী ও মহোদরী }, এই শব্দগুলি মহাশতাবরীর নাম। মহা-শতাবরী— মেধাজনক, হৃদয়গ্রাহী, বলজনক, রসায়ন এবং অর্শ, গ্রহণী ও নেত্র-রোগ বিনাশক। ইহার অঙ্কুর (কুঁড়ি)—ত্রিদোষনাশক, লঘু এবং অর্শঃ ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে ॥ ১৭৯–১৮১ ॥

শ্বেত বেড়েলার নাম ও গুণ।

বলা, বাট্যালক, শীতপাকী, বাট্যোদরাহ্বয়া ভদ্রৌদনী, সমঙ্গা, সমাংসা, খরযষ্টিকা, { বাট্যপুষ্পী, সমাংশা, বিললা, ওদনী, বলিনী, ওদনিকা, খরককাষ্টিকা, সোটা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, বলাঢ্যা, পাটী, বাট্যা, বাটী, নিলয়া, বাটিকা, বাট্যালী ও বাট্যালিকা }, এই শব্দগুলি শ্বেতবলা পর্য্যায়ক ॥ ১৮২ ॥

পীতপুষ্পী বলার নাম।

মহাবলা, পীতপুষ্পী, সহদেবী, বৃহদ্বলা, বাট্যায়নী, দেবসহা, বাট্যা, পীত-পুষ্পিকা, { পীতপুষ্পী, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, সরিকা, কেশরুহা, মৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্দ্ধিনী, রাসিনী, দেবলা, সারিণী, দেবার্হা, গন্ধবল্লরী, মগা ও মগরসা }, এই শব্দগুলি পীতবলা পর্য্যায়ক ॥ ১৮৩ ॥

পিটারিণীনামগুণাঃ।

বলাকাতিবলা ভারবাজী স্যাদ্ বৃক্ষগন্ধিনী ॥ ১৮৪ ॥

গাঙ্গেরুকীনামগুণাঃ।

গাঙ্গেরুকী নাগবলা বিশ্বদেবা গবেধুকা ॥ ১৮৫ ॥

বলাচতুষ্টয়নামগুণাঃ।

বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্রপিত্তাস্রক্ষতনাশনম্ ॥ ১৮৬ ॥
আসাং বৃহদ্বলা কৃচ্ছ্রং হন্তি বাতানুলোমনী।
গুর্ব্বী নাগবলা বৃষ্যা বিশেষাদ্রক্তপিত্তজিৎ ॥ ১৮৭ ॥
বল্যা রসায়নী পুংস্ত্ববৰ্দ্ধনী বৃংহণী তথা।
তস্যাঃ ফলং হিমস্বাদু স্তম্ভনং গুরুলেখনম্ ॥
বিবন্ধাধ্মানজননং রক্তপিত্তবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৮৮ ॥

অতিবলার নাম।

বলাকা, অতিবলা, ভারবাজী, মৃগগন্ধিনী, { মহা, কঙ্কতিকা ও ঋষ্যপ্রোক্তা, এইগুলি অতিবলার নাম ॥ ১৮৪ ॥

নাগবলার নাম।

গাঙ্গেরুকী, নাগবলা, বিশ্বদেবা, গবেধুকা, { ঝষা, অনিষ্টা, মহাগন্ধা, ঘণ্টা, দেবদণ্ডা, মহাফলা, মহাশাখা, মহোদয়া, মহাপত্র, চতুঃপলা, তন্দ্রোদন', খরগন্ধা, গোরক্ষতণ্ডুলা, খরগন্ধিনী, হ্রস্বগবেধুকা, খরবল্লরিকা, বিশ্বদেবী ও বিশ্বদেবা }, এই শব্দগুলি নাগবলা পর্য্যায়ক।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে গোরখ্‌চাকুলে ও পানীসাঁড়া এবং হিন্দিভাষায় "গুলসকরী" ও "ককলী" বলে ॥ ১৮৫ ॥

চারি প্রকার বেড়েলার গুণ।

চারি প্রকার বেড়েলা - শীতগুণযুক্ত, মধুররসাত্মক, বল ও কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, মলরোধক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও ক্ষতনাশক। বৃহদ্বলা—মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ বায়ুকে অধোনয়ন করে। নাগবলা—গুরু, বৃষ্য, বিশেষতঃ রক্তপিত্তনাশক, বলকর, রসায়ন, পুংস্ত্ব (পুরুষত্ব, দৃঢ়লিঙ্গতা,) বীর্য্যবর্দ্ধক ও বৃংহণ। নাগবলার ফল—শীতল, স্বাদু, স্তম্ভন (জড়ীভূতকারক), গুরু শরীরের কৃশতাজনক, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক এবং রক্ত ও পিত্ত-বর্দ্ধক ॥ ১৮৬—১৮৮ ॥

জ্যোতিষ্মতীনামগুণাঃ।

জ্যোতিষ্মতী বহ্নিরুচিঃ কঙ্গুনী কটুভী তথা।
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥ ১৮৯॥

তেজোবতীনামগুণাঃ।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজিন্যা লঘুবল্কলা।
মহৌজসী পারিজাতাশীতা তিক্তাতিতেজনী॥ ১৯০
তেজস্বিনী কফশ্বাসকাসশূলামবাতজিৎ।
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী॥ ১৯১॥

জ্যোতিষ্মতী লতার নাম ও গুণ।

জ্যোতিষ্মতী, বহ্নিরুচি, কঙ্গুনী, কটভী, { পারাবতাঙ্ঘ্রি, পিন্যা, জ্যোতিকা, নিষ্ফলা, পারাবতপদী, লগণা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মতিদা, মেধ্যা দুর্জ্জরা, অমৃতা, সরস্বতী ও কুকঙ্গুনী }, এই শব্দগুলি জ্যোতিষ্মতী লতার নাম। জ্যোতিষ্মতীলতা—কটু, তিক্ত, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি, বুদ্ধি ও স্মৃতিজনক।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে লওয়া ফটকী, লতাফটকী ও বন উচ্ছে বলিয়া থাকে এবং হিন্দি ভাষায় "মালকঙ্গুনী" ও "কবুই" বলে॥ ১৮৯॥

তেজোবতীর নাম ও গুণ।

তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজিন্যা, লঘুবল্কলা, মহৌজসী, পারিজাতা, শীতা, তিক্তা, অতিতেজনী, { তেজোহ্বা, তেজনী, তেজোবতী, মহাজ্যোতিষ্মতী ও তেজিকা }, এই শব্দগুলি তেজোবতীর নাম। তেজবতী—কফ, কাস, শূল ও আমবাতনাশক, দোষের পরিপাচক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত এবং রুচি ও অগ্নিদীপক।

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে তেজবল্ ও তেজবল্কল্ এবং হিন্দি ভাষায় "বড়মালকঙ্গুনী" বলে॥ ১৯০—১৯১॥

দেবদারুনামগুণাঃ।

দেবদারু সুরাহ্বং স্যাদ্ভদ্রদারুঃ সুরদ্রুমঃ।
ভদ্রকাষ্ঠং স্নেহবৃক্ষঃ কৃমিলং শক্রদারু চ॥ ১৯২ ॥
দেবদারু কটু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং লঘু নাশয়েৎ।
আধ্মানজ্বরশোথামহিক্কাকণ্ডূকফানিলান্॥ ১৯৩ ॥

সরলনামগুণাঃ।

সরলো নন্দনো ব্রীড়া নমেরুদ্বিকবৃক্ষকাঃ।
পতিদারু পীতবৃক্ষো মহাদীর্ঘকলিদ্রুমাঃ॥ ১৯৪ ॥
সরলঃ কটুকঃ পাকরসয়োর্মধুরো লঘুঃ।
উষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ সমীরাক্ষিকণ্ঠকর্ণাময়াপহঃ॥ ১৯৫ ॥

পুষ্করমূলনামগুণাঃ।

পৌষ্করাহ্বং পদ্মপত্রং পৌষ্করজটা মূলবীরং
সুগন্ধিকম্॥ ১৯৬॥

দেবদারুর নাম ও গুণ।

দেবদারু, সুরাহ্ব. ভদ্রদারু, সুরদ্রুম. ভদ্রকাষ্ঠ. স্নেহবৃক্ষ, কৃমিল, শক্রদারু, { শতপাদপ, পারিভদ্রক, দ্রু কলিম, পীতদারু. দারু, পুতিকাষ্ঠ, কল্পপাদপ, কিলিম, সুরদারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শিবদারু, শাম্ভব, ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ, শক্রদ্রুম, ইন্দ্রবৃক্ষ. দেবকাষ্ঠ, ইন্দ্রদারু, মরুদারু, দারুভদ্র ও সুরভূরুহ } এই শব্দগুলি দেবদারুর পর্য্যায়। দেবদারু—কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণ এবং আধ্মান, জ্বর, শোথ, আম. হিক্কা, কণ্ডূ, কফ ও বাতনাশক ॥ ১৯২–১৯৩ ॥

সরলকাষ্ঠের নাম ও গুণ।

সরল. নন্দন. ব্রীড়া. নমেরু, দ্বিকবৃক্ষক, পতিদারু, পীতবৃক্ষ. মহাদীর্ঘ কলিদ্রুম, { পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ, পীতদারু, ভদ্রদারু, মনোজ্ঞ, ধূপবৃক্ষ, পীত, শরল, শরলা, স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মরিচপত্রক, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু }. এই শব্দগুলি সরলকাষ্ঠের পর্য্যায়। সরলকাষ্ঠ—পাকে কটু, কটুরসাত্মক, মধুর, লঘু. উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং সমীর (বায়ু), [illegible] ও কর্ণরোগ বিনাশক ॥ ১৯৪–১৯৫ ॥

পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণবাতকফজ্বরান্।
হন্তি শোফারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলজিৎ॥ ১৯৭॥

কুষ্ঠনামগুণাঃ।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং দিব্যং কৌবেরং পারিভদ্রকম্।
পারিহার্য্যং পারিভাব্যমুৎপলং পারিভদ্রকম্॥ ১৯৮॥
কুষ্ঠমুষ্ণঃ কটু স্বাদু তিক্তং শুক্রপ্রদং লঘু।
হন্তি বাতাস্রবীসর্পকুষ্ঠকাসমরুৎকফান্॥ ১৯৯॥

কর্কটশৃঙ্গীনামগুণাঃ।

শৃঙ্গী কুলীরশৃঙ্গী স্যাদ্বক্রা কর্কটশৃঙ্গিকা।
কর্কটাক্ষা মহাঘোষা শৃঙ্গনাম্নী নতাঙ্গ্যপি॥ ২০০॥

পুষ্কর মূলের নাম ও গুণ।

পৌষ্করাহ্ব, পদ্মপত্র, পৌষ্করজটা, মূলবীর, সুগন্ধিক, { পুষ্করমূল, পুষ্করমূলক, পদ্মপর্ণ, পদ্মপত্রক, মূল, পুষ্কর, পুষ্করাহ্বক, কাশ্মীর, পুষ্করজটা, পদ্মপর্ণক, পুষ্করিণী, বীর, শ্বাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করাহ্বয় ও ব্রহ্মতীর্থ }, এই সকল শব্দ পুষ্কর মূলের পর্য্যায়। পুষ্করমূল কটুরসযুক্ত, তিক্তরসযুক্ত এবং উষ্ণবাত (মূত্রাঘাত বিশেষ) কফ, জর, শোথ, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূল নিবারণ করে। ইহার অভাবে কুড় ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে "পোহকর্ম্মন্" বলে॥ ১৯৬-১৯৭॥

কুড়কাঠের নাম ও গুণ।

কুষ্ঠ, রোগাহ্বয়, দিব্য, কৌবের, পারিভদ্রক, পারিহার্য্য, পারিভাব্য, উৎপল, { গদাখ্য, দুষ্ট, ব্যাধি, ব্যাপ্য, বাপ্য, আপ্য, অরুণ, কদাখ্য, গদাহ্ব, গদাহ্বয়, ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, কুঠিক, কুত্ম, গদ, আময়, বানীরজ, পাবন, কুৎসিত, পাকল ও পদ্মক }, এই শব্দগুলি কুষ্ঠ পর্য্যায়। কুড়—উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু এবং বাতরক্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, কাস, বাত ও কফনাশক।
প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কুড়, কুড়কাষ্ঠ, স, বলে॥ ১৯৮-১৯৯॥

কর্কটশৃঙ্গীর নাম ও গুণ।

শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, বক্রা, কর্কটশৃঙ্গিকা, কর্কটাক্ষা, মহাঘোষা, শৃঙ্গনাম্নী, নতাঙ্গী, { কর্কটশৃঙ্গী, কর্কটাখ্যা, চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী, কাশনাশিনী, ঘোষা,

শৃঙ্গী কষায়তিক্তোষ্ণা হন্তি হিক্কাবমিজ্বরান্।
বৃষ্যা বমিকফশ্বাসক্ষয়কাসোর্দ্ধমারুতান্॥ ২০১॥

কট্‌ফলনামগুণাঃ।

কট্‌ফলং কুমুদা কুম্ভী শ্রীপর্ণী লোমপাদপঃ।
সোমবল্কো মহাকুম্ভী ভদ্রা ভদ্রবতী শিবা॥ ২০২॥
কট্‌ফলং তুবরং তিক্তং কটুবাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃকাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥ ২০৩॥

রোহিষনামগুণাঃ।

রোহিষং কত্তৃণং ভূতির্ভূতিকং সরলং তৃণম্।
শ্যামলং যুগ্মকং পৌরং ব্যাপকং দেবগন্ধকম্॥ ২০৪॥
রোহিষং কটুকং পাকে-তিক্তোষ্ণং তুবরং জয়েৎ।
হন্তি মারুতপিত্তাস্রক্ষণাচ্ছ্বাসকফজ্বরান্॥ ২০৫॥

বনমূর্দ্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাহ্বা, কর্কটা, কৌলিরী, বিষাণিকা, চন্দ্রাপদা, অজশৃঙ্গী ও নবাঙ্গী }. এই শব্দগুলি কর্কটশৃঙ্গী, পর্য্যায়ক। কর্কটশৃঙ্গী—কষায়রসবিশিষ্ট, তিক্তরসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য এবং হিক্কা, বমি, জ্বর, কফ, শ্বাস, ক্ষয়, কাস, অরুচি ও ঊর্দ্ধগত বায়ু বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী এবং হিন্দী ভাষায় "কাকরাশৃঙ্গী" বলে। ২০০—২০১।

কট্‌ফলের নাম ও গুণ।

কট্‌ফল, কুমুদা, কুম্ভী, শ্রীপর্ণী, লোমপাদপ, সোমবল্ক মহাকুম্ভী, ভদ্রা, ভদ্রাবতী, শিবা, { শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কৈটর্য্য, কাফল, কুম্ভীপাকী, পরুষ, কুমুদী, ত্বক্‌ফল, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, নাসাম্বু, অরণ্য, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, রামসেনক, উগ্রগন্ধ, ভদ্রারঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য ও কুম্ভিকা } এই শব্দ সকল কট্‌ফলের পর্য্যায়। কট্‌ফল—কষায় রসবিশিষ্ট, তিক্ত, কটু, এবং বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি নিবারক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কায়ফল ও কায়ছাল বলে। ২০২—২০৩॥

রোহিষতৃণের নাম ও গুণ।

রোহিষ, কর্ত্তৃণ, ভূতি, ভূতিক, সরল, তৃণ, শ্যামল, যুগ্মক, পৌর, ব্যাপক, দেবগন্ধক, { সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত,

ভার্গীনামগুণাঃ ।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা কাসঘ্নী গন্ধপর্ব্বণী ।
খরশাকং শুক্রমাতা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা ॥ ২০৬ ॥
ভার্গী রূক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী জয়েৎ ।
শোথকাসকফশ্বাসপীনসজ্বরমারুতান্ ॥ ২০৭ ॥

পাষাণভেদনামগুণাঃ ।

পাষাণভেদঃ পাষাণোঽশ্মরীভেদোঽশ্মভেদকঃ ।
শিলাভেদো দৃষদ্ভেদো নাগভিন্নাঙ্গভেদনঃ ॥ ২০৮ ॥
পাষাণভেদস্তুবরঃ শীতলো বস্তিশোধনঃ ।
সরস্তিক্তঃ প্রমেহার্শঃকৃচ্ছ্রাশ্মরীরুজো জয়েৎ ॥ ২০৯ ॥

শীতল, কার্ত্তৃণ, ধূপগন্ধিক, দেবজগ্ধ, রোহিষতৃণ, ধ্যামক ও পূতিমুদ্গল }, এই শব্দগুলি রোহিষতৃণের নামান্তর। রোহিষতৃণ—পাকে কটু, তিক্তরস-যুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট এবং বাত, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কফ ও জ্বর নাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে রামকপূর এবং হিন্দী ভাষায় "রোহিষ" এবং "সোধিয়া" বলে ॥ ২০৪—২০৫ ॥

বামনহাটীর নাম ও গুণ ॥

ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, কাসঘ্নী, গন্ধপর্ব্বণী, খরশাক, ফঞ্জী, শুক্রমাতা, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, { গর্দ্দভশাক, গর্দ্দভশাকা, ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লরী, বালেয়শাক, বর্ব্বর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টিক, ফঞ্জীকা, যষ্টি, ব্রহ্মযষ্টিকা, শাক-বালেয়, দূর্ব্বা, অঙ্গারবল্লী, বালেয়, ব্রাহ্মিকা, মুখধৌতা, ব্রাহ্মী, গর্দ্দভশাকী, ব্রাহ্মণযষ্টি, ভঞ্জী, বাতারি, ভৃঙ্গজা, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রমাতা, খরশাকা ও হঞ্জিকা }, এই শব্দগুলি বামনহাটীর নামান্তর। বামনহাটী—রূক্ষ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পরিপাচক এবং শোথ, কফ, শ্বাস, কাস, পীনস ও জ্বর বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা-নাম—বঙ্গভাষায় বামনহাটী, ক, বাইনষষ্ঠী, ব, ব্রহ্মষষ্টি ঢা, চ, ভামট্ ম, ভামইট্ পা, রা, বানুষষ্টি ও ব্রহ্মষষ্টি ব; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "বর্ভনেটী" বলে ॥ ২০৬—২০৭ ॥

পাষাণভেদীর নাম ও গুণ ।

পাষাণভেদী, পাষাণ, অশ্মরীভেদ, অশ্মভেদক, শিলাভেদ, দৃষদ্ভেদ, নাগভিদ্, নাঙ্গভেদন, { শিলভিদ্ পাষাণভেদ, পাষাণভেদক, পাষাণ-ভেদন, অশ্মভেদ, অশ্মভিদ্, অশ্মঘ্ন, শ্বেতা, উপলভেদক, উপলভেদী,

মুস্তনামগুণাঃ।

মুস্তং বারিধরো মুস্তো মেঘাখ্যঃ কুরুবিন্দকঃ ॥ ২১০ ॥
বরাহোঽব্দো ঘনো ভদ্রমুস্তং রাজকসেরুকঃ ॥
গুমুস্তং বিষধ্বংসী নাগরোঽন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১১ ॥
মুস্তং কটু হিমগ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্।
কষায়ং কৃমিপিত্তাসৃক্‌কফতৃষ্ণাজ্বরাপহম্ ॥ ২১২ ॥

উপলভিদ, শিলাগর্ভজ, নগভিদ্, গিরিভিদ্ এবং ভিন্নযোজনী } এই শব্দগুলি পাষাণভেদীর নাম। পাষাণভেদী—কষায়রসযুক্ত, শীতবীর্য্য, বস্তি (মূত্রাশয়) শোধক, ভেদক, তিক্ত এবং প্রমেহ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী-রোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় হিমসাগর, ক, পাথরচুনা ব, ঢা, লোহাচুড় পা, রা, পাথরচুরী, হাতাজুড়ী ও পাষাণভেদী, কো বলে। ২০৮—২০৯।

মুথার নাম ও গুণ।

মুস্ত, বারিধর, মেঘাখ্য (মেঘের যত নাম ঘন, বারিবাহ ইত্যাদি), কুরুবিন্দক, { মুস্তা, মুস্তক, কুরুবিন্দ, অম্বুবাহ, অম্বুভৃৎ, তড়িত্বান্, বলাহক, স্তনয়িত্নু, তোয়দ, ভদ্র, তোয়ধর, রাজকসেরু, গাঙ্গেয়, ভদ্রমুস্তক, অভ্রনামক, শ্রীভদ্রা, ভদ্রক ও ভদ্রা }, এই শব্দগুলি মুস্ত পর্য্যায়ক। বরাহ, অব্দ, ঘন, ভদ্রমুস্ত, রাজকসেরুক, { ভদ্রমুস্তক, ভদ্রমুস্তা, কচ্ছোত্থা, বরাহী, গুন্দ্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা কুরুবিন্দাখ্যা, সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বলা, রাজকশেরু, অর্ণোদ, কচ্ছোত্থা, মুস্তা, মেঘ, বারিদ, অম্ভোদ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্র; ঘন ও গাঙ্গেয় }, এই শব্দগুলি ভদ্রমুস্তক পর্য্যায়ক। পিণ্ডমুস্ত, বিষধ্বংসী, নাগর, { নাগরমুস্ত, নাগরমুস্তক, নাগরমুস্তা, নাগরোত্থ, নাগরাদিঘনসংজ্ঞকা (নাগরাভ্র, নাগরাব্দ, নাগরাম্বুদ, ইত্যাদি), চক্রাঙ্কা, চূড়ালা, পিণ্ডমুস্তা, পিণ্ডমুস্তক, নাদেয়ী, শিশিরা, বৃষধাঙ্ক্ষী, কচ্ছরুহা, চারুকেশরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা ও কলাপিনী }, এই শব্দ সমূহ নাগরমুস্তক পর্য্যায়ক। { কৈবর্ত্তীমুস্তক, কৈবর্ত্তীমুস্তা, কৈবর্ত্তীমুস্ত, বন্য, সিতপুষ্প, কুটন্নট, দশপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, কৈবর্ত্তী, দাসপুর, দাশপুর, দসপুর, পরিপেল, পারিপেল, কৈবর্ত্তিমুস্তক, কৈবর্ত্তমুস্তক, বনসম্ভব, ধান্য, শীতপুষ্প, জীর্ণবুধ্নক, শোপুর ও কুটন্নট }, এই শব্দ সকল কৈবর্ত্তমুস্তকের পর্য্যায়। সর্ব্ববিধমুস্তক—কটু, হিমবীর্য্য, সংগ্রাহি, তিক্তরসাত্মক, অগ্নিপ্রদীপক, দোষপরিপাচক, কষায়রসযুক্ত এবং কৃমি, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও জ্বর বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় মুস্তককে মুথা, মুত ও মথো, স ভদ্র-

ধাতুকীনামগুণাঃ।

ধাতুকী কুঞ্জরা সিন্ধুপুষ্পী প্রমাদিনী মদা।
পার্ব্বতীয়া তাম্রপুষ্পী সুভিক্ষা মেঘবাসিনী ॥ ২১৩ ॥
ধাতুকী কটুকা শীতা মন্দোষ্ণা তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্রবিষক্রিমিবিসর্পজিৎ ॥ ২১৪ ॥

মাচিকানামগুণাঃ।

মাচিকা বালিকাম্বষ্ঠা শঠী দন্তশঠাম্বিকা ॥
অম্বষ্ঠকী সূচিমুখী কষায়া সা কণ্টমুখী ॥ ২১৫ ॥
মাচিকোষ্ণা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্কাতীসারপিত্তাস্রকফকণ্ঠাময়াপহা ॥ ২১৬ ॥

মুস্তককে ভাদ্‌লারমুথা ও ভাদ্‌লেমুথো, স, নাগরমুস্তককে নাগরমুথা ও নাগরমুতো স, কৈবর্ত্তমুস্তককে কেউটেমুথা ও কেউটেমুতো, স এবং হিন্দীভাষায় মুস্তককে "মোথা" বলে ॥ ২১০-১১২ ॥

ধাতুকীর নাম ও গুণ।

ধাতুকী, কুঞ্জরা, সিন্ধুপুষ্পী, প্রমাদনী, মদা, পার্ব্বতীয়া, তাম্রপুষ্পী সুভিক্ষা, মেঘবাসিনী, { ধাতুকী, ধাতৃপুষ্পিকা, ধাতুপুষ্পী, ধাতৃপুষ্পী, ধাতুপুষ্পিকা, ধাত্রী, বহ্নিপুষ্পিকা, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা পার্ব্বতী, বহুপুষ্পিকা কুমুদা, সীধুপুষ্পী, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সজ্যপুষ্পী, রোধ্রপুষ্পিনী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা ও মদ্যপুষ্পা }, এই শব্দগুলি ধাতুকীপর্য্যায়ক। ধাতুকী—কটুরসযুক্ত, শীতল, অল্পোষ্ণ, কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু এবং তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, ক্রিমি ও বিসর্পরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ধাইফুল, স এবং হিন্দীভাষায় "ধাবই" বলে ॥ ১১৩—১১৪ ॥

মাচিকার নাম ও গুণ।

মাচিকা, বালিকা, অম্বষ্ঠা, শঠী, দন্তশঠা, অম্বিকা, অম্বষ্ঠকী, সূচিমুখী, কষায়, কন্টমুখী, { গ্রন্থিকা, অম্বালিকা, কেশী, মসূরবিদলা, সহস্রা, বালমূলিকা, বালা, শঠাম্বা, দৃঢ়বল্ক, ময়ূরিকা, অম্বা, গন্ধপত্রী, চিত্রপুষ্পী, শ্রেয়সী, স্বণবাচিকা, ছিন্নপত্রী ও চিত্রপুষ্পী }, এই শব্দগুলি মাচিকা পর্য্যায়ক। মাচিকা—উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট, পাকে কষায়, শীতল, লঘুপাকী এবং পক্কাতীসার

বিদারিকাকন্দদ্বয়নামগুণাঃ।

বিদারিকা বৃক্ষবল্লী বৃক্ষকন্দা বিদালিকা॥
শৃঙ্গালিকা কন্দবল্লী স্বাদুকন্দা ফলাশকা॥ ২১৭॥
অন্যা শুক্লা ক্ষীরশুক্লা ক্ষীরবল্লী পয়স্বিনী।
ইক্ষুবল্লী মহাশ্বেতা ক্ষীরকন্দেক্ষুগন্ধিকা॥ ২১৮॥
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা॥
গুরুপিত্তাস্রপবনদাহান্ হন্তি রসায়নী॥ ২১৯॥

বারাহীকন্দনামগুণাঃ।

বারাহী মাধবী গৃষ্টিঃ শৌকরী বনমালিকা।
তস্যাঃ কন্দকিটিক্রোড়নাম্না সম্বরকন্দকঃ॥ ২২০॥

(যে অতীসার রোগীর মল পক্ক অর্থাৎ আমসংযুক্ত নয়, সেই অতীসাররোগকে পক্কাতিসার বলে), রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পুদিনা কো, দক্ষিণাপথে অম্বাড়া ও অশ্মরী এবং হিন্দী ভাষায় "মোইয়া" বলে॥ ২১৫—২১৬॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের নাম ও গুণ।

বিদারিকা, বৃক্ষবল্লী, বৃক্ষকন্দা, বিদালিকা, শৃঙ্গালিকা, কন্দবল্লী, স্বাদুকন্দা, ফলাশকা, {শৃগালিকা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভূকুষ্মাণ্ডী ও বিড়ালী}, এই শব্দ সকল ভূমিকুষ্মাণ্ড পর্য্যায়ক। শুক্লা, ক্ষীরশুক্লা, ক্ষীরবল্লী, পয়স্বিনী, ইক্ষুবল্লী, মহাশ্বেতা, ক্ষীরকন্দা, ইক্ষুগন্ধিকা, {ক্রোষ্ট্রী, সিতা, বৃষ্যকন্দা, বৃষ্যবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা ও গন্ধফলা}, এই শব্দগুলি কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড পর্য্যায়ক। ভূমিকুষ্মাণ্ড—মধুররসাত্মক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, রক্তপিত্ত, বাত ও দাহনিবারক এবং রসায়ন। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ভুঁইকুমড়ো বলে॥ ২১৭—২১৯॥

বারাহীকন্দের নাম ও গুণ।

বারাহী, মাধবী, গৃষ্টি, শৌকরী, বনমালিকা, কন্দ, কিটি, ক্রোড়, সম্বরকন্দক, {বিষ্বক্‌সেনপ্রিয়া, ঘৃষ্ট, কচ্ছা, শূকরী, কন্যা, বিষ্বক্‌সেনকান্তা, বরাহী, কৌমারী, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, ক্রোড়কন্যা, গৃষ্টিকা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্য, অমৃত, মহাবীর্য্য, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, ব্রাহ্মীকন্দ, বীর, মহৌষধ,

বারাহী মধুরা কন্দে কটুস্তিক্তাতিশুক্রলা।
বল্যা শুক্রকরা বাতকফমেহকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ২২১ ॥

পাঠানামগুণাঃ।

পাঠাম্বষ্ঠা বৃহত্তিক্তা প্রাচীনাম্বষ্ঠকা সরা।
বরা তিক্তা পাপচেলী শ্রেয়সী বৃদ্ধকর্ণিকা ॥ ২২২ ॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ।
হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডূবিষশ্বাসকৃমিগুল্মগরব্রণান্ ॥ ২২৩ ॥

মূর্ব্বানামগুণাঃ।

মূর্ব্বাদেবী মধুরসা দেবশ্রেণী মধুস্রবা।
স্নিগ্ধপর্ণী পৃথক্পর্ণী মোরটী পীলুপর্ণিকা।

সুকন্দক, বৃদ্ধিদ, ব্যাধিহন্তা ও চর্ম্মাকারালুক }, এই সমস্ত শব্দ বারাহীকন্দের নাম। বারাহীকন্দ—মধুররসবিশিষ্ট, কটুরসাত্মক, তিক্ত, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, বীর্য্যজনক এবং বায়ু, কফ, মেহ ও কৃমিরোগ নিবারণ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চামালু ও চুবড়ী আলু এবং হিন্দীভাষায় "গেঁঠী" বলে ॥২২০–২২১॥

পাঠার নাম ও গুণ।

পাঠা, অম্বষ্ঠা, বৃহত্তিক্তা, প্রাচীনা, অম্বষ্ঠকা, সরা, বরা, তিক্তা, পাপচেলী, শ্রেয়সী ও বৃদ্ধকর্ণিকা, { পাঠা, পাঠিকা, অম্বষ্ঠিকা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, একাষ্ঠীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, দেবী, বৃত্তপর্ণী, একোশিকা, বৃকা, অম্বষ্ঠকী, বনতিক্তা, বিদ্ধকর্ণী, পাপচেলা, আবদ্ধকর্ণী, পাটিকা, কুচেলী, অবিদ্ধকর্ণী ও ছিন্নবেশিকা }, এই শব্দগুলি পাঠার পর্য্যায়। পাঠা—উষ্ণবীর্য্য, কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণগুণী, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু এবং শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডূ, বিষ, শ্বাস, কৃমি, গুল্ম, গর ও ব্রণ বিনাশ করে। প্রচলিত-ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে আকনাদি, আকনাদী, নিমুক, আর্থাদী, ক; আকান্দী ঢা; আকানিধি, য, বঁ; মূ চলৎ, ম; আকনাদী, পা, রা, ত্রি; বলে। ২২২–২২৩।

মূর্ব্বাসরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ।
ত্রিদোষ তৃষ্ণা হৃদ্রোগ কণ্ডূকুষ্ঠ জ্বরাপহা ॥ ২২৪ ॥

াঃ।

মঞ্জিষ্ঠা বিজয়া রক্তা রক্তাঙ্গী কালমেষিকা।
রক্তযষ্টী তাম্রবল্লী সমঙ্গা বস্ত্রভূষণা ॥ ২২৫ ॥
মঞ্জুলা বিকশা ভঙ্গী ছদ্মিকা জ্বরনাশিনী।
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ ॥ ২২৬ ॥
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্মশোফযোন্যক্ষিশূলনুৎ।
রক্তাতীসারকুষ্ঠাস্রবীসর্পব্রণমেহজিৎ।
তচ্ছাকং দীপনং স্বাদু স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্ ॥ ২২৭ ॥

মূর্ব্বার নাম ও গুণ।

মূর্ব্বা, দেবী, মধুরসা, দেবশ্রেণী, মধুস্রবা, স্নিগ্ধপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, মোরটী, পীলুপর্ণিকা, { মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী পীলুপর্ণী, কর্ম্মকরী, দৃঢ়সূত্রিকা, মূর্ব্বী, ধনুঃশাখা, ধনুর্ম্মালা, ধনুর্গুণা, স্রুবা, মধুশ্রেণী, ধনুঃ, শ্রেণী, স্বরাঙ্গকা, পৃথক্‌ত্বচা অতিরসা, দিব্যলতা, জ্বলিনী ও গোপবল্লী }, এই সকল শব্দ মূর্ব্বার পর্য্যায়। মূর্ব্বা—সারক, গুরু, স্বাদুরসাত্মক, তিক্তরসযুক্ত এবং রক্তপিত্ত, মেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কণ্ডূ, জ্বর ও কুষ্ঠ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে মূর্‌গো, মুর্‌গা, কো; সূচীমুখী, ঢা, য: গোড়াচক্র, শোচমুখী, ক; মূর্ব্বা, ম, ব; বলে ॥ ২২৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠার নাম ও গুণ।

মঞ্জিষ্ঠা, বিজয়া, রক্তা, রক্তাঙ্গী, কালমেষিকা, রক্তযষ্টী, তাম্রবল্লী, সমঙ্গা, বস্ত্রভূষণা, মঞ্জুলা, বিকশা, ভঙ্গী, ছদ্মিকা, জ্বরনাশিনী, { রক্তযষ্টি, বিকসা, জিঙ্গা, মণ্ডূকপর্ণ ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, মণ্ডকা, লতাযষ্ঠী, হেমপুষ্পী, ভণ্ডিরা, কাণ্ডীরা, কাণ্ডিরী, যোজনপর্ণী, কালমেষী, কালা, জিঙ্গি, ভণ্ডিল, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, ভণ্ডী, তকী, রসায়নী, গণ্ডীরী, বস্ত্ররঞ্জিনী, হরিণী, গোরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রারোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, মঞ্জূষা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, যোজনী, সিংহলী, চোল ও কৌন্তী }, এই সকল শব্দ মঞ্জিষ্ঠা পর্য্যায়ক। মঞ্জিষ্ঠা—

হরিদ্রানামগুণাঃ।

হরিদ্রা রজনী গৌরী রঞ্জিনী বরবর্ণিনী।
পিণ্ডা পীতা বর্ণবপী নিশাবর্ণা বিলাসিনী॥ ২২৮॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্‌দাহমেহাস্রশোফপাণ্ডুব্রণাপহা॥ ২২৯॥

দারুহরিদ্রানামগুণাঃ।

দার্ব্বী দারুহরিদ্রাঽন্যা পীতদারু চ পঞ্চধা।

মধুররসযুক্ত, তিক্ত, কষায়রসবিশিষ্ট, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণবর্দ্ধক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিশূল, অক্ষিশূল, রক্তাতীসার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিসর্প, ব্রণ ও মেহরোগ নাশক। ইহার শাক—অগ্নি-প্রদীপক, স্বাদু, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ু বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা, স; এবং হিন্দিভাষায় "মজীঠ" বলে॥ ২২৫—২২৭॥

হরিদ্রার নাম ও গুণ।

হরিদ্রা, রঞ্জনী, গৌরী, রঞ্জিনী, বরবর্ণিনী, পিণ্ডা, পীতা, বর্ণবতী, নিশা, বর্ণা বিলাসিনী, { নিশাহ্বা, কাঞ্চনী, বরবর্ণিনী, ক্ষণদা, যামিনী, ক্ষপা, তমস্বিনী, হেমরাগিনী গন্ধপলাশিনী, উমা, কাবেরী, মঙ্গলপ্রদা, সুবর্ণবর্ণা, যুবতি, যুবতী, পিঞ্জা, পীতবালুকা, হেমরাগা, ভঙ্গবাসা, ঘর্ষণী, পীতিকা, মেহঘ্নী, বহুলা, বর্ণিনী, রাত্রিনাম্নিকা, (রাত্রির যত নাম হয়, যেমন নিশীথিনী, বিভাবরী, সর্ব্বরী, ইত্যাদি), হরিৎ, রঞ্জনী, স্বর্ণবর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, দীর্ঘরাগা, হলদ্দী, বরাঙ্গী, অনেষ্ঠা, বরা, বর্ণদাত্রী, পবিত্রা, হরিতা, বিষঘ্নী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, ভদ্রা, শিফা, শোভা, শোভনা, শ্যামা, সুভগাহ্বয়া, কৃমিঘ্নী, যোষিৎপ্রিয়া, হলদী ও হরিবিলাসিনী }, এই শব্দগুলি হরিদ্রার নাম। { কর্পূরহরিদ্রা, কর্পূরা, দার্ব্বীভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, পদ্মপত্রা, সুরভি, সুরনাম্নিকা ও আম্রগন্ধিহরিদ্রা }, এই শব্দগুলি কর্পূর হরিদ্রার নাম। { শোলি, শোলিকা, বনারিষ্টা ও অরণ্যহরিদ্রা } এই সকল বন্য হরিদ্রার নাম। হরিদ্রা—কটুরসযুক্ত, তিক্তরসাত্মক, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, বর্ণকর এবং গাত্রদাহ, মেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় হরিদ্রাকে হলুদ ও হলদী, স; এবং হিন্দীভাষায় "হরদী" বলে কর্পূরহরিদ্রাকে আম্‌আদা ও আঁব্‌আদা এবং বনহরিদ্রাকে বনহলদী ও বনহলুদ বলে। ২২৮—২২৯॥

কটঙ্কটেরী পিত্তদ্রুঃ স্বর্ণবর্ণা কটঙ্কটী।
দার্ব্বী তদ্বদ্বিশেষাত্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ ॥ ২৩০ ॥

প্রপুন্নাটনামগুণাঃ

প্রপুন্নাটস্ত্বেড়গজশ্চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নটঃ।
দদ্রুঘ্নো মর্দ্দকো মেঘকুসুমঃ কুষ্ঠকৃন্তনঃ ॥ ২৩১ ॥
প্রপুন্নাটো লঘুঃ স্বাদুঃ রূক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাসকুষ্ঠদদ্রুকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ২৩২ ॥
হন্ত্যুষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠকণ্ডূদদ্রুবিষানিলান্।
বাতরক্তাপহন্তস্যাঃ শাকং কফকরং লঘু ॥ ২৩৩ ॥

দারুহরিদ্রার নাম ও গুণ।

দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পীতদারু, কটঙ্কটেরী, পিত্তদ্রু, স্বর্ণবর্ণা, কটঙ্কটী { পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, হরিদ্রা, পচম্পচা, পর্জ্জনী, দ্বিতীয়া, কাষ্ঠা, মঙ্করী, কপিতক, পীতিকা, স্থিররাগা, কামিনী, পর্জ্জন্যা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী ও হেমকান্তি }, এই শব্দগুলি দারুহরিদ্রার নাম। দারুহরিদ্রা—পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রার গুণসমূহসংযুক্ত, বিশেষতঃ নেত্ররোগ, কর্ণরোগ এবং মুখরোগ নাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে দারুহরিদ্রা দারহারিদ্রা বলে ॥২৩০॥

চক্রমর্দ্দের নাম ও গুণ।

প্রপুন্নাট, এড়গজ, চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নট, দদ্রুঘ্ন, মর্দ্দক, মেঘকুসুম, কুষ্ঠকৃন্তন, { তর্কিন, তর্কিল, প্রপুন্নড়, মেষাক্ষিকুসুম, প্রপুন্নাল, অড়গজ, গজাখা, মেষাহ্বয়, এড়হস্তী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নাড়, বিমর্দ্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্ব্বট, চক্রাহ্ব, শুকনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাড়, খর্জ্জূঘ্ন, প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দ্দক, পদ্মাট, উরণাখ্য, উরণাখ্যক, প্রপুনাট, প্রপুনাড়, উরণাক্ষ, উরণাক্ষক ও চক্রপদ্মাট }, এই শব্দগুলি চক্রমর্দ্দ পর্য্যায়ক। চক্রমর্দ্দ—লঘু, স্বাদুরসযুক্ত, রূক্ষগুণী, পিত্ত ও বাতনাশক হৃদ্য এবং শীতল, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও কৃমিরোগ বিনাশ করে। ইহার ফল—উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, দদ্রু, বিষ, অনিল (বায়ু) ও বাতরক্তনাশক এবং ইহার শাক—কফকর ও লঘু। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে চাকুন্দে ও এড়াঞ্চি, ক ; চাট্‌কাটা, ব ; বনমুগ্, ঢা ; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "চকবড়্"

বাকুচীনামগুণাঃ ।

বাকুচী চন্দ্রিকা সোমবল্লী পুতিফলা বরা ।
সোমরাজী কৃষ্ণফলা বল্গুজা কালমেষিকা ।
চন্দ্রলেখা তথা সোমঃ কুষ্ঠঘ্নী সামতাপরা ॥ ২৩৪ ॥
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী ।
বিষ্টম্ভিনী হিমা রুচ্যা সরা হৃদ্যাঽস্রপিত্তনুৎ ॥ ২৩৫ ॥
রুক্ষা হন্তি কফশ্বাসকুষ্ঠমেহজ্বরকৃমীন্ ।
তৎফলং পিত্তকৃচ্ছ্রেণ কুষ্ঠবাতকফাপহম্ ॥ ২৩৬ ॥

ভৃঙ্গরাজনামগুণাঃ ।

ভৃঙ্গরাজো ভেকরাজো মার্কবঃ কেশরঞ্জকঃ ।
অঙ্গারকো ভৃঙ্গরজো ভৃঙ্গাহ্বঃ সূর্য্যবল্লভঃ ॥ ২৩৭ ॥
ভৃঙ্গরাজঃ কটুস্তিক্তো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতকৃৎ ।
দন্ত্যো রসায়নস্ত্বচ্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোঽর্ত্তিজিৎ ॥ ২৩৮ ॥

সোমরাজীর নাম ও গুণ ।

বাকুচী, চন্দ্রিকা, সোমবল্লী, পূতিফলা, বরা, সোমরাজী, কৃষ্ণফলা, বল্গুজা, কালমেষিকা, চন্দ্রলেখা, সোম, কুষ্ঠঘ্নী, সামতাপরা, { অবল্গুজ, সোমবল্লিকা, কামমেষী, পূতিফলী, কৃষ্ণা, কুষ্ঠনাশিনী, সুবল্লী, কালমেশী, গুঞ্জী, বাগুজী, সোমরাজিকা, ঐন্দ্রবী, শূলোৎখা, কৃমিঘ্নী, বেজানী, সিতা, সুবল্লিকা, সিতাবরী, চন্দ্রী, সুপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, কাম্বোজী, বল্গুলা, পূতিগন্ধা, চন্দ্ররাজী, ত্বগ্দোষাপহা, কান্তিদা, অবল্গুজা, চন্দ্রপ্রভা, পূতিগন্ধিকা, শশিরেখা }, এই সকল শব্দ সোমরাজীর নাম। সোমরাজী—মধুররসযুক্ত, তিক্তরসাত্মক, পাকে কটু, রসায়ন, বিষ্টম্ভকারক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, ভেদক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ এবং কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও কৃমিনাশ করে। ইহার ফল—পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাত, কুষ্ঠ ও কফ বিনাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে সোমরাল্ ও হাকুচ বলে ॥ ২৩৪—২৩৬ ॥

ভীমরাজের নাম ও গুণ ।

ভৃঙ্গরাজ, ভেকরাজ, মার্কব, কেশরঞ্জক, অঙ্গারক, ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গাহ্ব, সূর্য্যবল্লভ, { ভৃঙ্গরজাঃ, ভৃঙ্গ, কেশরঞ্জন, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গারক, কেশরাজ, পতঙ্গ, কার্কর, মার্ক, নাগমার, পঙ্কজ, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, একরজঃ, করঞ্জক, অঙ্গাগর, মর্কর ও পিতৃপিস }, এই শব্দগুলি ভৃঙ্গরাজ পর্য্যায়ক। ভৃঙ্গরাজ—কটুরসাত্মক, তিক্ত-

পর্পটনামগুণাঃ।

পর্পটঃ কবচো রেণুঃ পিত্তহা বরকণ্টকঃ।
বরতিক্তঃ পর্পটকঃ পৃথ্বিকশ্চর্ম্মকণ্টকঃ ॥ ২৩৯ ॥
পর্পটো হন্তি পিত্তাস্রভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ ॥ ২৪০ ॥
রক্তপুষ্পোঽতিসারস্য বারকো জ্বরনাশনঃ।
পর্পটঃ পিত্তহৃদ্দাহজ্বরজিৎ শ্লেষ্মশোষণঃ।
তিক্তশীতৌ জ্বরহরৌ লঘু ভূনিম্বপর্পটৌ ॥ ২৪১ ॥

ত্রায়মাণানামগুণাঃ।

শণপুষ্পী মাল্যপুষ্পী ধাবনী শণঘণ্টিকা।
বৃহৎপুষ্পী স্বল্পঘণ্টা ঘণ্টাশব্দা তু পুষ্পিকা ॥ ২৪২

রসযুক্ত, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাতনাশক, দন্তরোগনাশক, রসায়ন, ত্বগ্দোষবিনাশক এবং কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ প্রণাশক। প্রচলিত ভাষা-নাম—বঙ্গভাষায় ভৃঙ্গরাজ ও ভীমরাজ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "ভেগরিয়া" বলে ॥ ২৩৭–২৩৮ ॥

পর্পটকের নাম ও গুণ।

পর্পট, কবচ, রেণু, পিত্তহা, বরকণ্টক, বরতিক্ত, পর্পটক, পৃথ্বিক, চর্ম্মকণ্টক, { ত্রিষষ্টি. তিক্ত, চরক, তৃষ্ণারি. বরক, অরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কলপাঙ্গ, বর্ম্মকণ্টক, কৃশশাখ, প্রবন্ধ, সুতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপুষ্প, পাংশুপর্য্যায়ক (পাংশুর যত নাম আছে, যেমন রেণুক, ধূলি, পরাগ, ইত্যাদি) এবং কবচ নামক (কবচের যত নাম, যেমন বর্ম্ম, কঞ্চুক ইত্যাদি }, এই শব্দগুলি পর্পটের নাম। পর্পটক—পিত্ত, রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ ও জ্বরনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, তিক্তরসযুক্ত, দাহনাশক, বাতবর্দ্ধক ও লঘু। রক্তপুষ্পপর্পটক—অতিসার রোগনাশক, জ্বরনিবারক, পিত্তনাশক, দাহজ্বরপ্রণাশক ও শ্লেষ্মশোষক। ভূনিম্ব ও পর্পট, উভয়েই সমগুণী অর্থাৎ উহারা প্রত্যেকে পৃথকরূপে—তিক্তরসাত্মক, শীতবীর্য্য, জ্বরনাশক এবং লঘু। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে ক্ষেত্ পাপ্ড়া, ক. চ, পা, ম; ক্ষেত্পাকড়া, ব, ম; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "দথনপাপ্রা" বলে ॥ ২৩৯–২৪১ ॥

শণপুষ্পী ও ত্রায়মাণার নাম ও গুণ।

শণপুষ্পী, মাল্যপুষ্পী, ধাবনী, শণঘণ্টিকা, বৃহৎপুষ্পী, স্বল্পঘণ্টা, ঘণ্টাশব্দা, পুষ্পিকা, { শণিকা, পীতপুষ্পী, স্থূলফলা, লোমশা, ঘণ্টা, শণপুষ্প-

শণপুষ্পী কটুঃ পিত্তশ্লেষ্মজিচ্ছর্দ্দিকারিণী
ত্রায়মাণাসুহৃত্ত্রাণা ত্রায়ন্তী গিরসানুজা ॥ ২৪৩ ॥
বলভদ্রা কৃতত্রাণা বার্ষিকং ত্রায়মাণিকা।
ত্রায়মাণা সরা পিত্তজ্বরশ্লেষ্মাস্রশূলজিৎ ॥ ২৪৪ ॥

মহাজালনিকানামগুণাঃ।

মহাজালনিকা চর্ম্মরঙ্গঃ স্যাৎ তিলপুষ্পিকা।
আবর্ত্তকী বিন্দুকিনী বিভাণ্ডী রক্তপুষ্পিকা ॥ ২৪৫ ॥
মহাজালনিকা তিক্তা রেচনী কফপিত্তজিৎ।
হন্তি দাহোদরানাহশোফকুষ্ঠকৃমিজ্বরান্ ॥ ২৪৬ ॥

অতিবিষানামগুণাঃ।

অতিবিষা শুক্লকন্দা বিষা প্রতিবিষাপরা।

সমাকৃতি, মাল্যপুষ্পিকা, শণপুষ্পিকা ও ঘন্টাবরা }, এই সকল শব্দ শণপুষ্পীর নাম। শণপুষ্পী—কটুরসযুক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক এবং বমিকারক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ঝনঝনে, শণছলী, শণই ও বনশণই বলে।

ত্রায়মাণা, সুহৃত্ত্রাণা, ত্রায়ন্তী, গিরসা, অনুজা, বলভদ্রা, কৃতত্রাণা, বার্ষিক, বার্ষিক, ত্রায়মাণিকা, { ত্রাণা, ত্রাণ, ত্রায়ন্তিকা, বলভদ্রিকা, বলদেবী, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, সুকামা, বার্ষিকা, গিরিজা, মঙ্গলার্হা, দেববলা, পালিনী, ভয়-নাশিনী, অবনী, রক্ষণী ও গিরিসানুজা }, এই সকল শব্দ ত্রায়মাণার নাম। ত্রায়মাণা— সারক এবং পিত্ত, জ্বর, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত ও শূলরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বলালতা, বলাডুমুর, বলা ও বহুলা বলে ॥ ২৪২-২৪৪ ॥

মহাজালনিকার নাম ও গুণ।

মহাজালনিকা, চর্ম্মরঙ্গ, তিলপুষ্পিকা, আবর্ত্তকী, বিন্দুকিনী, বিভাণ্ডী, রক্তপুষ্পিকা { ভিন্দুকিনী, বিষাণিকা, রক্তলতা, মনোজ্ঞা, রক্তপুষ্পী, পীতকীলা, মরুত্তালী ও মহাতালী }, এই শব্দগুলি মহাজালনিকার পর্য্যায়। মহাজালনিকা— তিক্তরসযুক্ত, রেচক, কফ ও পিত্তনাশক এবং দাহ, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, কৃমি ও জ্বর বিনাশ করে। কোকণদেশে ইহা ভগবত্‌বল্লী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২৪৫-২৪৬।

অতিবিষার নাম ও গুণ।

অতিবিষা, শুক্লকন্দা, বিষা, প্রতিবিষা, শ্যামকন্দা, শিতা, শৃঙ্গী, ভঙ্গুরা, উপ-বিষাণিকা, { ঘুণবল্লভা, শৃঙ্গিকা, বিশ্বা, উপবিষা, অরুণা, মহৌষধ, কাশ্মীরা,

শ্যামকন্দা শিতাশৃঙ্গী ভঙ্গুরোপবিষাণিকা।
বিষোষ্ণা পাচনী তিক্তা শ্লেষ্মপিত্তাতিসারজিৎ॥ ২৪৭ ॥
শ্যামকন্দা চোপবিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্ব্বিধা।
রক্তা শ্বেতা ভৃশং কৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ ॥ ২৪৮ ॥
যথাপূর্ব্ববদ্বিজ্ঞেয়া বল্যা শ্রেষ্ঠা গুণোত্তমা।
সর্ব্বদোষহরাহগ্র্যত্বাল্লেপাচ্ছয়থুনাশিনী।
শ্লেষ্মজান্ বিংশতিরোগান্ সদ্যো হন্যাদ্রসায়নী ॥ ২৪৯ ॥

কাকমাচীনামগুণাঃ।

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কামচী জঘনী ফলা।
রসায়নবরা সর্ব্বতিক্তা স্যাৎ কাকিনী কটুঃ ॥ ২৫০ ॥
কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা।
হৃদ্যা রসায়নী শোফকুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ ॥ ২৫১ ॥

শ্বেতা, শ্বেতকন্দা, ভৃঙ্গী, বিরূপা, বিষরূপা, বীরা, মাদ্রী, শ্বেতবচা, ও অমৃতা }, এই সকল শব্দ অতিবিষা পর্য্যায়ক। অতিবিষা—উষ্ণবীর্য্য, আমপরিপাচক, তিক্তরসযুক্ত এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত অতীসাররোগ বিনাশ করে। রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা ও পীতবর্ণাভেদে অতিবিষা চারি প্রকার। ইহারা যথাপূর্ব্ব বল-জনক, অধিকতর গুণযুক্ত, সর্ব্বদোষনাশক, উহাদের প্রলেপ দ্বারা শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ নাশ করে এবং রসায়ন। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে আতইচ্, আতৈস্ অতৈচ্, আতইস্ ও অতইস্ ; এবং হিন্দীভাষায় "অতীষ" বলে ॥ ২৪৭—২৪৯ ॥

কাকমাচীর নাম ও গুণ।

কাকমাচী, ধাঙ্ক্ষমাচী, কামচী, জঘনী, ফলা, রসায়নবরা, সর্ব্বতিক্তা, কাকিনী, { কাকমাচিকা, কাকমাতা, কাকা, কাকমাতৃকা, বায়সী, ঘনাঘনা, বায়সাহ্বা, বহুফলা, কটফলা, রসায়নী, সুন্দরী, গুচ্ছফলা, স্বাতুফলা, তিক্তিকা ও ও বহুতিক্তা }, এই সকল দ্রব্য কাকমাচীর নামান্তর। কাকমাচী—ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, স্বরপরিষ্কারক, শুক্রজনক, হৃদ্য, রসায়ন এবং শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর ও মেহরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মদন, মধুনী, গুড়-কামাই ও কাকমাচী এবং হিন্দী ভাষায় "কৌরৈয়া" বলে ॥ ২৫০—২৫১ ॥

কাকজঙ্ঘানামগুণাঃ।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমজা।
পারাবতপদী কাকা মদাঢ্যা ছর্দ্দিকারিণী।
কাকজঙ্ঘা হিমা হন্তি রক্তপিত্তকফজ্বরান্॥ ২৫২॥

লোধ্রদ্বয়নামগুণাঃ।

লোধ্রস্তিরীটঃ কানীনস্তিলকঃ সন্ততোদ্ভবঃ।
অন্যো ঘনত্বাৎ সরকঃ শ্বেতলোধ্রোঽক্ষিভেষজম্॥ ২৫৩॥
লোধ্রো বিরেচকঃ পীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তশোফাসৃগ্জ্বরাতীসারনাশনং।
তৎপুষ্পং মধুরং গ্রাহি সতিক্তং শ্লেষ্মপিত্তজিৎ॥ ২৫৪॥

কাকজঙ্ঘার নাম ও গুণ।

কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমজা, পারাবতপদী, কাকা, মদাঢ্যা, ছর্দ্দিকারিণী, { কাকাঙ্গী, কাকাঙ্কী, কাকনাসিকা, কাকনাসা, কাককলা, কৃষীবল, কাকাঙ্গা, কাকাহ্বা, ধাঙ্ক্ষজঙ্ঘা, সুলোমশা ও দাসী }, এই সকল শব্দ কাক-জঙ্ঘার পর্য্যায়। কাকজঙ্ঘা—শীতল এবং রক্তপিত্ত, কফ ও জ্বর বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কেউয়াঠেঙ্গা ও কেউ ও ঝেঁকা, ক; কাউয়াঠেঙ্গা, ধ, বা, পা; কাউয়াপস্থ ঢ, বলে॥ ২৫২॥

দ্বিবিধলোধ্রের নাম ও গুণ।

লোধ্র, তিরীট, কানীন, তিলক, সন্ততোদ্ভব, { মার্জ্জন, রক্তলোধ্র, তিল্ব, গালব, তিন্দুক ও শলকর্ম্মা }, এই শব্দগুলি রক্তবর্ণ লোধ্রের পর্য্যায়। সরক, শ্বেতলোধ্র, অক্ষিভেষজ, { শুক্ল, পবরলোধ্র, মহালোধ্র, শাবর, পট্টিকালোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কক, জীর্ণপত্র ও বৃহৎপত্র } এই সকল শ্বেতলোধ্র পর্য্যায়ক। { গালব, তিরীট, তিল্ব, মার্জ্জন, বলিপ্রিয়, বানরাঘাত, বলভদ্র, রোধ্র, তিল্লতরু, তিল্লক, কাণ্ডকীলক, লোধ্রবৃক্ষ, লোধ্রক, হেমপুষ্পক, কান্তনীল, তিল্লী, শাবরক ও তিরীটক } এই সকল শব্দ সর্ব্ববিধ লোধ্রের নামান্তর। লোধ্র—বিরেচক, শীতবীর্য্য, চক্ষুরোগে প্রযোজ্য, কফ ও পিত্তনাশক, কষায়রসবিশিষ্ট এবং রক্তদোষ, শোথ রক্তপিত্তরোগ ও জ্বরাতীসার বিনাশ করে। ইহার পুষ্প—মধুর, সংগ্রাহি, তিক্ত রসাত্মক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে। প্রচলিত ভাষায় লোধ্রকে লোধ্ ও পট্টিকালোধ্রকে পাটিয়া লোধ্ বলে॥ ২৫৩-২৫৪॥

বৃদ্ধদারুদ্বয়নামগুণাঃ।

বৃদ্ধদারুর্ম্মহাশ্যামা লাঙ্গলী জীর্ণবল্কলঃ।
অন্যা কোটরপুষ্পী স্যাদাবেগী ছাগলান্ত্যপি ॥ ২৫৫ ॥
বৃদ্ধদারুঃ কষায়োষ্ণঃ সরস্তিক্তো রসায়নঃ।
বৃষ্যো বাতামবাতাস্রশোফমেহকফাঞ্জয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

দেবদালীনামগুণাঃ।

দেবদালী বৃত্তকোশী দেবতাড়ো গরা-গরী।
জীমূতস্তারকা বেণী জালিন্যাহয়ুর্ব্বিষাপহা ॥ ২৫৭ ॥
দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ।
নাশয়েদ্বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমিজ্বরান্।
দেবদালী চ কটুকা প্রমেহকামলাপহা ॥ ২৫৮ ॥

বৃদ্ধদারকের নাম ও গুণ।

বৃদ্ধদারু, মহাশ্যামা, লাঙ্গলী, জীর্ণবল্কল, কোটরপুষ্পী, আবেগী, ছাগলান্ত্রী, { ঋক্ষগন্ধা, ছাগলান্ত্রী, ঋষ্যগন্ধা, জুঙ্গ, বৃদ্ধদারক, বৃদ্ধদারুক, বৃদ্ধদার, বৃদ্ধকোটর-পুষ্পী, ছাগলান্ত্রী, ছগী, অন্ত্রী, জুঙ্গা, ছগলী, জুঙ্গক, শ্যাম, বৃষ্যগন্ধা, ছগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবালুকা, ছাগলান্ত্রিকা, কোঠরপুষ্পী, বৃদ্ধ ও অজান্ত্রী }, এই শব্দগুলি বৃদ্ধ-দারকের নামান্তর। বৃদ্ধদারক—কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, সারক, তিক্তরসযুক্ত, রসায়ন, বৃষ্য এবং বাত, আমবাত, রক্তদোষ, শোথ, মেহ ও কফ নিবারণ করে। প্রচলিত ভাষানাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে বিত্তাড়ক, বিস্তারক, ক; বৃদ্ধদারক, ব ঢা; বিতারক, বৃদ্ধড়ক ও বিতরক, কো; এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "বিধারা" বলে ॥ ২৫৫—২৫৬ ॥

দেবদালীর নাম ও গুণ।

দেবদালী, বৃত্তকোশী, দেবতাড়, গরা, গরী, জীমূত, তারকা, বেণী, জালিনী, আয়ুঃ, বিষাপহা, { জীমুতক, কন্টকলা, কট্‌কলা, মহাকোষফলা, কদম্বী, ঘোরা, কর্কটী, সারমূষিকা, বৃত্তকোশা, রোমশ, আখুবিষহা, দালী, পত্রিকা, তুরঙ্গিকা, স্বস্তকারী, দেবতারা }, এই শব্দগুলি দেবদালীর নাম। দেবদালী—তিক্তরস-যুক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কটুরসাত্মক, বমনকারক এবং ক্ষয়, হিক্কা, কফ, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, কৃমি, জ্বর, প্রমেহ ও কামলা রোগ নাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ঘোষালতা ও ঘোষাল এবং হিন্দীভাষায় "ঘঘরবেল" ও "সোনিয়া" বলে ॥ ২৫৭—২৫৮ ॥

হংসপাদীনামগুণাঃ।

হংসপাদী হংসপদী রক্তপাদী ত্রিপাদিকা।
প্রহ্লাদিনী কীটমারী কীটমাতা মধুস্রবা ॥ ২৫৯ ॥
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্পদাহাতীসারলূতভূতাংশ্চ রোপণী ॥ ২৬০ ॥

সোমবল্লীনামগুণাঃ।

সোমবল্লী যজ্ঞনেতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী ॥ ২৬১ ॥

আকাশবল্লীনামগুণাঃ।

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতাহমরবল্লরী।
খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাখ্যাময়াপহা ॥ ২৬২ ॥

হংসপাদীর নাম ও গুণ।

হংসপাদী, হংসপদী, রক্তপাদী, ত্রিপাদিকা, প্রহ্লাদিনী, কীটমারী, কীটমা
মধুস্রবা, { ত্রিপাদী, ত্রিপদী, অলসা, হংসাহ্বয়া, গোধাপদী, গোধাঙ্ঘ্রী, গো
বল্লী, সুবহ, ত্রিফলী, গোধাপদিকা, ত্রিদলা, হংসবতী, চিত্রপদা, ত্রিপদা, ঘৃ
পুত্তলিকা, বিশ্বগ্রন্থি, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতা
মৃত্তপাদিকা, সঞ্চারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, ধৃতরাষ্ট্রপাদী ও গো
পাদিকা }, এই শব্দগুলি হংসপাদীর পর্য্যায়। হংসপাদী—গুরু, শীতল, রক্তদো
বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, লূতাবিষ ও ভূতোন্মাদ বিনাশক এবং ব্রণরোধ
প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোয়ালেলতা বলে ॥ ২৫৯-২৬০ ॥

সোমলতার নাম ও গুণ।

সোমবল্লী, যজ্ঞনেতা, সোমক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া, { সোমবল্লরী, ইন্দুবল্লী, সো
বল্লিকা, ইন্দুলেখা, মহাগুল্মা, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধর্ম্মলতা, সোমা, সোমক্ষীরা, যজ্ঞাঙ্গ
মৎস্যাক্ষী, বয়স্থা, ব্রাহ্মী ও রুদ্রসংখ্যা }, এই শব্দগুলি সোমলতার নামান্তর
সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটুরসাত্মক, তিক্তরসযুক্ত এবং রসায়ন ॥ ২৬১ ॥

আকাশবল্লীর নাম ও গুণ।

আকাশবল্লী, অমরবল্লরী, খবল্লী, { তুঃস্পর্শা, ব্যোমবল্লিকা, বৃষ্যবল্লী
স্বরাগিণী }, এই শব্দগুলি আকাশবল্লীর পর্য্যায়। আকাশবল্লী—সংগ্রাহী, তিক্ত

নাকুলীনামগুণাঃ।

নাকুলী সুমহা সর্পগন্ধিনী গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা মহাসর্পনেত্রা রোচকপত্রিকা॥ ২৬৩॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
বিষলূতাবৃশ্চিকাখুসর্পাণাঞ্চ ক্রিমিব্রণান্॥ ২৬৪॥

বটপত্রীনামগুণাঃ।

বটপত্রী মোহিনী স্যাদ্দীপনী রেচনী মতা।
বটপত্রী যোনিগদান্ কষায়োষ্ণা বিনাশয়েৎ।
তৎফলং স্তম্ভনং শীতং বাতলং কফপিত্তজিৎ॥ ২৬৫॥

লজ্জালুনামগুণাঃ।

লজ্জালুর্ম্মোহিনী স্পৃক্কা খদিরী গন্ধকারিণী।
নমস্কারী শমীপত্রী সমঙ্গা রক্তপাদিকা॥ ২৬৬॥

রসযুক্ত ও পিচ্ছিলাক্ষিরোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে অমরলতা ও আকাশলতা এবং হিন্দীভাষায় "আকাশবেল" ও "অমরবেল" বলে॥ ২৬২॥

নাকুলীর নাম ও গুণ।

নাকুলী, সুমহা, সর্পগন্ধিনী, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, মহাসর্পনেত্রা, রোচকপত্রিকা, { সর্পগন্ধ, সুগন্ধা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, রক্তপত্রিকা, সরলা, সর্পাদনী ও ব্যালগন্ধা }, এই সকল শব্দ নাকুলীর পর্য্যায়। ইহা এক প্রকার কন্দ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নাই বলে। নাকুলী—কষায়রসবিশিষ্ট; তিক্তরসাত্মক, কটু, উষ্ণবীর্য্য এবং লূতা (মাকড়্সা) বিষ, বৃশ্চিক (বিছা) বিষ, সর্পবিষ, কৃমি ও ব্রণ নাশ করে॥ ২৬৩—২৬৪॥

বটপত্রীর নাম ও গুণ।

বটপত্রী, মোহিনী, দীপনী, রেচনী, { ইন্দ্রাণী, ঐরাবতী, গোধাবতী, শ্যামা, স্ত্রীঙ্গনামিকা ও ইরাবতী }, এই সকল শব্দ বটপত্রীর নামান্তর। ইহা একপ্রকার পাষাণভেদী। বটপত্রী—কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিরোগ বিনাশ করে। ইহার ফল—স্তম্ভনকারক, শীতল, বাতল এব কফপিত্তনাশক॥ ২৬৫॥

লজ্জালুর নাম ও গুণ।

লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া শ্লেষ্মপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ ২৬৭ ॥

মুষলীনামগুণাঃ।

মুষলী খলিনী তালপত্রী কাঞ্চনপুষ্পিকা।
মহাবৃক্ষা বৃক্ষকন্দঃ খর্জ্জূরী তালমূলিকা ॥ ২৬৮ ॥
মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজাননিলং তথা ॥ ২৬৯ ॥

কপিকচ্ছূনামগুণাঃ।

কপিকচ্ছূঃ স্বয়ংগুপ্তা কণ্ডূলা দুরবগ্রহা।
চণ্ডাত্মগুপ্তা লাঙ্গুলী মর্কটী স্যাৎ প্রহর্ষণী ॥ ২৭০ ॥

রক্তপাদিকা, { কন্দিরী, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, প্রসারিণী, 'সপ্তপর্ণী, লজ্জা', গণ্ডমালিকা, লজ্জিণী, স্পর্শলজ্জা, আত্মবোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা, সদাভীতা, বশিনী ও মহৌষধা }, এই শব্দ সকল লজ্জালুর পর্য্যায়। লজ্জালু—শীতবীর্য্য, তিক্তরসযুক্ত, কষায়রসবিশিষ্ট এবং কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনিরোগ সকল বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লাজুকলতা ও লজ্জাবতীলতা বলে। ২৬৬—২৬৭ ॥

তালমূলীর নাম ও গুণ।

মুষলী, খলিনী, তালপত্রী, কাঞ্চনপুষ্পিকা, মহাবৃক্ষা, বৃক্ষকন্দ, খর্জ্জূরী, তালমূলিকা, { তালমূলী, মুশলী, মুসলী, তালিকা, তালী, অর্শোঘ্নী, খলনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা }, এই সকল শব্দ তালমূলীর পর্য্যায়। তালমূলী—মধুররসযুক্ত, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, গুরু, তিক্তরসাত্মক, রসায়ন এবং গুদজরোগ (অর্শঃ, ভগন্দর প্রভৃতি) ও বাত বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তালমূলী এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "মুষলী" বলে ॥ ২৬৮—২৬৯ ॥

শূকশিম্বীর নাম ও গুণ।

কপিকচ্ছু, স্বয়ংগুপ্তা, কণ্ডূলা, দুরবগ্রহা, চণ্ডা, আত্মগুপ্তা, লাঙ্গুলী, মর্কটী, প্রহর্ষণী, { কপিকচ্ছূকা, কপিকচ্ছূ, জড়া, অব্যণ্ডা, কণ্ডুরা, প্রাবৃষায়ণী, শূকশিম্বী, শূকশিম্বিকা, ঋষ্যপ্রোক্তা, সন্তঃপোথা, শূকা, শূকবতী, গাত্রভঙ্গা, কচ্ছুমতী,

কপিকচ্ছূঃ পরং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ।
তদ্বীজং বাতশমনং বাজীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৭১ ॥

পুত্রজীবনামগুণাঃ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টীপুত্রোঽর্থসাধনঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতজিৎ ॥ ২৭২ ॥

বন্ধ্যানামগুণাঃ।

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কুমারী বিষনাশিনী।
মনোজ্ঞা নামদমনী বন্ধ্যা যোগীশ্বরী মতা ॥ ২৭৩ ॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফনুদ্ ব্রণশোধনী।
সর্পদংষ্ট্রহরা তীক্ষ্ণা বীসর্পবিষনাশিনী ॥ ২৭৪ ॥

কচ্ছুরা, ঋষভ, প্রাবৃষা, কণ্ডুরা, ঋষভী, আমগুপ্তা, স্বগুপ্তা, জটা, কপিচ্ছুরা, অজাহ্বা, অজ্যা, শুকপিণ্ডী, শূকপিণ্ডী, রোমবল্লী, কাশীরোমা, বনশূকরী, রমালু, তীক্ষ্ণা, বরাহিকা, শিম্বী, আর্ষভী, বদরী, অজড়া, কুণ্ডলী, কপিরোমফলা, দুঃস্পর্শা, লাঙ্গলী, মর্কটী, সুগুপ্তা ও প্রাবিবেণ্যা }, এই শব্দগুলি শূকশিম্বীর নামান্তর। শূকশিম্বী—অত্যন্ত বলকর, মধুররসবিশিষ্ট, বীর্য্যজনক ও গুরু। ইহার বীজ—বাতনাশক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাজীকর। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে আল্‌কুশী, ক; শূয়াশম্বু, ব; শূয়াশিম্বী, ঢা, পা; শূকশিম্বী, য, ওলার লেজ্ ও বিলৈস্মং শূজী, ম; বানর কলা বা বান্দরহোলা, ট; ধুনার গুড়া ও দয়া, কো; এবং ইহাকে হিন্দীভাষায় "কৈঁউয়াচ্" বলে। ২৭০—২৭১ ॥

পুত্রজীবের নাম ও গুণ।

পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টীপুত্র, অর্থসাধন, { জীবপুত্রক, শ্রীপদাঢ্য, কুমারজীব, পুত্রজীবক, পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক, যষ্টীপুষ্প ও অর্থসাধক }, এই সকল শব্দ পুত্রজীবের নামান্তর। পুত্রজীব—গুরু, বলকর, গর্ভজনক এবং কফ ও বায়ু-নাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে জীয়াপুঁতা এবং হিন্দীভাষায় "পিত্তৌঁজিয়া" বলে। ২৭২ ॥

বন্ধ্যাকর্কোটকীর নাম ও গুণ।

বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কুমারী, বিষনাশিনী, মনোজ্ঞা, নাগদমনী, বন্ধ্যা, যোগীশ্বরী, { তিক্তকর্কোটী, নাগারাতি, নাগহন্ত্রী, পথ্যা, দিবা, সুভদ্রা, তিক্ত-কর্কোটকী, ভূতহন্ত্রী, নাগারি, কান্তা, ভক্তদমনী, বিষকণ্টকিনী, সর্পদমনী,

বিষ্ণুক্রান্তানামগুণাঃ।

বিষ্ণুক্রান্তা নীলপুষ্পী জয়া বশ্যাপরাজিতা।
বিষ্ণুক্রান্তা কটুর্ম্মেধ্যা ক্রিমিব্রণকফাঞ্জয়েৎ ॥ ২৭৫ ॥

শঙ্খপুষ্পীনামগুণাঃ।

শঙ্খপুষ্পা শঙ্খনাম্নী কিরীটী কম্বুমালিনী।
শঙ্খপুষ্পা স্মৃতিহিতা মেধ্যা বর্ণবিলাসিনী ॥ ২৭৬ ॥
শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা মতা চেতোবিধায়িনী।
রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিদা মোহনাশিনী ॥ ২৭৭ ॥

ভুণ্ডিকানামগুণাঃ।

ভুণ্ডিকা মধুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরিণী স্বাদুপুষ্পিকা।

বিষকন্দকিনী, পরা, সুগন্ধা, শ্রীকন্দ, ঈশ্বরী, বন্ধ্যাকর্কোটী, কন্দবল্লী, সকন্দা }, এই সকল শব্দ বন্ধ্যাকর্কোটীর নামান্তর। বন্ধ্যাকর্কোটী—লঘু, কফনাশক, ব্রণ-শোধক, সর্পবিষনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও বিসর্প এবং বিষনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে তিৎকাঁকুড় এবং হিন্দীভাষায় "ঝঝ খখষা", "ঝঝ চটেল" ও "ঝঝ ককৃরোল" বলে ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

বিষ্ণুক্রান্তার নাম ও গুণ।

বিষ্ণুক্রান্তা, নীলপুষ্পী, জয়া, বশ্যা, অপরাজিতা, { হরিক্রান্তা, নীলপুষ্পা, নীলক্রান্তা, ভুণ্ডিকা, বিক্রান্তা ও সুনীলী }, এই শব্দগুলি বিষ্ণুক্রান্তার পর্য্যায়। বিষ্ণুক্রান্তা– কটুরসযুক্ত, মেধাজনক এবং কৃমি, ব্রণ ও কফ বিনাশ করে। ইহা একপ্রকার অপরাজিতা গাছ বিশেষ ॥ ২৭৫ ॥

শঙ্খপুষ্পীর নাম ও গুণ।

শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খনাম্নী, কিরীটী, কম্বুমালিনী, শঙ্খপুষ্পা, স্মৃতিহিতা, মেধ্যা, বর্ণ-বিলাসিনী, { শঙ্খমালিনী, শঙ্খপুষ্পীকা, পীতপুষ্পী, শঙ্খকুসুমা, সুপুষ্পী, কম্বুপুষ্পা, চণ্ডা, মলবিনাশিনী, শঙ্খাহ্বা, ভূলগ্না ও মঙ্গলাকুসুমা }, এই সকল শব্দ শঙ্খ-পুষ্পীর পর্য্যায়। শঙ্খপুষ্পী—রেচক, মেধাজনক, চিত্তের স্থিরতাজনক, রসায়ন, কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিপ্রদ এবং মোহ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গ-ভাষায় ইহাকে শঙ্খহুলী, ডানকুনী ও চোরহুলী বলে ॥ ২৭৬-২৭৭ ॥

দুগ্ধিকোষ্ণাগুরু রূক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমীন্ জয়েৎ ॥ ২৭৮ ॥

অর্কপুষ্পানামগুণাঃ।

অর্কপুষ্পা ক্রূরকন্দা জলকামাভিরণ্ডিকা ॥
অর্কপুষ্পা ক্রিমিশ্লেষ্মমেহপিত্তবিকারজিৎ ॥ ২৭৯ ॥

ভল্লাতকনামগুণাঃ।

ভল্লাতকো নভোবল্লী বীরবৃক্ষোঽগ্নিবক্রকঃ।
অরুষ্করস্তথা রূক্ষস্তপনোঽগ্নিমুখী ধনুঃ ॥ ২৮০ ॥
ভল্লাতকঃ কষায়োষ্ণঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ।

দুগ্ধিকার নাম ও গুণ।

দুগ্ধিকা, মধুপর্ণী, ক্ষীরিণী, স্বাদুপুষ্পিকা { দুগ্ধী, ক্ষীরী, ক্ষীরবল্লিকা, স্বাদুপর্ণী, ও ক্ষীরাবী }, এই সকল শব্দ দুগ্ধীকার নামান্তর। দুগ্ধীকা—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, গর্ভজনক, মধুররসবিশিষ্ট, বিষ্টম্ভকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং কফ, কুষ্ঠ ও কৃমিরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে দুধে, দুধী, দুধ্‌লে ও ক্ষিরই বলে ॥ ২৭৮ ॥

অর্কপুষ্পীর নাম ও গুণ।

অর্কপুষ্পী, ক্রূরকন্দা, জলকামা, অভিরণ্ডিকা, { পয়স্যা, ক্রূরকর্ম্মা, জলকামুকা, সূর্য্যবল্লী, শীতপর্ণী, কুটুম্বিনী, ক্ষীরিণী, চক্রশল্যা, শীতলা, জলেরুহা, মিবিন্তিকা ও দুরাধর্ষা }, এই সকল শব্দ অর্কপুষ্পী পর্য্যায়ক। অর্কপুষ্পী—কৃমি, কফ, মেহ এবং পিত্তরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে অর্কহুলী ও হুলীপুষ্প এবং হিন্দীভাষায় "দধিয়ার" ও "ক্ষীরবুধ" বলে ॥ ২৭৯ ॥

ভল্লাতকের নাম ও গুণ।

ভল্লাতক, নভোবল্লী, বীরবৃক্ষ, অগ্নিবক্রক, অরুষ্কর, রুক্ষ, অগ্নিমুখী, তপন, ধনু, { ভল্লাত, শোথহৃৎ, বহ্নিনামা, ব্রণকৃৎ, ভূতনাশন, ভল্লাতকী, মহাতীক্ষ্ণা, বীজপাদক, ভল্লিকা, ভল্লীকা, ভল্লী, পৃথক্‌বীজ, স্ফোটবীজক, বাতারি, শৈলবীজ, কৃমিঘ্ন, অনল, নির্দ্দহন, অর্শোহিত, অন্তঃসত্ত্বা ও অগ্নল্ }, এই সকল শব্দ ভল্লাতকের নামান্তর। ভল্লাতক,—কষায়রসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, মধুররসবিশিষ্ট, লঘু এবং বাত, কফ, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শ [illegible]

বাতশ্লেষ্মোদরানাহকুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্।
হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্রবহ্নিমান্দ্যক্রিমিজ্বরান্॥ ২৮১ ॥

চরপোটানামগুণাঃ।

চরপোটা দীর্ঘপত্রী কুন্তলী তিক্তকা মতা।
চরপোটা হিমা রূক্ষা ভেদিনী শ্বাসকাসজিৎ ॥ ২৮২ ॥

দ্রোণপুষ্পীনামগুণাঃ।

দ্রোণপুষ্পী শ্বসনকঃ পালিন্দী কুম্ভযোনিকা।
ছত্রাণী ছত্রকী দ্রোণা কৌড়িণ্যো বৃক্ষসারকঃ ॥ ২৮৩ ॥
দ্রোণপুষ্পা গুরু রূক্ষা স্বাদূষ্ণা বাতপিত্তনুৎ।
ভেদনী কামলাশোফকফক্রিমিহরা কটু ॥ ২৮৪ ॥

ব্রাহ্মীব্রাহ্মমণ্ডূকীনামগুণাঃ।

ব্রাহ্মী সরস্বতী সোমা সত্যাহ্বা ব্রহ্মচারিণী।
মণ্ডূকপর্ণী মাণ্ডূকী ত্বষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী ॥ ২৮৫ ॥

অগ্নিমান্দ্য ও কৃমিজ্বর বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে, ভেলা ও ভালা বলে ॥ ২৮০—২৮১ ॥

চরপোটার নাম ও গুণ।

চরপোটা, দীর্ঘপত্রী, কুন্তলী ও তিক্তকা, এই সকল শব্দ চরপোটার পর্য্যায়। চরপোটা—শীতল, রুক্ষ, রেচক এবং শ্বাস ও কাশ বিনাশক। ইহা পশ্চিমদেশে "চরপোটা" নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৮২ ॥

দ্রোণপুষ্পীর নাম ও গুণ।

দ্রোণপুষ্পী, শ্বসনক, পালিন্দী, কুম্ভযোনিকা, ছত্রাণী, ছত্রকী, দ্রোণা. ক্রোড়িণী, বৃক্ষসারক, { দ্রোণ', দ্রোণ, ক্ষবপত্রী, কুম্ভযোনি, কুরুম্বিকা, চিত্রাক্ষুপ, কুরম্বা, সুপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা }, এই সকল শব্দ দ্রোণপুষ্পী পর্য্যায়ক। দ্রোণপুষ্পী—গুরু, রূক্ষ, স্বাদুরসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য বাতপিত্ত নাশক, ভেদক, কামলারোগ, শোথ, কফ ও কৃমিবিনাশক এবং লঘু শত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘল্‌ঘসে, ডণ্ডকলস, হল্কসিয়া ও হল্কসা এবং "গূমা ও গুল্মা" বলে ॥ ২৮৩—২৮৪ ॥

ব্রাহ্মী ও ব্রাহ্মমণ্ডূকীর নাম ও গুণ।

ব্রাহ্মী, সরস্বতী, সোমা, সত্যাহ্বা, ব্রহ্মচারিণী { মৎস্যাক্ষী, বয়ঃস্থা, সোমবল্লরী, মসাক্ষী, সুরসা, সোম্যা, সুরশ্রেষ্ঠা, সুবর্চ্চলা, কপোতবেগা বৈধাত্রী,

কপোতবিট্‌কা মুনিকা লাবণ্যা সোমবল্লরী।
ব্রাহ্মী হিমা সরা স্বাদুর্লঘুর্ম্মেধ্যা রসায়নী ॥ ২৮৬ ॥
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠপাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
ধশোফজ্বরহরা তদ্বন্মণ্ডূকপত্রিণী ॥ ২৮৭ ॥

সুবর্চ্চলাব্রহ্মসুবর্চ্চলানামগুণাঃ।

সুবর্চ্চলাঽর্ককান্তা স্যাৎ সূর্য্যভক্তা সুখোদ্ভবা।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতা ত্বন্যা ব্রাহ্মসুবর্চ্চলা ॥ ২৮৮ ॥
সুবর্চ্চলা গুরুঃ শীতা মূত্রলাঃ কফবাতজিৎ।
অন্যতু কুষ্ঠমেহাশ্মকৃচ্ছ্রজ্বরহরা লঘুঃ ॥ ২৮৯ ॥

দিব্যতেজাঃ স্বায়ম্ভূবী, সৌম্যলতা, সুরেষ্টা, ব্রহ্মকন্যকা, মেধ্যা, বীরা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, শারদা, কপোতবঙ্কা ও ব্রাহ্মী }, এই সকল শব্দ ব্রাহ্মীশাকের নামান্তর। মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ত্বষ্ট্রী, দিব্যা, মহৌষধী, কপোতবিট্‌কা, মুনিকা, লাবণ্যা ও সোমবল্লরী মণ্ডূকপত্রিণী, { মণ্ডূকী, মণ্ডূকমাতা, ব্রহ্মমণ্ডূকী ও ব্রহ্মমণ্ডূকিকা } এই সকল শব্দ ব্রহ্মমণ্ডূকীর নামান্তর। ব্রাহ্মীশাক এবং ব্রহ্মীমণ্ডূকী উভয়ই— শীতগুণযুক্ত, ভেদক, স্বাদুরসাত্মক, লঘু, মেধাজনক, রসায়ন, স্বরপরিষ্কারক, স্মৃতিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বর বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম— বঙ্গভাষায় ব্রাহ্মীশাক ও ব্রাহ্মণী ও হিন্দীভাষায় "বরম্ভী" বলে ; এবং ব্রহ্মমণ্ডূকীকে বঙ্গভাষায় থানকুনী বা থুলকুড়ি বলে ॥ ২৮৫–২৮৭ ॥

সুবর্চ্চলা ও ব্রহ্মসুবর্চ্চলার নাম ও গুণ।

সুবর্চ্চলা, অর্ককান্তা, সূর্য্যভক্তা, সুখোদ্ভবা, সূর্য্যাবর্ত্তা, রবিপ্রীতা, { আদিত্যভক্তা }, এই শব্দগুলি সুবর্চ্চলার নামান্তর। ব্রাহ্মীসুবর্চ্চলা, { ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, সক্ষীরা, দেবী, পদ্মিনীপ্রখ্যা ও হিরণ্যক্ষীরা }, এই সকল শব্দ ব্রহ্মসুবর্চ্চলার পর্য্যায়। সুবর্চ্চলা—গুরু, শীতল, মূত্রবর্দ্ধক এবং ইহা কফ ও বায়ু বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হুড়হুড়ে বলে। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা—কুষ্ঠ, মেহ, অশ্মরী (পাথুরী), মূত্র ও জ্বর নষ্ট করে এবং ইহা লঘু। ইহা হৃদ প্রভৃতি

মৎস্যাক্ষীনামগুণাঃ।

মৎস্যাক্ষী বালিকা মৎস্যগন্ধী মৎস্যাদনী তথা।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রনুৎ ॥ ২৯০ ॥

জলপিপ্পলীনামগুণাঃ।

তোয়পিপ্পল্যম্বুবল্লী, পলূরঃ কঞ্চটস্তথা।
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রূক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা ॥ ২৯১ ॥

গোজিহ্বানামগুণাঃ।

গোজিহ্বা গোজিকা গোমী দার্ব্বিকা স্বরপর্ণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ।
হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্রব্রণজ্বরহরা লঘুঃ ॥ ২৯২ ॥

মৎস্যাক্ষীর নাম ও গুণ।

মৎস্যাক্ষী, বালিকা, মৎস্যগন্ধী ও মৎস্যাদনী, এই শব্দ সমূহ মৎস্যাক্ষীপর্য্যায়ক। মৎস্যাক্ষী—মলরোধক, শীতবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারক। হিন্দীভাষায় ইহাকে "মছেঠী", "ছহমছয়া" এবং "আই" বলে ॥ ২৯০ ॥

জলপিপ্পলীর নাম ও গুণ।

তোয়পিপ্পলী, অম্বুবল্লী, পলূর, কঞ্চট, { মহারাষ্ট্রী, শারদী, তোয়বল্লরী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা, শকুলাদনী, লাঙ্গলী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণশীতা, বহুশিখা, জলপিপ্পলী ও জলপিপ্পলিকা }, এই সকল শব্দ জলপিপ্পলী পর্য্যায়ক। জলপিপ্পলী হৃদ্য, চক্ষুরোগে হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, সংগ্রাহী, শীতবীর্য্য, রূক্ষ এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পণিসগা এবং হিন্দীভাষায় "জলপিপরী বলে ॥ ২৯১ ॥

গোজিহ্বার নাম ও গুণ।

গোজিহ্বা, গোজিকা, গোমী, দার্ব্বিকা, স্বরপর্ণিনী, { দর্ব্বিকা, কুয়সা, দার্ব্বিপত্রিকা, দর্ব্বী, খরপত্রী, গোজিহ্বা, বাতোনা, অধোমুখী, অনড্ডুজিহ্বা, অধঃপুষ্পী, গোভী ও খরপর্ণিনী } এই সকল শব্দ গোজিহ্বার
[illegible] পিত্ত-

নাগদমনীনামগুণাঃ।

নাগাহ্বা দমনী নাগগন্ধা ভূজগপর্ণিনী।
স্যান্নাগদমনী বর্ণ্যা লূতাসর্পবিষাপহা ॥ ২৯৩ ॥

গুঞ্জানামগুণাঃ।

গুঞ্জা শিখণ্ডিকা তাম্রা রক্তিকা কাকনাসিকা।
শ্বেতান্যা চক্রিকা চূড়া হ্রস্বমুখা কাকপীলুকা ॥ ২৯৪ ॥
গুঞ্জা কেশ্যা বলকরা ত্বচ্যা পিত্তকফাপহা।
নেত্রাময়হরা বৃষ্যা হন্তি কণ্ডূগ্রহব্রণান্।
ক্রিমীন্ প্রলুপ্তকুষ্ঠানি তদ্বচ্ছ্বেতাপি শস্যতে ॥ ২৯৫ ॥

নাশক, হৃদ্য, প্রমেহ, কাস, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও জ্বর নিবারক এবং লঘু। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে গোজিয়াশাক এবং হিন্দীভাষায় "গোজিয়া লতা", "দাবিয়া শাক" এবং "শাখোকোপা" বলে ॥ ২৯২ ॥

নাগদমনীর নাম ও গুণ।

নাগাহ্বা, দমনী, নাগগন্ধা, ভুজগপর্ণিনী, { জম্বু, জাম্ববতী, হুকা, রক্তপুষ্পী, জাম্বরী, মলয়ী, দুর্দ্ধর্ষা, দুঃসহা { নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা, মহাযোগীশ্বরী ও নাগদোনা }; এই সকল শব্দ নাগদমনী পর্য্যায়ক। নাগদমনী—বর্ণকর এবং লূতা বিষ ও সর্প বিষ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে নাগদানা এবং হিন্দীভাষায় "নাগচুনী" বলে ॥ ২৯৩ ॥

রক্তগুঞ্জা ও শ্বেতগুঞ্জার নাম ও গুণ।

গুঞ্জা, শিখণ্ডিকা, তাম্রা, রক্তিকা, কাকনাসিকা, { গুঞ্জিকা, গুঞ্জাকিনী, কাকচিঞ্চী, কৃষ্ণলা, শাঙ্গুষ্ঠা, রক্তি, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, কাকণন্তী, কাকণন্তিকা, শিখণ্ডিনী, কাকতুণ্ডিকা, কক্ষী, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাকজিঙ্গা, কৃষ্ণলক, কাঞ্চী, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাটী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, কাম্বোজী, ভীলভূষণা, বন্যা, শ্যামলচূড়া ও কাকচিঞ্চিকা }, এই শব্দগুলি রক্তগুঞ্জার নামান্তর। চক্রিকা, চূড়া, হ্রস্বমুখা, কাকপীলুকা, { কাকপীলু, কাকবল্লরী } এই সকল শব্দ শ্বেতগুঞ্জার পর্য্যায়। দ্বিবিধ গুঞ্জাই—কেশের উজ্জ্বলতাকারক, বলকর, চর্ম্মের সৌন্দর্য্যজনক, পিত্ত ও কফনাশক, চক্ষুরোগ নিবারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কণ্ডূ, গ্রহদোষ ও ব্রণনাশক এবং ইহা দ্বারা কৃমি, ইন্দ্রলুপ্ত

বেল্লন্তরনামগুণাঃ।

বেল্লন্তরো দীর্ঘপত্রো বীরদ্রুর্ব্বহুবারকঃ।
বেলন্তরোঽশ্মনুদ্ গ্রাহী কফকৃচ্ছ্রানিলার্ত্তিজিৎ ॥ ২৯৬ ॥

বন্দানামগুণাঃ।

বন্দাকঃ স্যাদ্বৃক্ষরুহা শেখরী কালবৃক্ষকঃ।
বৃক্ষাদনী কামতরুঃ কামিন্যাপদরোহিণী।
বন্দাকঃ কফবাতাস্রশোফব্রণবিষাপহঃ ॥ ২৯৭ ॥

পিণ্ডারনামগুণাঃ।

পিণ্ডারঃ করহাটঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণকীলঃ কুরঙ্গকঃ।
পিণ্ডারো মধুরঃ শীতঃ শোথপিত্তকফাপহঃ ॥ ২৯৮ ॥

(টাক্) ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে লালকুঁচ ও সাদাকুঁচ বলে ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

বেল্লন্তরের নাম ও গুণ।

বেল্লন্তর, দীর্ঘপত্র, বীরদ্রু, বহুবারক, { বিম্বান্তর ও বীরতরু }, এই সকল শব্দ বেল্লন্তর—অশ্মরীরোগ নাশক, সংগ্রাহী এবং কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতব্যাধি বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বীরতরু এবং হিন্দীভাষায় "বরবেলা" বলে ॥ ২৯৬ ॥

বন্দার নাম ও গুণ।

বন্দাক, বৃক্ষরুহা, শেখরী, কালবৃক্ষক, বৃক্ষাদনী, কামতরু, কামিনী, আপদ-রোহিণী, { বন্দা, বন্দাকা, বন্দাকী, বন্দ্যা, বন্দাক, বন্দক, জীবন্তিকা, কাকরুহা, সেব্যা, বন্দকা, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বন্দিনী, পুত্রিনী, পত্রপুষ্টা, পত্রাশ্রয়া, পাদপরোহিণী, শিখরী, তরুরোহিণী, কামবৃক্ষ, কেশরূপা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধ-মাদনী, তরুভুক্, শ্যামা, উপদী ও বৃক্ষভাষ্যা }, এই সকল শব্দ বন্দার নামান্তর। বন্দা—কফ, বাতরক্ত, শোথ, ব্রণ ও বিষনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে পরগাছা, বাঁদু ও পরসারা এবং হিন্দীভাষায় "বাঁদা" বলে ॥ ২৯৭ ॥

পিণ্ডারের নাম ও গুণ।

পিণ্ডার, করহাট, তীক্ষ্ণকীল ও কুরঙ্গক এই সকল শব্দ পিণ্ডার পর্য্যায়ক। পিণ্ডার—মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য্য এবং শোথ, পিত্ত ও কফ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিঠালী এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "পিণ্ডারা" বলে ॥ ২৯৮ ॥

ছিক্কিকানামগুণাঃ।

ছিক্কিকা ক্ষবকঃ ক্রূরো নাসা সংবেদনা পটুঃ।
ছিক্কিকা পিত্তলা কুষ্ঠক্রিমিবাতকফাপহা॥ ২৯৯॥

রোহিতনামগুণাঃ।

রোহিতো দাড়িমীপুষ্পো রোহিতকঃ কুশাল্মলিঃ।
প্লীহারী রোহিণী রোহী রক্তঘ্ন পারিজাতকঃ।
রোহিতকঃ সরো গুল্মযকৃৎপ্লীহোদরাপহঃ॥ ৩০০॥

মোচরসনামগুণাঃ।

মোচকঃ স্যান্মোচরসঃ শাল্মলীবেষ্টকঃ স্মৃতঃ।
মোচনির্য্যাসকঃ পিচ্ছা মোচাস্রাবী চ বেষ্টকঃ॥ ৩০১॥

ছিক্কিকার নাম ও গুণ।

ছিক্কিকা, ক্ষবক, ক্রূর, নাসা, সংবেদনা, পটু, { ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, উগ্রা, তিক্তা, উগ্রগন্ধা ও ঘ্রাণদুঃখদা }, এই সকল শব্দ ছিক্কিকার নামান্তর। ছিক্কিকা —পিত্তবর্দ্ধক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, বাত ও কফ নাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হাঁচুটী, ছিক্‌নী ও নাগ ছিক্‌নী বলে। ২৯৯।

রোহিতকের নাম ও গুণ।

রোহিত, দাড়িমীপুষ্প, রোহিতক, কুশাল্মলি, প্লীহারি, রোহিণী, রোহী, রক্তঘ্ন, পারিজাতক, { প্লীহশত্রু, দাড়িমপুষ্পক, মাংসদলন, যকৃদ্বৈরী, চলচ্ছদ, রোহিতেয়, রক্তপুষ্প, রোহীতক, রোহিণ, দাড়িমপুষ্প, সদাপ্রসূন, কূটশাল্মলি, রৌহী, বিরোচন, শাল্মলিক ও প্লীহঘাতী }, এই সকল শব্দ রোহিতকের পর্য্যায়। রোহিতক—সারক এবং গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও উদররোগ বিনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে রোড়া, রয়না ও নয়না এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "রোহন" বলে। ৩০০।

মোচরসের নাম ও গুণ।

মোচক, মোচরস, শাল্মলীবেষ্টক, মোচনির্য্যাসক, পিচ্ছা, মোচস্রাবী, বেষ্টক, { মোচ, মোচসার, মোচস্রুৎ, মোচস্রাব, শাল্মলীনির্য্যাস, পিচ্ছিলসার, সুরস, শাল্মলিবেষ্ট, মোচাক, মোচাহ্ব, শাল্মাল ও শাল্মালীবেষ্টক }, এই শব্দ সকল মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী, গুরু, বীর্য্যজনক, অতিসার

মোচকঃ শীতলো গ্রাহী গুরুর্ব্বৃষ্যোঽতিসারজিৎ।
প্রবাহকাসপিত্তাস্রকফদাহনিবর্হণঃ॥ ৩০২॥

অজগন্ধানামগুণাঃ।

অজগন্ধা বস্তগন্ধা কবরী পূতবর্ব্বরঃ।
অজগন্ধা লঘু রুচ্যা হৃদ্যা তু কফবাতনুৎ॥ ৩০৩॥

সৌরেয়কনামগুণাঃ।

সৌরেয়কঃ সহচরঃ সৌরেয়ঃ কিঙ্করাতকঃ।
দাসী সহচরঃ ঝিণ্টী শৈর্য্যকো মৃদুকণ্টকঃ॥ ৩০৪॥
রক্তপুষ্পঃ কুরুবকঃ পীতো জ্ঞেয়ঃ কুরুণ্টকঃ।
নীল আর্ত্তগলঃ প্রোক্তো বাণাস্ত্বোদনপাক্যপি॥ ৩০৫॥
সৌরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্রকফকণ্ডূবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরঃ কেশ্যঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥ ৩০৬॥

নাশক এবং প্রবাহিকা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ ও দাহ নিবারণ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মোচ্‌রস ও সীমূলের আঠা বলে॥ ৩০১-৩০২॥

অজগন্ধার নাম ও গুণ।

অজগন্ধা, বস্তগন্ধা, কবরী, পূতবর্ব্বর, { তিলোণি, ব্রাহ্মী, খরপুষ্পা, অবি গন্ধিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মগর্ভা, পূতিময়ূরিকা ও বর্ব্বরী }, এই সকল শব্দ অজগন্ধা নামান্তর। অজগন্ধা—লঘু, রুচিজনক, হৃদ্য এবং কফ ও বাতনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে বাবুই বা বাবুই তুলসী এবং হিন্দীভাষায় "বর্ব্বরী বলে॥ ৩০৩॥

সৌরেয়কের (ঝিণ্টীর) নাম ও গুণ।

সৌরেয়ক, সহচর, সৌরেয়, কিঙ্করাতক, { সৌরীয়ক, ঝিণ্টিকা ও কণ্টকুরুণ্ট } এই শব্দগুলি শ্বেতঝিণ্টী পর্য্যায়ক। দাসী, সহচর, ঝিণ্টী, শৈর্য্যক, মৃদুকণ্টক { কুরুণ্টক, সহচরী, সহাচর, পর, পীতপুষ্প ও পুর }, এই শব্দগুলি পীতঝিণ্টী নামান্তর। রক্তপুষ্প, কুরুবক এই দুইটী শব্দ অরুণঝিণ্টীর নামান্তর। নীল আর্ত্তগল, বাণা, ওদনপাকী, { দাসী, আর্ত্তগল, বাণ, সহচর, নীলকুরুণ্টক শৈরীয়ক, শৈরীয়, শৈরেয়ক, নীলকুসুমা ও কণ্টার্ত্তগলা }, এই সকল নীলঝিণ্টী নাম। সর্ব্ববিধ ঝিণ্টী—কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্তরসযুক্ত উষ্ণবীর্য্য, মধুররসাত্মক, কেশের ঔজ্জ্বল্যকারক, অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং কেশরঞ্জক

শ্বেতস্যন্দানামগুণাঃ।

শ্বেতস্যন্দা শ্বেতপুষ্পা কটভির্গিরিকর্ণিকা।
সিতাপরাজিতা শ্বেতা বিষঘ্নী মেহনাশিনী ॥ ৩০৭ ॥
নীলস্যন্দা ব্যক্তগন্ধা নীলপুষ্পা গবাদিনী।
শ্বেতস্যন্দাদ্বয়ং শীতং গ্রহঘ্নং দৃষ্টিকণ্ঠকৃৎ।
কুষ্ঠশূলত্রিদোষামশোফব্রণবিষাপহম্ ॥ ৩০৮ ॥

ইক্ষুরনামগুণাঃ।

ইক্ষুর ক্ষুরমেধাণ্ডঃ কোকিলাক্ষঃ ক্ষুরঃ স্মৃতঃ।
তৈলকাণ্ডস্তিক্ষুরিক্ষুর্ব্বালিকা চেক্ষুগন্ধিকাঃ।
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যো গুরুর্ব্বাতকফাস্রজিৎ ॥ ৩০৯ ॥

প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে ঝাঁটীফুল, কুলঝাঁটী ও ঝিকুটী এবং হিন্দীভাষায় "কটসৈরয়া" বলে ॥ ৩০৪–৩০৬ ॥

দ্বিবিধ অপরাজিতার নাম ও গুণ।

শ্বেতস্যন্দা, শ্বেতপুষ্পা, কটভি, গিরিকর্ণিকা, সিতাপরাজিতা, শ্বেতা, বিষঘ্নী, মেহনাশিনী, { আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, গিরিশালিনী, দুর্গা, আস্ফোটা, গবাক্ষী, অশ্বখুরী, শ্বেতভণ্টা, অদ্রিকর্ণী, কটভী, দধিপুষ্পিকা, গর্দ্দভী, সিতপুষ্পী, স্বপুত্রী এবং নগপর্য্যায়কর্ণী { নগকর্ণী, শৈলকর্ণী ইত্যাদি }, এই সকল শব্দ শ্বেত-অপরাজিতার পর্য্যায়। নীলস্যন্দা, ব্যক্তগন্ধা, নীলপুষ্পা, গবাদনী, { নীলপুষ্পা, মহানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, নীলসন্ধ্যা, নীলাদ্রিকর্ণী ও নীলনগকর্ণিকা }, এই সকল শব্দ নীলাপরাজিতার নাম। দ্বিবিধ অপরাজিতাই—শীতবীর্য্য, গ্রহঘ্ন, দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর বর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ, শূল, ত্রিদোষ, আম, শোথ, ব্রণ ও বিষ বিনাশ করে ॥ ৩০৭–৩০৮ ॥

কোকিলাক্ষের নাম ও গুণ।

ইক্ষুর, ক্ষুরমেধাণ্ড, কোকিলাক্ষ, ক্ষুর, তৈলকাণ্ড, তিক্ষু, ইক্ষু, বালিকা, ইক্ষুগন্ধিকা, { ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, শৃগালী, শৃঙ্খলী, শূরক, শৃগালঘণ্টী, বজ্রাস্থি, শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, ইক্ষুরক, বজ্র, শৃঙ্খলিকা, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা, কোকিলনয়ন, কোকিলাক্ষক, কাকেক্ষু, ইক্ষুবালিকা, কাণ্ডেক্ষুর, ছত্রক, অতিচ্ছত্রক, শুক্লপুষ্প, কুলাহক, ত্রিক্ষুর ও বীরতরু }, এই সকল শব্দ কোকিলাক্ষের নামান্তর। কোকিলাক্ষ—শীতল, বীর্য্যজনক, গুরু এবং বাত, কফ ও রক্তদোষ বিনাশ

কর্পাসনামগুণাঃ।

কর্পাসঃ পটশূলচ্ছাদবনীবাদরাঃ পিচুঃ।
কর্পাসকো লঘুকোষ্ণো মধুরো বাতনাশনঃ।
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু ॥ ৩

আরামশীতলানামগুণাঃ।

আরামশীতলা দেবী গন্ধা কুক্কুরমর্দ্দনঃ।
আরামশীতলা শীতা কটুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৩১১ ॥

কুক্কুরদ্রুনামগুণাঃ।

কুক্কুরদ্রুস্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ।
কুক্কুরদ্রুঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ ॥ ৩১২ ॥

করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কুলিয়াখাড়া, কুলেখাড়া, কুলে-কাঁটা, কুলক ও শূলমর্দ্দন এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "তালমাখনা ও কৈলষা" বলে ॥ ৩০৯ ॥

কর্পাসের নাম ও গুণ।

কর্পাস, পটশূল, ছাদবনী, বাদর, পিচু, { কর্পাসকী, কর্পাসক, কর্পাসী, কার্পাস, কার্পাসী, কার্পাসকী, বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, পটদ, বাদরা, সূত্র-পুষ্পা, বদরী, কার্পাসিকা, সারিণী, চব্যা, তুলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা ও মরুদ্ভবা }, এই শব্দগুলি কর্পাসের নামান্তর। কর্পাস--লঘু, ঈষদুষ্ণ, মধুররসযুক্ত এবং বাতনাশক। ইহার বীজ—স্তন্যদায়ক, বলকর, স্নিগ্ধগুণী, কফজনক এবং গুরু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাপাস বলে ॥ ৩১০ ॥

আরাম শীতলার নাম ও গুণ।

আরামশীতলা, দেবী, গন্ধা, কুক্কুরমর্দ্দন, { আনন্দী, শীতলী, সুগন্ধিনী, রামা, মহানন্দা, গন্ধাঢ্যা ও রামশীতলা }, এই সকল শব্দ আরামশীতলার পর্য্যায়। আরামশীতলা— শীতগুণযুক্ত, কটুরসান্বিত এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ করে। ইহা এক প্রকার সুগন্ধিপত্র বিশেষ ॥ ৩১১ ॥

কুক্কুরদ্রুর নাম ও গুণ।

কুক্কুরদ্রু, তাম্রচূড়, সূক্ষ্মপত্র, মৃদুচ্ছদ এবং { কুকুন্দর }, এই সকল শব্দ কুক্কুরদ্রুর নামান্তর। কুকুন্দর—কটুরসাত্মক, তিক্তরসযুক্ত এবং জ্বর, রক্ত-দোষ ও কফনাশক। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কুকুরশোঁখা ও কুকুরমোড়া ও হিন্দীভাষায় ইহাকে "কুকুরোঁদা" বলে ॥ ৩১২ ॥

ব্রাহ্মীনামগুণাঃ।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরা বারিব্রাহ্মী চ হিলমোচিকা।
ব্রাহ্মী শোফহরা কুষ্ঠপিত্তশ্লেষ্মানিলাপহা ॥ ৩১৩ ॥

শরপুঙ্খানামগুণাঃ।

শরপুঙ্খা কালশাক প্লীহারি কালকামতঃ।
শরপুঙ্খা যকৃৎপ্লীহদুষ্টব্রণবিষাপহা।
তিক্তা কষায়া কাসাস্রশ্বাসজ্বরহরা লঘুঃ ॥ ৩১৪ ॥

বলামোটানামগুণাঃ।

বলামোটা জয়া সূক্ষ্মপত্রা জ্ঞেয়াপরাজিতা।
বলামোটা বিষশ্লেষ্মকৃচ্ছ্রনুৎবিজয়প্রদা ॥ ৩১৫ ॥

হিলমোচিকার নাম ও গুণ।

ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, বারিব্রাহ্মী, হিলমোচিকা, { হিলমোচিকা, হিলমোচী, হিলমোচি, রোচি, মৎস্যাঙ্গী, মৎস্যাক্ষী, হেলঞ্চী, ত্রিবৃৎপর্ণী, বিষঘ্নী, চক্রাঙ্গী, মোচী, জলব্রহ্মী এবং আচারী }, এই শব্দ সমূহ হিলমোচিকার নামান্তর। হিলমোচিকা —শোথনাশক এবং কুষ্ঠ পিত্ত, কফ ও বাত বিনাশ করে। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে হিঞ্চ, হিঞ্চে, হেলেঞ্চা ও হ্যালাঞ্চাশাক এবং হিন্দীভাষায় "হরহুচ" বলে। ৩১৩॥

শরপুঙ্খার নাম ও গুণ।

শরপুঙ্খা, কালশাক, প্লীহারি, কালকামত, { শরপুঙ্খ, বাণপুঙ্খা, কাণ্ডপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খা, সায়কপুঙ্খা ও ইষুপুঙ্খিকা }, এই সকল শব্দ শরপুঙ্খার নামান্তর। শরপুঙ্খা—যকৃৎ (লিবার্), প্লীহা, দুষ্টব্রণ ও বিষনাশক, তিক্তরসবিশিষ্ট, কষায়রসাত্মক, কাস, রক্তপিত্ত, শ্বাস ও জ্বর নিবারক এবং লঘু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বননীল ও শরপুঙ্খ এবং হিন্দীভাষায় "শরফোকা" বলে। ৩১৪॥

জয়ন্তীর নাম ও গুণ।

বলামোটা, জয়া, সূক্ষ্মপত্রা, অপরাজিতা, { বলা, মোটা, নাদেয়ী, তর্কারী, বিজয়ান্তিকা, জয়ন্তী, জয়ন্তিকা, বৈজয়ন্তী, হরিত, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা ও বিক্রান্তা } এই সকল শব্দ জয়ন্তীর নামান্তর। জয়ন্তী—বিষ, শ্লেষ্মা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং বিজয়প্রদ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জন্তী ও ধনচে এবং হিন্দীভাষায় "জৈৎ" বলে। ৩১৫॥

সুদর্শনানামগুণাঃ।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাঙ্কা মধুপর্ণিকা।
সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোফাস্রবাতজিৎ ॥ ৩১৬ ॥

ময়ূরশিখানামগুণাঃ।

ময়ূরাহ্বা শিখা জ্ঞেয়া সাহস্রী মধুকচ্ছদা।
ময়ূরাহ্বা শিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥ ৩১৭ ॥

লক্ষ্মণানামগুণাঃ।

লক্ষ্মণা পুত্রদা রক্তা বিন্দুপত্রা চ নাগিনী।
গোক্ষীরসদৃশং পুষ্পং রোমবল্লিসমন্বিতম্ ॥ ৩১৮ ॥
রক্তবিন্দুসমং পুষ্পং লক্ষ্মণাকারমুচ্যতে।
লক্ষ্মণা গর্ভদা শীতা সরা বৃষ্যা ত্রিদোষনুৎ ॥ ৩১৯ ॥

সুদর্শনার নাম ও গুণ।

সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাঙ্ক, মধুপর্ণিকা, { চক্রাঙ্গী, বৃষকর্ণী, দধ্যানী ও চক্রাহ্ব }, এই সকল শব্দ সুদর্শনার নামান্তর। সুদর্শনা—স্বাদুরসাত্মক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নিবারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সুদর্শনগুলঞ্চ ও পদ্মগুলঞ্চ বলে॥ ৩১৬ ॥

ময়ূরশিখার নাম ও গুণ।

ময়ূরাহ্বাশিখা, সাহস্রী, মধুকচ্ছদা, { ময়ূরচূড়া, বর্হিচূড়া, ময়ূরশিখা, শিখিনী, শিখালু, সুশিখা, শিখাবলা, কেকিশিখা, ময়ূরাহ্বশিখা, নীলকণ্ঠশিখা, সহস্রাঙ্ঘ্রি ও মধুচ্ছদা }, এই সকল শব্দ ময়ূরশিখার নামান্তর। ময়ূরশিখা—লঘু এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতীসাররোগ বিনাশ করে। কেহ কেহ প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নীলকণ্ঠফুলের গাছ বলিয়া থাকে॥ ৩১৭ ॥

লক্ষ্মণার নাম ও গুণ।

লক্ষ্মণা, পুত্রদা, রক্তা, বিন্দুপত্রা, নাগিনী, { পুত্রকন্দা, কক্ষণা, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, তুলিনী, মঞ্জিকা, অস্রবিন্দুচ্ছদা ও পুচ্ছদা }, এই শব্দ সমূহ লক্ষ্মণার নামান্তর। ইহা একপ্রকার কন্দবিশেষ। ইহার পুষ্প গোদুগ্ধ সদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ লোমসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং ইহার পত্র রক্তবিন্দু সদৃশ লোহিতবর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট। লক্ষ্মণা—গর্ভপ্রদ, শীতবীর্য্য, সারক, বীর্য্যজনক ও ত্রিদোষনাশক॥ ৩১৮–৩১৯ ॥

মাংসরোহিণীনামগুণাঃ।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকসাকসা।
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা ॥ ৩২০ ॥

অস্থিসংহারকনামগুণাঃ।

অস্থিসংহারকো বজ্রবল্লরী ক্রোষ্টুঘণ্টিকা।
বজ্রাঙ্গী গ্রন্থিমান্ বজ্রপ্রোক্তা স্যাদস্থিশৃঙ্খলাঃ।
অস্থিসংহারক শীতো বৃষ্যো বাতহরোঽস্থিযুক্ ॥ ৩২১ ॥

অর্কনামগুণাঃ।

অর্কঃ সূর্য্যাহ্বয়ঃ ক্ষীরী সদাপুষ্পো বিকীরণঃ।
মন্দারো বসুকোলর্কো রাজাহ্বো দীর্ঘপত্রকঃ ॥ ৩২২ ॥

মাংসরোহিণীর নাম ও গুণ।

মাংসরোহিণী, অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকসা, কসা, { অগ্নিরুহা, কসা, বিকষা, মাংসরোহী, চর্ম্মকষী, প্রহারবল্লী, বীরবতী, মাংসচ্ছদ, মাংসী, রসায়নী, সুলোমা ও লোমকারিণী }, এই সকল শব্দ মাংসরোহিণীর নামান্তর। মাংসরোহিণী—বলকর, সারক এবং ত্রিদোষ নাশক ॥ ৩২০ ॥

অস্থিসংহারকের নাম ও গুণ।

অস্থিসংহারক, বজ্রবল্লরী, ক্রোষ্টুঘন্টিকা, বজ্রাঙ্গী, গ্রন্থিমান্, বজ্রপ্রোক্তা, অস্থিশৃঙ্খলা, { কুলিশ, অময়, শিরালক, অস্থিসংহারী, অস্থিশৃঙ্খল, অস্থিযুক্, অস্থিসংহারিকা, অস্থিসংহৃৎ ও অস্থিসন্ধিক }, এই সকল শব্দ অস্থিসংহারকের নামান্তর। অস্থিসংহারক—শীতবীর্য্য, বীর্য্যজনক, বাতনাশক এবং ভগ্নাস্থি সংযোজনা করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হাড়ভাঙ্গা, হাড়যোড়া ও হাড়োচ এবং হিন্দীভাষায় "হড়সঙ্করী" বলে ॥ ৩২১ ॥

দ্বিবিধ অর্কের নাম ও গুণ।

অর্ক, সূর্য্যাহ্বয়, ক্ষীরী, সদাপুষ্প, বিকীরণ, মন্দার, বসুক, অলর্ক, রাজাহ্ব, দীর্ঘপত্রক, { আস্ফোটক, ভাস্কর, শুকফল, তুলফল, আস্ফোতক, সূর্য্যাহ্ব, ক্ষীরপর্ণী, জম্ভল, শীতপুষ্পক, খর্জুঘ্ন, বিক্ষীর, ক্ষীরকাণ্ডক, প্রতাপ, পুষ্পী, ক্ষীরদল, হিমারাতি, সূর্য্য, আস্ফোত, হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, বিবস্বান্, বিভাকর, বিভাবসু,

অর্কদ্বয়ং শঙ্খবাতকুষ্ঠকণ্ডূবিষব্রণান্।
নীহন্তি প্লীহগুল্মার্শোযকৃৎশ্লেষ্মোদরক্রিমীন্॥ ৩২৩

করবীরনামগুণাঃ।

করবীরোঽশ্বহা শ্বেতপুষ্পা স্যাচ্ছতপুষ্পকঃ।
রক্তপুষ্পো পরশ্চণ্ডো লগুড়ঃ করবীরকঃ॥ ৩২৪ ॥
করবীরদ্বয়ং নেত্রশোফকণ্ডূব্রণাপহম্।
লঘূষ্ণং কৃমিকণ্ডূঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্॥ ৩২৫ ॥

গণরূপ, বিকর্ত্তন, ভানু, প্রভাকর, দ্বাদশাত্ম', অর্কপর্ণ, ক্ষমণি, তরণি, দিবাকর, অর্কাহ্ব, উষ্ণরশ্মি, অহঃপতি, অর্য্যমা, অহর্ব্বান্ধব ও অহর্ম্মণি }, এই সকল শব্দ অর্কের সাধারণ পর্য্যায়। { অলর্ক, শ্বেতার্ক, গণরূপ, রাজার্ক, শ্বেতপুষ্প, সদা-পুষ্প, মন্দার, বস্থক, প্রতাপন, গণরূপী } এই কয়েকটী শব্দ শ্বেতার্কের নামান্তর { বিশ্বোরূ, সদাপুষ্পী, রূপিকা, আদিত্যপুষ্পকা, দিবাপুষ্পিকা, অর্ক, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত }, এই শব্দ সমূহ রক্তার্কের পর্য্যায়। { দ্বিবিধ অর্কই—শঙ্খক নামক শিরোরোগ, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, শ্লেষ্মা ও উদররোগ বিনাশ করিয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আকন্দ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "মন্দার" ও "আকন" বলে॥ ৩২২-৩২৩॥

করবীরের নাম ও গুণ।

করবীর, করবীরক, { প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, অশ্বমার, অশ্বঘ্ন, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, বজারি, শাতকুম্ভ, প্রচণ্ড, অশ্বহা, বীর, হয়মার, হয়ঘ্ন, বীরক, অশ্বরোধক, শতকুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, তুরঙ্গারি, কুন্দ, অশ্বান্তক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুষ্প }, এই শব্দ সমূহ করবীরের সাধারণ নাম। করবীর, অশ্বহা, শ্বেতপুষ্পা, শতপুষ্পক, { শতকুন্দ, অশ্বমারক এবং শ্বেতপুষ্প }, এই সকল শব্দ শ্বেতকরবীরের নাম। রক্তপুষ্প, চণ্ড, লগুড়, করবীরক, { রক্তপ্রসব, গণেশকুসুম, চণ্ডীকুসুম, ক্রূর, ভূতদ্রাবী, রবিপ্রিয় ও চণ্ডাত } এই সকল শব্দ রক্তকরবীরের নামান্তর। দ্বিবিধ-করবীরই—নেত্রশোথ, কণ্ডূ, ব্রণ ও কৃমিরোগ বিনাশক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা ভক্ষণ করিলে বিষবৎ অপকার করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে করবী ফুলের গাছ এবং হিন্দীভাষায় "কনেরী" বলে॥ ৩২৪—৩২৫॥

ধত্তূরনামগুণাঃ

ধত্তূর কিতবো ধূর্ত্তো দেবতা মদনঃ শঠঃ।
উন্মত্তো মাতলস্তূরী তরকঃ কনকাহ্বয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥
[illegible]বা মদবর্ণাগ্নিবান্তিকুঞ্জরকুষ্ঠনুৎ।
উ[illegible] গুরুব্রণশ্লেষ্মকণ্ডূক্রিমিবিষাপহঃ ॥ ৩২৭ ॥

কলিকারীনামগুণাঃ।

কলিকারী বহ্নিমুখী লাঙ্গলী গর্ভপাতিনী।
বিশল্যা হলিনী শৌরী প্রমাতা শুক্লপুষ্পিকা ॥ ৩২
বিদ্যুদুল্কাঽগ্নিজিহ্বা চ কথিতা পুষ্পসৌরভা।
বহ্নিশিখাগ্নিকা জ্ঞেয়া নলরন্ধ্রী চ সা স্মৃতা ॥ ৩২৯ ॥
কলিকারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিনুল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী ॥ ৩৩০

ধুতুরার নাম ও গুণ।

ধত্তূর, কিতব, ধূর্ত্ত, দেবতা, মদন, শঠ, উন্মত্ত, মাতল, তূরী, তরক, কনকাহ্বয়, { ধুস্তুর, ধুস্তূর, ধুস্তুর, ধুস্তূর, মাতুল, পুরীমোহ, ধূর্ত্তক্রৎ, ঘণ্টিক, মাতুলক, শ্যাম, শিবশেখর, খর্জ্জুঘ্ন, কাহলাপুষ্প, খল, কন্টফল, মোহন, মত্ত, শৈব, দেবিকা, মহামোদী, শিবপ্রিয়, ধুত্তুর, ধুস্তূর ও খরদূষণ }, এই সকল শব্দ ধুতুরার পর্য্যায়। ধুতুরা—মত্ততা, বর্ণ, অগ্নি ও বমিকারক, জ্বর ও কুষ্ঠব্যাধিনাশক, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরু এবং ব্রণ, শ্লেষ্মা, কণ্ডূ, কৃমি ও বিষনাশক ॥ ৩২৬-৩২৭ ॥

বিষলাঙ্গলিয়ার নাম ও গুণ।

কলিকারী, বহ্নিমুখী, লাঙ্গলী, গর্ভপাতিনী, বিশল্যা, হলিনী, শৌরী, প্রমাতা, শুক্লপুষ্পিকা, বিদ্যুদুল্কা, অগ্নিজিহ্বা, পুষ্পসৌরভা, বহ্নিশিখা, অগ্নিকা, নলরন্ধ্রী, { বহ্নিবক্ত্রা, দীপ্তা, হলী, নক্ত, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, ব্রণহৃৎ, স্বর্ণপুষ্পা, ইন্দুপুষ্পিকা, শক্রপুষ্পী, গর্ভনুৎ, অনন্তা, শক্রপুষ্পিকা, ফলিনী, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলিকী, গৈরী, গর্ভঘাতিনী ও ইন্দ্রপুষ্পা }, এই সকল শব্দ বিষলাঙ্গলিয়া বা ইষলাঙ্গলিয়ার নামান্তর। বিষলাঙ্গলিয়া—ভেদঃ কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও শূলরোগ বিনাশক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কৃমিনাশক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক এবং গর্ভ-পাতী ॥ ৩২৮-৩৩০ ॥

কুমারীনামগুণাঃ।

কুমারী মণ্ডলা মাতা গৃহকন্যাতিপিচ্ছলা।
রসায়নী কণ্টকিনী সবরাণ্যা বনোদ্ভবা॥ ৩৩১॥
নিহন্তি গ্রন্থিবিস্ফোটপিত্তরক্তত্বগাময়ান্॥ ৩৩২॥

ভঙ্গানামগুণাঃ।

ভঙ্গাগঞ্জা মাতুলানী মোহিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরা তিক্তা গ্রাহিণী দীপনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণাপিত্তলানাহমদকৃচ্ছাগ্নিবর্দ্ধিনী॥ ৩৩৩॥

কাঞ্চনীনামগুণাঃ।

কাঞ্চনী শোণফলিনী কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
কাঞ্চনী স্তন্যদা মূর্দ্ধব্যথাদোষত্রয়াপহা॥ ৩৩৪॥

ঘৃতকুমারীর নাম ও গুণ।

কুমারী, মণ্ডলা, মাতা, গৃহকন্যা, অতিপিচ্ছলা, রসায়নী, কণ্টকিনী, সবরাণ্যা, বনোদ্ভবা, { তরণি, অফলা, বহুপত্রী, সুবহা, সুরসা, ঘৃতকুমারিকা, ঘৃতকুমারী, কন্তকা, দীর্ঘপত্রিকা, স্থলেরুহা, অজরা, অমরা, কন্যা, মৃদু, বীরা, ব্রহ্মঘ্নী, বিপুলস্রবা, কণ্টকপ্রাবৃতা, ভৃঙ্গেষ্টা, তরুণী, রামা, অম্বুধিস্রবা, সুকণ্টকা, স্থূলদলা, কপিলা ও অদলা }, এই সকল শব্দ ঘৃতকুমারীর নামান্তর। ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য এবং যকৃৎ, প্লীহা, কফ, জ্বর, গ্রন্থিরোগ, বিস্ফোট, পিত্ত, রক্তদোষ ও চর্ম্মরোগ সকল বিনাশ করে। প্রচলিত-বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘিকুমারী, ঘিকাঞ্চন, ঘৃতকুমারী ও ঘৃতকাঞ্চন এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "ঘিউকুমারী" বলে॥৩৩১ ৩৩২॥

সিদ্ধির নাম ও গুণ।

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মোহিনী, বিজয়া, জয়া, { সিদ্ধি, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, মাদিনী, সম্বিদা ও সম্বিদামঞ্জরী }, এই সকল শব্দ সিদ্ধির নামান্তর। সিদ্ধি—কফনাশক, তিক্তরসযুক্ত, সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, আনাহজনক, মত্ততাকারক ও অত্যন্ত জঠরাগ্নিবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সিদ্ধি ও ভাং বলে॥ ৩৩৩॥

স্বর্ণবল্লীলতার নাম ও গুণ।

কাঞ্চনী, শোণফলিনী, কাকায়ু, কাকবল্লরী, { স্বর্ণবল্লী, স্বর্ণবল্লরী,

দূর্ব্বানামগুণাঃ।

দূর্ব্বা শস্পা শীতকরী গোলোমী শতপর্ব্বিকা।
অন্যা শ্বেতা শ্বেতদণ্ডা ভার্গবী তুর্ম্মতারুহা।
হিমা বীসর্পাস্রতৃট্‌পিত্তকফদাহজিৎ॥ ৩৩৫॥

গণ্ডদূর্ব্বানামগুণাঃ।

গণ্ডদূর্ব্বা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাক্ষী শকুলাদনী।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ।
দাহতৃষ্ণাবলাসাস্রকুষ্ঠপিত্তজ্বরাপহা॥ ৩৩৬॥

হরিণী, পীতিকা ও রক্তফলা }. এই সকল শব্দ স্বর্ণবল্লীলতার নাম। স্বর্ণবল্লী-লতা—স্তন্যদুগ্ধবর্দ্ধক এবং শিরঃপীড়া ও ত্রিদোষনাশক॥ ৩৩৪॥

দূর্ব্বার নাম ও গুণ।

দূর্ব্বা, শস্পা, শীতকরী, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, { বিজয়া, সৌরী, মহৌষধী, শতমূলী, ভূতহন্ত্রী, জয়া, মঙ্গলা, অনুষ্ণবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, শতগ্রন্থি, পূতা, অমৃতা, শীতা, শ্যামা, শাম্ভবী, হরিতা, নীলদূর্ব্বা, আরুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা, শতবল্লী, শতপর্ব্বা, সাদ্বল, হরিত, শীতকুম্ভী, শীতলা ও বামিনী } এই সকল শব্দ নীলদূর্ব্বার নামান্তর। শ্বেতা, শ্বেতদণ্ডা, ভার্গবী, তুর্ম্মতা, অরুহা, { গোলোমী, সিতাখ্যা, চণ্ডা, ভদ্রা, দুর্ম্মরা, গৌরী, বিঘ্ননাশকান্তা, অনন্তা, বিদ্যা, শ্বেতকাণ্ডা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীর্য্যা, শুভা, সহস্রপর্ব্বা, সহস্রকাণ্ডা, সুরবল্লভা, সুপর্ব্বা, সিতচ্ছদা, স্বচ্ছা ও কচ্ছান্তরুহা } এই সকল শব্দ শ্বেতদূর্ব্বার পর্য্যায়। দ্বিবিধ দূর্ব্বাই—শীতবীর্য্য এবং বীসর্প, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহ-বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে দূর্ব্বাঘাস বলে॥ ৩৩৫॥

গণ্ডদূর্ব্বার নাম ও গুণ।

গণ্ডদূর্ব্বা, মৎস্যগন্ধা, মৎস্যাক্ষী, শকুলাদনী, { গণ্ডালী, গ্রন্থিলা, অতিতীব্রা, গ্রন্থিপর্ণী, বারুণী, মীননেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, জলস্থা, সূচীপত্রা, শ্যামকাণ্ডা, শকুলাক্ষী, কলায় ও শকুলাক্ষক }, এই শব্দ সমস্ত গণ্ডদূর্ব্বা পর্য্যায়ক। গণ্ডদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবক (ইহার রসদ্বারা ভাবনা দিলে লৌহ গলিয়া যায়), মলসংরোধক, লঘু এবং দাহ তৃষ্ণা, বলাস (কফ), রক্তদোষ, কুষ্ঠরোগ, পিত্ত ও জ্বররোগ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গেঁটেদূর্ব্বা এবং হিন্দীভাষায় "খরিকা ও ছবিপাৎ" বলে॥ ৩৩৬।

কাশনামগুণাঃ।

কাশঃ সুকাণ্ডকাশেক্ষুঃ ঋষীকঃ শ্বেতবাসরঃ।
ইক্ষ্বারিকেক্ষুকাশশ্চ স চৈবেক্ষুরশ্চ স্মৃতঃ।
কাশঃ কৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্রপিত্তক্ষয়করো হিমঃ॥ ৩৩৭

কুশনামগুণাঃ।

দর্ভো বর্হিঃ কুশস্তীক্ষ্ণঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
দর্ভঃ কৃচ্ছ্রাশ্মতৃট্‌পিত্তবস্তিনুৎ কফরক্তজিৎ॥ ৩৩৮॥

মুঞ্জনামগুণাঃ।

মুঞ্জঃ ক্ষুরা স্থূলদর্ভো বাণাহ্বো ব্রহ্মমেখলঃ।
মুঞ্জোহনুষ্ণো বিসর্পাস্রমূত্রবস্ত্যক্ষিরোগজিৎ॥ ৩৩৯॥

কাশতৃণের নাম ও গুণ।

কাশ, সুকাণ্ড, কাশেক্ষু, ঋষীক, শ্বেতবাসর, ইক্ষারিকা, ইক্ষুকাশ, ইক্ষুর, { ইক্ষুগন্ধা, ইক্ষুগন্ধ, পোটগল. কাস, কর্ম্মনূল, ইষীকা, ইক্ষুবালিকা. চামরপুষ্পক. অশ্ববাল, চামরপুষ্প. কাশী. কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্পাক, কাশক, বনহাসক, ইক্ষারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়, কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছলকারক, দর্ভপত্র, লেখন, ইক্ষালিকা ও কাসক }, এই সকল শব্দ কাশতৃণের পর্য্যায়। কাশতৃণ—কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক এবং শীতবীর্য্য। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেশে বলে॥ ৩৩৭॥

কুশতৃণের নাম ও গুণ।

দর্ভ, বর্হি, কুশ, তীক্ষ্ণ, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভুষণ, { কূথ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ ও কুতুপ }, এই সকল শব্দ কুশ তৃণের নামান্তর। কুশতৃণ—মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, পিত্ত, বস্তিদোষ, কফ ও রক্তপিত্তরোগ নাশক॥ ৩৩৮॥

মুঞ্জতৃণের নাম ও গুণ।

মুঞ্জ, ক্ষুরা, স্থূলদর্ভ, বাণাহ্ব, ব্রহ্মমেখল, { মুঞ্জনক, মুঞ্জক, ইক্ষুকাণ্ড মৌঞ্জীতৃণাখ্য, শক্রভঙ্গ, সুমেখল, দৃঢ়মূল, রঞ্জন, বহুপ্রজ, দৃঢ়মল, দৃঢ়তৃণ শীরী, দর্ভাহ্বয়, বাণীরক, তেজলাহ্বয়, ব্রাহ্মণ্য মুঞ্জাতক ও সুমেধস }, এই সকল শব্দ মুঞ্জতৃণের নামান্তর। ভদ্রমুঞ্জ, ইক্ষুবেষ্টন. তেজন, বাণ শর } এই সকল শব্দ ভদ্রমুঞ্জের পর্য্যায়। দ্বিবিধ মুঞ্জই—ইষদুষ্ণ এব

নলনামগুণাঃ।

নলো রন্ধ্রী পুষ্পমৃত্যুর্দমনোঽনন্তকঃ পিটঃ।
নলো মূত্রার্ত্তিদাহাস্রকফপিত্তবিসর্পজিৎ॥ ৩৪০॥

বংশনামগুণাঃ।

বংশো বেণুঃ কীচকঃ স্যাৎকর্ম্মারস্ত্বচিসারকঃ।
বংশঃ সরো হিমঃ পিত্তকফদাহাস্রশোফজিৎ॥ ৩৪১॥
তৎকরীরো গুরুর্ভেদী শ্লেষ্মলো বাতপিত্তজিৎ।
তথাচ ভেদকোঽত্যুষ্ণঃ কফঘ্নো বাতপিত্তজিৎ॥ ৩৪২॥

জবানীনামগুণাঃ।

জবানী জবনী তীব্রা তুরুষ্কা মদকারিণী।
জবানী জীবনী রূক্ষা গ্রাহিণী মাদিনী গুরু॥ ৩৪৩॥

ইহার দ্বারা বিসর্প, রক্তপিত্ত, মূত্ররোগ (বহুমূত্ররোগ), বস্তিরোগ ও অক্ষিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মুঁও বলে॥ ৩৩৯॥

নলের নাম ও গুণ।

নল, রন্ধ্রী, পুষ্পমৃত্যু, দমন, অনন্তক, পিট, {ধমন, পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ্র, কীচক, বিভীষণ, শূন্যমধ্য, দীর্ঘবংশ, ছিদ্রান্ত, মৃদুপত্র, বংশপত্র, মৃদুচ্ছদ ও নীলবংশ}, এই সকল শব্দ নল পর্য্যায়ক। নল—মূত্ররোগ, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, পিত্ত ও বিসর্পরোগ বিনাশ করে॥ ৩৪০॥

বংশের নাম ও গুণ।

বংশ, বেণু, কীচক, কর্ম্মার, ত্বক্‌সারক, {দৃঢ়কাণ্ড, ধানুষ্য, ধনুর্দ্রুম, দৃঢ়পত্র, দৃঢ়গ্রন্থি, মহাবল, কন্টকী, কন্টালু, বস্ত, তৃণকেতুক, স্থপর্ব্বা, কিষ্কুপর্ব্বা, বৃহত্তৃণ, মস্কর, কিলাটী, তেজন, যবফল, ত্বচিসার, ত্বক্‌সার, শতপর্ব্ব ও তৃণধ্বজ}, এই সকল শব্দ বংশের নামান্তর। করীর, {বংশাঙ্কুর, বংশাগ্র ও যবফলাঙ্কুর}, এই শব্দ সমূহ বংশাঙ্কুরের নামান্তর। বংশ—ভেদক, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত, কফ, দাহ, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং বংশাঙ্কুর—গুরু, ভেদক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাত, কফ ও পিত্ত নাশক এবং অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য। প্রচলিত বঙ্গভাষায় বংশকে বাঁশ এবং বংশাঙ্কুরকে বাঁশের কোঁড় বলে॥ ৩৪১-৩৪২॥

তুরুষ্কযমানীর নাম ও গুণ।

জবানী, জবনী, তীব্রা, তুরুষ্কা ও মদকারিণী, এই সকল শব্দ তুরুষ্ক-

খসতিলনামগুণাঃ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ শুভ্রপুষ্পো লসৎফলঃ।
বৃষ্যো বল্যঃ খসতিলঃ শ্লেষ্মলো বাতজিদ্ গুরুঃ।
বল্কলস্তৎফলোদ্ভূতো রূক্ষো গ্রাহী বিশেষতঃ। ॥

অহিফেননামগুণাঃ।

আফূকস্তদ্রসোদ্ভূতমহিফেনং সফেনকম্।
আফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্ ॥ ৩৪৫ ॥

ছিলিহিণ্টনামগুণাঃ।

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালো গরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ শ্লেষ্মলঃ পবনাপহঃ ॥ ৩৪৬ ॥

যবানীর নাম। ইহা প্রাণপ্রদ, সংগ্রাহী, গুরুপাকী, রূক্ষবীর্য্য ও মত্ততাকারী ॥ ৩৪৩ ॥

খসতিলের নাম ও গুণ।

তিলভেদ, খসতিল, শুভ্রপুষ্প, লসৎফল, { খসখস্ ও খাখস }, এই সকল শব্দ খসতিলের নামান্তর। খসতিল বলকর, কফবর্দ্ধক, বাতনাশক ও গুরু। ইহার ফলের বল্কল—রূক্ষ ও অত্যন্ত মলরোধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পোস্তদানা বলে ॥ ৩৪৫ ॥

অহিফেনের নাম ও গুণ।

আফূক, অহিফেন ও ফেনক, { অফেন, সর্পফেন }, এই সকল শব্দ অহিফেনের পর্য্যায়। অহিফেন—রক্তশোষক, মলরোধক, শ্লেষ্মঘ্ন এবং বাত ও পিত্তবিবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আফিং ও আফিঙ্গ বলে ॥ ৩৪৫ ॥

ছিলিহিণ্টের নাম ও গুণ।

ছিলিহিণ্ট, মহামূল, পাতাল, গরুড়াহ্বয়, { ছিলিহিণ্ট, পাতাল, গরুড়াহ্বয়, দৃঢ়লতা, দীর্ঘবল্লী, মহাবলা, দৃঢ়কাণ্ডা, দীর্ঘকাণ্ড, সৌপর্ণী, গারুড়ী, তার্ক্ষী, মোচকাভিধা, মোচকাব্জা, তিক্তাঙ্গা, সোমবল্লী ও বৎসাদনী }, এই সকল শব্দ ছিলিহিণ্টের নাম। ছিলিহিণ্ট—অত্যন্ত বলকর, কফবর্দ্ধক ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পাতালগরুড়ীলতা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "ছেউড়ী" বলে ॥ ৩৪৬ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণো-
বর্গোঽয়ং ললিতপদাঙ্কিতোঽভয়াদি॥ ৩৪৭॥
ইতি অভয়াদি প্রথমবর্গঃ সমাপ্তঃ।

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধৃসম্পন্ন শ্রীমন্মহারাজা মদনপাল কর্তৃক বিরচিত "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থে পদ্যছন্দে গ্রথিত "অভয়াদিবর্গ" সমাপ্ত॥৩৪৭॥
ইতি অভয়াদি প্রথমবর্গ সম্পূর্ণ।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

ওঁ ভদ্রবিরাজিতমধ্যমনন্তং শ্রীরুচিপরং পরমক্ষরমেকম্।
শ্রীমদনক্ষিতিনাথঃ সদা তে বিষ্ণুপদং বিপদং বিনিহন্তু॥ ১॥

শুণ্ঠ্যাদিবর্গঃ।

শুণ্ঠীনামগুণাঃ।

শুণ্ঠী বিশ্বৌষধং বিশ্বং কটুভদ্রং কটূৎকটম্।
মহৌষধং শৃঙ্গবেরং নাগরং বিশ্বভেষজম্॥ ২॥

মধ্য সূর্য্যশোভিত, অনন্ত, লক্ষ্মীর রুচিপ্রদ, পরম একাক্ষর "ওঁ" স্বরূপ বিষ্ণুপদ তোমাদের বিপদ বিনাশ করুন এবং মদনপাল নামা মৎকর্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থ দ্বারা তোমাদিগের মৃত্যুরূপ বিপদ দূরীভূত হউক॥ ১॥

শুণ্ঠীর নাম ও গুণ।

শুণ্ঠী, বিশ্বৌষধ, বিশ্ব, কটুভদ্র, কটূৎকট, মহৌষধ, শৃঙ্গবের, নাগর, বিশ্বভেষজ, { শুন্তি, শুণ্ঠ্য, বিশ্বা, মহৌষধী, শুষ্কার্দ্র, ইন্দ্রভেষজ, ভেষজ, কটুগ্রন্থি,

শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা কটুকা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ ॥ ৩ ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাসকাসশূলহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোফার্শমানাহোদরমারুতান্ ॥ ৪ ॥

আর্দ্রকনামগুণাঃ।

কটূষ্ণং দীপনং বৃষ্যং রুচ্যমার্দ্রকনাগরম্।
শ্বাসকাসবমীহিক্কাবাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ ॥ ৫ ॥
পাচনং রোচনং বৃষ্যং কটূষ্ণং বহ্নিদীপনম্।
বাতপ্রকোপশমনং পাচনং শোথহৃৎ পরম্ ॥ ৬ ॥
ভোজনাদৌ সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অব্যক্তরসবীর্য্যত্বাৎ তৎ পরন্তু কফাপহম্ ॥ ৭ ॥

কটূষণ, কফারি, সৌপর্ণ, চম্রক ও শোষণ }, এই সকল শব্দ শুণ্ঠীর পর্য্যায়। ·
—রুচিজনক, আমবাতনাশক, পরিপাচক, কটুরসাত্মক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, ·
কটু, কফ ও বাতজনিত বিবন্ধনাশক, বলকর, স্বর পরিষ্কারক এবং ইহা
শ্বাস, কাস, শূল, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শঃ, আনাহ, উদর ও বাত হি
করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শুঁঠ ও শুক্‌না আদা বলে। ইহা
আদা ॥ ২—৪ ॥

আর্দ্রকের নাম ও গুণ।

পূর্ব্বোক্ত শুণ্ঠীপর্য্যায়ক শব্দ সমূহ এবং { গুল্মমূল, মূলজ, কন্দর, বর, ম
সৈকতেষ্ট, অনূপজ, অপাকশাক, চান্দ্রাখ্য, রাহুচ্ছত্র, সুশাকক, শার্ঙ্গ, আর্দ্র
ও আর্দ্রিকা }, এই সকল শব্দ আর্দ্রক পর্য্যায়ক। আর্দ্রক অগ্নিপ্রদীপক,
(ঝাল) রসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, বীর্য্যজনক, শ্বাস, কাস, বমী, হিক্কা,
শ্লেষ্মা ও বিবন্ধনাশক, পরিপাচক, বলকর, বাতপ্রকোপ নাশক। ইহা ভোজ
প্রথমে ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয়। ইহা এতাদৃশ অব্যক্ত
বীর্য্য সম্পন্ন যে, তদ্দ্বারা অতি সত্বর কফ বিনষ্ট হয়। সৈন্ধবলবণ সহযে
"কাঞ্জিকার্দ্র" সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাচিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থ
এবং সৈন্ধবলবণ সহ আর্দ্রকখণ্ড সেবন করিলে বাতপ্রকোপ প্রশমিত হয়
মানসিক হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদা
হিন্দীভাষায় "আদরক" বলে।

কাঞ্জিকার্দ্রং সলবণং দীপনং পাচনং পরম্।
বাতপ্রকোপশমনং হর্ষণং লবণাদ্রকম্ ॥ ৮ ॥
(অন্যদপি) আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরন্তন্মহৌষধমুদাহৃতম্।
আ[illegible]গরগুণং ভেদনং দীপনং গুরুঃ ॥ ৯ ॥

মরিচনামগুণাঃ।

মরিচং বল্লিজং তীক্ষ্ণং মলিনং শ্যামমূষণম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতনুৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষশ্বাসশূলক্রিমীঞ্জয়েৎ ॥ ১০ ॥
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণঃ শ্লেষ্মপ্রসেকী স্যাদপিত্তলম্ ॥ ১১ ॥

পিপ্পলীনামগুণাঃ।

পিপ্পলী চপলা কৃষ্ণা মাগধী মগধা কণা।
বিশ্বোপকুল্যা বৈদেহী শৌণ্ডী স্যাত্তীক্ষ্ণতণ্ডুলা ॥ ১২ ॥

অন্য এক প্রকার আদা আছে, তাহাকে শৃঙ্গবের, মহৌষধ ও { আর্দ্রিকা } বলে। ইহা শুণ্ঠীর গুণসমূহ সমন্বিত এবং ভেদক, অগ্নিপ্রদীপক ও গুরু। ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় ছোট আদা বলে ॥ ৫—৯ ॥

মরিচের নাম ও গুণ।

মরিচ, বল্লিজ, তীক্ষ্ণ, মলিন, শ্যাম, উষণ, { পবিত, কোলক, কোল, বল্লীজ, উষণ, বরিষ্ঠ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, যবনপ্রিয়, শাকাঙ্গ, বেণুজ, বেণুন, ধর্ম্মপত্তন, মরীচ, কটুক, শিরোবৃত্ত, কফবিরোধি, বার, মৃষ্ট, সর্ব্বহিত, কৃষ্ণ ও রেল্লজ }, এই সকল শব্দ মরিচের নামান্তর। মরিচ—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, রূক্ষ এবং শ্বাস, শূল কৃমিনাশক। কাঁচা মরিচ—পাকে মধুর, ঈষদুষ্ণ, কটুরসযুক্ত, গুরু, কিঞ্চিৎতীক্ষ্ণগুণী, কফস্রাবী ও অল্পপিত্তবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোলমরিচ ও মরিচ বলে এবং জ্বালা মরিচকে লঙ্কা বা ঝাল বলে ॥ ১০—১১ ॥

পিপ্পলীর নাম ও গুণ।

পিপ্পলী, চপলা, কৃষ্ণা, মাগধী, মগধা, কণা, বিশ্বা, উপকুল্যা, বৈদেহী, শৌণ্ডী, তীক্ষ্ণতণ্ডুলা, { কোলা, কোটী, একণ্ডা, চঞ্চলা, উষণা, পিপ্পলি, কৃকলা, কটুবীজা, কোরঙ্গী, তিক্ততণ্ডুলা, শ্যামা, সূক্ষ্মতণ্ডুলা, দন্তফলা ও মগধোদ্ভবা }

পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুঃ পাকে রসায়নী।
অত্যুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা কফবাতহরা লঘুঃ ॥ ১৩ ॥
পিত্তলা রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্।
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃপ্লীহশূলামমারুতান্।
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ ॥ ১৪ ॥

ত্র্যূষণচতুরূষণনামগুণাঃ।

বিশ্বোপকুল্যামরিচৈঃ ত্র্যূষণং কটুকং কটু।
ব্যোষং কটুত্রয়ং তৎ স্যাৎ সগ্রন্থি চতুরূষণম্ ॥ ১৫ ॥
ত্র্যূষণং দীপনং হন্তি শ্বাসকাসত্বগাময়ান্।
গুল্মমেহকফস্থৌল্যমেহশ্লীপদপীনসান্ ॥ ১৬ ॥

পিপ্পলীমূলনামগুণাঃ।

কণামূলং কটুগ্রন্থিঃ পিপ্পলীমূলমূষণম্।
ষড়্গ্রন্থো গ্রন্থিকং মূলং মাগধং চটিকাশিরঃ ॥ ১৭ ॥

এই সকল শব্দ পিপ্পলী পর্য্যায়ক। পিপ্পলী—অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, পাকে মধুর, রসায়ন, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরসযুক্ত, স্নিগ্ধবীর্য্য, কফ ও বাতনাশক, লঘু পিত্তবর্দ্ধক, রেচক এবং শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, আমবাত ও শূলরোগ বিনাশক।

কাঁচাপিপুল—কফপ্রদ, স্নিগ্ধবীর্য্য, শীতল, মধুর রসাত্মক ও গুরু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিঁপুল ও পেঁপুল বলে ॥ ১২—১৪ ॥

ত্র্যূষণ ও চতুরূষণের নাম ও গুণ।

শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, এই মিলিত দ্রব্যত্রয়কে ত্র্যূষণ বলে। কটুক, কটু, ব্যোষ, কটুত্রয় ও (ত্রিকটু), উহার নামান্তর। এই ত্রিকটু সহ পিপুলমূল মিলিত করিলে চতুরূষণ বলা যায়। ত্র্যূষণ—অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, শ্লীপদ ও পীনসরোগ বিনাশ করে ॥ ১৫-১৬ ॥

পিপুলমূলের নাম ও গুণ।

কণামূল, কটুগ্রন্থি, পিপ্পলীমূল, উষণ, ষড়্গ্রন্থ, গ্রান্থিক, মূল, মাগধ, চটিকাশিরঃ (গ্রন্থীক চটকাশিরঃ, সর্ব্বগ্রন্থিক, চটিকা ষড়্গ্রন্থি, শিরঃ, মূল, কোলমূল, কটূষণ, পত্রাঢ্য, সর্ব্বগ্রন্থি, বিরূপ, শোষসম্ভব, সুগন্ধি ও গ্রন্থিল), এই সকল শব্দ পিপুলমূলের নামান্তর। পিপুলমূল—অগ্নিপ্রদীপক, কটু, উষ্ণ, পাচক, লঘু, রূক্ষ,

দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।
রূক্ষং পিত্তকরংভেদি কফবাতোদরাপহম্॥ ১৮॥

চব্যনামগুণাঃ।

চব্যং চবণমুচ্ছিষ্টঞ্চবিকা কোলবল্লিকা।
পিপ্পলীমূলবৎ তৎস্যাদ্বিশেষাদ্ গুদজাপহম্।
চব্যপুষ্পং গরশ্বাসকাসক্ষয়বিনাশনম্॥ ১৯॥

গজপিপ্পলীনামগুণাঃ।

তৎফলং শ্রেয়সী হস্তিমাগধা গজপিপ্পলী।
গজকৃষ্ণা কটুর্ব্বাতশ্লেষ্মনুদ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারং শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন॥ ২০॥

পিত্তকর, ভেদক এবং কফ, বাত ও উদররোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে পিপুলমূল ও পেঁপুলমূল বলে॥ ১৭–১৮।

চৈর নাম ও গুণ।

চব্য, চবণ, উচ্ছিষ্ট, চবিকা, কোলবল্লিকা, { চবিক, চবী, চব্যা, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষণ, চব্যক, বশির, বল্লী, কোলবল্লী, কোল, কুক্কুটমস্তক, তীক্ষ্ণ, করিকণাবল্লী, কুকন্দ, কুটিলসপ্তক }, এই সকল শব্দ চবিকা পর্য্যায়ক। চই—পূর্ব্বোক্ত পিপ্পলীমূলের গুণ সহ সমন্বিত এবং গুদজরোগ বিনাশক। উহার পুষ্প—গর, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে। ১৯॥

গজপিপ্পলীর নাম ও গুণ।

চবিকাফল, শ্রেয়সী, হস্তিমাগধা, গজপিপ্পলী, গজকৃষ্ণা, { করিপিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিল্লিকা, বসির, গজাহ্বা, কোলবল্লী, ইভোষণা, কুঞ্জরপিপ্পলী, বশির, গজোষণা, ছিদ্রবৈদেহী, চব্যফল, চব্যজা, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্ত্তুলী ও স্থূলবৈদেহী } এই সমস্ত শব্দ গজপিপ্পলী পর্য্যায়। গজপিপুল—কটুরসযুক্ত, বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও কৃমিনাশক। ইহা চৈর ফল॥ ২০।

চিত্রকনামগুণাঃ।

চিত্রকো হুতভূগ্ ব্যালো দারুণো দহনোঽরুণঃ।
অগ্নিমালী হবিঃপাচী বহ্নিনামা বিশেষতঃ॥ ২১॥
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎপাচনো লঘুঃ।
রূক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠশোফার্শঃকৃমিকাসজিৎ।
শ্লেষ্মানিলহরো গ্রাহী তচ্ছাকং শ্লেষ্মবাতনুৎ॥ ২২॥

পঞ্চকোলষড়ূষণনামগুণাঃ।

পিপ্পলী মগধামূলচব্যনাগরচিত্রকৈঃ।
পঞ্চকোলং কফানাহগুল্মশূলারুচীর্জয়েৎ।
মরিচেভযুতং তত্তু ষড়ূষণমুদাহৃতম্॥ ২৩॥

শতপুষ্পানামগুণাঃ।

শতপুষ্পা শতব্যোষা শতাহ্বা কারবী মিশিঃ।
আবাক্‌পুষ্পী ত্বচি চ্ছত্রা শেতিকা মাগধী পরা॥ ২৪॥

চিতার নাম ও গুণ।

চিত্রক, হুতভুক্, ব্যাল, দারুণ, দহন, অরুণ, অগ্নিমালী, হবিঃপাচী, বহ্নিনামা (অগ্নির যত নাম, যেমন হুতাশন, অনল ইত্যাদি), { উষণ, পাঠী, দাহক, চিত্রাঙ্গ, চিত্র, শূর, শার্দ্দূল, শম্বর, দ্বীপী, পাঠীকুট ও হিমারাতি }, এই সকল শব্দ চিত্রক পর্য্যায়ক। চিতা—পাকে কটু, অগ্নিকর, পাচক, লঘু, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কাস, শ্লেষ্মা ও বাতনাশক এবং মলরোধক। ইহার শাক বাত ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিতে, চিতা, রাঙ্ চিতে ও রক্তচিতা বলে॥ ২১—২২॥

পঞ্চকোল ও ষড়ূষণের নাম ও গুণ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুণ্ঠী ও রক্তচিতা, এই পাঁচটী দ্রব্য একত্রিত হইলে পঞ্চকোল ও পঞ্চোষণ বলে। পঞ্চকোল—কফ, আনাহ, গুল্ম, শূল ও অরুচিনাশক। পঞ্চকোলসহ মরিচ সংযুক্ত করিলে, তাহাকে ষড়ূষণ বলা যায়॥ ২৩॥

শলুফার নাম ও গুণ।

শতপুষ্পা, শতব্যোষা, শতাহ্বা, কারবী, মিশি, অবাক্‌পুষ্পী, ত্বচিচ্ছত্রা, { মধুরা, মিসি, মিষি, মিশ্রেয়া, শতপুষ্পিকা, শতাক্ষী, মরিধুক,

শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলাক্ষিরোগজিৎ।
শেতিকা তদ্‌গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলহৃৎ ॥ ২৫ ॥

মিশ্রেয়ানামগুণাঃ।

মিশ্রেয়া মিশিশালীনৌ শালী শীতশিবা মতা।
মিশ্রেয়া দীপনী হৃদ্যা বদ্ধবিট্ ক্রিমিশুক্রনুৎ।
রূক্ষোষ্ণা তৎফলং কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

মেথীবনমেথীনামগুণাঃ।

মেথিকা বস্তিকা শেলুরহিত্যো বনমেথিকা।
অহিত্যোঽল্পগুণস্তস্মাদ্বাজিনাং স তু পূজিতঃ ॥ ২৭ ॥

ছত্রা, মিশী, মাধবী, ঘোষা, তালপর্ণী, সুগ্রসা ও বল্যা }, এই সকল শব্দ শতপুষ্পার নামান্তর। শেতিকা ও মাগধী শব্দ শেতিকা পর্য্যায়ক। শতপুষ্পা—লঘু, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দীপক, কটু, উষ্ণ এবং ইহা জ্বর, বাত, কফ, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ বিনাশ করে। শেতিকা—পূর্ব্বোক্ত শতপুষ্পার গুণ সমূহ সংযুক্ত, বিশেষতঃ যোনিশূল বিনাশক ॥ ২৪–২৫ ॥

মৌরীর নাম ও গুণ।

মিশ্রেয়া, মিশি, শালীন, শালী, শীতশিবা, { শালেয়, সুপুষ্পিকা, পুষ্পাহ্বা, শতপ্রসূনা, বহুলা, ছত্রা, মিশী, সালেয়, মিসি, মিসী, শতাহ্বা, ঘোষা, পোতিকা, অতিচ্ছত্রা, মাধবী, শিফা, সংঘাতপত্রিকা, অবাকপুষ্পী, মঙ্গলা, মধুরা, মধুরিকা, বনপুষ্পা, শতপত্রিকা, ভূরিপুষ্পা, সগন্ধা, মধুরী, সূক্ষ্মপত্রিকা ও অতিচ্ছত্রা }, এই সকল শব্দ মৌরীর নাম। মৌরী—অগ্নিদীপক, হৃদ্য, বদ্ধতা, কৃমি ও শুক্রদোষ বিনাশক, রূক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহার ফল—কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মৌরী, গোমোরী ও গুয়ামুগুরী বলে ॥ ২৬ ॥

মেথী ও বনমেথীর নাম ও গুণ।

মেথিকা, বস্তিকা, { মেথিনী, মেথী, দীপনী, বেধনী, বহুপত্রিকা, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীন্দ্রকা }, এই সকল শব্দ মেথীর নাম। শেলু, অহিত্য ও বনমেথী, এই শব্দত্রয় বনমেথীর নাম। মেথী—বাতপ্রশমী, শ্লেষ্মনাশক ও জ্বরবিনাশক। বনমেথী—মেথী অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট; ইহা ঘোটকদিগের অতীব প্রিয় খাদ্য ॥ ২৭ ॥

অজমোদানামগুণাঃ।

অজমোদাঽত্যুগ্রগন্ধা মোদা হস্তিময়ূরকঃ।
খরাহ্বা কারবী বল্লী বস্তমোদা চ মর্কটী ॥ ২৮ ॥
অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বদ্ধমলা লঘুঃ।
নেত্রামযক্রিমিচ্ছর্দ্দিসিধ্মবস্তিরুজো জয়েৎ ॥ ২৯ ॥

শ্বেতজীরকালজীরকুঞ্চিনামগুণাঃ।

জীরকং দীর্ঘকং শুক্লমজাজী কণজীরকম্।
জীরকং জরণং কৃষ্ণং বর্ষাকালে সুগন্ধিকম্ ॥ ৩০ ॥
কলিকা বাষ্পিকা কুঞ্চিঃ কারবী চোপকুঞ্চিকা।
পৃথ্বীকা সুষবী পৃথ্বী স্থূলাজাজ্যুপকালিকা ॥ ৩১ ॥
জীরকত্রিতয়ং রূক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মানগুল্মচ্ছর্দ্দিবলাসজিৎ ॥ ৩২ ॥

বনযমানীর নাম ও গুণ।

অজমোদা, অত্যুগ্রগন্ধা, মোদা, হস্তিময়ূরক, খরাহ্বা, কারবী, বল্লী, বস্তমোদা, মর্কটী, { গন্ধদলা, গন্ধপত্রিকা, মায়ূরী, শিখিমোদা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হয়গন্ধা, মোদিনী, উগ্রগন্ধিকা, ফলমুখ্যা, বিশল্যা, কারবী, লোচমস্তক, দীপ্যক, ময়ূর ও খরাশ্বা }, এই সকল শব্দ বনযমানীর নামান্তর। বনযমানী— কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও বাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহজনক, হৃদ্য, বলকর, মলবদ্ধতাকারক, লঘু এবং নেত্ররোগ, কৃমি, বমি, সিধ্ম (কুষ্ঠরোগ বিশেষ) এবং বস্তিগতরোগ সকল বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বনযোয়ান ও বনজৈন বলে ॥ ২৮—২৯ ॥

ত্রিবিধজীরার নাম ও গুণ।

জীরক, দীর্ঘক, শুক্লাজাজী, কণজীরক, { জরণ, কণা, দীপ্যক, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নিসখ, মাগধ এবং দীপক }, এই সকল শব্দ শ্বেতজীরার নাম। জীরক, জরণ, সুগন্ধিক, কালাজাজী, কালিকা ও বাষ্পিকা, এই কয়েকটী শব্দ কৃষ্ণজীরার নাম। কুঞ্চি, কারবী উপকুঞ্চিকা, পৃথ্বীকা, সুষবী, পৃথ্বী, স্থূলাজাজী, উপকালিকা, { দিব্যা, স্থূলকণা, পৃথু, মনোজ্ঞা, জারণী,

যবানীনামগুণাঃ।

যবানী দীপ্যকো দীপ্যো দীপনীয়া যবানিকা।
যবনাহোগ্রগন্ধা স্যাজ্জবাহ্বা ভূকদম্বকঃ ॥ ৩৩ ॥
[illegible]পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহগুল্মশূলক্রিমীন্ জয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

চৌহারনামগুণাঃ।

জবানীয়া জবানী স্যাচ্চৌহারো জন্তুনাশনঃ।
চৌহারস্তদ্গুণঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ ক্রিমিনাশনঃ ॥ ৩৫ ॥

অজগন্ধানামগুণাঃ।

অজগন্ধা পূতিকীটা বর্ব্বরী পূতিবর্ব্বরঃ ॥
কারবী খরপুষ্পা চ তুঙ্গী পূতিময়ূরকঃ ॥ ৩৬ ॥

জীর্ণা, তরুণ, সুশবী, পতিম্বরা, শালী, বৃহজ্জীরক, কুঞ্চী ও স্থূলজীবক }, এই সকল শব্দ স্থূলজীরার নামান্তর। ত্রিবিধ জীরকই রূক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, দীপক, লঘু, সংগ্রাহি, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয় বিশোধক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত, আধ্মান, গুল্ম, বমী ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় শ্বেতজীরককে, সজীরে ও সাদাজীরে, কৃষ্ণজীরককে কেলেজীরে এবং হিন্দীভাষায় "মঙ্গরইল" "কলোঞ্জী" ও "মগবেলা" বলে ॥ ৩০—৩২ ॥

যমানীর নাম ও গুণ।

যবানী, দীপ্যক, দীপ্য, দীপনীয়া, যবানিকা, যবসাহ্বা, উগ্রগন্ধা, যবাহ্বা, ভূকদম্বক, { উগ্রা, তীব্রগন্ধা, যবানিকা, অজমোদা, ক্ষেত্রযমানী ও ব্রহ্মদর্ভা }, এই সকল শব্দ যমানীর নামান্তর। যমানী—পরিপাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণগুণী, উষ্ণবীর্য্য, কটুরসযুক্ত, লঘু এবং ইহাদ্বারা বাত, কফ, উদর, আনাহ, গুল্ম, শূল ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে যোয়ান ও জৈন এবং হিন্দীভাষায় "যবাইন্" বলে ॥ ৩৩–৩৪ ॥

চৌহারের নাম ও গুণ।

জবানীয়া, জবানী, চৌহার ও জন্তুনাশন, এই কয়েকটী শব্দ চৌহারের নামান্তর। চৌহার—যবানীর গুণসংযুক্ত, বিশেষতঃ ক্রিমিনাশক ॥ ৩৫ ॥

অজগন্ধার নাম ও গুণ।

অজগন্ধা কটুস্তীক্ষ্ণা রূক্ষা হৃদ্যাঽগ্নিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা লঘ্বী শুক্রবাতকফাপহা॥ ৩৭॥

বচানামগুণাঃ।

বচোগ্রগন্ধা গোলোমী ষড়্‌গ্রন্থা জটিলা মতা।
জটিলা শতপর্ব্বাহন্যা লোমশা হৈমবত্যপি॥ ৩৮॥
বচোষ্ণা কটুকা তিক্তা বামনী স্বরবহ্নিকৃৎ।
অপস্মারকফোন্মাদভূতশূলানিলান্ জয়েৎ॥ ৩৯॥

হপুষানামগুণাঃ।

হপুষা হবুষা বিশ্বা বিদগ্ধা বিশ্বগন্ধিকা।
হপুষা দীপনী তিক্তা কটূষ্ণা তু বা গুরুঃ॥ ৪০॥
পিত্তোদরসমীরার্শোগ্রহণীশোফগুল্মজিৎ॥ ৪১॥

{ বস্তগন্ধা, অবিগন্ধিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মদর্ভা ও অজগন্ধিকা }, এই সকল শব্দ অজগন্ধার নাম। অজগন্ধা—কটুরসযুক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রূক্ষগুণী, হৃদয়গ্রাহী অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টিমান্দ্যকর, লঘু এবং শুক্রদোষ, বাত ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে বাবুরী এবং হিন্দীভাষায় "বর্ব্বরী" বলে॥ ৩৬—৩৭॥

বচের নাম ও গুণ।

বচা, উগ্রগন্ধা, গোলোমী, ষড়্‌গ্রন্থা, জটিলা, শতপর্ব্বা, { তীক্ষ্ণা, শতপর্ব্বিকা মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, ক্ষুদ্রপত্রী, ভদ্রা, গালিনী }, এই শব্দ গুলি বচের নাম। লোমশা, হৈমবতী, { শুক্লা, হেমবতী, পারসীকবচা ও খুরাসনীবচা } এই শব্দগুলি খুরাসনী বচের নাম। { সুগন্ধা, উগ্রগন্ধা ও মহাভরীবচা }, এ শব্দত্রয় মহাভরীবচের নাম { সুগন্ধা ও স্থূলগ্রন্থি } এই দুইটী শব্দ স্থূলগ্রন্থি মহাভরীবচের নাম। { তোপচিনী ও দীপান্তরবচা }, তোপচিনীর নাম। বচ উষ্ণবীর্য্য, কটু (ঝাল), তিক্তরসাত্মক, বমনকারী, সুস্বরতাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতোন্মাদ, শূল ও বাতব্যাধিনাশক। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে বচ বলে॥ ৩৮—৩৯॥

হপুষার নাম ও গুণ।

হপুষা, হবুষা, বিশ্বা, বিগন্ধা ও বিশ্বগন্ধিকা এই সকল শব্দ হপুষার নাম। হবুষা—অগ্নিপ্রদীপক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কষায়, গুরু এবং পিত্ত, উ

বিড়ঙ্গনামগুণাঃ।

বিড়ঙ্গং জন্তুহননং ক্রিমিঘ্নং ক্ষুদ্রতণ্ডুলা।
ভূতঘ্নী তণ্ডুলা ঘোষা করালা মৃগগামিনী ॥ ৪২ ॥
কটু তিক্তোষ্ণং রূক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
গুল্মাধ্মানোদরশ্লেষ্মক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ ॥ ৪৩ ॥

ধান্যাকনামগুণাঃ।

ধান্যাকং ধান্যকং ধান্যং ধানেয়ঞ্চ বিতুন্নকম্।
কুস্তুম্বুরু তদার্দ্রংতু ধানী ধানেয়কালুকা ॥ ৪৪ ॥
ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
হৃদ্যং রূক্ষং বদ্ধবিট্‌কং স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ ॥ ৪৫ ॥
পাচনং শ্বাসকাসাস্রতৃষ্ণামার্শঃক্রিমীন্ জয়েৎ।
আহ্লীকা তদ্‌গুণা স্বাদুর্বিশেষাৎপিত্তনাশিনী ॥ ৪৬ ॥

বিড়ঙ্গের নাম ও গুণ।

বিড়ঙ্গ, জন্তুহনন, ক্রিমিঘ্ন, ক্ষুদ্রতণ্ডুলা, ভূতঘ্নী, তণ্ডুলা, ঘোষা, করালা, মৃগগামিনী, { বিড়ঙ্গা, বিল্ব, অমোঘা, চিত্রতণ্ডুলা, তণ্ডুল, কৃমিকণ্টক, রসায়ন, পাচক, ভস্মক, কৃমিরিপু, জন্তুঘ্ন, কৃমিশত্রু, গর্দ্দভ, কৈরাল, তণ্ডুলীয়কা, চিত্রা, বাতারি, কৈরালী, গহ্বরা, কাপালী, বরা, সুচিত্রবীজা ও বৃষনাশন }, এই সকল শব্দ বিড়ঙ্গের নামান্তর। বিড়ঙ্গ—কটুরসাত্মক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, অগ্নিদীপক, লঘু এবং গুল্ম, আধ্মান, উদর, শ্লেষ্মা, কৃমি, বাত ও বিবন্ধ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বিড়ঙ্গ ও বিরঙ্গ এবং হিন্দীভাষায় "বায়ুভঙ্গ" বলে ॥ ৪২–৪৩ ॥

ধনের নাম ও গুণ।

ধান্যাক, ধান্যক, ধান্য, ধানেয়, বিতুন্নক, কুস্তুম্বুরু, (ছত্রা, ধন্য, তুম্বুরু, ধনীয়ক, ধনিক, ধন্যা, কুস্তুম্বরী, ধনেয়ক, ধানক, ছাত্রাধান্য, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, বেধক, উগ্রা, বীজধান্য, ধানক, ধানা, কুনটী ও ধেন্নিকা } এই সকল শব্দ ধনের নাম। ধানী, ধানেয়কালুকা ও আহ্লীকা, এই তিনটী শব্দ আর্দ্র ধনিয়ার নাম। ধনিয়া—কষায়রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, অল্পবলকর, মূত্রবর্দ্ধক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, রূক্ষ, মলবদ্ধতাজনক, পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক, পরিপাচক এবং শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, আমদোষ, অর্শঃ ও কৃমিরোগ বিনাশ করে। আর্দ্র-

হিঙ্গুপত্রীনামগুণাঃ।

হিঙ্গুপত্রী পৃথুস্তন্বী পৃথ্বীকা চারুপত্রিকা।
বাষ্পিকা কারবী তন্ত্রী বিল্বিকা দীর্ঘকা তথা॥ ৪৭॥
হিঙ্গুপত্রী পরা বেণুপত্রী হিঙ্গুশিবাটিকা।
জন্তুকা রামঠী নাড়ী পিণ্ডা হিঙ্গুফলা মতা॥ ৪৮॥
হিঙ্গুপত্রীদ্বয়ং হৃদ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং কটু।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃশ্লেষ্মগুল্মানিলাপহম্॥ ৪৯॥

হিঙ্গুনামগুণাঃ।

হিঙ্গু বাহ্লীকমত্যুগ্রং রামঠং ভূতনাশনম্।
অগূঢ়গন্ধা জরণং জন্তুঘ্নং সূপভূষণম্॥ ৫০॥
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং কফবাতনুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহক্রিমিজিৎ পিত্তবর্দ্ধনম্॥ ৫১॥

ধনে—পূর্ব্বোক্ত ধনের গুণসম্পন্ন, মধুররসাত্মক এবং পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে ধনিয়া ও ধনে বলে। ৪৪–৪৬॥

হিঙ্গুপত্রী ও বংশপত্রীর নাম ও গুণ।

হিঙ্গুপত্রী, পৃথু, তন্বী, পৃথ্বীকা, চারুপত্রিকা, বাষ্পিকা, কারবী, তন্ত্রী বিল্বিকা, দীর্ঘকা, { পৃথুলা, কবরী, তর্কপত্রী, কর্ব্বরী, বাষ্পকা, বাষ্পা, বাষ্পী পত্রী ও বিম্বা }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুপত্রীর নামান্তর। বেণুপত্রী, হিঙ্গুশিবাটিকা জন্তুকা, রামঠী, নাড়ী, পিণ্ডা, হিঙ্গুফলা, { বংশপত্রী, নাড়ীহিঙ্গু, পলাশাখ্যা স্ববীর্য্যা, পিণ্ডাহ্বা ও হিঙ্গুনাড়িকা }, এই সকল শব্দ বংশপত্রীর নাম। হিঙ্গুপত্রী ও বংশপত্রী—হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পরিপাচক, কটু রসাত্মক এবং হৃদ্রোগ বস্তিরোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, গুল্ম ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। হিঙ্গুপত্রী হিঙের পাতার ন্যায় পত্রবিশিষ্ট। বংশপত্রীকে কলঃপত্তি হিঙ্গু বলে। ৪৭–৪৯॥

হিঙ্গুর নাম ও গুণ।

হিঙ্গু, বাহ্লীক, অত্যুগ্র, রামঠ, ভূতনাশন, অগূঢ়গন্ধা, জরণ, জন্তুঘ্ন, সূপভূষণ, { হিঙ্গুক, সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লিক, রমঠ, শূলদ্বিট্, পিণ্যাক, গৃহিণী, বাহ্লী, মধুরা, সূপধূপন, কেসর, জতু, জাতুক, রমঠধ্বনি, শূলহৃৎ, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, জন্তুনাশন, সূপাঙ্গ, রক্ষোঘ্ন, উগ্রবীর্য্য, ভেদন ও দীপ্ত }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুর নামান্তর। হিঙ্গু—উষ্ণবীর্য্য, পরিপাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণবীর্য্য কফ ও

বংশলোচননামগুণাঃ।

বংশজা বৈণবী ক্ষীরী ত্বক্ক্ষীরী বংশরোচনা।
তুগাক্ষীরী তুগাবংশী বংশক্ষীরী শুভা সিতি॥ ৫২॥
বৃংহণী বৃষ্যা শীতলা মধুরা জয়েৎ।
তৃষ্ণাক্ষয়জ্বরশ্বাসকাসপিত্তাস্রকামলান্॥ ৫৩॥

সৈন্ধবনামগুণাঃ।

সৈন্ধবং সিন্ধুজং শুদ্ধং পার্ণিমন্থং পটূত্তমম্।
সৈন্ধবং মধুরং হৃদ্যং দীপনং শীতলং লঘু।
চক্ষুষ্যং পাচনং স্নিগ্ধং বৃষ্যং দোষত্রয়াপহম্॥ ৫৪॥

সৌবর্চ্চলনামগুণাঃ।

সৌবর্চ্চলং সুগন্ধাখ্যং রুচ্যকং হৃদ্যগন্ধকম্।

বাতনাশক, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, ও কৃমিনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিঙ্ বলে॥ ৫০—৫১॥

বংশলোচনের নাম ও গুণ।

বংশজা, বৈণবী, ক্ষীরী. ত্বক্ক্ষীরী, বংশরোচনা, তুগাক্ষীরী, তুগাবংশী, বংশক্ষীরী, শুভা, সিতা, { বংশলোচনা, ত্বক্ক্ষীরা, বাংশী, ক্ষীরিকা, শুভ্রা, তুগা, ত্বক্সারা, কর্ম্মরী, শ্বেতা, বংশকর্পূররোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা ও বংশশর্করা }, এই শব্দ সমূহ বংশলোচনের নামান্তর। বংশলোচন বলকর, বীর্য্যজনক, শীতবীর্য্য, মধুররসাত্মক এবং ইহা তৃষ্ণা, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত ও কামলা বিনাশ করে॥ ৫২–৫৩॥

সৈন্ধবলবণের নাম ও গুণ।

সৈন্ধব, সিন্ধুজ, শুদ্ধ, পার্ণিমন্থ, পটূত্তম, { মণিমন্থ, পথ্য, শিব, শিবাত্মজ, সিন্ধু, সিন্ধুসম্ভব, নাদেয়, চক্র, সিন্ধূদ্ভব, সিন্ধুলবণ, মাণিবন্ধ, সিন্ধুমন্থজ, সিন্ধুদেশজ, মাণিমন্থ, বশির, সিন্ধুপল, শীতশিব, শিতসিব, শীতসিব, সিতসিব, ও শিতসিব }, এই সকল শব্দ সৈন্ধবলবণ পর্য্যায়ক। সৈন্ধবলবণ— মধুররসযুক্ত, প্রীতিকর, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল, লঘু, চক্ষুষ্য, পরিপাচক. স্নিগ্ধবীর্য্য, বলকর, এবং ত্রিদোষনাশক॥ ৫৪॥

সৌবর্চ্চল লবণের নাম ও গুণ।

সৌবর্চ্চল, সুগন্ধাখ্য, রুচ্যক, হৃদ্যগন্ধক, { অক্ষ, অক্ষ্য, পাক্য, রুচক, [illegible]

সৌবর্চ্চলং বহ্নিকরং কটূষ্ণং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ ॥ ৫৫ ॥

বিড়্নামগুণাঃ।

বিড়ং কৃত্রিমকং পাক্যং ধূর্ত্তং দ্রাবিড়মাসুরম্।
বিড়ং লঘূষ্ণং বিষ্টম্ভি শূলহৃদ্গৌরবারুচীঃ।
হন্ত্যানাহকফৌ শূলমধোবাতানুলোমনম্ ॥ ৫৬ ॥

সামুদ্রকনামগুণাঃ।

সামুদ্রং বারিসম্ভূতমক্ষীবমাসুরং তথা।
সামুদ্রং দীপনং স্বাদু নাত্যুষ্ণং ভেদনং কটু।
শ্লেষ্মলং বাতনুত্তিক্তমরূক্ষং নাতিপিত্তলম্ ॥ ৫৭ ॥

সমূহ সৌবর্চ্চল লবণের নামান্তর। সৌবর্চ্চলবণ—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য, বিশদ (নৈর্ম্মল্যকারক), লঘুপাকী, উদ্গারশোধক, সূক্ষ্ম এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সচ্লবণ ও সচললবণ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "চৌহার" ও "কোড়া" বলে ॥ ৫৫ ॥

বিট্লবণের নাম ও গুণ।

বিড়্, কৃত্রিমক, পাক্য, ধূর্ত্ত, দ্রাবিড়, আসুর, { বিট, বিড়্গন্ধ, কাললবণ, বিড়্লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, সুপাক্য ও খণ্ডলবণ } এই সকল শব্দ বিট্লবণের নামান্তর। বিট্লবণ—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিষ্টম্ভি, শূল, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুতা, অরুচি, আনাহ ও কফনাশক এবং অধোবাতের অনুলোমনকারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বিট্নুন এবং হিন্দীভাষায় "বিরি" এবং "আসোচর" বলে ॥ ৫৬ ॥

সামুদ্রলবণের নাম ও গুণ।

সামুদ্র, বারিসম্ভূত, অক্ষীব, আসুর ও { সমুদ্রলবণ }, এই সকল শব্দ সামুদ্রলবণ পর্য্যায়ক। সামুদ্রলবণ— অগ্নিপ্রদীপক, স্বাদুরসযুক্ত, ঈষদুষ্ণ, ভেদক, কটুরসযুক্ত, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতনাশক, তিক্তরসাত্মক, ঈষদ্রূক্ষ এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক। এই লবণই সর্ব্বসাধারণে নিত্য [illegible]

ঔদ্ভিদনামগুণাঃ।

ঔদ্ভিদং ভূমিজং ভৌমং পার্থিবং পৃথিবীভবম্।
রক্তলং সূক্ষ্মং লঘুবাতানুলোমনম্॥ ৫৮॥

গণ্ডনামগুণাঃ।

গণ্ডাখ্যং রোমলবণং রোমং শাকম্ভরীভবম্।
গণ্ডাখ্যং লঘুবাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি মূত্রলম্॥ ৫৯॥

ক্ষারনামগুণাঃ।

ক্ষারং পাংশুভবং ত্বৌষমৌষরং পাশবং বস্তু।
ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতনাশনম্॥ ৬০॥

কাচলবণনামগুণাঃ।

কাচং ত্রিকূটং পাক্যাহ্বং লবণং কাচসম্ভবম্।
কাচং দীপনমত্যুষ্ণং রক্তপিত্তবিবর্দ্ধনম্॥ ৬১॥

ঔদ্ভিদলবণের নাম ও গুণ।

ঔদ্ভিদ, ভূমিজ, ভৌম, পার্থিব, পৃথিবীভব, এই সকল শব্দ ঔদ্ভিদলবণ পর্য্যায়ক। ঔদ্ভিদলবণ—রক্তবর্দ্ধক, লঘু, সূক্ষ্ম এবং বায়ুর অনুলোমক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাম্ভরীনুণ্ এবং "সাম্ভারনুন্" বলে। ৫৮।

গডলবণের নাম ও গুণ।

গড়াখ্য, রোমলবণ, রোম, শাকম্ভরীভব, { শাকম্ভরীয়, গড়লবণ, রোমক, বস্তুক, রৌম, রৌমক ও রৌমলবণ, শাম্ভবী ও সাম্বর }, এই সকল শব্দ গড়লবণের নামান্তর। গড়লবণ—লঘুপাকী, বাতঘ্ন, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক ও মূত্রপ্রবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে "সামরনুন্" বলে॥ ৫৯।

পাংশুক্ষারলবণের নাম ও গুণ।

পাংশুভবক্ষার, ঔষ, ঔষর, পাংশব, বস্তু, { রোমক, উদ্ভিজ্জ, বস্তুক, ঔদ্ভিদ, লবণ, পাক্য, ঔর্ব্ব, উষ, সহ, উষরজ, বস্তুপাংশু, পাংশুজ ও পাংশুলবণ }, এই সকল শব্দ পাংশুলবণের পর্য্যায়ক। পাংশুলবণ—গুরু, কটুরসযুক্ত, স্নিগ্ধবীর্য্য, শ্লেষ্মকর ও বাতবর্দ্ধক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে পাঙ্গানুন্ বলে। ৬০।

কাচলবণের নাম ও গুণ।

যবক্ষারনামগুণাঃ।

যবক্ষারঃ সূকপাক্যো যবসূকো যবাগ্রজঃ।
স্বর্জ্জিকা স্বর্জ্জিকঃপাক্যঃ সুখপাক্যঃ সুবর্চ্চিকা ॥ ৬২ ॥
যবক্ষারোঽগ্নিকৃদ্বাতশ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
আমার্শোগ্রহণীগুল্মযকৃৎপ্লীহরুজো জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
স্বর্জ্জিকাঽল্পগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্মশূলনুৎ ॥ ৬৪ ॥

টঙ্কণনামগুণাঃ।

টঙ্কণো মালতীজাতো দ্রাবী লোহবিশুদ্ধিদঃ।
টঙ্কণোঽগ্নিকরো রূক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তজিৎ ॥ ৬৫ ॥

সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণলবণ, পারুজ, কাচোত্থ, হয়গন্ধ, কাললবণ, কুক্কবিন্দ, কাচমল কৃত্রিম }, এই সকল শব্দ কাচলবণের নামান্তর। কাচলবণ—অগ্নিপ্রদীপ অত্যন্ত উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালালে বলে ॥ ৬১ ॥

যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষারের নাম ও গুণ।

যবক্ষার, সূকপাক্য, যবসূক, যবাগ্রজ, { পাক্য, যবলাস, সারক, রেচক, য নালক, যাবশূক, ক্ষার, তীর্ব্বা, তীক্ষ্ণরস, যবনালজ, যবজ, যবশূকজ, যবাহ্ব যবাপত্য }, এই সকল শব্দ যবক্ষারের নাম। স্বর্জ্জিকা, স্বর্জ্জিক, পাক্য, সুখপা স্বুবর্চ্চিকা, { স্বর্জ্জি, স্বজ্জী, স্বর্জ্জিক্ষার, স্বর্জ্জিকাক্ষার, সর্জ্জি, সজ্জী, সর্জ্জি সর্জ্জিকাক্ষার, কপোত, সুখবর্চ্চক, সৌবর্চ্চল, রুচক, সৃজিকাক্ষার, ক্ষা সুবর্চ্চিক, স্রুঘ্নী, যোগবাহী, স্বর্জ্জকা, সুখার্জ্জিকা, সুবর্চ্চি ও সুখবর্চ্চা }, সকল শব্দ সর্জ্জিকাক্ষারের নামান্তর। যবক্ষার—অগ্নিকারক ও বাত, কফ, শ্বা গলরোগ আম, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, যকৃৎ ও প্লীহারোগ বিনাশক। সর্জ্জিকাক্ষ —যবক্ষার অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট, অপিচ ইহা গুল্ম ও শূলরোগনাশক। ক্ষারকে সোরা এবং সর্জ্জিক্ষারকে সাচিক্ষার ও সাজিমাটী বলে ॥ ৬২–৬৪ ॥

টঙ্কণের নাম ও গুণ।

টঙ্কণ, মালতীজাত, দ্রাবী, লোহবিশুদ্ধিদ, { মালতীতীরজ, পাচনক, রসশো লোহশ্লেষ্ম, টঙ্ক, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গ, ক্ষার, রঙ্গদ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সু বর্ত্তুল, কনক, ধাতুবল্লভ, মলিন, কনকক্ষার, টঙ্গণ, মালতীতীরসম্ভব, দ্রাব

সুধাক্ষারনামগুণাঃ।

সুধাহ্বয়ং সুধা সৌধভূষণং কটুশর্করা।
সুধাক্ষারোঽগ্নিসঙ্কাশঃ পাকী ক্লেদী বিদারণঃ॥ ৬৬॥

সর্ব্বক্ষারনামগুণাঃ।

পলাশতিলনালশ্বদংষ্ট্রকাকদলীভবাঃ।
অপামার্গাঽর্কসেহুণ্ডামোক্ষকাদিসমুদ্ভবাঃ॥ ৬৭॥
ক্ষারা বহ্নিসমাঃ সর্ব্বে পাচনা ভেদিদারুণাঃ।
লঘবঃ ক্লেদিনস্তীক্ষ্ণাঃ শুক্রলা দৃষ্টিনাশনাঃ॥ ৬৮॥
রক্তপিত্তকরা ঘ্নন্তি বিবন্ধানাহপীনসান্।
যকৃৎপ্লীহবলাসামগুল্মার্শোগ্রহণীক্রিমীন্॥ ৬৯॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্লস্তেন
শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।

টঙ্কণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন এবং বাত ও পিত্তবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সোহাগা বলে॥ ৬৫॥

সুধাক্ষারের নাম ও গুণ।

সুধাহ্বয়, সুধা, সৌধভূষণ, কটুশর্করা, { চূর্ণ, চূর্ণক ও সুধাক্ষার }, এই সকল শব্দ সুধাক্ষারের নাম। সুধাক্ষার—অগ্নিসদৃশ তেজস্কর, ব্রণাদিপরিপাচক, ক্লেদ-জনক এবং ব্রণবিদারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চূণ বলে॥ ৬৬॥

সর্ব্ববিধ ক্ষারের নাম ও গুণ।

পলাশ, তিলনাল, গোক্ষুর, কুমুরকে, আপাং, আকন্দ, মনসাসীজ, ঘণ্টাপারুল প্রভৃতি এই সকল বৃক্ষের ক্ষার অগ্নিসদৃশ তেজস্কর, ব্রণাদিপাচক, ভেদক, ব্রণ-বিদারক, লঘু, ক্লেদজনক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, দৃষ্টিনাশক, রক্তপিত্তজনক এবং এই সকল ক্ষার দ্বারা বিবন্ধ, আনাহ, পীনস, যকৃৎ, প্লীহা, কফ, আম, গুল্ম, অর্শ

গ্রন্থেহত্র মদনবিনোদনাম্নিঃ পূর্ণঃ
শুণ্ঠ্যাদিঃ খলু ভিষজো হিতায় বর্গঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শুণ্ঠ্যাদি দ্বিতীয়বর্গঃ।

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ডযোদ্ধৃসম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদন পাল বিরচিত "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থে চিকিৎসকগণের হিতার্থে লিখিত "শুণ্ঠ্যাদিবর্গ" সমাপ্ত হইল ॥ ৭০ ॥

ইতি শুণ্ঠ্যাদি দ্বিতীয়বর্গ সম্পূর্ণ।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

আরোপ্য পাণৌ নববল্লরীভি-
র্ব্বালং বিনোদাৎপরিচুম্বিতাস্যম্।
ওষ্ঠং পিবন্তং প্রতিবদ্ধদন্ত-
মাশ্চর্য্যমুক্তং হরিমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ।

নবগোপীগণ যাঁহাকে করতলে লইয়া স্নেহ সহকারে যাঁহার চারুবদন চুম্বন করিয়াছে এবং যিনি দন্তপঙ্ক্তিসংলগ্ন ওষ্ঠ দ্বারা যাহাদের স্তনপান করিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্যযুক্ত হরিকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

কর্পূরাদিবর্গঃ।

কর্পূরনামগুণাঃ।

কর্পূরঃ স্ফটিকশ্চন্দ্রঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
লঃ শীতরজো ভূতিকস্তু হিমাহ্বয়ঃ।
হিমাভ্রো ঘনসারশ্চ চন্দ্রাহ্বশ্চাপি গীয়তে ॥ ২ ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
কফদাহাস্যবৈরস্যমেদঃশোথবিষাপহঃ ॥ ৩ ॥

কস্তূরিকাদ্বয়নামগুণাঃ।

কস্তূরিকা মৃগমদো বেদমুখ্যা মৃগাণ্ডজঃ।
মৃগনাভিরথান্যা স্যাল্লতাকস্তূরিকা মতা ॥ ৪ ॥
কস্তূরী শুক্রলা গুর্ব্বী কটুকা কফশীতজিৎ।
উষ্ণা হন্তি বিষচ্ছর্দ্দিশোফদৌর্গন্ধ্যমারুতান্ ॥ ৫ ॥

কর্পূরাদি সুগন্ধিবর্গঃ।

কর্পূরের নাম ও গুণ।

• কর্পূর, স্ফটিক, চন্দ্র, সিতাভ্র, হিমবালুক, হিমোপল, শীতরজঃ, ভূতিক, হিমাহ্বয়, হিমাভ্র, ঘনসার, চন্দ্রাহ্ব, { শিতাভ্রক, তরুসার, ভস্মাহ্বয়, সোমসংজ্ঞ (চন্দ্রের যত নাম, যেমন, শশী, ইন্দু ইত্যাদি), বেণুসার, হস্থ, হিমাহ্বয়, চন্দ্রভস্ম, বেধক, বেণুসারক, ভস্মবেধক, হিমবালুকা, সিতাভ, শিলা, শাম্ভব, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্দ্রক, লোকতুষার, গৌর: কুমুদ এবং হিমনামা (হিমের যত নাম আছে, যেমন শীত, তুষার প্রভৃতি) }, এই সকল শব্দ কর্পূরের নামান্তর। কর্পূর—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকারী, কৃশতাকারক, লঘু এবং কফ, দাহ, মুখের বিরসতা, মেদঃ ও শোথ বিনাশক। পারস্য ভাষায় ইহাকে কাফুর বলে ॥ ২–৩ ॥

কস্তূরী ও লতাকস্তূরীর নাম ও গুণ।

কস্তূরিকা, মৃগমদ, বেদমুখ্যা, মৃগাণ্ডজ, মৃগনাভি, { মদাহ্ব, মৃগনাভিজ, গন্ধধূলি, গন্ধশেখর, কস্তুরী, কস্তূরী, কস্তুরিকা, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদ, অণ্ডজা, লতা, যোজনগন্ধা, মর্গ, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গী, ধূপসঞ্চারী, বিস্রা, গন্ধপিশাচিকা, বাতামোদ, বেজনগন্ধিকা, মদন, গন্ধকেলিকা, মার্জ্জারী, সভগা, সহস্রবেধী, শ্যামা, বহুগন্ধদা, মৃগাণ্ডজা, কামাঙ্কা, ললিত, শ্যামলা, কুরঙ্গনাভি ও মেদিনী }, এই সকল শব্দ কস্তুরীর নামান্তর। লতাকস্তুরিকা, { লতা, কটু, লতাকস্তুরী ও

লতাকস্তূরিকা তদ্বন্মেত্র্যা শীতা লঘুস্তথা ॥ ৬ ॥

মার্জ্জারীনামগুণাঃ।

মার্জ্জারী পূতিকা পুতিকচা স্যাদ্ গন্ধচেলিকা।
মার্জ্জারী বাস্তিমাধত্তে চক্ষুষ্যা কফবাতজিৎ ॥ ৭ ॥

চন্দননামগুণাঃ।

চন্দনং তিলপর্ণং স্যান্মহার্হং শ্বেতচন্দনম্।
ভদ্রশ্রিয়ং মলয়জং গোশীর্ষং গন্ধসারকম্ ॥ ৮ ॥
চন্দনং শীতলং রূক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
হৃদ্যং বর্ণ্যং বিষশ্লেষ্মতৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ ॥ ৯ ॥

রক্তচন্দননামগুণাঃ।

রক্তচন্দনমুদ্দিষ্টং লোহিতং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তাম্রসারং রক্তসারং জ্যোতিঃসোমঞ্চ রঞ্জনম্ ॥ ১০ ॥

দক্ষিণদেশজ }, এই সকল শব্দ লতাকস্তুরী পর্য্যায়ক। কস্তুরী—শুক্রকর, গুরু, কটু, কফ ও শৈত্যনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, ছর্দ্দি, শোথ, দৌর্গন্ধ্য ও বাত-নাশক। লতাকস্তুরী—পূর্ব্বোক্ত কস্তুরীর গুণসমন্বিত এবং চক্ষুরোগে প্রযোজ্য, শীতল ও লঘু। লতাকস্তুরীকে হিন্দীভাষায় "মুস্কদানা" বলে ॥ ৪–৬ ॥

মার্জ্জারীর নাম ও গুণ।

মার্জ্জারী, পূতিকা, পূতিকচা, গন্ধচেলিকা, { পূতিকজ }, এই সকল শব্দ মার্জ্জারীর নাম। মার্জ্জারী—বস্তিকারক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং কফ ও বাত-নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে খাটাসী বলে ॥ ৭ ॥

সারচন্দনের নাম ও গুণ।

চন্দন, তিলপর্ণ, মহার্হ, শ্বেতচন্দন, ভদ্রশ্রিয়, মলয়জ, গোশীর্ষ, গন্ধসারক, { গন্ধসার, ভদ্রশ্রী, একাঙ্গ, পটীর, বর্ণক, শীতসার, রোহিণ, যামা, সর্পেষ্ট, সেব্য, ভদ্রাশ্রয়, শ্রীখণ্ড, মলয়োদ্ভব, মঙ্গল্য, গন্ধরাজ, সগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, পাবন, ভোগিবল্লভ, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রদ্যুতি, সর্পেষ্ট, শীত ও হিম }, এই শব্দ সমূহ সারচন্দনের নামান্তর। সারচন্দন—শীতল, তিক্তরসযুক্ত, রূক্ষ, আহ্লাদকর, লঘু, হৃদ্য, বর্ণজনক এবং বিষ, কফ, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ এবং দাহবিনাশক ॥ ৮–৯ ॥

রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তনুৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরঘ্নঞ্চ বিষাপহম্॥ ১১॥

কৃষ্ণচন্দননামগুণাঃ।

কালীয়কং পীতসারং পীতং নারায়ণপ্রিয়ম্।
কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাৎ পবনাপহম্॥ ১২॥

কৃষ্ণাগুরুনামগুণাঃ।

কৃষ্ণাগুরু স্যাদগুরু রাজার্হং বিশ্বরূপকম্।
জোঙ্গকং শীতমলিনং ক্রিমিজঘ্নমলক্তকম্।
কৃষ্ণাগুরূষ্ণং কর্ণাক্ষিরোগনুৎপিত্তলং লঘু॥ ১৩॥

রক্তচন্দনের নাম ও গুণ।

রক্তচন্দন, লোহিত, ক্ষুদ্রচন্দন, তাম্রসার, রক্তসার, জ্যোতিঃ, সোম, রঞ্জন, { তিলপর্ণী, পত্রাঙ্গ, কুচন্দন, কুসীদ, তাম্রবৃক্ষ, চন্দন, তাম্রাভ, লোহিতচন্দন, তাম্রসারক, রক্তাঙ্গ, অর্কচন্দন, তিলপর্ণিক, পত্তঙ্গ, রক্তবীজ ও পত্রাঙ্গ }, এই সকল শব্দ রক্তচন্দনের পর্য্যায়। রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, স্বাদু, ছর্দ্দি (বমি), তৃষ্ণা ও রক্তপিত্তনাশক, তিক্তরসযুক্ত, চক্ষুরহিতকর, বলকর, জ্বরঘ্ন ও বিষনাশক॥ ১০—১১॥

কৃষ্ণচন্দনের নাম ও গুণ।

কালীয়ক, পীতসার, পীত, নারায়ণপ্রিয়, { পীতগন্ধ, কালেয়, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালের্য্যক, পীতকার্য্য, বর্ব্বুর, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসায়, কালানুসার্য্যক, জাষক, জ্যয়ক, কালানুসার্য্য কান্তিদায়ক, বর্ণদ, পীতচন্দন ও কৃষ্ণচন্দন }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণচন্দনের পর্য্যায়। কৃষ্ণচন্দন—রক্তচন্দনের গুণসংযুক্ত এবং বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালিয়া ও কলম্বা এবং হিন্দীভাষায় "কলম্বক" বলে॥ ১২॥

কৃষ্ণাগুরুর নাম ও গুণ।

কৃষ্ণাগুরু, অগুরু, রাজার্হ, বিশ্বরূপক, জোঙ্গক, শীতলমণি, কৃমিজঘ্ন, অলক্তক, { শৃঙ্গার, কাকতুণ্ড, শীর্ষ, কালাগুরু, কেশ্য, বস্থক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বল্লব, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ, বংশিক, লোহ, ক্রিমিজ, ক্রমিজ, বংশক, লঘু, পিচ্ছিল, ভৃঙ্গজ, কৃষ্ণ, লোহাখ্য, বর্ণপ্রসাদন, পাতক, অনার্য্যক, অগ্নিকাষ্ঠ, অম্বর, কাষ্ঠক, ক্রিমিজগ্ধ ও সোগজ }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণাগুরুর নামান্তর। কৃষ্ণাগুরু—উষ্ণ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। প্রচলিত ভাষা নাম—বঙ্গভাষায় ইহাকে কালাগুরু, অগর্ ও অগর্চন্দন বলে॥ ১৩॥

কুঙ্কুমনামগুণাঃ।

কুঙ্কুমং চারু বাহ্লীকং বর্ণ্যমগ্নিশিখং বরম্।
কাশ্মীরং পীতমভ্রাহ্বং সঙ্কোচং পিশুনাংশুকম্॥ ১৪॥
কুঙ্কুমং কটুকং সিধ্মশিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
উষ্ণং হাস্যকরং বল্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥ ১৫॥

সিহ্লকনামগুণাঃ।

সিহ্লকঃ কপিজো ধূম্রস্তুরুষ্কঃ পিণ্ডিতং কপিঃ।
সিহ্লকঃ কুষ্ঠকণ্ডূঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ॥ ১৬॥

এলবালুকনামগুণাঃ।

এলবালুকমেল্বালু বালুকং হরিবালুকম্।

কুঙ্কুমের নাম ও গুণ।

কুঙ্কুম, চারু, বাহ্লীক, বর্ণ্য, অগ্নিশিখ, বর, কাশ্মীর, পীত, অভ্রাহ্ব, সঙ্কোচ, পিশুন, অংশুক, { কুসুমাত্মক, শোণিতাহ্বয়, পীতক, ঘস্র, রক্তসংজ্ঞ, হরিচন্দন, রক্ত, দীপক, সৌরভ, লোহিত, চন্দন, কাশ্মীরজন্ম, সঙ্কোচপিশুন, পীতল, রক্ত, বীর, লোহিতচন্দন, বাহ্লিক, অগ্নিশেখর, কাশ্মীরজ, অসৃক্, রুচির, শঠ, শোণিত, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ, কালেয়ক, জাগুড়, কান্ত, কেসর, সৌর ও কেশর }, এই সকল শব্দ কুঙ্কুমের নামান্তর। কুঙ্কুম—কটুরসাত্মক, সিধ্ম, শিরোরোগ, ব্রণ ও কৃমিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, হাস্যজনক অর্থাৎ প্রীতিকর, বলজনক এবং ব্যঙ্গরোগ ও ত্রিদোষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কুঙ্কুম এবং পারস্যভাষায় ইহাকে জাফরাণ বলে॥ ১৪–১৫॥

শিলারসের নাম ও গুণ।

সিহ্লক, কপিজ, ধূম্র, তুরুষ্ক, পিণ্ডিত, কপি { যবন, ধূম্রবর্ণ, সিহ্লসার, পিণ্যাক, কল্ক, পিণ্ডিতৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, শল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপর্ণী, বৃধুকপ, সিহ্ল, রুপ্তধূপ, কপিচঞ্চল, যাবল, তৈলাখ্য, পিণ্ডক, যাব, যাবতজাব, যবনদেশজ, কপিনামা, তৈল, কপিল, কৃত্রিম, মুক্তিমুক্ত, পিণ্ডাত, বর, শিহ্লযাবন ও শিহ্লক }, এই সকল শব্দ শিলারসের নাম। শিলারস—কুষ্ঠনাশক কণ্ডূঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও কান্তিজনক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শিহ্লাও বলে॥ ১৬॥

এলবালুকের নাম ও গুণ।

এলবালুক, এল্বালু, বালুক, হরিবালুক, { এলবালু, বালু, ঐলেয়, সুগন্ধি, ঐলবালুক, এলালু, এৰ্বালুক, আলুক, গন্ধত্বক, কপিত্থত্বক

এল্বালু শীতলং হন্তি কণ্ডূকুষ্ঠকফক্রিমীন্।
তৃট্ছর্দ্দিকফপিত্তাস্রহৃন্মূত্রগদজিল্লঘু॥ ১৭॥

জাতীফলনামগুণাঃ।

জাতীফলং জাতীসস্যং শলূকং মালতীফলম্।
জাতীফলং লঘু স্বর্য্যং হৃদ্যং দীপনপাচনম্॥ ১৮॥
উষ্ণং কফানিলচ্ছর্দ্দিক্রিমীপীনসকাসজিৎ॥ ১৯॥

জাতীপত্রীনামগুণাঃ।

জাতীপত্রী জাতিপর্ণা মালতীপত্রিকা তথা।
জাতীপত্রী লঘূষ্ণা স্যাৎ কফক্রিমিবিষাপহা॥ ২০॥

লবঙ্গনামগুণাঃ।

লবঙ্গশিখরং দিব্যং লবং চন্দনপুষ্পকম্।
শ্রীপুষ্পং দেবকুসুমং ভৃঙ্গারং বারিসম্ভবম্॥ ২১॥

কুষ্ঠগন্ধি, কপিত্থগন্ধাত্বক্, এল ও কপিত্থপত্র }, এই সকল শব্দ এলবালুকার নামান্তর। এলবালুকা—শীতবীর্য্য এবং ইহা কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কফ, ক্রিমি, তৃষ্ণা, বমি, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও মূত্ররোগ বিনাশ করে॥ ১৭॥

।

...কোষ, ফল, জাতী, কোষক, কোশ, কোষ, জাতিকোষ, জাতিকোশ, জাতিফল, জাতীশস্য, শালূক, মালতীফল, মজ্জসার, পুট ও সুমনঃফল }, এই শব্দ সমূহ জাতীফলের নামান্তর। জাতিফল—লঘু, স্বরপরিষ্কারক, হৃদ্য, অগ্নিপ্রদীপক, পরিপাচক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহাদ্বারা কফ, বাত, বমী, ক্রিমি, পীনস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জায়ফল বলে॥ ১৮-১৯॥

জৈত্রীর নাম ও গুণ।

জাতীপত্রী, জাতীপর্ণা, মালতীপত্রিকা, { জাতীকোষী, সুমনঃপত্রিকা, সৌমনসায়নী, জাতীপত্রক, জাতিপত্রিকা ও জাতী }, এই সকল শব্দ জাতীপত্রের নামান্তর। জয়িত্রী—লঘু, উষ্ণ এবং কফ, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক॥ ২০॥

লবঙ্গের নাম ও গুণ।

লবঙ্গ, শিখর, দিব্য, লব, চন্দনপুষ্পক, শ্রীপুষ্পক, দেবকুসুম, ভৃঙ্গার, বারিসম্ভব, { শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূনক, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, শেখর, রুচির, গ্রহণীহর, গীর্ব্বাণ-

লবঙ্গং লঘু চক্ষুষ্যং হৃদ্যং দীপনপাচনম্।
শূলানাহকফশ্বাসকাসচ্ছর্দ্দিক্ষয়াপহম্॥ ২২॥

কঙ্কোলনামগুণাঃ।

কঙ্কোলং কটুকং কোলং মারীচং মাধবোষিতম্।
কঙ্কোলমুষ্ণং হৃদ্রোগকফবাতাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥ ২৩॥

এলানামগুণাঃ।

এলা ত্রুটিশ্চন্দ্রবালা বহুলা নিষ্কুটিস্ত্বিষা।
কপোতবর্ণা সূক্ষ্মৈলা কুনটী দ্রাবিড়ী মতা।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাসকাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ॥ ২৪॥

কুসুম, তোয়ধিপ্রিয়, বারিপুষ্প, তীক্ষ্ণপুষ্প ও দিব্যগন্ধ }, এই সকল শব্দ লবঙ্গের নামান্তর। লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুর হিতকর, প্রীতিকর, অগ্নি প্রদীপক, পরিপাচক এবং ইহা শূল, আনাহ, কফ, শ্বাস, কাস, বমী ও ক্ষয়রোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লবঙ্গ, লঙ্গ ও লঙ্ বলে॥ ২১–২২॥

কাঁকলার নাম ও গুণ।

কঙ্কক, কটুক, কোল, মারীচ, মাধবোষিত, { কঙ্কোলক, কক্কোল, কক্কোলক, কোষফল, কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধব্যাকুল, তৈলসাধন, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষা, স্থূলমরিচ, কাল ও মরিচ }, এই সকল শব্দ কাঁকলার নাম। কাঁকলা—উষ্ণবীর্য্য এবং ইহাদ্বারা হৃদ্রোগ, কফ, বাত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দীভাষায় ইহাকে "শীতলচিনি" বলে॥ ২৩॥

ছোট এলাচির নাম ও গুণ।

এলা, ত্রুটি, চন্দ্রবালা, বহুলা, নিষ্কুটা, ত্বিষা, কপোতবর্ণা, সূক্ষ্মৈলা, কুনটী, দ্রাবিড়ী, { ক্ষুদ্রৈলা, ত্রুটিন্নী, ভৃঙ্গপর্ণিকা, উপকুঞ্চিকা, তুথ, কোরঙ্গী, ত্রিপুটা, বয়স্থা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ত্রিপুটী, ছর্দ্দিকারিপু, ত্বচিস্মগন্ধা, চন্দ্রসম্ভবা ও পুটিকা }‌ এই শব্দ সমূহ ছোটএলাচির নাম। ইহাকে কেহ কেহ গুজরাটী এলাচও বলিয়া থাকেন। ছোটএলাচি—কফ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশ করে॥ ২৪॥

স্থূলৈলানামগুণাঃ।

স্থূলৈলা ত্রিপুটা কন্যা ভদ্রেলা ত্রিদিবোদ্ভবা।
স্থূলৈলা রোচনী তীক্ষ্ণা লঘূষ্ণা কফপিত্তজিৎ ॥ ২৫ ॥
[illegible]বিষবস্ত্যাস্যশিরোরুগ্বমিকাসনুৎ ॥ ২৬ ॥

ত্বচনামগুণাঃ।

ত্বচং বরাঙ্গং সকলং ত্বক্‌চোচং তনুকং বরম্।
লাটপর্ণ্যঘনং ভৃঙ্গং গুরুত্বক্ স্বর্ণভূমিকম্ ॥ ২৭ ॥
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকবিষদং স্বাদু পিত্তলম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃপীনসক্রিমিশুক্রনুৎ ॥ ২৮ ॥

তেজপত্রনামগুণাঃ।

পত্রং দলাহ্বস্তামূস্তমালং রোম রোমশম্।
পত্রমুষ্ণং লঘুশ্লেষ্মহৃল্লাসার্শোঽনিলাপহম্ ॥ ২৯ ॥

বড় এলাচির নাম ও গুণ।

স্থূলৈলা, ত্রিপুটা, কন্যা, ভদ্রৈলা, ত্রিদিবোদ্ভবা, { পৃথ্বিকা, চন্দ্রবালা, নিষ্কুটী, বহুলা, স্থূলা, মালেয়া, ভাড়কীফল, চর্ম্মসম্ভবা, কপোতপর্ণী, বাল্মা, বলবতী, হিমা, সাগরগামিনী, চন্দ্রিকা, গন্ধালীগর্ভ, এলিকা ও কায়স্থা }, এই সকল শব্দ বড়-এলাচির নাম। কেহ কেহ ইহাকে মোটাএলাচিও বলেন। ইহা—রুচিকর, তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণ, কফ ও পিত্তনাশক এবং বমনেচ্ছা, বিষ, বস্তিগত রোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, বমী ও কাসরোগ বিনাশক ॥ ২৫—২৬ ॥

দারুচিনির নাম ও গুণ।

ত্বচ, বরাঙ্গ, সকল, ত্বক্, চোচ, তনুক, বর, লাটপর্ণ্যঘন, ভৃঙ্গ, গুরুত্বক্, স্বর্ণভূমিক, { গুড়ত্বচ, সুত্কট, ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গক, চোল, ত্বচা, পত্র, হৃদ্য, সুরভিবল্কল ও উৎকট }, এই শব্দ সমূহ দারুচিনির নাম। দারুচিনি—লঘু, উষ্ণ, কটুরসযুক্ত, বিষদ, মধুর, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহাদ্বারা হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, বাত, অর্শ, পীনস, ক্রিমি ও শুক্রদোষ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥

তেজপত্রের নাম ও গুণ।

পত্র, দলাহ্ব, তামুস, তমাল, রোম, রোমশ, { পত্রক, তেজপত্র, গোমেদক, পত্রাঢ্য, ছদন, দল, পলাশ, অংশুক, বাস, তাপস, সুকুমারক, বস্ত্র, তমালক, বয়স, গোপন, রমন, সারনির্গন্ধ, গোমেদ, গন্ধজাত ও পাকরঞ্জন }, এই শব্দ সকল

নাগকেশরনামগুণাঃ।

নাগকেশরকং নাগং চাম্পেয়ং কেশরঙ্গজম্।
নাগকেশরকং রূক্ষমুষ্ণং লঘ্বামপাচনম্।
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্পকফপিত্তবিষাপহম্।

ত্রিজাতচতুর্জ্জাতনামগুণাঃ।

এলা দ্বিত্রিভিরুদ্দিষ্টং ত্রিজাতং ত্রিসুগন্ধকম্।
চতুর্জ্জাতং সনাগঞ্চ তদ্দ্বয়ং বাতকফাপহম্॥ ৩১॥

তালীশপত্রনামগুণাঃ।

তালীশপত্রং তালীশং ধাত্রীপত্রং সকোদনম্।
অপরং গ্রন্থিকাপত্রং পাত্রাঢ্যং তুলসীচ্ছদম্॥ ৩২॥

তেজপত্রের নাম। তেজপত্র—উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং কফ, বিবমিষা, অর্শঃ ও বাত বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তেজপাতা ও তেজপাৎ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "তজ" বলে॥ ২৯॥

নাগকেশের নাম ও গুণ।

নাগকেশর, নাগকেশরক, নাগ, চাম্পেয়, কেশর, গজ, { কেসর, কেসরক, নাগকেসর, নাগকেসরক, কাঞ্চনাহ্বয়, সুবর্ণাখ্যা, ভুজঙ্গাখ্যা, ইভাখ্যা, ষট্পদপ্রিয়, কেশরী, কিঞ্জল্ক, নাগীয়, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল্ক, রুক্ম, হেম, পিঞ্জর, ফণিকেসর, কনকাহ্বয়, পুন্নাগকেশর, মহৌষধ, রাজপুষ্প, ফলক ও খরবাহন }, এই সকল শব্দ নাগকেশর পর্য্যায়ক। নাগকেশর—রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, আমপাচক এবং ইহা-দ্বারা দৌর্গন্ধ, কফ, বিসর্প, কুষ্ঠ, পিত্ত ও বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নাগেশ্বর ফুল বলে॥ ৩০॥

ত্রিজাত ও চতুর্জ্জাতের নাম ও গুণ।

এলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি, এই তিনটী দ্রব্য একত্রিত হইলে, তাহাকে ত্রিজাত বলা যায়। ত্রিজাতক, ত্রিসুগন্ধক ও { ত্রিসুগন্ধি }, উহার পর্য্যায়। এই ত্রিজাতক সহ নাগকেশর মিলিত করিলে চতুর্জ্জাত বলা যায়। চতুর্জ্জাতক, উহার নামান্তর। ত্রিজাতক ও চতুর্জ্জাতক—বাতনাশক ও কফঘ্ন॥ ৩১॥

তালীশপত্রের নাম ও গুণ।

তালীশপত্র, তালীশ, ধাত্রীপত্র, সকোদন, { তালীশপত্রক, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র ও দ্রুমাহ্বয় }, এই শব্দ সমূহ তালীশপত্রের নাম। গ্রন্থিকাপত্র, পত্রাঢ্য, তুলসীচ্ছদ, এই

তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্।
নিহন্তি রুচ্যং গুল্মামবহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥ ৩৩॥

সরলনামগুণাঃ।

স[illegible]া মদনশ্চণ্ডো নমেরুঃ পীতবৃক্ষকঃ।
সরলঃ কণ্ঠকর্ণাক্ষিগদঘ্নোষ্ণো লঘুঃ কটুঃ॥ ৩৪॥

শ্রীবাসনামগুণাঃ।

শ্রীবাসো বেষ্টকো দাসী শ্রীনিবাসঃ কলিদ্রুমঃ।
শ্রীবাসঃ কফমূর্দ্ধাক্ষিরোগবাতহরঃ সরঃ॥ ৩৫॥

বালকনামগুণাঃ।

বালকং বারি হ্রীবেরম্পিঙ্গমাচমনং কচম্।
উদীচ্যং বজ্রমস্থাহ্বং বরিষ্ঠঙ্গন্ধমূলকম্॥ ৩৬॥

শব্দত্রয় অপরবিধ তালীশপত্রের নাম। তালীশপত্র—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, শ্বাসনাশক, কাসঘ্ন, কফ বিনাশক, বাতঘ্ন, রুচজনক এবং গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৩২—৩৩॥

সরলকাষ্ঠের নাম ও গুণ।

সরল, মদন, চণ্ড, নমেরু, পীতবৃক্ষক, { পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ, ধূপবৃক্ষক, পূতিকাষ্ঠক, দেবদারু, পীতদারু, মনোজ্ঞ, ধূপবৃক্ষ, পীত, স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মরিচপত্র, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু }, এই সকল শব্দ সরলকাষ্ঠের নাম। সরলকাষ্ঠ—কণ্ঠরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ বিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাকী ও কটুরসযুক্ত॥ ৩৪॥

শ্রীবাসের নাম ও গুণ।

শ্রীবাস, বেষ্টক, দাসী, শ্রীনিবাস, কলিদ্রুম, { বৃক্ষধূপ; চিত্তাগন্ধ, বয়ায়ক, শ্রীরস, বেষ্ট, লক্ষ্মীবেষ্ট, বেষ্টসার, রসাবেষ্ট, ক্ষীরবীর্য্য, সুধূপক, ধূপাঙ্গ, তিলপর্ণ ও সবলাঙ্গ }, এই সকল শব্দ শ্রীবাস পর্য্যায়ক। শ্রীবাস—সারক এবং কফ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও বাত বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নবনীতখোটী ও গন্ধাবিরজা বলে॥ ৩৫॥

বালার নাম ও গুণ।

বালক, বারি, হ্রীবের, পিঙ্গ, আচমন, কচ, উদীচ্য, বজ্রমস্থাহ্ব, বরিষ্ঠ, গন্ধমূলক, { বর্হিষ্ঠ, কেশনামক, অম্বুনামক, কুন্তল, হ্রিবের, বারিদ, কেশ, কেশ্য,

বালকং শীতলং রূক্ষং লঘু দীপনপাচনম্।
রক্তপিত্তজ্বরশ্লেষ্মদাহতৃষ্ণাব্রণাপহম্ ॥ ৩৭ ॥

মাংসীনামগুণাঃ।

মাংসী জটা ভূতকেশী ক্রব্যাদা নলদং শিখা।
কৃষ্ণান্যা পূতনাকেশী গন্ধমাংসী পিশাচিকা।
মাংসী হিমা ত্রিদোষাস্রদাহবীসর্পকুষ্ঠজিৎ ॥ ৩৮ ॥

উশীরনামগুণাঃ।

উশীরমভয়ং সেব্যং বারং বীরণী মূলিকা।
উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং কফপিত্তজিৎ ॥
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্পদাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্ ॥ ৩৯ ॥

বালা—শীতল, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পরিপাচক এবং ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, জ্বর, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও ব্রণ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

জটামাংসীর নাম ও গুণ।

মাংসী, জটা, ভূতকেশী, ক্রব্যাদা, নলদ, শিখা, { বহ্নিনী, পেষী, কৃষ্ণজটা, জটী, কিরাতিনী, জটিলা, লোমশা, মিষিকা, ভূতজটা, ক্রব্যাদী, পিশিতা, পিশী, পেশী, পেশিনী, হিংস্রা, মাংসিনী, জটালা, নলদা, মেষী, তামসী, চক্রবর্ত্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী জটাবতী, মৃগভক্ষা, জড়ামাংসী, মিংসি, মিসী, মিসি, মিশিকা, মিষি ও জটামাংসী } এই সকল শব্দ জটামাংসী পর্য্যায়ক। কৃষ্ণা, পূতনা, কেশী, গন্ধমাংসী, পিশাচিকা, { পিশাচী, ভূতজটা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালী ও লঘুমাংসী }, এই সকল শব্দ অন্য এক প্রকার জটামাংসীর নাম। জটামাংসী—শীতল এবং ত্রিদোষ, রক্তপিত্ত, দাহ, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক। হিন্দী ভাষায় ইহাকে "কন্নুচর" বলে ॥ ৩৮ ॥

বীরণমূলের নাম ও গুণ।

উশীর, অভয়, সেব্য, বীর, বীরণী, মূলিকা, { লামজ্জক, জলাশয়, নলদ, অমৃণাল, লঘুময়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, উশীরক, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীরণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বারতরু, শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলামোদ, সুগন্ধিক, সুগন্ধিমূলক, সুগন্ধিমূল, কম্বু ও বীরণমূল }, এই সকল শব্দ বীরণমূলের নাম। বীরণমূল—পরিপাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভকারক, কফ ও পিত্তনাশক এবং ইহাদ্বারা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বিষ, বিসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ বিনষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বেণামূল ও খসখস বলে ॥ ৩৯ ॥

রেণুকানামগুণাঃ।

রেণুকা কপিলা কৌন্তী পাণ্ডুপত্রী হরেণুকা।
রেণুকা পিত্তলা মেধ্যা বহ্নিকৃদ্গর্ভপাতিনী ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ঙ্গুনামগুণাঃ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী শ্যামা কান্তাহ্বা নন্দনীলতা।
প্রিয়ঙ্গু শীতলো বান্তিদাহপিত্তাজ্বরাস্রজিৎ।
মুখকান্তিপ্রজাননো গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ ৪১ ॥

পারিপেলনামগুণাঃ।

পারিপেলং প্লবং বন্যং শুকাহ্বং পরিপেলকম্।
পারিপেলং হিমং কণ্ডুকুষ্ঠাস্রকফপিত্তজিৎ ॥ ৪২ ॥

রেণুকার নাম ও গুণ।

রেণুকা, কপিলা, কৌন্তী, পাণ্ডুপত্রী, হরেণুকা, { হরেণু, ভস্মগন্ধিকা, অভীরী, কুন্তাস্থা, বরৎকরী, কান্তা, বরযুগী, খরনাদিনী, বরা, নন্দিনী, মহিলা, রাজপত্রী, হিম, রেণু, স্বপর্ণিকা, শিশিরা, শান্তা বৃত্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধর্ম্মিণী, কপিলোমা, হৈমবতী ও পাণ্ডুপত্নী }, এই সকল শব্দ রেণুকার নামান্তর। রেণুকা—পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নি সন্দীপক ও গর্ভপাতক ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ঙ্গুর নাম ও গুণ।

প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, শ্যামা, কান্তাহ্বা, নন্দনী লতা, { মহিলাহ্বয়া, গুন্দ্রা, গোবন্দনী, বিষ্বক্সেনা, গন্ধফলা, কারম্ভা, প্রিয়ক, কটু, কান্তা, কৃশাঙ্গী, কঙ্গুপুষ্পী, সৌরণভেদিনী, ফলপ্রিয়া, প্রিয়বল্লী, গৌরী, বণ্ড, স্বভগা, শুভা, ব্রীড়া ও প্রেয়সী }, এই শব্দ সকল প্রিয়ঙ্গুর নামান্তর। প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য্য, বমি, দাহ, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষ নিবারক, মুখের কান্তিজনক এবং গাত্রদৌর্গন্ধ্য নাশক ॥ ৪১ ॥

পারিপেলের নাম ও গুণ।

পারিপেল, প্লব, বন্য, শুকাহ্ব, পারিপেলক, { কৈবর্ত্তমুস্তক, কৈবর্ত্তীমুস্তক, কৈবর্ত্তমুস্তা, কৈবর্ত্তমুস্ত, কৈবর্ত্তীমুস্ত, সিতপুষ্প, কুটন্নট, দশপুর, বালেয়, পরিপেলব, গোপুর, গোনর্দ্দ, কৈবর্ত্তী, দাসপুর, দশপুর, পরিপেল, বনসম্ভব, ধান্য, শীতপুষ্প, জীর্ণবুধ্নক, কুটন্নট ও শুক্রাভ }, এই সকল শব্দ কৈবর্ত্তী মুস্তকের নামান্তর। ইহা শীতল এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তবিনাশক। প্রচলিত

শৈলেয়নামগুণাঃ।

শৈলেয়ং স্থবিরং বৃদ্ধং শিলাপুষ্পং শিলোদ্ভবম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু॥ ৪৩॥

লামজ্জকনামগুণাঃ।

লামজ্জকং জলাধারং দীর্ঘমূলং জলাশয়ম্।
ইষ্টকাপথকং শীঘ্রমমৃণালং সুনালকম্।
লামজ্জকং হিমং কৃচ্ছ্রদাহদোষত্রয়াস্রজিৎ॥ ৪৪॥

কুন্দুরুনামগুণাঃ।

কুন্দুরুর্মেচকঃ কুন্দঃ খপুরো ভীষণো বলী।
কুন্দুরুঃ স্বেদপবনশ্লেষ্মব্রণজ্বরাপহঃ॥ ৪৫॥

গুগ্গুলুনামগুণাঃ।

গুগ্গুলুঃ কালনির্য্যাসো মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ।
জটায়ুঃ কৌশিকো ধূর্ত্তো দেবধূপঃ শিবঃ পুরঃ॥ ৪৬॥

শৈলজের নাম ও গুণ।

শৈলেয়, স্থবির, বৃদ্ধ, শিলাপুষ্প, শিলোদ্ভব, { শীতশিব, শিলাসন, শিলেয়, শীতল, শৈল, কালানুসার্য্য, শৈলক, কালানুসারি, অশ্মপুষ্প, শৈলাখ্য, গ্রহ, শিলাভব, শৈলজ, পলিত, জীর্ণ, শিলোত্থ, শিলাদদ্রু, গিরিপুষ্পক, সুভগ, শিলাপ্রসূন শোড়ষাহ্বয় }, এই সকল শব্দ শৈলজের নাম। শৈলজ—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, কফ ও পিত্তপ্রণাশক এবং লঘু॥ ৪৩॥

লামজ্জকের নাম ও গুণ।

লামজ্জক, জলাধার, দীর্ঘমূল, জলাশয়, ইষ্টকাপথক, শীঘ্র, অমৃণাল, সুনালক, { সুনীল, লব ও লঘু }, এই শব্দ লামজ্জকের নামান্তর। লামজ্জক—শীতল এবং কণ্ডূ, দাহ, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ বিনাশক॥ ৪৪॥

কুন্দুরুর নাম ও গুণ।

কুন্দুরু, মেচক, কুন্দ, খপুর, ভীষণ, বলী, { পালঙ্ক্যা, মুকুন্দ, পালঙ্কী, মুকুন্দু, কুন্দু, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, কুন্দুরুক, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, গোপুরক, বহুগন্ধ, পালিন্দ ও সুগন্ধ }, এই সকল শব্দ কুন্দুরুর নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কুন্দুরখোটী বলে॥ ৪৫॥

গুগ্গুলুর্ব্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো মধুরঃ সরঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ॥ ৪৭॥
দীপনঃ পিচ্ছলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ।
মেদোমেহাস্রবাতাস্রক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্॥ ৪৮॥
পিটিকাগ্রন্থিশোফার্শোগ্রন্থিগণ্ডক্রিমীন্ জয়েৎ।
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বতিলেখনঃ॥ ৪৯॥

রালানামগুণাঃ।

রালা সর্জরসো যক্ষধূপসর্জ্জোঽগ্নিবল্লভঃ।
ক্ষণকঃ সালনির্য্যাসো লাক্ষা স্যাল্ললনো বরঃ॥ ৫০॥
রালা হিমা গুরুস্তিক্তা কষায়া গ্রাহিণী জয়েৎ।
গ্রহাস্রস্বেদবীসর্পবিষব্রণবিপাদিকাঃ॥ ৫১॥

গুগ্গুলুর নাম ও গুণ।

গুগ্গুলু, কালনির্য্যাস, মহিষাক্ষ, পলঙ্কষ, জটায়ু, কৌশিক, ধূর্ত্ত, দেবধূপ, শিব, পুর, { কুম্ভ, উলূখলক, উদূখলক, কুম্ভী, কম্ভোলু, সর্ব্বসহ, উষ, উদ্দীপ্র, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পূত, ভূতহর, শাম্ভব, দুর্গ, বাতুঘ্ন, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদ্বিষ্ট, রক্ষোহা, রূক্ষগন্ধক ও দিব্য }, এই সকল শব্দ গুগ্-গুলুর নামান্তর। গুগ্গুলু—বিশদ তিক্তরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য মধুররসযুক্ত, সারক, ভগ্নসন্ধানকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, সূক্ষ্ম, স্বস্বরতাকারী, রসায়ন, অগ্নিদীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, বলকর এবং ইহাদ্বারা কফ, বাত, ব্রণ, অপচী, মেহ, মেদ, বাতরক্ত, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিটিকা, গ্রন্থিরোগ, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও কৃমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। নূতন গুগ্গুলু—অতীব বীর্য্যজনক ও পুষ্টিকারক এবং পুরাতন গুগ্গুলু—অত্যন্ত শরীরের কৃশতাকারক॥ ৪৬–৪৯॥

ধুনার নাম ও গুণ।

রালা, সর্জ্জরস, যক্ষধূপ, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জ, ক্ষণক, সালনির্য্যাস, লাক্ষা, ললন, বর, { কলিকল, সাল, কলফলোদ্ভব, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সালরস, সর্জ্জ-নির্য্যাসক, সুরভি, দেবধূপ, কল, কলসজ, ধূপন, সালজ, শালনির্য্যাস, ধুনক, সর্জ্জ, শালসার, বিরূপ, সালবেষ্ট ও সর্জ্জমণি }, এই সকল শব্দ ধুনার নাম। ধুনা—শীতল, গুরুপাকী, তিক্তরসযুক্ত, কষায়রসাত্মক, মলরোধক এবং ইহাদ্বারা গ্রহদোষ, রক্তদোষ, ঘর্ম্ম, বিসর্প, বিষদোষ, ব্রণ ও বিপাদিকা নামক কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া

স্থৌণেয়কনামগুণাঃ।

স্থৌণেয়কং বহিশ্চূড়ং শুক্রবর্ণং শুকচ্ছদম্।
স্থৌণেয়ং শীতলং বৃষ্যং মেধ্যং দোষত্রয়াস্রজিৎ ॥ ৫২ ॥

চোরকনামগুণাঃ।

চৌরকঃ কিতবশ্চন্দ্রো দুষ্পাত্রঃ শঙ্কিতো রিপুঃ।
চৌরঃ স্বাদুর্লঘুঃ শীতঃ কুষ্ঠবাতকফাস্রজিৎ ॥ ৫৩ ॥

মুরানামগুণাঃ।

মুরা গন্ধবতী দৈত্যা গন্ধাঢ্যা সুরভিঃ কুটিঃ।
মুরা শীতা লঘুঃ কুষ্ঠগ্রহপিত্তানিলাস্রজিৎ ॥ ৫৪ ॥

কর্চ্চূরনামগুণাঃ।

কর্চ্চূরো দ্রাবিড়ো গন্ধমূলকো দুর্লভঃ শটী।

স্থৌণেয়ের নাম ও গুণ।

স্থৌনেয়ক, বহিশ্চূড়, শুক্রবর্ণ, শুকচ্ছদ, { ময়ূরচূড়, বহিরশিখ, শুকপুচ্ছক, বিকীর্ণরোম, কীরবর্ণক, বিকীর্ণসংজ্ঞ, হরিত, বর্হির্বর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণরোম, শুক এবং শুকপুষ্প }, এই সকল শব্দ এক প্রকার গ্রন্থিপর্ণের নাম। স্থৌণেয়—শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক ও রক্তপিত্তরোগ নিবারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে এক প্রকার গেঠেলা ও স্থৌণেয় এবং হিন্দী ভাষায় থুনিয়া বলে। ৫২।

চোরকের নাম ও গুণ।

চৌরক, কিতব, চন্দ্র, দুষ্পাত্র, শঙ্কিত, রিপু { চোরক, চোর, তুষ্কুলীন, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত, বিরোধ, কোরক, ধনহরী, চণ্ডা, ক্ষেম, মাংসী, গণহাসক, খড়্গা, ক্ষেমক, চপল, ধূর্ত্ত, পটু, নীচ, নিশাচর, গণহাস, কোপনক, ফলচোরক, তুকুল, গ্রন্থিল, সুগ্রন্থি, পর্ণচোরক ও গ্রন্থিবল }, এই সকল শব্দ চোরকের নাম। চোরক—মধুর, শীতল, লঘুপাকী এবং ইহাদ্বারা কুষ্ঠরোগ, বাত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চোরক বলে এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে ভেটউর বলিয়া থাকে জানিবে। ৫৩।

মুরামাংসীর নাম ও গুণ।

মুরা, গন্ধবতী, দৈত্যা, গন্ধাঢ্যা, সুরভি, কুটি, { মুরামাংসী, তালপর্ণী, গন্ধকুটী, গন্ধিনী ও ভূতগন্ধা }, এই সকল শব্দ মুরামাংসীর নাম। মুরামাংসী—শীতল, লঘুপাকী এবং ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, গ্রহদোষ, পিত্ত ও বাতরক্ত নিবারিত হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মুরামাংসী বলে। ৫৪।

কর্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসজিৎ।
উষ্ণো লঘুর্জ্জয়েচ্ছ্বাসগুল্মবাতকফক্রিমীন্ ॥ ৫৫ ॥

শটীনামগুণাঃ।

পলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিনী।
শটী শীতা জ্বরামাস্রকাসজিদ্ গ্রাহিণী লঘুঃ ॥ ৫৬ ॥

স্পৃক্কানামগুণাঃ।

স্পৃক্কাস্পৃগ্ ব্রাহ্মণী দেবী নির্ম্মাল্যা কুটিকা লঘুঃ।
স্পৃক্কা স্বাদুর্হিমা বৃষ্যা কুষ্ঠালক্ষ্মীত্রিদোষনুৎ ॥ ৫৭ ॥

কর্চূরের নাম ও গুণ।

কর্চূর, দ্রাবিড়, গন্ধমূলক, দুর্লভ, শটী, { কার্শ্য, বেধমুখ্য, গন্ধসার, কর্শ্য, জটাল, কাপক এবং কর্চ্চূরক }, এই সকল শব্দ কর্চূরের নাম। ইহা—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, উষ্ণ লঘুপাকী এবং ইহাদ্বারা কুষ্ট, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বাত, কফ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে একাঙ্গী বলে এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে কচূর বলে ॥ ৫৫ ॥

শটীর নাম ও গুণ।

শটী, পলাশী, ষড়্গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিনী, { শঠী, শটি, শঠি, গন্ধমূলী, ষড়্গ্রন্থিকা, কচ্চূর, পলাশ, সটী, ষটী, গন্ধবটী, কচূর, সুগন্ধিমূলী, গন্ধমূলা, গান্ধালী, গন্ধমূলক, সুগন্ধা, গন্ধসটী, বধূ, গন্ধপলাশী, জীমূতমুগ, কচ্ছোরা, হিমজা, হৈমী, অম্লনিশা, গান্ধারী, শটীকা, পলাশিকা, সমুদ্রা, তুণী, দুর্ব্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, অম্লহরিদ্রা, সোমা, হিমোদ্ভবা ও গন্ধামধু }, এই সকল শব্দ শটীর নাম। ইহা—শীতল, মলরোধক, লঘুপাকী এবং ইহাদ্বারা জর, আমরক্ত ও কাসরোগ নিবারিত হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শইট শটী ও বনহলুদ বলে। এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে আবেহলদী বলিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

স্পৃক্কার নাম ও গুণ।

স্পৃক্কা, স্পৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, নির্ম্মাল্যা, কুটিলা, লঘু { পৃক্কা, মরুন্মালা, পিশুনা, লতা, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ধ, লঙ্কায়িকা, লতামরুৎ, দেবপুত্রিকা, মরুৎ, মালালিকা, মালানী, লক্ষ্মী, পঞ্চগুপ্তিরসা, সমুদ্রকান্তা, মালা, কোটী, বর্ষী, লঙ্কাপিকা তন্দ্রন }, এই সকল শব্দ পৃক্কার নাম। ইহা—মধুর, শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক ও কুষ্ঠ, পাপ ও ত্রিদোষ নাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিড়িংশাক এবং হিন্দীভাষায় পুন্নী বলে ॥ ৫৭ ॥

গ্রন্থিপর্ণনামগুণাঃ।

গ্রন্থিপর্ণো নীলপুষ্পঃ শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্।
গ্রন্থিপর্ণো লঘুস্তিক্তো রুচ্যোষ্ণঃ কফবাতজিৎ॥ ৫৮॥

নলিকানামগুণাঃ।

নলিকা নর্ত্তকী শূন্যা নির্ম্মলা ধমনী নটী।
নলী পিত্তাস্রজিচ্ছীতা চক্ষুষ্যা কুষ্ঠকৃচ্ছ্রজিৎ॥ ৫৯॥

পদ্মকনামগুণাঃ।

পদ্মকং মলয়শ্চারুপীতরক্তশ্চ সুপ্রভঃ।
পদ্মকং দাহবিস্ফোটকুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তহৃৎ।
গর্ভসংস্থাপনং শীতং তৃষ্ণাবীসর্পদাহজিৎ॥ ৬০॥

গ্রন্থিপর্ণের নাম ও গুণ।

গ্রন্থিপর্ণ, নীলপুষ্প, শুকপুষ্প, শুকচ্ছদ, { শুক, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, সুগন্ধ, তৈলপর্ণক, বর্হিপুষ্প, কুশপুষ্প, বর্হি, স্থারামগুচ্ছক ও বিশীর্ণা, গুথ, বর্হিকুসুম ও শুক }, এই সকল শব্দ গ্রন্থিপর্ণের নাম। গ্রন্থিপর্ণ—লঘুপাক, তিক্ত, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, কফহারক ও বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গেঠেলা, গাঠিয়ান এবং হিন্দীভাষায় গাঁটিবান বলে॥ ৫৮॥

নলিকার নাম ও গুণ।

নলিকা, নর্ত্তকী, শূন্যা, নির্ম্মলা, ধমনী, নটী, { কপোতাঙ্ঘ্রি, বিক্রমলতিকা, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মল্যা ও নলী }, এই সকল শব্দ নলিকার নাম। ইহা—রক্তপিত্তনাশক, শীতল, চক্ষুর হিতসাধক, কুষ্ঠরোগনাশক ও মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধি নিবারণ করিয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় নলিকাকে নালুকা এবং হিন্দীভাষায় নলী বলে॥ ৫৯॥

পদ্মকাষ্ঠের নাম ও গুণ।

পদ্মক, মলয়, চারু, পীত, রক্ত, সুপ্রভা { পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, পীতক, মালেয়, শীতল, শুভ, হিম, কেদারজ, পদ্মাহ্বয়, পদ্মগন্ধি, পদ্মবৃক্ষ এবং পাটলাপুষ্পসন্নিভ } এই শব্দ সমূহ পদ্মকাষ্ঠের নাম। পদ্মকাষ্ঠ—দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ ও রক্তপিত্তনাশক, গর্ভসংস্থাপক, শীতবীর্য্য এবং তৃষ্ণা, বীসর্প ও দাহনাশক॥ ৬০॥

পুণ্ডরীকনামগুণাঃ।

প্রপুণ্ডরীকঃ পৌণ্ড্রাহ্ব শতপুষ্পং সুপুষ্পকং।
পৌণ্ড্রাহ্বং শুক্রলং শীতং চক্ষুষ্যং শ্লেষ্মপিত্তজিৎ॥ ৬১॥

তগরনামগুণাঃ।

তগরং বর্হিণং জিহ্বং বক্রাহ্বং নহুষং নতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং চীনং কটু মহোরগম্॥ ৬২॥
তগরং মধুরং স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং লঘু ভূতজিৎ।
বিষাপস্মারমূর্দ্ধাক্ষিরোগদোষত্রয়াপহম্॥ ৬৩॥

গোরোচনানামগুণাঃ।

গোরোচনা রুচির্গৌরী রোচনা পিঙ্গলা মতা।
মঙ্গল্যা গৌতমী মেধ্যা বন্ধ্যা গোপিত্তসম্ভবা॥ ৬৪॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠের নাম ও গুণ।

প্রপুণ্ডরীক, পৌণ্ড্রাহ্ব, শতপুষ্প, সুপুষ্পক, { শীত, শ্রীপুষ্প, পুণ্ডরী পুণ্ডর্য্য, পৌণ্ডরীক, সুপুষ্প, সানুজ, অনুজ, প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য, পৌণ্ডরীয়ক, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীয়ক, প্রপৌণ্ডরীক, সালপুষ্পক, দৃষ্টিকৃত, স্থলপদ্ম ও মালক }, এই শব্দ সমুদায় পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠের নাম। পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ—শীতল, শুক্রকর, চক্ষুর হিতজনক এবং কফ ও পিত্তপ্রণাশী। ৬১।

তগরপাতুকার নাম ও গুণ।

তগর, বর্হিণ, জিহ্ম, বক্রাহ্ব, নহুষ, নত, { কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, জিহ্ম, দীপনপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, চক্র, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, পার্থিব, ক্ষত্র ও দীন }, এই সকল শব্দ তগরপাতুকার নাম, পিণ্ডতগর, চীন, কটু ও মহোরগ, এই শব্দ সমূহ পিণ্ডতগরের নাম। ইহা একপ্রকার তগরপাতুকাজাতীয় পদার্থ বিশেষ। তগরপাতুকা—মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধবীর্য্য, উষ্ণ, তিক্তরসাত্মক, লঘু, ভূত (গ্রহ) নাশক এবং ইহাদ্বারা বিষ, অপস্মার, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও ত্রিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে শিউলীছোপ ও শিয়লীছোপড় বলেন॥ ৬২-৬৩॥

গোরোচনার নাম ও গুণ।

গোরোচনা, রুচি, গৌরী, রোচনা, পিঙ্গলা, মঙ্গল্যা, গৌতমী, মেধ্যা, বন্ধ্যা, গোপিত্তসম্ভবা, { বন্দনীয়া, বন্দ্যা, শোভনা, রুচিরা, শোভা, শুভ, রোচনা; পিঙ্গা,

রোচনা শীতলা বশ্যা গর্ভস্রাবগ্রহাস্রজিৎ ॥ ৬৫ ॥

নখদ্বয়নামগুণাঃ।

নখাহ্বো নখরঃশুক্তিহনুর্নাগহনুঃ খুরঃ।
শুক্তিশঙ্খো ব্যাঘ্রনখমন্যদ্ব্যাঘ্রতলং পদম্ ॥ ৬৬ ॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্মবাতাস্রজ্বরকুষ্ঠজিৎ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বল্যং হৃদ্যং স্বাদু বিষাপহম্ ॥ ৬৭ ॥

পতঙ্গনামগুণাঃ।

পতঙ্গ পটরাগং স্যাদ্রক্তকাষ্ঠং কুচন্দনম্।
সুরঙ্গকং জগত্যাহ্বং পত্তূরং পটরঞ্জকম্।
পতঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ ॥ ৬৮ ॥

মঙ্গলা, শিবা, পীতা, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মনোরমা, শ্যামা ও রামা }, এই শব্দ সমূহ গোরোচনার নাম। গোরোচনা—শীতল, বশীকর এবং গর্ভস্রাব, গ্রহ ও রক্তস্রাব নিবারক ॥ ৬৩–৬৫ ॥

নখীর নাম ও গুণ।

নখাহ্ব (যে সকল শব্দে নখ বুঝায়, যেমন করজ, অঙ্গুলিসম্ভূত, ইত্যাদি) নখর, শুক্তি, হনু, নাগহনু, খুর, শুক্তিশঙ্খ, ব্যাঘ্রনখ, { কোলদল, ব্যালায়ুধ, নখরী, শঙ্খনখ, সিন্ধী, শফ, চল, কোশী, বদরীপত্র, রূপ্য, পণ্যবিলাসিনী ও সন্ধি-নাল }, এই সকল শব্দ নখীর নাম। ব্যাঘ্রতল, পদ { নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী }, এই শব্দ কয়েকটী স্বল্প নখীর নাম। দ্বিবিধ নখ—গ্রহ, শ্লেষ্মা, বাত, রক্তদোষ, জ্বর ও কুষ্ঠ নাশক, লঘু, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, হৃদ্য, মধুর ও বিষঘ্ন। হিন্দীভাষায় ইহাকে "নহ" বলে। ৬৬–৬৭ ॥

বকমকাষ্ঠের নাম ও গুণ।

পতঙ্গ, পটরাগ, রক্তকাষ্ঠ, কুচন্দন, সুরঙ্গক, জগত্যাহ্ব, পত্তূর, পটরঞ্জক, { পত্রাঙ্গ, পত্তঙ্গ, সুরঙ্গক, পত্রাঢ্য, পট্টরঙ্গ, ভার্য্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, সুরঙ্গ, পট্টরঞ্জক ও রক্তসার }, এই সকল শব্দ বকমকাষ্ঠের নাম। বকমকাষ্ঠ—মধুর, শীতল এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ ও রক্তদোষ নিবারণ করে ॥ ৬৮ ॥

লাক্ষানামগুণাঃ।

লাক্ষা নির্ভৎসরো রক্তা দ্রুমব্যাধিঃ পলঙ্কষা।
ক্রিমিহা জতুদীপ্তাহ্বা জাবকো লবকো মতঃ॥ ৬৯॥
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মাস্রপিত্তজিৎ।
ব্রণোরঃক্ষতবীসর্পক্রিমিকুষ্ঠগ্রহাপহা।
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনঃ॥ ॥

পর্পটীনামগুণাঃ।

পর্পটী রজনী কৃষ্ণা জাতকা জননী জনী।
পর্পটী বর্ণদা শীতা কফপিত্তাস্রকুষ্ঠজিৎ॥ ৭১॥

লাক্ষার ও আল্তার নাম ও গুণ।

লাক্ষা, নির্ভৎসর, রক্তা, দ্রুমব্যাধি, পলঙ্কষা, ক্রিমিহা, জতু, দীপ্তাহ্বা, জাবক, লবক, { যাব, রাক্ষা, লাক্ষা অলক্ত, গবেধিকা, খদিরিকা, দ্রুমাময়, রঙ্গমাতা, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধমাদিনী, দ্রবরসা, নীলা, পিত্তারি, কৃমিজা, জতুকা ও ক্ষতঘ্নী }, এই সকল শব্দ লাক্ষার পর্য্যায়। অলক্তক, { অলক্ত, জতুরস, লাক্ষারস, রাগ, নির্ভৎসন, জনী, জননী, জনকরী, সম্পন্থা ও চক্রবর্ত্তিনী } এই সকল শব্দ আল্তার নাম। লাক্ষা—বর্ণকর (চিত্রকর) শীতল, বলজনক, স্নিগ্ধ, কফ ও রক্তপিত্তনাশী এবং ইহাদ্বারা ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ ও গ্রহ দূরীভূত হয়। আল্তা ও লাক্ষার ন্যায় গুণ সম্পন্ন, অধিকন্তু ব্যঙ্গরোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় লাক্ষাকে লা, জৌ ও লাহা এবং হিন্দী ভাষায় "লাহ" বলে। ৬৯—৭০।

পর্পটীর নাম ও গুণ।

পর্পটী, রজনী, কৃষ্ণা, জাতকা, জননী, জনী, { চক্রবর্ত্তিনী, জতুকৃৎ, সংস্পর্শা, জনি, জাতুকারী, তির্য্যক্ফলা, নিশাক্তা, সুপত্রিকা, রাজপুত্রী, রাজবৃক্ষা, জলেষ্টা, কপিকচ্ছুফলোপমা, সূক্ষ্মবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিস্ফুলিকা, কৃষ্ণরুহা, গ্রন্থিপর্ণ, সুবর্চ্চিকা, ও দীর্ঘফলা }. এই সকল শব্দ পর্পটীর নাম। পর্পটী—বর্ণদায়ক, শীতল এবং ইহাদ্বারা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

পদ্মিনীকৈরবিণীনামগুণাঃ।

পদ্মিনী বিসিনী জ্ঞেয়া নলিনী সূর্য্যবল্লভা।
কুমুদ্বতী কৈরবিণী কুমুদিন্যুড়ুপপ্রিয়া ॥ ৭২ ॥
পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মবিষাস্রজিৎ।
রূক্ষা বিষ্টম্ভিনী স্বাদুস্তদ্বৎ কুমুদিনী মতা ॥ ৭৩ ॥

পদ্মচারিণীনামগুণাঃ।

পদ্মচারিণ্যতিচরা পদ্মাহ্বা চারটী মতা।
পদ্মা হিমা লঘুশ্লেষ্মকৃচ্ছ্রজিৎ স্তনদাহকৃৎ ॥ ৭৪ ॥

শ্বেতকমলনামানি।

কমলং শ্বেতমম্ভোজং সারসং সরসীরুহম্।
সহস্রপত্রং শ্রীগেহং শতপত্রং কুশেশয়ম্।
পঙ্কেরুহন্তামরসং রাজীবং পুষ্করাহ্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

পদ্মিনীর ও কুমুদিনীর নাম ও গুণ।

পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী, সূর্য্যবল্লভা, { কুন্দিনী, মৃণালিনী, কমলিনী, পুটকিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নীলিকিনী, অম্ভোজিনী, অরবিন্দিনী, পুষ্করিণী, অম্বালিনী ও অব্জিনী }, এই সকল শব্দ পদ্মিনীর নাম। কুমুদ্বতী, কৈরবিণী, কুমুদিনী, উড়ুপপ্রিয়া ও { উৎপলিনী } এই সকল শব্দ কুমুদিনীর নাম। পদ্মিনী ও কুমুদিনী—শীতল, গুরু, কফ, পিত্ত, বিষ ও রক্তদোষ বিনাশক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী এবং মধুর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় পদ্মিনীকে পদ্মলতা এবং কুমুদিনীকে কুমুদলতা বলে। ৭২–৭৩।

পদ্মচারিণীর নাম ও গুণ।

পদ্মচারিণী, অতিচরা, পদ্মাহ্বা, চারটী, { অব্যথা, পদ্মা ও সারদা } এই শব্দ কয়েকটী পদ্মচারিণীর নাম। পদ্মচারিণী—শীতল, লঘু, কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নাশক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং দাহজনক। ৭৪।

শ্বেতকমলের নাম।

শ্বেতকমল, অম্ভোজ, সারস, সরসীরুহ, সহস্রপত্র, শ্রীগেহ, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, রাজীব, পুষ্করাহ্বয়, অব্জ, অম্ভোরুহ, পদ্ম, পুণ্ডরীক, পঙ্কজ, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, { সিতাম্ভোজ, মহাপদ্ম, সিতাম্বুজ, শ্বেতপদ্ম, হরিনেত্র, সারঙ্গ, শরৎপদ্ম, দণ্ডাপদ্ম,

অব্জমম্ভোরুহং পদ্মং পুণ্ডরীকং চ পঙ্কজম্।
নলং সরোজং নলিনমরবিন্দমহোৎপলম্ ॥ ৭৬ ॥

রক্তকমলনামানি।

রক্তোৎপলং কোকনদং হল্লকং রক্তসন্ধিকম্ ॥ ৭৭ ॥

নীলোৎপলনামানি।

নীলোৎপলং কুবলয়ং ভদ্রমিন্দীবরং মতম্।
এতদেব সিতং কিঞ্চিৎ কুমুদং কৈরবং কুমুৎ ॥ ৭৮ ॥

কমলাদিগুণাঃ।

কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোটবিষবীসর্পনাশনম্।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্রক্তোৎপলাদিকম্ ॥ ৭৯ ॥

শম্ভুপল্লভ ও শ্বেতবারিজ }, এই সকল শব্দ শ্বেতকমলের নাম। ইহাকে শ্বেতপদ্ম বলে ॥ ৭৫–৭৬ ॥

রক্তোৎপলের নাম।

রক্তোৎপল, কোকনদ, হল্লক, রক্তসন্ধিক, এই সকল শব্দ রক্তপদ্মের নাম। ইহাকে রক্তকমল ও ল্যাল্ সুঁদী বলে ॥ ৭৭ ॥

নীলোৎপলের নাম।

নীলোৎপল, কুবলয়, ভদ্র, ইন্দীবর, { উৎপলক. কন্দাখ্য, সৌগন্ধিক, গন্ধ, কুড্মক. অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দীরাবর, ইন্দীবার ও নীলপত্র }, এই সকল শব্দ নীলোৎপলের নাম। ইহাকে নীলসুঁদী ও নীল শাপ্‌লা বলে। সিতোৎপল, কুমুদ, কৈরব ও কুমুৎ, ইহাদিগকে সাদাশাপ্‌লা, শ্বেতসুঁদী বলে ॥ ৭৮ ॥

কমলাদির গুণ।

কমল—শীতল, বর্ণের উজ্জ্বলতাবিধায়ক, মধুর, কফঘ্ন. পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বীসর্পরোগ নাশক। রক্তোৎপলাদি—ইহা

কহ্লারনামগুণাঃ।

কহ্লারং হ্রস্বপাথোজং সৌম্যং সৌগন্ধিকং মহৎ।
কহ্লারং গ্রাহি বিষ্টম্ভি রুক্ষং গুরু সুশীতলম্ ॥ ৮০ ॥

কিঞ্জল্কনামগুণাঃ।

কিঞ্জল্কঃ কেশরং গৌরমাপীতং কাঞ্চনাহ্বয়ম্।
কিঞ্জল্কঃ শীতলো গ্রাহী রক্তার্শঃকফপিত্তজিৎ ॥ ৮১ ॥

পদ্মবীজনামগুণাঃ।

পদ্মবীজং তু কালেয়ং পদ্মাক্ষং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু গর্ভসংস্থাপনং গুরু।
কফবাতহরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহজিৎ ॥ ৮২ ॥

মৃণালনামগুণাঃ।

মৃণালং বিসমম্ভোজং নালঞ্চ নলিনীরুহম্।
পদ্মাদিমূলং শালূকং শালীনং করহাটকম্ ॥ ৮৩ ॥

কহ্লারের নাম ও গুণ।

কহ্লার, হ্রস্বপাথোজ, সৌম্য, সৌগন্ধিক ও মহৎ, এই কয়েকটী শব্দ কহ্লারের নাম। কহ্লার—মলরোধক, বিষ্টম্ভী, রূক্ষ, গুরু ও শীতল। ইহাকে সাদানাল ও সুঁদি বলে ॥ ৮০ ॥

কিঞ্জল্কের নাম ও গুণ।

কিঞ্জল্ক, কেশর, গৌর, আপীত, কাঞ্চনাহ্বয়, { মকরন্দ, পীতপরাগ ও কিঞ্জ }, এই সকল শব্দ কিঞ্জল্কের নাম। কিঞ্জল্ক—শীতল, গ্রাহী এবং রক্তার্শঃ, কফ ও পিত্তনাশক। ইহাকে পদ্মকেশর বলে ॥ ৮১ ॥

পদ্মবীজের নাম গুণ।

পদ্মবীজ, কালেয়, পদ্মাক্ষ, পদ্মকর্কটী, { কমলবীজ, গালোড্য, কন্দলী, ক্রৌঞ্চাদনী, ক্রৌঞ্চা, ভেণ্ডা ও শ্যামা }, এই সকল শব্দ পদ্মবীজের নাম। পদ্মবীজ—হিমবীর্য্য, মধুররসবিশিষ্ট, গর্ভসংস্থাপক, গুরু, কফঘ্ন, বাতনাশক, বলকর, গ্রাহি এবং রক্তপিত্ত ও দাহ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পদ্মবীচী ও কোঁপল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "কমলগট্টা" বলে ॥ ৮২ ॥

মৃণাল ও শালুকের নাম ও গুণ।

মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্ গুরু।
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালূকমপি তদ্গুণম্॥ ৮৪॥

জাতীনামগুণাঃ।

জাতী প্রিয়ম্বদা রাজ্ঞী মালতী সুমনা মতা।
পীতা সত্যপরা পীতপুষ্পা কাঞ্চনপুষ্পিকা।
জাতী লঘূষ্ণা মূর্দ্ধাক্ষিদন্তার্ত্তিব্রণরক্তজিৎ॥ ৮৫॥

মল্লিকানামগুণাঃ।

মল্লিকা মোদিনী মুক্তবন্ধনা মদয়ন্তিকা।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা বাতপিত্তাস্ররোগজিৎ॥ ৮৬॥

তন্তুঃ, পদ্মনাল, মৃণালী, মৃণালিনী, পদ্মতন্তু ও বিসিনী }, এই সকল শব্দ মৃণালের নাম। ইহাকে মোলাম বলে। ইহা পদ্মের ডাঁটা। মৃণাল—শীতল, বৃষ্য, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ নিবারক, সংগ্রাহি, মধুর ও রুক্ষ। শালূক, শালীন, করহাটক, { শালু, শালুক, শালু, পঙ্কপূরণ, গোপভদ্র, করহাট, মৃণালমূল, ভিস্মাণ্ড ও লজ্জামুক }, এই সকল শব্দ শালূকের নাম। ইহা পদ্মাদির মূল। ইহাও মৃণালের ন্যায় গুণযুক্ত॥ ৮৩-৮৪॥

জাতীর নাম ও গুণ।

জাতী, প্রিয়ম্বদা, রাজ্ঞী, মালতী, সুমনাঃ, পীতা, সত্যপরা, পীতপুষ্পা, কাঞ্চন-পুষ্পিক, { চেতকী, স্বপ্নপ্রিয়া, সুকুমারী, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, জাতি, তৈলভাবিনী, হৃল্লেষ্টা ও হৃদ্যগন্ধা },এই সকল শব্দ জাতীর নাম। জাতী—লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহাদ্বারা শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, দন্তরোগ, ব্রণ ও দুষ্টজ্বর নষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জাতীফুলের গাছ ও মালতী ফুলের গাছ এবং হিন্দীভাষায় "চামেলী" বলে॥ ৮৫॥

মল্লিকার নাম ও গুণ।

মল্লিকা, মোদিনী, মুক্তবন্ধনা, মদয়ন্তিকা. { তৃণশূন্যা, ভূপদী, শতভীরু, শাত-ভীরু, ভদ্রবল্লী, বনচন্দ্রিকা, গৌরী, নারীষ্টা, প্রিয়া, সৌম্যা, মল্লী, গিরিজা, সিতা, মদয়ন্তী ও মল্লি }, এই সমুদয় শব্দ মল্লিকার নামান্তর। মল্লিকা—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকর এবং বাত, পিত্ত ও রক্তগত রোগবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায়

যূথিকানামগুণাঃ।

যূথিকা হরিণী বালা পুষ্পগন্ধা শিখণ্ডিনী।
স্বর্ণযূথা পরা পীতা গন্ধিকা স্বর্ণপুষ্পিকা।
যূথা হিমাস্রমূর্দ্ধাক্ষিরোগজিৎ কফবাতকৃৎ ॥ ৮৭ ॥

কুব্জকানামগুণাঃ।

কুব্জকা ভদ্রতরুণী বৃহৎপুষ্পা মহাসহা।
শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
রক্তা পরা রক্তপুষ্পা লাক্ষাপুষ্পাঽতিমঞ্জুলা ॥ ৮৮ ॥
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ্বর্ণং কুব্জকোঽপি চ তদ্‌গুণঃ ॥ ৮৯ ॥

কেতকীসুবর্ণকেতকীনামগুণাঃ।

কেতকী সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।

যূথিকার নাম ও গুণ।

যূথিকা, হরিণী, বালা, পুষ্পগন্ধা, শিখণ্ডিনী, { যূথী, অম্বষ্ঠা, মাগধী, প্রহসন্তী, বালপুষ্পী, বাসন্তী, বহুগন্ধা, বালপুষ্টিকা ও ভৃঙ্গানন্দা }, এই সকল শব্দ যূথিকার নাম। স্বর্ণযূথী, পীতা, গন্ধিকা, স্বর্ণপুষ্পিকা, { হেমপুষ্পা, সুগন্ধী, যুবতীষ্টা, হেমযূথিকা, শিখণ্ডী, রক্তপুষ্প, নাগপুষ্পিকা, পীতিকা, হরিণী, পীতযূথী, কনকপ্রভা, মনোহরা, হৈমা, গন্ধাঢ্যা ও সুবর্ণযূথী }, এই সকল শব্দ স্বর্ণযূথীর নাম। যূথী—শীতল, রক্তদোষ, শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ নিবারক, কফবর্দ্ধক ও বাতল। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে যূঁইফুল ও স্বর্ণযূই এবং হিন্দীভাষায় "যূহি" বলে ॥ ৮৭ ॥

সেঁউতীফুলের নাম ও গুণ।

কুব্জকা, ভদ্রতরুণী, বৃহৎপুষ্পা, মহাসহা, শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, { সেবতী, মহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, সৌম্যগন্ধা, শিবপ্রিয়া, সুরক্তা, সুমনাঃ, শতদলা ও শিববল্লভা }; এই শব্দ সমূহ সেঁউতীর নাম। রক্তা, রক্তপুষ্পা, লাক্ষাপুষ্পা ও অতিমঞ্জলা, এই সকল শব্দ রক্তসেঁউতীর নাম। দ্বিবিধ সেঁউতীই—শীতল, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন, রক্তপিত্তপ্রণাশক এবং বর্ণজনক। কেহ কেহ ইহাকে পাটলবর্ণ গোলাব বলে ॥ ৮৮—৮৯ ॥

সুবর্ণকেতকী চান্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী।
কেতকী কটুকা স্বাদুর্লঘুস্তিক্তা কফাপহা॥ ৯০॥

বাসন্তীনামগুণাঃ।

বাসন্তী সারণী কুন্দা প্রহসন্তী বসন্তজা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রনুৎ॥ ৯১॥

নৈপালীনামগুণাঃ।

নৈপালী গ্রৈষ্মিকা লূতা লাপিনী বনমল্লিকা।
বার্ষিকী ত্রিপুটা ত্বন্যা শ্রীমতী ষট্পদপ্রিয়া॥ ৯২॥
নেপালী শীতলা তিক্তা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা।
কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তদ্গুণা বার্ষিকী মতা॥ ৯৩॥

কেতকীর ও স্বর্ণকেতকীর নাম ও গুণ।

কেতকী, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, { সূচিপুষ্প, হলীন, জম্বুল, চামরপুষ্প, কেতক, বিফলা, তীক্ষ্ণপুষ্পা, ধূলিপুষ্পিকা, কণ্টদলা, মেধ্যা, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা ও পাংশুলী }, এই সকল শব্দ কেতকীর নাম। লঘুপুষ্পা, সুগন্ধিনী { স্বর্ণকেতকী ও হেমকেতকী }, ইহাদিগকে স্বর্ণকেতকী বলে। কেতকী—কটুরসাত্মক, মধুর, লঘু, তিক্তরসযুক্ত ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেয়াফুল বলে॥ ৯০॥

বাসন্তীফুলের নাম।

বাসন্তী, সারণী, কুন্দা, প্রহসন্তী, বসন্তজা, { শীতসহা, মহাজাতী, মধু ও বসন্তদূতী }, এই সকল শব্দ বাসন্তীর নাম। বাসন্তী—শীতল, লঘু, তিক্তরসযুক্ত, ত্রিদোষঘ্ন ও দুষ্টরক্তশোধক। ইহাকে বাসন্তীফুল বলে॥ ৯১॥

বনমল্লিকার নাম ও গুণ।

নৈপালী, গ্রৈষ্মিক, লতা, লাপিনী, বনমল্লিকা, { নবমালিকা, সপ্তলা, ভদ্রবর্ম্মা, দেবলতা, গ্রীষ্মভবা, গ্রৈষ্মী, অতিমোদা, সুরভি, শুচি, সুকুমারী, নবালী সুগন্ধা ও শিখরিণী }, এই সকল শব্দ বনমল্লিকার নাম। বার্ষিকী, ত্রিপুটা, শ্রীমতী, ষট্পদপ্রিয়া, { শ্রীপদী, নন্দা ও মুক্তবন্ধনা }, এই সকল শব্দ বার্ষিকীর নাম। বনমল্লিকা ও বার্ষিকী—শীতল, তিক্ত, লঘু, ত্রিদোষনাশক, কর্ণরোগঘ্ন, চক্ষুরোগপ্রণাশী ও মুখরোগঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় বনমল্লিকাকে নেবালী, নেয়ালী ও

মাধবীনামগুণাঃ।

মাধবী মণ্ডপঃ কামী পুষ্পেন্দ্রোঽভীষ্টগন্ধকঃ।
মাধবী মধুরা শীতা লঘুর্দোষত্রয়াপহা॥ ৯৪॥

চম্পকনামগুণাঃ।

চম্পকঃ কাচরো রম্যশ্চাম্পেয়ঃ সুরভিশ্চলঃ।
চম্পকঃ শীতলঃ কৃচ্ছ্রকফপিত্তাস্রবাতজিৎ॥ ৯৫॥

পুন্নাগনামগুণাঃ।

পুন্নাগঃ পাটলীপুষ্পঃ কেশরঃ ষট্পদালয়ঃ।
পুন্নাগো মধুরঃ শীতো রক্তপিত্তকফাপহঃ॥ ৯৬॥

বকুলনামগুণাঃ।

বকুলঃ কেশরো মধ্যগন্ধঃ সিংহো বিশারদঃ।

মাধবীলতার নাম ও গুণ।

মাধবী, মণ্ডপ, কামী, পুষ্পেন্দ্র, অভীষ্টগন্ধক, { অতিমুক্তক, পুণ্ড্রক, বাসন্তী, লতা, অতিমুক্ত, মাধবীলতা, মাধবিকা, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসব, চন্দ্রবলী, ভৃঙ্গপ্রিয়া, ভদ্রলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণা, বসন্তদূতী, কামুক, বিমুক্ত, মণ্ডক ও লতামাধবী }, এই সকল শব্দ মাধবীর নাম। মাধবী—মধুর, শীতল, লঘু এবং ত্রিদোষনাশক॥ ৯৪॥

চাঁপাফুলের নাম ও গুণ।

চম্পক, কাচর, রম্য, চাম্পেয়, সুরভি, চল, { হেমপুষ্পক, কটু, উগ্রগন্ধ, কুসুমাধিরাট্, নাগপুষ্প, পুণ্যগন্ধ, কুসুমাধিপ, স্বর্ণপুষ্প, ভৃঙ্গমোদী, সুভগ, শীতলচ্ছদ, শীতল, ভ্রমরাতিথি, অতিগন্ধক, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ, হেমপুষ্প, স্থিরপুষ্প, হেমাহ্ব, বনদীপ, পীতপুষ্প ও সুকুমার }, এই শব্দ সমূহ চম্পকফুলের নাম। চম্পক—শীতল এবং ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও বাত নিবারিত হইয়া থাকে। হিন্দীভাষায় ইহাকে “চম্পা” বলে॥ ৯৫॥

পুন্নাগপুষ্পের নাম ও গুণ।

পুন্নাগ, পাটলীপুষ্প, কেশর, ষট্পদালয়, { পুরুষ, তুঙ্গ, দেববল্লভ, কেসরী, কাম্বোজ, নাগপুষ্প, কুম্ভীক, রক্তকেশর, পাণ্ডুনাগ, পুন্নামা, পাটলদ্রুম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ, রক্তবৃক্ষ এবং পুরুষাখ্য }, এই শব্দ সমুদায় পুন্নাগপুষ্পের নাম। পুন্নাগ—মধুর, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক॥ ৯৬॥

বকুলঃ শীতলঃ শ্লেষ্মপিত্তদন্তমদাপহঃ।
তৎফলং বাতলং গ্রাহি কফপিত্তহরং হিমম্॥ ৯৭॥

বুষনামগুণাঃ।

বুষো বুকঃ স্থূলপুষ্পো বস্থকশ্চিবশোধকঃ।
বুষঃ শীতো বিষশ্লেষ্মপিত্তকৃচ্ছ্রাশ্মদাহহৃৎ॥ ৯৮॥

কুন্দনামগুণাঃ।

কুন্দঃ শুক্লঃ সদাপুষ্পো ভৃঙ্গবন্ধুর্ম্মনোরমঃ।
কুন্দঃ শীতো লঘুঃ শ্লেষ্মশিরোরুগ্বিষপিত্তজিৎ॥ ৯৯॥

বকুলের নাম ও গুণ।

বকুল, কেশর, মধ্যগন্ধ, সিংহ, বিশারদ, { কেসর, সিংহকেসর, বরগন্ধ, সীধুগন্ধ, মকুল, মুকুল, শ্রীমুখমধু, মধুপুষ্প, দোহল, স্থরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক, গুড়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মধ্যামোদ, চিরপুষ্প ও মধুগন্ধ } এই সমস্ত শব্দ বকুলের নাম। বকুল—শীতল এবং কফ, পিত্ত দন্তরোগ ও মত্ততানাশক। ইহার ফল—বাতল, গ্রাহি, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও শীতল॥ ৯৭॥

বকফুলের নাম ও গুণ।

বুক, বক, স্থূলপুষ্প, বস্থক, চিবশোধক, { শিববল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বস্থহট্টক, শিবমল্লী, কাকনামা, কাকশীর্ষ্য, শিবপ্রিয়, বস্থহট্ট, স্থপুরক, রক্তপুষ্প, মুনিতরু, বস্থসেনক, অগস্তি, বঙ্গসেন, কনলী, অগস্ত্য, শীঘ্রপুষ্প, মুনিদ্রুম, দীর্ঘফলক, ব্রণারি, বক্রপুষ্প, স্থরপ্রিয়, শিবাপীড়, স্থব্রত, শিবাঙ্গ, শিবেষ্ট, ক্রমপুরক, শিবমল্লি, শিবাহ্লাদ, শাম্ভব }, এই শব্দ সমুদায় বকফুলের নাম ও গুণ। বক—শীতল এবং বিষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও দাহনাশক॥ ৯৮॥

কুঁদফুলের নাম ও গুণ।

কুন্দ, শুক্ল, সদাপুষ্প, ভৃঙ্গবন্ধু, মনোরম, { মাঘ, শুক্লপুষ্প, দলাকাষ, বরট, বোরট, মকরন্দ, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, মহামোহ, তারপুষ্প, অট্টপুষ্পক, দমন, বনহাস ও মনোজ্ঞ }, এই সকল শব্দ কুঁদফুলের নাম। কুন্দ—শীতল, লঘু এবং

মুচুকুন্দনামগুণাঃ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষেত্রবৃহশ্চিবুকঃ প্রতিবিপ্লুষঃ।
মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়াপিত্তাস্রমুখনাশনঃ॥ ১০০॥

বিচচ্ছিন্ননামগুণাঃ।

ভূমণ্ডলী বিচচ্ছিন্নো দ্বিপদাষ্টপদী তথা।
শীতো লঘুর্ব্বিচচ্ছিন্নঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥ ১০১॥

তিলকনামগুণাঃ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ বিচিত্রো মুখমণ্ডনঃ।
তিলকঃ কফনুৎ কুষ্ঠহরোঽত্যুষ্ণো রসায়নঃ॥ ১০২॥

গণেরুকনামগুণাঃ।

গণেরুকঃ কর্ণিকারঃ কর্ণশ্চ গণকারিকা।
গণেরুঃ শোধনঃ শোফশ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠনুৎ॥ ১০৩॥

মুচুকুন্দফুলের নাম ও গুণ।

মুচুকুন্দ, ক্ষেত্রবৃহ, চিবুক, প্রতিবিপ্লুষ, { চিত্রক, প্রতিবিষ্ণুক, বহুপুত্র, সুফল, সুপুষ্প, হরিবল্লভ, অর্ঘ্যার্হ, লক্ষণক, ক্ষত্রবৃক্ষ ও রক্তপ্রসব }, এই শব্দ সমূহ মুচুকুন্দফুলের নাম। মুচুকুন্দ—শিরঃপীড়া, রক্তপিত্ত ও মুখরোগনাশক। হিন্দী ভাষায় ইহাকে "মেচকন্দ" বলে॥ ১০০॥

চন্দ্রমল্লীলতার নাম ও গুণ।

ভূমণ্ডলী, বিচচ্ছিন্ন, দ্বিপদা, অষ্টপদী, { চন্দ্রমল্লী ও চন্দ্রমল্লিকা }, এই শব্দ কতিপয় চন্দ্রমল্লীর নাম। চন্দ্রমল্লী—শীতবীর্য্য, লঘু এবং কফ, পিত্ত ও বায়ু নাশক॥ ১০১॥

তিলকপুষ্পের নাম ও গুণ।

তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, বিচিত্র, মুখমণ্ডন, বিশেষক, মুখমণ্ডনক, { পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, স্থিরপুষ্পী, ছিন্নরুহ, মৃতজীব, বাসন্তকুন্দর, তরুণীকটাক্ষকাম, জলধিভূষণ সংজ্ঞ, পুন্নাগ, রেচক, পুরুষ এবং ছিন্নপুষ্পক }, এই শব্দ সমূহ তিলকপুষ্পের নাম। তিলক—কফঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, অত্যুষ্ণ ও রসায়ন॥ ১০২॥

কর্ণিকার পুষ্পের নাম ও গুণ।

গণেরুক, কর্ণিকার, কর্ণ, গণকারিকা, গণেরু, { বৃক্ষোৎপল ও পরিব্যাধ }, এই শব্দ কতিপয় কর্ণিকারের নাম। কর্ণিকার—মলশোধক এবং শোথ, কফ, দুষ্টরক্ত, ব্রণ ও কুষ্ঠনাশক॥ ১০৩॥

বন্ধুকনামগুণাঃ।

বন্ধুজীবঃ শরৎপুষ্পো বন্ধুর্বন্ধুকরক্তকঃ।
বন্ধুকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ ॥ ১০৪ ॥

জপাপুষ্পনামগুণাঃ।

জপাপুষ্পং জপারক্তং ত্রিসন্ধ্যা ত্বরুণাসিতা।
জপা সংগ্রাহিণী কেশ্য ত্রিসন্ধ্যা কফপিত্তজিৎ ॥ ১০৫ ॥

সিন্দূরীনামগুণাঃ।

সিন্দূরী রক্তবীজা স্যাদ্রক্তপুষ্পা সুকোমলা।
সিন্দূরী কফপিত্তাস্রতৃষ্ণাবান্তিহরা হিমা ॥ ১০৬ ॥

বন্ধুকপুষ্পের নাম ও গুণ।

বন্ধুজীব, শরৎপুষ্প, বন্ধু, বন্ধুক, রক্তক, { বন্ধূজীবক, বন্ধুল, বন্ধুজীবক, বন্ধুর, বন্ধূলি, সূর্য্যভক্ত, সূর্য্যভক্তক, ওষ্ঠপুষ্প, রক্তপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যন্দিন, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক }, এই শব্দ সমূহ বন্ধুকপুষ্পের নাম। বন্ধূক—কফজনক, গ্রাহি, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাঁধুলী ও দোপাটী এবং হিন্দীভাষায় "দোপরিয়া" ও গেজুলিয়া বলে ॥ ১০৪ ॥

জবাফুলের নাম ও গুণ।

জপাপুষ্প, জপারক্ত, ত্রিসন্ধ্যা, অরুণা, অসিতা, { জবা, জপা, ওড্র, ওড্রপুষ্প, রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, রাগপুষ্পী, হরিবল্লভা ও প্রতিকা }, এই সকল শব্দ জবাফুলের নাম। জবা—সংগ্রাহী, কেশের ঔজ্জ্বল্য বিধায়ক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক ॥ ১০৫ ॥

সিন্দূরপুষ্পীর নাম ও গুণ।

সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা, সুকোমলা, { সিন্দূরপুষ্পী, বীরপুষ্পা, তৃণপুষ্পী, করচ্ছদা ও শোণপুষ্পী }, এই শব্দ সমূহ সিন্দূরপুষ্পীর নাম। সিন্দূরপুষ্পী—কফ, পিত্ত, দুষ্টরক্ত, তৃষ্ণা ও বমী নাশক এবং শীতল। হিন্দীভাষায়

তুলসীনামগুণাঃ।

তুলসী সুরসা গৌরী ভূতঘ্নী বহুমঞ্জরী।
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্রপার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥ ১০৭॥

মরুনামগুণাঃ।

মরুর্ম্মরুবকস্তীক্ষ্ণঃ ধবপুষ্পঃ ফণিজ্ঝকঃ।
মহদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠকৃমীন্ জয়েৎ॥ ১০৮॥

দমননামগুণাঃ।

দমনো দমনা দান্তো দমো মুনিসুতো মুনিঃ।
গন্ধোৎকটো দমনকো বিনীতাকুলপুত্রকঃ।
দমনোঽক্ষিপ্রকুষ্ঠাস্রভেদকণ্ডূত্রিদোষজিৎ॥ ১০৯

তুলসীর নাম ও গুণ।

তুলসী, সুরসা, গৌরী, ভূতঘ্নী, বহুমঞ্জরী, { সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, সুলভা ও গ্রাম্যা }, এই কতিপয় শব্দ তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী—কটু, তিক্ত, হৃদ্য, উষ্ণ, দাহঘ্ন, পিত্তনাশী, অগ্নিদীপক এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, দুষ্টরক্ত, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বাত নিবারক॥ ১০৭॥

মরুয়াফুলের নাম ও গুণ।

মরু, মরুবক, তীক্ষ্ণ, ধবপুষ্প, ফণিজ্ঝক, মরুৎ, { মরুত্তক, ফণী, প্রস্থপুষ্প, সমীরণ, গন্ধপত্র, বহুবীর্য্য ও সুরার্হ }, এই সকল শব্দ মরুবকের নাম। মরুবক—অগ্নিদীপক, তৃপ্তিজনক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহাদ্বারা বৃশ্চিকাদির বিষ, কফ, বাত, কুষ্ঠ ও কৃমি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০৮॥

দোনার নাম ও গুণ।

দমন, দমনা, দান্ত, দম, মুনিসুত, মুনি, গন্ধোৎকট, দমনক, বিনীত, কুলপত্রক, { কলাপক, [illegible]

বর্ব্বরীত্রয়নামগুণাঃ।

বর্ব্বরী বর্জ্জকঃ কুঠো বৈকুণ্ঠঃ স্যাৎ কুঠেরকঃ।
কপিত্থার্জ্জক ইত্যন্যো বটপত্রঃ কটিঞ্জরঃ।
কৃষ্ণার্জ্জকঃ কালমাসঃ করালঃ কৃষ্ণমল্লিকা॥ ১১০॥
বর্ব্বরীত্রিতয়ং রূক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্রদদ্রুক্রিমিবিষাপহম্॥ ১১১॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণঃ
কর্পূরপ্রভৃতিসুগন্ধিদ্রব্যবর্গঃ॥ ১১২॥

ইতি তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

পত্রী, তাপসপত্রী, পবিত্রক, দেবশেখর, তপস্বিপুত্র, মুনিপুত্র, তপোধন ও ব্রহ্মজটা, এই শব্দ সমূহ দোনার নাম। দোনা—অক্ষিরোগ, কুষ্ঠ, দুষ্টরক্ত, মেহ, কণ্ডূ ও ত্রিদোষ নাশক॥ ১০৯॥

বাবুইতুলসীর নাম ও গুণ।

বর্ব্বরী, বর্জ্জক, কুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কুঠেরক, { অম্বুরস, বর্ব্বা, কবরী, খরপুষ্পা, অজগন্ধা, বরা ও তুঙ্গী }, এই কতিপয় শব্দ বাবুইতুলসীর নাম। কপিথার্জ্জক, বটপত্র ও কটিঞ্জর এই শব্দত্রয়, সাদা বাবুই তুলসীর নাম। কৃষ্ণার্জ্জক, কালমাস, করাল, কৃষ্ণমল্লিকা, { পর্ণাস, কালমাল ও মালূক }, এই শব্দ সমূহ কৃষ্ণতুলসীর নাম। ত্রিবিধ বাবুই—রুক্ষ, শীতল, কটু, বিদাহী, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বাত, দুষ্টরক্ত, দদ্রু, কৃমি ও বিষ নাশক॥ ১১০-১১১॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ডযোদ্ধৃ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিত "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থে পদ্যছন্দে গ্রথিত কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যবর্গ সমাপ্ত॥ ১১২॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

যদ্বাঞ্ছয়া বিশ্বকৃতোঽপি দেবা
ব্রহ্মাদয়ো যান্তি মুহুর্ভবন্তি।
অচিন্ত্যকৃত্যং পুরুষং পুরাণং
গোপত্বমাপ্তং তমুপাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

সুবর্ণাদিবর্গঃ।

সুবর্ণনামগুণাঃ।

সুবর্ণং কাঞ্চনং হেম হাটকং তপ্তকাঞ্চনম্।
চামীকরং শাতকুম্ভং তপনীয়ং চ রুক্মকম্ ॥ ২ ॥
জাম্বূনদং হিরণ্যং চ স্বরলং জাতরূপকম্।
সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্ ॥ ৩ ॥
কান্তিকরং বিষোন্মাদত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ।
কষায়ং তিক্তমধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনম্ ॥ ৪ ॥

মঙ্গলাচরণ।

যাঁহার ইচ্ছানুসারে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হন এবং মুহুর্মুহু উদ্ভূত হইয়া থাকেন; এমন অচিন্তনীয়কর্ম্মা, গোপত্বপ্রাপ্ত পুরাণ পুরুষকে আমি আশ্রয় করি। ১।

সুবর্ণাদিবর্গ।

সুবর্ণের নাম ও গুণ।

সুবর্ণ, কাঞ্চন, হেম, হাটক, তপ্তকাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, তপনীয়, রুক্মক, জাম্বূনদ, হিরণ্য, স্বরল, জাতরূপক, { স্বর্ণ, কনক, গাঙ্গেয়, ভর্ম্ম, কর্ব্বূর, জাতরূপ, মহারজত, রুক্ম, কার্ত্তস্বর, অষ্টাপদ, করহাটক, ঋকৃথ, সানসি, অকুপ্য, লোহোত্তম, ভূত্তম, পুরট, রেকন, শাতকৌম্ভ, কর্চ্চূর, রুগ্ম, ভদ্র, ভূরি, পিঞ্জর, দ্রাবিণ, গৌরিক, চাম্পেয়, ভরু, চন্দ্র, কলধৌত, অভ্রক, অগ্নিবীজ, লোহবর, ঊর্দ্ধসারুক, স্পর্শমণিপ্রভব, মুখ্যধাতু, শতখণ্ড, উজ্জ্বল, কল্যাণ, মনোহর, অগ্নিবীর্য্য, অগ্নি, ভাস্কর, পিঞ্জান, তেজঃ, দীপ্ত, অগ্নিভ, দীপ্তক, মঙ্গল্য, সৌমেরুক, ভৃঙ্গার, জাম্বর, আগ্নেয়, নিষ্ক, তপনীয়ক, অগ্নিশিখ, চণ্ড, অয়ঃ, পেশ, কুশাল, লোহ, অমৃত, মরুৎ ও দত্র }, এই সকল শব্দ সুবর্ণের নাম। স্বর্ণ—[illegible]

রূপ্যকনামগুণাঃ।

রূপ্যকং রজতং রূপ্যং তারং শ্বেতং বসূত্তমম্।
রূপ্যং শীতং সরং বাতপিত্তহারি রসায়নম্॥ ৫॥
লেখনঞ্চ কষায়াম্লং বিপাকে চাপরং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং ধাতূনাং হিতমুচ্যতে॥ ৬॥

তাম্রনামগুণাঃ।

তাম্রং ম্লেচ্ছমুখং শুল্বং নৈপালং রবিনামকম্।
উডুম্বরং সূর্য্যপ্রিয়ং রক্তজং রক্তধাতুকম্॥ ৭॥
তাম্রং সরং লঘু স্বাদু শীতং পিত্তকফাপহম্।
রোপণং পাণ্ডুকুষ্ঠার্শঃশ্বয়থুশ্বাসকাসজিৎ॥ ৮॥

রসায়ন, কান্তিকর, বিষ, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোষরোগ নাশক, কষায় রসাত্মক, তিক্ত, মধুর এবং শোধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সোণা বলে॥২—৪॥

রৌপ্যের নাম ও গুণ।

রূপক, রজত, রূপ্য, তার, শ্বেত, বসূত্তম, { শুভ্র, রুধির, বসুশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রলোহক, মহাশুভ্র, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, কলধৌত, ইন্দুলোহক, রৌপ্য, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, অকুপ্য, দুর্ব্বর্ণক, খর্জ্জুর, রাজবঙ্গ, দুর্ব্বর্ণ, লোহরাজক, রাজরঙ্গ ও কলধৌত }, এই সকল শব্দ রৌপ্যের নাম। রৌপ্য—শীতল, সারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, রসায়ন, লেখন, কষায়রসাত্মক, বিপাকে অম্লরসযুক্ত, বয়স্থাপক, স্নিগ্ধ ও শরীরের সর্ব্বধাতু পোষক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রূপা ও রূপো বলে॥ ৫—৬॥

তাম্রের নাম ও গুণ।

তাম্র, ম্লেচ্ছমুখ, শুল্ব, নৈপাল, রবিনামক, উডুম্বর, সূর্য্যপ্রিয়, রক্তজ, রক্তধাতুক, { তাম্রক, দ্ব্যষ্ট, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, কনীয়স, শুল্ল, দ্বিষ্ট, ঔড়ুম্বর, উদুম্বর, উদম্বর, মুনিপিত্তল, অর্ক, সূর্য্যাহ্ব, সূর্য্যসংজ্ঞ, (সূর্য্যের যত নাম, যেমন রবি, বিকর্ত্তন, বিভাকর, বিভাবসু ইত্যাদি), লোহিতারস, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্ত, নৈপালিক ও রক্তধাতু }, এই সকল শব্দ তাম্র নামক। তাম্র—সারক, লঘু, মধুর, শীতল, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ব্রণাদি-[illegible] শ্বাস ও কাশ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায়

কাংস্যনামগুণাঃ।

কাংস্যং লোহং নিজঘোষং পঞ্চলোহং প্রকাশকম্।
কাংস্যং গুরূষ্ণং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং সরম্ ॥ ৯ ॥

পীতলোহনামগুণাঃ।

পীতলোহং সিংহলকং কপিলং সৌকুমারকম্।
বর্ত্তলোহং ত্রিলোহঞ্চ রাজরীতির্মহেশ্বরী।
পীতলোহং হিমং রূক্ষং কটূষ্ণং কফপিত্তনুৎ ॥ ১০ ॥

রঙ্গনামগুণাঃ।

রঙ্গকং তীরকং বঙ্গং ত্রপু স্যাৎ করটীঘনম্।
রঙ্গং লঘু সরং রূক্ষমূষ্ণং মেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসদৃশ্যমীষৎ তু পিত্তলম্ ॥ ১১ ॥

কাংস্যের নাম ও গুণ।

কাংস্য. লোহ, নিজঘোষ, পঞ্চলোহ, প্রকাশক, { কাংস, কংস, কাংসীয়, কংসাস্থি, তাম্রার্দ্ধ, প্রকাশ, রঙ্গশুল্বজ, বিদ্যুৎপ্রিয়, ঘণ্টাশব্দ, অসুরাহ্ব, সৌরাষ্ট্রক, ঘোষ, বহ্নিলোহক, দীপ্তলোহ, ঘোরঘুষ্য, ঘোরপুষ্প ও দীপ্তি }, এই শব্দ সমূহ কাংস্যের নাম। কাংস্য—গুরু, উষ্ণবীর্য্য, চাক্ষুষ্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও সারক। ইহা তামা ও রাঙ্, এই দুই ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁসা বলে ॥ ৯ ॥

পীতলোহের (পিত্তলের) নাম ও গুণ।

পীতলোহ, সিংহলক, কপিল, সৌকুমারক, বর্ত্তলোহ, ত্রিলোহ, রাজরীতি, মহেশ্বরী, { আরকূট, রীতি, প্রতিকাবের, দ্রবাদাক্র রীতি, মিশ্র, আর, ব্রহ্মরীতি, কপিলা, পিঙ্গলা, ক্ষুদ্রসুবর্ণ, সিংহল, পিঙ্গল, পীতনক, লোহিতক, পিঙ্গললোহ, পীতক }, এই সকল শব্দ পিত্তলের নাম। পিত্তল—হিম, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিতল বলে। তাঁবা ও দস্তা, এই ধাতু দ্বয়ের মিশ্রণে ইহা জন্মে ॥ ১০ ॥

রঙ্গের নাম ও গুণ।

রঙ্গক, তীরক, বঙ্গ, করটীঘন, { ত্রপু, স্বর্ণজ, নাগজীবন, মৃদঙ্গ, গুরুপত্র,

জসদনামগুণাঃ।

জসদং রঙ্গসদৃশং দিতিহেতুশ্চ তন্মতম্।
জসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১২॥

সীসনামগুণাঃ।

সীসং ধাতুমলং নাগমুরগং পরিপিষ্টকম্।
জবনেষ্টং চ ভুজগবিস্‌সৃষ্টং কৃষ্ণকং বিদুঃ।
সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্॥ ১৩॥

লোহনামগুণাঃ।

লোহং শস্ত্রময়ঃ কুষ্ঠং ব্যঙ্গং প্যারাবতং ঘনম্।
কৃষ্ণায়স্তন্মলং কিট্টং মণ্ডূরো লোহজং রজঃ॥ ১৪॥

মধুর, হিম, কুরূপ, পিচ্চট, পূতিগন্ধ ও রঙ্গ } এই সকল শব্দ রঙ্গের নাম। রঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু, শ্বাস ও চক্ষুরোগ-নাশক এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রাঙ্ ও রঙ্গ বলে॥ ১১॥

জসদের নাম ও গুণ।

জসদ, রঙ্গসদৃশ ও দিতিহেতু, এই কতিপয় শব্দ জসদের নাম। জসদ কষায়-রস বিশিষ্ট, তিক্তরসযুক্ত, শীতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, চক্ষুরোগ নাশক এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে দস্তা বলে॥ ১২॥

সীসকের নাম ও গুণ।

সীস, ধাতুমল, নাগ, উরগ, পরিপিষ্টক, জবনেষ্ট, ভুজগবিসৃষ্ট, কৃষ্ণক, { বপ্র, যোগেষ্ট, সীসক, সীসচন্দ্রক, গণ্ডূপদভব, সিন্দূরকারণ, বর্দ্ধ, স্বর্ণারি, যবনেষ্ট, স্ববর্ণক, চীর, বধ্র, পিচ্চট, সুবর্ণারি, ত্রপু, বর্দ্ধক, মহাবল, যামুনেষ্টক, বহুমল, চীন, পিষ্ট, শ্বেতরঞ্জন, জড়, কুরঙ্গ, মৃদুকৃষ্ণায়স, পদ্মভার, সুদ্ধিকর, শিরাবৃত্ত, বয়োরঙ্গ, চীনপিষ্ট ও চীনরঙ্গ }, এই সকল শব্দ সীসকের নাম। সীসক—রঙ্গের গুণসংযুক্ত, অধিকন্তু মেহনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সীসে বলে॥ ১৩॥

লোহং সরং গুরু স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শীতং নেত্রহিতং রূক্ষং বলদং বাতলং সরম্॥ ১৫॥
শোফকুষ্ঠপ্রমেহার্শোগর পাণ্ডুক্রিমীন্ জয়েৎ।
তৎকিট্টং তদ্গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ পাণ্ডুনাশনম্॥ ১৬॥

পারদনামগুণাঃ।

পারদশ্চপলো হেমনিধিঃ সূতো রসোত্তমঃ।
ত্রিনেত্রো রোষণঃ স্বামী হরবীজং রসঃ প্রভুঃ॥ ১৭॥
রসেন্দ্রশ্চ ইতি খ্যাতো রসলোহং মহারসঃ।
পারদঃ ক্রিমিকুষ্ঠঘ্নশ্চক্ষুষ্যোষ্ণো রসায়নঃ॥ ১৮॥

অভ্রকনামগুণাঃ।

অভ্রকং স্বচ্ছমাকাশং পটলং বরপীতকম্।
অভ্রং গুরু হিমং বল্যং কুষ্ঠমেহত্রিদোষনুৎ॥ ১৯॥

লৌহের নাম। লোহমল, কিট্ট, কণ্ডূর, লোহজ ও রজ, এই সকল শব্দ লৌহ মলের নাম। লৌহ—সারক, গুরু, মধুর, কষায়, বাতবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, শীতল, চক্ষুরোগে হিতকর, রুক্ষ, বলজনক, তিক্ত এবং শোথ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শ, গর, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। ইহার মল—লৌহের গুণসংযুক্ত, বিশেষতঃ পাণ্ডু-রোগে অতীব হিতকর॥ ১৪–১৬॥

পারদের নাম ও গুণ।

পারদ, চপল, হেমনিধি, সূত, রসোত্তম, ত্রিনেত্র, রোষণ, স্বামী হরবীজ, রস, প্রভু, রসেন্দ্র, রসলোহ, মহারস, {রসরাজ, মহাতেজঃ, রসনাথ, মৃতরাট, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, লোকেশ, দুর্দ্ধর, রুদ্রজ, হরতেজঃ, রসধাতু, মখিজ, খচর, অমর, স্কন্দজ, দেহজ, মৃত্যুনাশক, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, যশোদ, রসায়ন-শ্রেষ্ঠ, সূতক, শিবধাতু, পারত, রজস্বল, মূর্ত্তি, পার, শিবাহ্বয় ও শিববীর্য্য}, এই সকল শব্দ পারদের নাম। পারদ—ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, চক্ষুষ্য, উষ্ণ এবং রসায়ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পারা বলে॥ ১৭–১৮॥

অভ্রের নাম ও গুণ।

গগনং কৃমিকুষ্ঠমেহহা বিশদং শুক্রকরঞ্চ দীপনম্।
কথিতং মুনিভিশ্চ পূর্ণ জৈর্ব্বলকৃৎ শুক্রকরঞ্চ সেবিতম্॥ ২০॥

গন্ধকনামগুণাঃ।

গন্ধঃ সৌগন্ধকো লেখী গন্ধাশ্মা গন্ধপীতকঃ।
লেলীতকো বলিবসা বৈগন্ধো গন্ধকো বলিঃ॥ ২১॥
গন্ধকঃ কটুকঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লাহকফবাতরসাময়ান্॥ ২২॥

স্বর্ণমাক্ষিকনামগুণাঃ।

মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষীকং তাপ্যং তাপীজমুচ্যতে।
মাক্ষিকং তুবরং বৃষ্যং স্বর্য্যং লঘু রসায়নম্॥ ২৩॥
চক্ষুষ্যং কুষ্ঠশোফার্শোমেহবস্ত্যর্ত্তিপাণ্ডুতাঃ।
ব্যবায়ি কটুকং হন্তি কুষ্ঠোদরবিষক্ষয়ান্॥ ২৪॥

অম্বর, অম্বরীক্ষ, বহুপত্র, খ, অনন্ত, গৌরীজ ও গৌরীজেয় }, এই সকল শব্দ অভ্রের নাম। অভ্র—গুরু, শীতল, বলকর, কৃমি, কুষ্ঠ ও ত্রিদোষনাশক, বিশদ, শুক্রকর ও দীপক। মুনিগণ বলিয়াছেন যে অভ্রভস্ম নিয়ত সেবন করিলে অতীব শুক্রবর্দ্ধিত হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে অভ্র ও আভ্ এবং হিন্দিভাষায় "আভা" বলে॥ ১৯-২০॥

গন্ধকের নাম ও গুণ।

গন্ধ, সৌগন্ধিক, লেখী, গন্ধাশ্মা, গন্ধপীতক, লেলীতক, বলিবসা, বৈগন্ধ, গন্ধক, বলি, { গন্ধিক, সগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামারি, পামায়, গন্ধামোদন, শুল্বারি, গন্ধী, বর, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারিক, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন ও শর-ভূমিজ }. এই সকল শব্দ গন্ধকের নাম। গন্ধক—পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-বর্দ্ধক, সারক এবং কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ, বাত ও চর্ম্মরোগ নষ্ট করে॥ ২১-২২॥

স্বর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ।

মাক্ষিক, ধাতুমাক্ষিক, তাপ্য, তাপীজ, { পীতক, তাপিচ্ছ, তাপ্যক, পীত-

মনঃশিলানামগুণাঃ।

মনঃশিলা শিলা গোলা নৈপালী কুনটী কুলা।
দিব্যোষধির্নাগমাতা মনোগুপ্তা মনোহশ্বিকা ॥ ২৫
মনঃশিলা কৃচ্ছ্রহরা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূতকফাস্রজিৎ ॥ ২৬ ॥

হরিতালনামগুণাঃ।

হরিতালমলং তালং গোদন্তং নটভূষণম্।
হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং বিষং জয়েৎ।
কণ্ডূকুষ্ঠাস্যরোগাংশ্চ কফপিত্তকচগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥

স্বরপরিষ্কারক, রসায়ন, চক্ষুষ্য, ব্যবায়ি (কামোৎপাদক), কটু এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, মেহ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, উদর, বিষ, চক্ষুরোগ ও ক্ষত বিনাশ কারক। ২৩–২৪ ।

মনঃশিলার নাম ও গুণ।

মনঃশিলা, শিলা, গোলা, নৈপালী, কুনটী, কুলা, দিব্যোষধি, নাগমাতা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বিকা, { মনোজ্ঞা, নাগজিহ্বিকা, কুনটী, মনোহ্বা, নেপালিকা, কল্যাণিকা, রোগশিলা ও রসনেত্রিকা }, এই সকল শব্দ মনঃশিলার নাম। মনঃশিলা—মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, কৃশতাকারক, কটু, তিক্ত স্নিগ্ধ এবং বিষ, শ্বাস, কাস, ভূতগ্রহ, কফ ও দুষ্টরক্ত নিবারক। ইহা লক্ষ্মীর বীর্য্য। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মনছাল বলে। ২৫–২৬ ।

হরিতালের নাম ও গুণ।

হরিতাল, অল, তাল, গোদন্ত, নটভূষণ, { বিস্রগন্ধি, পিঞ্জর, পীতক, আল, হরিবীজ, সিদ্ধধাতু, পিঞ্জল, লোমহৃৎ, বংশপত্রক, নটমণ্ডল, বর্ণক, পীত, গোরোচ, পিঞ্জরক, তালক, বৈদল, কনকরস, কাঞ্চনক, বাড়ালক, চিত্রগন্ধ, পিঞ্জসার, পিঙ্গ ও গৌরীললিত }, এই সকল শব্দ হরিতালের নাম। হরিতাল—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ এবং বিষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, কফ পিত্ত ও কচ (৬ক্ষব্রণ) নাশক।

গৈরিকনামগুণাঃ।

গৈরিকং রক্তপাষাণং গিরিমৃচ্চ গবেধুকম্।
স্বর্ণবর্ণং পরং স্বর্ণমণ্ডলং স্বর্ণগৈরিকম্ ॥ ২৮ ॥
গৈরিকং দাহপিত্তাস্রকফহিক্কাবিষাপহম্।
চক্ষুষ্যমন্যত্তদ্বচ্চ বিশেষাদ্বান্তিনাশনম্ ॥ ২৯ ॥

তুত্থনামগুণাঃ।

তুত্থ কর্পূরিকা তুত্থমমৃতাসঙ্গমুচ্যতে।
ময়ূরগ্রীবকং চান্যচ্ছিখিকণ্ঠং চ তুত্থকম্ ॥ ৩০ ॥
তুত্থকং লেখনং ভেদি কণ্ডুকুষ্ঠবিষাপহম্।
কফক্রিমিহরং তদ্বদন্যচ্চক্ষুষ্যমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥

গৈরিকের নাম ও গুণ।

গৈরিক, রক্তপাষাণ, গিরিমৃৎ, গবেধুক, { রক্তধাতু, গিরিধাতু, ধাতু, সুরঙ্গধাতু, গিরিমৃত্তিকা, বনালক্ত, গবেরুক, প্রস্তাশ্ম, লোহিতমৃত্তিকা ও গিরিজ } এই শব্দ সমূহ গৈরিকের নাম। স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণমণ্ডল, স্বর্ণগৈরিকক, { সুবর্ণগৈরিক, স্বর্ণধাতু, শিলাধাতু, সুরক্তক, ভ্রম্ল্যাও রক্তধাতু }, এই শব্দ সকল স্বর্ণগৈরিকের নাম। গৈরিক—দাহ, পিত্ত, দুষ্টরক্ত, কফ, হিক্কা ও বিষনাশক এবং চক্ষুষ্য। স্বর্ণগৈরিক—গৈরিকের গুণযুক্ত ও বমি নিবারক। ইহাকে গেরিমাটী বলে ॥ ২৮—২৯ ॥

তুত্থকের নাম ও গুণ।

তুত্থ, কর্পূরিকা, অমৃতাসঙ্গ, ময়ূরগ্রীবক, { নীলাঞ্জন, তুত্থাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুত্থক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুত্থ, বিতুন্নক, ময়ূরক, নীল, চূতক, মৃতামদ ও হেমসার }, এই সকল শব্দ তুত্থকের নাম। শিখিকণ্ঠ, তুত্থক, { শিখিগ্রীব ও মৃষাতুত্থ }, এই কতিপয় শব্দ অন্যবিধ তুত্থকের নাম। তুত্থ—লেখন, ছেদক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিষ, কফ ও ক্রিমিনাশক। অন্যবিধ তুত্থ—পূর্ব্বোক্ত তুত্থকের গুণসমন্বিত, অধিকন্তু চক্ষুরোগে অতীব হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তুঁতে ও তুঁতিয়া বলে ॥ ৩০—৩১ ॥

কাসীসের নাম ও গুণ।

কাসীস, ধাতুকাসীস, খেচর, তপ্তলোমশ, { নেত্রৌষধ, পাংশুকাসীশ,

কাসীসনামগুণাঃ।

কাসীসং ধাতুকাসীসং খেচরং তপ্তলোমশম্।
অপরং পুষ্পকাসীসং তুবরং বস্ত্ররাগধৃক্ ॥ ৩২ ॥
কাসীসদ্বয়মম্লোষ্ণং তিক্তং কেশ্যং দৃশে হিতম্।
হন্তি কণ্ডূ বিষশ্বিত্রমূত্রকৃচ্ছ্রকফানিলান্ ॥ ৩৩ ॥

হিঙ্গুলনামগুণাঃ।

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং সৈকতং চূর্ণপারদম্।
হিঙ্গুলং পিত্তকফনুচ্চক্ষুষ্যং বিষকুষ্ঠহৃৎ ॥ ৩৪ ॥

সিন্দূরনামগুণাঃ।

সিন্দূরং নাগজং রক্তং শ্রীমচ্ছৃঙ্গারভূষণম্।
বসন্তমণ্ডনং নাগরক্তং রক্তরজস্তথা ॥ ৩৫ ॥
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প কুষ্ঠ কণ্ডূ বিষাপহং ॥

মলীমস, তুবর, বিষদ ও নীলমৃত্তিকা }, এই শব্দ কয়েকটী পুষ্পকাসীসের নাম। কাসীসদ্বয়—অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, কেশের উজ্জ্বলতাকারক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং কণ্ডূ, বিষ, শ্বিত্র (পাথর) মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও বাতনাশক। ধাতুকাসীস—হরিতবর্ণ ও লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট এবং পুষ্পকাসীস শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিতবর্ণ সংযুক্ত। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিরাকস্ এবং হিন্দিভাষায় "কৌসীস" বলে ॥ ৩২ ॥

হিঙ্গুলের নাম ও গুণ।

হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, সৈকত, চূর্ণপারদ, { হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু, রক্ত, মর্কটশীর্ষ, রস, হংসপাদ, কাপশীর্ষ, উরু, উন্দ, রসস্থান, রক্তপদ, বর্ব্বর, সুরঙ্গ, স্নুগর, রঞ্জন, চিত্রাঙ্গ, চর্ম্মারক, মণিরাগ, রসোদ্ভব, রঞ্জক, রসগর্ভ, চর্ম্মার ও বিত্রাস }, এই সকল শব্দ হিঙ্গুলের নাম। হিঙ্গুল—পিত্তনাশক, কফঘ্ন, চক্ষুষ্য, বিষঘ্ন ও কুষ্ঠপ্রণাশী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিঙ্গুল বলে ॥ ৩৪ ॥

সিন্দূরের নাম ও গুণ।

[illegible] শৃঙ্গারভূষণ, বসন্তমণ্ডল, নাগরক্ত, রক্ত-

ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥ ৩৬ ॥

সৌবীরনামগুণাঃ।

সৌবীরমঞ্জনং কৃষ্ণং কালনীলং সুবীরজম্।
স্রোতোঽঞ্জনং তু স্রোতোজং নদীজং যামুনং বরম্ ॥ ৩৭ ॥
সৌবীরং গ্রাহি মধুরং চক্ষুষ্যং কফবাতজিৎ।
সিধ্মক্ষয়াস্রনুচ্ছীতং স্রোতোঽঞ্জনমপীদৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

রসাঞ্জননামগুণাঃ।

রসাঞ্জনং রসোদ্ভূতং তার্ক্ষ্যং শৈলঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্।
রসাগ্র্যং কৃত্রিমং তাক্ষ্ম্য দার্ব্ব্যং দার্বীরসোদ্ভবম্ ॥ ৩৯ ॥
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্মমুখনেত্রবিকারজিৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষজিৎ ॥ ৪০ ॥

ভালদর্শন, নাগরেণু, সীমন্তক, নাগগর্ভ, শোণ, বীররজ, সন্ধ্যারাগ, গণেশভূষণ, শৃঙ্গারক, সৌভাগ্য, অরুণ ও মঙ্গল্য }, এই শব্দ সমূহ সিন্দূরের নাম। সিন্দূর— উষ্ণ, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, ভগ্নাস্থিসন্ধানকারক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সিন্দূর বলে ॥ ৩৫–৩৬ ॥

সৌবীরাঞ্জনের ও স্রোতোঞ্জনের নাম ও গুণ।

সৌবীরাঞ্জন, কৃষ্ণ, কালনীল, সুবীরজ, { পার্ব্বতেয়, অঞ্জন, যামুন, নাদেয়, মেচক, সুবীরক, নীলাঞ্জন, চক্ষুষ্য, বারিসম্ভব ও কপোতক }, এই সকল শব্দ সৌবীরাঞ্জনের নাম। সৌবীরাঞ্জন—গ্রাহি, মধুর, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন, বাতনাশক, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তপিত্তনাশক এবং শীতল। স্রোতোঞ্জন, স্রোতোজ, নদীজ, যামুন, বর, { কপোতাঞ্জন, পীতসারি, স্রোতোভূত, বারিভব, স্রোতোনদীভব, স্রোতোভব, সৌবীরসার, সৌবীর, কপোতসার, কাপোতসার ও বল্মীকশীর্ষ }, এই শব্দ সমূহ স্রোতোঞ্জনের নাম। স্রোতোঞ্জন—পূর্ব্বোক্ত সৌবীরাঞ্জনের গুণবিশিষ্ট। প্রচলিত বঙ্গভাষায় সৌবীরাঞ্জনকে সাদাসুর্ম্মা এবং স্রোতোঞ্জনকে কালসুর্ম্মা বলে ॥ ৩৭–৩৮ ॥

রসাঞ্জনের নাম ও গুণ।

রসাঞ্জন, রসোদ্ভূত, তার্ক্ষ্য, শৈল, তার্ক্ষ্যজ, রসাগ্র, কৃত্রিম, তাক্ষ্ম, দার্ব্ব্য, দার্ব্বীরসোদ্ভব, { রসগর্ভ, তার্ক্ষ্যশৈল, কৃতক, রসাগ্রজ, বালভৈষজ্য, দার্ব্বী-

পুষ্পাঞ্জননামগুণাঃ।

পুষ্পাঞ্জনং পুষ্পকেতুরীতিজং কুসুমাঞ্জনম্।
পুষ্পাঞ্জনং ক্ষারমুষ্ণং কাচার্ম্মপটলাপহম্॥ ৪১॥

শিলাজতুনামগুণাঃ।

শিলাজতূষ্ণজং শৈলং নির্য্যাসো গিরিশাহ্বয়ম্।
শিলাহ্বং গিরিজং শৈলং শৈলেয়ং গিরিজত্বপি॥ ৪২॥
শিলাজতূষ্ণং কটূকং যোগবাহি রসায়নম্।
ছর্দ্দিপ্রমেহবাতার্শঃকুষ্ঠাস্যোদরপাণ্ডুতাঃ।
হন্তি শ্বাসক্ষয়োন্মাদরক্তশোফকফক্রিমীন্॥ ৪৩॥

বোলনামগুণাঃ।

বোলং গন্ধরসং বোরং নির্লোহং বর্ব্বরঞ্চলম্।
সুগন্ধি নালিকাপিণ্ডং রসগন্ধঞ্চ তদ্দ্বিধা॥ ৪৪॥

নামান্তর। রসাঞ্জন—কটু, মুখরোগ ও চক্ষুরোগ নাশক, উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত-রসাত্মক, ব্রণাদিছেদক ও ব্রণদোষ নিবারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রসবৎ বলে॥ ৩৯—৪০॥

পুষ্পাঞ্জনের নাম ও গুণ।

পুষ্পাঞ্জন, পুষ্পকেতু, রীতিজ, কুসুমাঞ্জন, { কৌসুম্ভ, রীতিক, রীতিপুষ্প, পৌষ্পক ও সদঞ্জন }, এই শব্দ কতিপয় পুষ্পাঞ্জনের নাম। পুষ্পাঞ্জন—ক্ষার, উষ্ণবীর্য্য এবং কাচ, অর্ম্ম ও পটল নামক চক্ষুরোগ বিনাশ করে॥ ৪১॥

শিলাজতুর নাম ও গুণ।

শিলাজতু, উষ্ণজ, শৈলনির্য্যাস, গিরিশাহ্বয়, শিলাহ্ব, গিরিজ, শৈল, শৈলেয়, গিরিজতু, { গৈবের, অর্থাৎ অশ্মজ, শিলাজ, অগজ, অদ্রিজ, শীতপুষ্পক, শিলাব্যাধি, অশ্মোত্থ, অশ্মলাক্ষা ও জত্বশ্মক }, এই শব্দ সমূহ শিলাজতুর নামান্তর। শিলাজতু—উষ্ণ, কটু, যোগবাহি, রসায়ন এবং ইহাদ্বারা বমি, প্রমেহ, বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, উদররোগ, পাণ্ডু, শ্বাস, ক্ষয়, উন্মাদ, দুষ্টরক্ত, শোথ, কফ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পাহাড়ের একরূপ ঘাম। হিন্দীভাষায় ইহাকে "শিলাজিৎ" বলে॥ ৪২—৪৩॥

বোলের নাম ও গুণ।

বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্।
জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশোধনম্॥ ৪৫॥

স্ফটিকাখ্যানামগুণাঃ।

স্ফটিকাখ্যা মৃতা বাম্পা কাক্ষী সৌরাষ্ট্রসম্ভবা।
আঢ়কী তুবরা ত্বন্যা ভূতিকা স্থরমৃত্তিকা॥ ৪৬॥
স্ফটিকাখ্যা কষায়োষ্ণা কফপিত্তবিষব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পাংস্তুবরী তদ্গুণা মতা॥ ৪৭॥

সমুদ্রফেননামগুণাঃ।

সমুদ্রফেনো হিণ্ডীরঃ ফেনো বারিকফো দ্বিজঃ।
সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখকঃ শমনং সরঃ॥ ৪৮॥

প্রবালনামগুণাঃ।

প্রবালং বিদ্রুমং সিন্ধু লতাগ্রং রক্তবর্ণকম্।
পুষ্টিকান্তিবলকরং বর্দ্ধনং বলশুক্রয়োঃ॥ ৪৯॥

রসগন্ধ, { রক্তাপহ, মুণ্ড, স্থরস, বিষ, পিণ্ডক, সৌরভ, রস, মহাগন্ধ, রক্তগন্ধক, শুভগন্ধক, বিশ্ব, বিশ্বগন্ধ ও ব্রণারি }, এই সকল শব্দ বোলের নাম। বোল—রক্তনাশক, শীতল, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, পরিপাচক, জ্বরঘ্ন, অপস্মারপ্রণাশী, কুষ্ঠনিবারক ও গর্ভাশয়বিশোধক॥ ৪৪—৪৫॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার নাম ও গুণ।

স্ফটিকাখ্যা, মৃতা, বাম্পী, কাক্ষী, সৌরাষ্ট্রসম্ভবা, { মৃদাহ্বয়া সৌরাষ্ট্রী, পার্ব্বতী, কালিকা, পর্পটী ও সতী }, এই শব্দ সমূহ সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার নাম। আঢ়কী, তুবরী, মৃত্তিকা, স্থরমৃত্তিকা, { মৃৎস্না, মসী, মৃত্তালক, স্থজাতা, স্তব্যা ও সৌরাষ্ট্রা }, এই শব্দ সমূহ অপরবিধ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার নাম। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও তুবরী—কষায় রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পিত্ত, বিষ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বীসর্পরোগ বিনাশ করে॥ ৪৬—৪৭॥

সমুদ্রফেনের নাম ও গুণ।

সমুদ্রফেন, হিণ্ডীর, ফেন, বারিকফ, দ্বিজ, { ডিণ্ডীর, হিণ্ডির, উদধিমল ও অর্ণবজ }, এই শব্দ সমূহ সমুদ্রফেনার নামান্তর। সমুদ্রফেন—চক্ষুষ্য, লেখক, শমন এবং সারক॥ ৪৮॥

প্রবালের নাম ও গুণ।

মৌক্তিকনামগুণাঃ ।

মৌক্তিকং ভৌতিলা মুক্তাফলং মুক্তা চ শুক্তিজম্ ।
মৌক্তিকং মধুরং শীতং রোগঘ্নং বিষনাশনম্ ॥ ৫০ ॥

মাণিক্যনামানি ।

মাণিক্যং পদ্মরাগং স্যাদ্বসু রত্নং সুরত্নকম্ ॥ ৫১ ॥

সূর্য্যকান্তমণিনামানি ।

সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যমণিসূর্য্যাক্ষো দহনোপলঃ ॥ ৫২ ॥

রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাকার ও লতামণি }, এই শব্দ সমূহ প্রবালের নামান্তর। প্রবাল—পুষ্টিকর, কান্তিজনক, বলোৎপাদক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পলা ও মুঙ্গা বলে ॥ ৪৯ ॥

মুক্তার নাম ও গুণ ।

মৌক্তিক, ভৌতিলা, মুক্তাফল, মুক্তা, শুক্তিজ, { শুক্তিবীজ, হারী, কুবল, সৌম্যা, শৌক্তিকের, তার, তারা, ভৌতিক, অন্তঃসার, শীতল, নীরজ, নক্ষত্র, ইন্দুরত্ন, লক্ষ্মী, বিন্দুফল, মুক্তিকা, শৌক্তেয়ক, শুক্তিমণি, শশিপ্রভ, স্বচ্ছ, হিম, হিমবল, লক্ষ, শশিপ্রিয়, হেমবত, ভূরুহ ও শৌক্তিক }, এই সমুদায় শব্দ মুক্তার পর্য্যায়। মুক্তা—মধুর, শীতল, সর্ব্ববিষরোগঘ্ন ও বিষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মুক্ত এবং হিন্দিভাষায় "মতি" বলে ॥ ৫০ ॥

মাণিক্যের নাম ।

মাণিক্য, পদ্মরাগ, বসু, রত্ন, সুরত্নক, { শোণরত্ন, রত্নরাট্, রবিরত্ন, তরণিরত্ন, শৃঙ্গারী, রঙ্গমাণিক্য, রত্ননামক, তরুণ, রাগযুক্, শোণোপল, সৌগন্ধিক, লোহিতক, কুরুবিন্দ, লোহিত, কুরুবিন্দ ও লক্ষ্মীপুষ্প }, এই সমুদায় শব্দ মাণিক্যের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মাণিক্ বলে ॥ ৫১ ॥

সূর্য্যকান্তমণির নাম ।

সূর্য্যকান্ত, সূর্য্যমণি, সূর্য্যাক্ষ, দহনোপল, { সূর্য্যাশ্মা, তাপন, তপনমণি, দাহনোপল, রবিকান্ত, দীপ্তোপল, অগ্নিগর্ভ, জ্বলনোশ্মা ও অর্কোপল }, এই শব্দ সমূহ সূর্য্যকান্তমণির নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চুনী ও আতসপাথর

চন্দ্রকান্তমণিনামানি।

চন্দ্রকান্তশ্চন্দ্রমণিঃ স্ফটিকঃ স্ফটিকোপলঃ॥ ৫৩॥

গোমেদনামানি।

গোমেদং সুন্দরং পীতং রত্নং তৃণচরং তথা॥ ৫৪॥

হীরকনামানি।

হীরকং ভিদুরং বজ্রং সূচীবক্ত্রং বরার্দ্ধকম্॥ ৫৫॥

নীলবৈদূর্য্যনামানি।

নীলরত্নং নীলমণিঃ বৈদূর্য্যং বালবায়জম্॥ ৫৬॥

মরকতমণিনামানি।

গারুত্মতং মারকতং দৃষদ্গর্ভহরিন্মণিঃ॥ ৫৭॥

চন্দ্রকান্তমণির নাম।

চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রমণি, স্ফটিক, স্ফটিকোপল, { চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্লবোপল, শীতাশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব এবং শশিকান্ত }, এই শব্দ সমূহ চন্দ্রকান্তমণির নাম॥ ৫৩॥

গোমেদমণির নাম।

গোমেদ, সুন্দর, পীতরত্ন, তৃণচর, { গোমেদক, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব ও পিঙ্গস্ফটিক }, এই শব্দ সমূহ গোমেদমণির নাম॥ ৫৪॥

হীরকের নাম ও গুণ।

হীরক, ভিদুর, বজ্র, সূচীবক্ত্র, বরার্দ্ধক, { হীর, বজ্রক, দধীচ্যস্থি, সূচীমুখ, বরারক, রত্নমুখ্য, বজ্রপর্য্যায়ক (বজ্রের যত নাম, যেমন কুলিশ, পবি, ইত্যাদি), অভেদ্য, দৃঢ়াঙ্গ, রাজপট্ট, রাজাবর্ত্ত ও বিরাটজ } এই শব্দ সমূহ হীরকের নাম। ইহা শ্বেতবর্ণ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হীরে বলে॥ ৫৫॥

নীলমণির ও বৈদূর্য্য মণির নাম।

নীলরত্ন, নীলমণি, { সৌরিরত্ন, নীলাশ্মক, নীলোৎপল, তৃণগ্রাহী, সদানীল ও সুনীলক }, এই শব্দ সমূহ নীলমণির নাম। পারস্যভাষায় ইহাকে "নীলম" বলে। বৈদূর্য্য, বালবায়জ, { বালসূর্য্য, বালসূর্য্যক, কৈতব, প্রাবৃষ্য, অভ্ররোহ, খরাব্দাঙ্কুর, বিদুররত্ন, বিদুর ও কেতুরগ্রহবল্লভ }, এই শব্দসমূহ বৈদূর্য্যমণির নাম। ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণ মিশ্রিত মণিবিশেষ। হিন্দিভাষায় ইহাকে "লহসুনিয়া" বলে॥ ৫৬॥

মরকতমণির নাম।

মুক্তাস্ফোটনামানি।

মুক্তাস্ফোটোঽব্ধিমণ্ডূকী শুক্তির্মৌক্তিকমন্দিরম্ ॥ ৫৮ ॥

মুক্তিকান্তিনামানি।

মুক্তিকান্তিঃ কটুকান্তির্দীপনীয়বিনাশিনী ॥ ৫৯ ॥

প্রবালাদিগুণাঃ।

প্রবালমুক্তিমাণিক্যসূর্য্যশীতকরোপলাঃ।
গোমেদবজ্রবৈদূর্য্যনীলগারুত্মতাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥
চক্ষুষ্যা লেখনাঃ শীতাঃ কষায়া মধুরাঃ সরাঃ।
মঙ্গল্যা ধারণা দাহদুষ্টগ্রহবিষাপহাঃ ॥ ৬১ ॥

অশ্মরক্ত, রক্তমল, গরুড়াঙ্কিত, রৌহিণেয়, অশ্মগর্ভজ, সৌপর্ণ, বুধরত্ন, গরলারি, বাপবোল, গারুড়, গরুড়োত্তীর্ণ ও বাপ্রভাল }, এই শব্দসমূহ মরকত মণির নাম : ইহা হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পান্না বলে ॥ ৫৭ ॥

ঝিনুকের নাম।

মুক্তাস্ফোট, অব্ধিমণ্ডূকী, শুক্তি, মৌক্তিকমন্দির, {দুর্ণাসা, দীর্ঘকোষিকা, শুক্তিকা, দীর্ঘকোশিকা, পঙ্কশুক্তি, মুক্তাগার, মুক্তাপ্রসূ, মহাশুক্তি, ভৌতিক, মৌক্তিকশুক্তি, মুক্তামাতা ও মুক্তাস্ফোটা }, এই শব্দ সমূহ ঝিনুকের নাম ॥ ৫৮ ॥

মুক্তিকান্তির নাম।

মুক্তিকান্তি, কটুকান্তি ও দীপনীয়বিনাশিনী, এই শব্দত্রয় মুক্তিকান্তির নাম ॥ ৫৯ ॥

প্রবালাদির গুণ।

প্রবাল, মুক্তা, মাণিক্য, সূর্য্যকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, গোমেদমণি, হীরক, বৈদূর্য্যমণি ও মরকতমণি প্রভৃতি—চক্ষুষ্য, লেখন, শীতল, কষায়, মধুর, সারক, [illegible] ॥ ৬০—৬১ ॥

শঙ্খনামগুণাঃ।

শঙ্খকম্বুর্জ্জলধরো বারিজো দীর্ঘনিঃস্বনঃ।
শঙ্খো হি কটুকঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ॥ ৬২॥
চক্ষুষ্যো লেখনঃ পক্তিশূলপিত্তবিনাশনঃ।
শঙ্খো নেত্রহিতঃ শীতো লঘুপিত্তকফাস্রজিৎ॥ ৬৩॥

লঘুশঙ্খকপর্দ্দনামগুণাঃ।

শঙ্খো লঘুঃ শঙ্খনকঃ শম্বূকা বারিশুক্তয়ঃ।
কপর্দ্দাঃ ক্ষুল্লকা জ্ঞেয়াশ্চরাচরবরাটকাঃ।
লঘুশঙ্খাদয়ঃ শীতা নেত্ররুক্স্ফোটনাশনাঃ॥ ৬৪॥

খটীগৌড়গ্রাবনামগুণাঃ।

খটী কপোলঃ খটিনী শ্বেতা নাড়ীতরঙ্গকঃ।

শঙ্খের নাম ও গুণ।

শঙ্খ, কম্বু, জলধর, বারিজ, দীর্ঘনিঃস্বন, { কম্বূ, কম্বোজ, অবু, ত্রিরেখ, শঙ্খক, জলজ, অর্ণোভব, পাবনধ্বনি, অন্তঃকুটিল, মহানাদ, শ্বেত, পূত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহুনাদ ও হরিপ্রিয় }, এই শব্দ সমূহ শঙ্খের নাম। শঙ্খ—পাকে কটু, কষায়, মধুর, লঘু, চক্ষুষ্য, লেখন, পক্তিশূল ও পিত্তনাশক, শীতল, কফ ও দুষ্ট রক্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাঁখা বলে॥ ৬২-৬৩॥

লঘুশঙ্খ ও কপর্দ্দকের নাম ও গুণ।

লঘুশঙ্খ, শঙ্খনক, শম্বূক, বারিশুক্তি, { শম্বুক, শম্বুকক, শাম্বুক, শাম্বুক, জলডিম্ব, তুশ্চর ও পঙ্কসম্ভূত }, এই শব্দ সমূহ লঘুশঙ্খের নাম। কপর্দ্দ, ক্ষুল্লক, চরাচর, বরাটক, { কপর্দ্দক, বরাট, উদ্বাহনী, বরাটিকা, বালক্রীড়ক ও বর্জ্জ্য }, এই শব্দ সমূহ কপর্দ্দের নাম। লঘুশঙ্খ ও কপর্দ্দ শীতল এবং নেত্ররোগ ও বিস্ফোট নাশক। চলিত বঙ্গভাষায় লঘুশঙ্খকে জোজড়া এবং কপর্দ্দকে কাড় বলে॥ ৬৪॥

খটী ও গৌড়গ্রাবের নাম ও গুণ।

খটী, কপোল, খটিনী, শ্বেতা, নাড়ীতরঙ্গক, { খটীকা, ধবলমৃত্তিক, শ্বেতধাতু,

তদ্ভেদো গৌড়পাষাণঃ ক্ষীরপাক উদাহৃতঃ।
খটী দাহাস্রনুচ্ছীতা গৌড়গ্রাবাপি তদ্গুণঃ ॥ ৬৫ ॥

পঙ্কবালুকানামগুণাঃ।

পঙ্কঃ কর্দ্দমকো জ্ঞেয়ো বালুকা সিকতা তথা।
পঙ্কঃ দাহাস্রপিত্তার্ত্তিশোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী ॥ ৬৬ ॥

চুম্বকপাষাণনামগুণাঃ।

চুম্বকঃ কান্তপাষাণোঽয়োস্কান্তো লোহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ ॥ ৬৭ ॥

কাচনামগুণাঃ।

কাচঃ কৃত্রিমরত্নং স্যাদ্দ্বিগুণঃ কাচভাজনম্।
কাচো বিদারণো ব্রণ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ ॥ ৬৮ ॥

এই শব্দ সমূহ খটীর নাম। গৌরপাষাণ, ক্ষীরপাক ও গৌরগ্রাব, এই শব্দত্রয় গৌরগ্রাবের নাম। খটী ও গৌরগ্রাব—দাহঘ্ন, দুষ্টরক্তশোধক ও শীতল। খটীকে খড়ীমাটী ও গৌরগ্রাবকে চাখড়ী বলে। এবং হিন্দিভাষায় খটীকে "খরী" বলে ॥ ৬৫ ॥

পঙ্ক ও বালুকার নাম ও গুণ।

পঙ্ক, কর্দ্দমক, { কর্দ্দম, নিষদ্বর, দম, সাদ ও জম্বাল }, এই শব্দ সমূহ কর্দ্দমের নাম। বালুকা, সিকতা, { বালিকা, সিক্তা, শীতলা, সূক্ষ্মশর্করা, প্রবাহী, মহাসূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা ও পানীয়বর্ণিক }, এই শব্দ সমূহ বালুকার নাম। পঙ্ক—দাহ, রক্তপিত্ত, বেদনা ও শোথনাশক, শীতল ও গুরু। বালুকা—লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় পঙ্ককে পাঁক ও কাদা এবং বালুকাকে বালী বলে ॥ ৬৬ ॥

চুম্বক পাষাণের নাম ও গুণ।

চুম্বক, কান্তপাষাণ, অয়স্কান্ত, লোহকর্ষক, { কান্তলোহ, কান্ত, লৌহকান্তক, কান্তায়স, কৃষ্ণায়স, কৃষ্ণলোহ ও মহালোহ }, এই শব্দ সমূহ চুম্বকের নাম। চুম্বক—লেখন, শীতবীর্য্য এবং মেহ ও বিষনাশক। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চুম্বক পাথর বলে ॥ ৬৭ ॥

কাচের নাম ও গুণ।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণ-
শ্চিত্রোঽয়ং ললিতপদৈঃ সুবর্ণবর্গঃ॥ ৬৯॥
ইতি চতুর্থোধ্যায়ঃ।

সমূহ কাচের নাম। কাচ—বিদারণ (অঙ্গাদিকর্তৃক) ব্রণরোগে প্রযোজ্য, লেখন ও লঘু। ৬৮।

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ডযোদ্ধৃসম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্ত্তৃক বিরচিত "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থে পদ্যচ্ছন্দে গ্রথিত সুবর্ণবর্গ সমাপ্ত। ৬৯।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অথ পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

বটাদিবর্গঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

করেণ সংগৃহ্য কুচৌ মহিষ্যাঃ পয়ঃ পিবন্তং পুরুষং পুরাণম্।
বিচিত্রলীলং পরিশুদ্ধশীলং তমালনীলং শিশুমাশ্রয়ামি॥ ১॥

পঞ্চম অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

যিনি স্বীয় জননী নন্দরাজমহিষীর স্তনদ্বয় নিজকর দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক স্তন্য-

বটনামগুণাঃ।

বটো রক্তপদা ক্ষীরী বহুপাদো বনস্পতিঃ।
যক্ষাবাসঃ পদারোহী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ॥ ২॥

পিপ্পলনামগুণাঃ।

পিপ্পলঃ শ্যামলোঽশ্বত্থঃ ক্ষীরবৃক্ষো গজাশনঃ।
হরিবাসশ্চলদলো মঙ্গল্যো বোধিপাদপঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ॥ ৩॥

পারিশাশ্বত্থকনামগুণাঃ।

পারিশোঽন্যঃ ফলীশঃ স্যাৎ কপিনূতঃ কপীতনঃ।
পারিশাশ্বত্থকো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মকৃমিপ্রদঃ॥ ৪॥

বটাদিবর্গ।

বটের নাম ও গুণ।

বট, রক্তপদ, ক্ষীরী, বহুপাদ, বনস্পতি, যক্ষাবাস, পদারোহী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, { বকুপাৎ, নন্দী, শুঙ্গ, বৃহৎপাদ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, কর্ম্মজ, রক্তফল, শুঙ্গী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্ধরুহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, যক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিফারুহ ও বহুপাদ }, এই শব্দ সমূহ বটের নাম। বট—শীতল, গুরু, সংগ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তপ্রণাশী ও বিষনাশক॥ ২॥

অশ্বত্থের নাম ও গুণ।

পিপ্পল, শ্যামল, অশ্বত্থ, ক্ষীরবৃক্ষ, গজাশন, হরিবাস, চলদল, মঙ্গল্য, বোধিপাদপ, { কেশবালয়, চৈত্যদ্রু, বোধিতরু, কৃষ্ণাবাস, চৈত্যবৃক্ষ, নাগবন্ধু, দেবাত্মা, মহাদ্রুম, কপীতন, কুঞ্জরাশন, অচ্যুতাবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, যাজ্ঞিক, শ্রীমান্, বিপ্র, গুহ্যপুষ্প, সেব্য, সহ, শুচিদ্রুম ও ধনুর্বৃক্ষ }, এই সমুদায় শব্দ অশ্বত্থের নাম। অশ্বত্থ—দুষ্পাচ্য, শীতল এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও দুষ্টরক্ত নিবারক। হিন্দীভাষায় ইহাকে "পিপর" বলে॥ ৩॥

পারীশবৃক্ষের নাম ও গুণ।

পারীশ, ফলীশ, কপিনূত, কপীতন, { কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল ও সুপার্শ্বক), এই সকল শব্দ পারীশবৃক্ষের নাম। পারীশ—বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফবর্দ্ধক

উদুম্বরনামগুণাঃ।

উদুম্বরঃ ক্ষীরবৃক্ষো জন্তুবৃক্ষঃ সদাফলঃ।
হেমদুগ্ধঃ কৃমিফলো যজ্ঞাঙ্গঃ শীতবল্কলঃ।
উদুম্বরো হিমো ব্রণ্যো কফপিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ॥ ৫॥

কাকোদুম্বরিকানামগুণাঃ।

কাকোদুম্বরিকা ফল্গুর্মলায়ুশ্চিত্রভেষজম্।
কাকোদুম্বরিকা তদ্বদ্বিশেষাচ্ছিন্ননাশিনী॥ ৬॥

প্লক্ষনামগুণাঃ।

প্লক্ষঃ প্লবশ্চারুবৃক্ষঃ সুপার্শ্বো গর্দ্দভাণ্ডকঃ।
বটী কমণ্ডলুর্যূপঃ পিপ্পরিশ্চারুদর্শনঃ।
প্লক্ষঃ শীতো ব্রণশ্লেষ্মপিত্তশোথবিসর্পজিৎ॥ ৭॥

ও কৃমিজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গজহুণ্ড, পলাশপিপুল ও পেঁপে এবং হিন্দী ভাষায় গগশুণ্ডী বলে॥ ৪॥

যজ্ঞডুম্বুরের নাম ও গুণ।

উদুম্বর, ক্ষীরবৃক্ষ, জন্তুবৃক্ষ, মহাফল, হেমদুগ্ধ, কৃমিফল, যজ্ঞাঙ্গ, শীতবল্কল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতকল্ক, যজ্ঞসার, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য, শীতফল, কৃমিকণ্টক, পাণিত্বক্, পুষ্পগ্রাম, ব্রহ্মবৃক্ষ, হেমদুগ্ধক, হেমদুগ্ধী, যজ্ঞোড়ুম্বর, যজ্ঞফল ও স্বচক্ষু }, এই শব্দ সমূহ যজ্ঞডুমুরের নাম। ইহাকে কোন কোন দেশে গজডুমুর, যগ্ডুমুর ও খস্ বলে॥ ৫॥

কাকোদুম্বরিকার নাম ও গুণ।

কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলায়ু, চিত্রভেষজ, { কৃষ্ণোদুম্বরিকা, খরপত্রী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, কুষ্ঠঘ্নী, ফল্গুবাটিকা, অজাঙ্গী, ফল্গুনী, মলপূ, ধাক্ষনাম্নী ও জঘনফলা }, এই শব্দ সমুদায় কাকোদুম্বরিকার নাম। ইহা যজ্ঞডুমুরের গুণসংযুক্ত, অধিকন্তু ছিন্ননাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডুমুর, কাকডুমুরী এবং হিন্দীভাষায় "কটুম্বরী" বলে। এই ডুমুর সদা সর্ব্বদা লোকে ব্যঞ্জনাদি সহ পাক করিয়া ভোজন করিয়া থাকে॥ ৬॥

পাকুড়বৃক্ষের নাম ও গুণ।

পঞ্চক্ষীরবৃক্ষনামগুণাঃ।

ন্যগ্রোধোডুম্বরোঽশ্বত্থপারিপ্লক্ষাশ্চ পাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণঃ প্রোক্তাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলা ॥ ৮ ॥
ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ।
কেচিৎ তু পারিশস্থানে শিরীষং বেতসম্পরে ॥ ৯ ॥
ক্ষীরবৃক্ষা হিমব্রণ্যা যোনিদোষব্রণাপহাঃ।
শোফপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোগদাঃ ॥ ১০ ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লঘু।
ফলং বিষ্টম্ভি সংগ্রাহি রক্তপিত্তকফাপহম্ ॥ ১১ ॥

নন্দীবৃক্ষনামগুণাঃ।

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থগুণো লঘূষ্ণো গরণুৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

শব্দ সমূহ পাকুড়বৃক্ষের নাম। পাকুড়—শীতল এবং ব্রণ, কফ, পিত্ত, শোথ ও বিসর্প নাশক। হিন্দীভাষায় ইহাকে "পাকৃরি" বলে ॥ ৭ ॥

পঞ্চক্ষীরবৃক্ষের নাম ও গুণ।

বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পারীশ ও পাকুড়, এই মিলিত পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরবৃক্ষ বলে। ইহাদের বল্কল সমূহকে পঞ্চবল্কল বলে। পঞ্চবল্কল—শীতল, গ্রাহী এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্পরোগ নাশক। কেহ কেহ পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের মধ্যে পারীশ স্থানে শিরীষ ও কেহ কেহ বেতস বলিয়া থাকেন। পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের ছাল—শীতল, ব্রণনাশক, যোনিদোষনাশক, শোথ, পিত্ত, কফ ও দুষ্টরক্ত বিনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং ভগ্নাস্থিসংযোজক। ইহাদের পত্র—শীতল, গ্রাহি এবং কফ, বায়ু ও দুষ্টরক্ত নাশক। ইহাদের ফল—বিষ্টম্ভজনক, সংগ্রাহি এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ॥ ৮–১১ ॥

নন্দীবৃক্ষের নাম ও গুণ।

নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, { স্থালীবৃক্ষ, ক্ষীরতরু, ক্ষীরী, বনস্পতি, কুবেরক, তুন্ন, কুণি, কচ্ছ, কান্তলক, তূণি, নন্দিবৃক্ষ, কুণি, নন্দিক ও নন্দিবৃক্ষক }, এই সকল শব্দ নন্দিবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ—অশ্বত্থবৃক্ষের গুণ সংযুক্ত, অধিকন্তু লঘু উষ্ণ ও জরঘ্ন। হিন্দীভাষায় ইহাকে "বেলিয়াপিপর"

কদম্বনামগুণাঃ।

কদম্বো গন্ধবৎপুষ্পঃ প্রাবৃষেণ্যো মনোন্নতিঃ।
অন্যো ধূলিকদম্বঃ স্যান্নীপো রাজকদম্বকঃ।
কদম্বঃ শীতলঃ শ্লেষ্মপিত্তরক্তগদাপহঃ॥ ১৩॥

ককুভার্জ্জুননামগুণাঃ।

ককুভোঽর্জ্জুননামা স্যান্নদো মঞ্জুঃ শঠদ্রুমঃ।
ককুভঃ শীতলো ভগ্নক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ॥ ১৪॥

শিরীষনামগুণাঃ।

শিরীষঃ প্লবগো বিপ্রঃ শুকবৃক্ষঃ কপীতনঃ।
মৃদুপুষ্পঃ শ্যামবর্ণো ভণ্ডীরঃ শঙ্খিনীফলঃ।
শিরীষঃ শীতলো বর্ণ্যো বিষবীসর্পশোথজিৎ॥ ১৫॥

কদম্ববৃক্ষের নাম ও গুণ।

কদম্ব, গন্ধবৎপুষ্প, প্রাবৃষেণ্য, মনোন্নতি, { প্রিয়ক, হরিপ্রিয়, কাদম্ব, অশোকারি, ষট্‌পদেষ্ট, জাল, রক্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, জীর্ণপর্ণ, মহাঢ্য এবং কর্ণপূরক }, এই সকল শব্দ দ্বারা কদম্বের নাম। ধূলিকদম্ব, { কেশরাঢ্য, কদম্বক ও বৃত্তপুষ্প }, এই শব্দ কতিপয় ধূলিকদম্বের নাম। নীপ, রাজকদম্ব, { নিপ, মহাকদম্ব ও বহুফল }, এই কয়টী শব্দ রাজকদম্বের নাম। কদম্ব—শীত ও রক্তপিত্তরোগনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কদম্ বলে॥ ১৩॥

অর্জ্জুনবৃক্ষের নাম ও গুণ।

ককুভ, অর্জ্জুননামা, নদ, মঞ্জু, শঠদ্রুম, { নদীসর্জ্জ, বীরতরু, ইন্দ্রদ্রু, ইন্দ্রদ্রুম, শাম্বর, পার্থ, চিত্রযোধী, ধনঞ্জন, নৈর্ব্বাতক, কিরীটী, গাণ্ডীবী, কর্ণারি, করবীরক, শিবমল্লক, সব্যসাচী, ইন্দ্রসূনু, কৌন্তেয়, গাণ্ডীরী, বীরদ্রু, কৃষ্ণসারথি, পৃথাজ, ফাল্গুন, ধন্বী, বীর ও ধবল }, এই শব্দ সমূহ অর্জ্জুনবৃক্ষের নাম। অর্জ্জুন—শীতল এবং ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ ও রক্তদোষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আজন্ এবং হিন্দীভাষায় "কোহা" বলে॥ ১৪॥

শিরীষবৃক্ষের নাম ও গুণ।

শিরীষ, প্লবগ, বিপ্র, শুকবৃক্ষ, কপীতন, মৃদুপুষ্প, শ্যামবর্ণ, ভণ্ডীর, শঙ্খিনী-

আর্ত্তগলনামগুণাঃ।

আর্গটঃ স্যাদার্ত্তগলো বহুকণ্টঃ প্রঘর্ষণঃ।
আর্গটস্তুবরঃ শীতো ব্রণশোধনরোপণঃ॥ ১৬॥

বেতসনামানি।

বেতসো বঞ্জুলো নম্রো বানীরো দীর্ঘপত্রকঃ।
নাদেয়ো মধ্যপুষ্পোঽন্যস্তোয়কামো নিকুঞ্জকঃ॥ ১৭॥

জলবেতসনামানি।

জলৌকাসম্ভূতোঽম্ভোজো নিচুলো জলবেতসঃ॥ ১৮॥

ইজ্জলনামানি।

ইজ্জলো হিজ্জলো গুচ্ছঃ ফলা স্যাৎ কচ্ছপোলিকা॥ ১৯

কলিঙ্গ, শুক্রতরু, লোমশপুষ্পক, কপীতক, শ্যামল, মধুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, শিখিনীফল, ভণ্ডী ও শুকপ্রিয় }, এই শব্দ সমূহ শিরিষের নাম। শিরীষ—শীতল, চিত্রকারক এবং বিষ, বিসর্প ও শোথনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চট্‌কা বলে॥১৫॥

আর্ত্তগলের নাম ও গুণ।

আর্গট, আর্ত্তগল, বহুকণ্ট, প্রঘর্ষণ, { অর্ত্তগল, নীলাম্লান, বালা, আর্ত্তগলা, নীলপুষ্প, ছাদন ও দাসী }, এই শব্দ সমূহ আর্ত্তগলের নাম। আর্ত্তগল—কষায়, শীতল, ব্রণশোধক ও ক্ষতপূরক। ইহাকে হিন্দীভাষায় "কালাকোরাঠ" বলে॥ ১৬॥

বেতসের ও জলবেতসের নাম।

বেতস, বঞ্জুল, নম্র, বানীর, দীর্ঘপত্রক, নাদেয়, মধ্যপুষ্প, { রথ, অভ্র, পুষ্প, বিদুল, শীত, গন্ধপুষ্প, বঞ্জুলপ্রিয়, রথাভ্র, বেতসী, নিচুল, কলন, মঞ্জরীজাভ্র, সুষেণগন্ধপুষ্পক }, এই সকল শব্দ বেতসের নাম। তোয়কাম, নিকুঞ্জক, জলৌকাসম্ভূত, নিচুল, অম্ভোজ, জলবেতস, { নিকুঞ্চক, পরিব্যাধি, নাদেয়া }। এই সকল শব্দ জলবেতসের নাম॥ ১৭-১৮॥

হিজ্জলবৃক্ষের নাম।

ইজ্জল, হিজ্জল, গুচ্ছ, ফলা, কচ্ছপোলিকা, { নিচুল, হিজ্জ, নদীকান্ত, শালিচুল, অম্বুজ, ধনদ, কান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, রক্ত ও কার্ম্মুক }, এই সকল শব্দ হিজ্জলবৃক্ষের নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হিজল ও হিজলে এবং হিন্দীভাষায় "ইজর" ও "[illegible]" [illegible]

বেতসাদিগুণাঃ।

বেতসঃ শীতলো দাহশোফার্শোযোনিরুগ্‌ব্রণান্।
হন্তি বীসর্পকৃচ্ছ্রাস্রপিত্তাশ্মরীকফানিলান্॥ ২০॥
জলজো বেতসঃ শীতঃ সংগ্রাহী বাতকোপনঃ।
ইজ্জলস্তদ্‌গুণঃ প্রোক্তো বিশেষাদ্বিষনাশনঃ॥ ২১॥

শ্লেষ্মান্তকনামগুণাঃ।

শ্লেষ্মান্তকঃ কর্ব্বূদারঃ পিচ্ছলো ভূতপাদপঃ।
শেলুঃ শৈলুশ্চ শৈলূকঃ শৈলিকো দ্বিজকুৎসিতঃ॥ ২২॥
শ্লেষ্মান্তকো বিষস্ফোটব্রণবীসর্পকুষ্ঠজিৎ।
কেশ্যোষ্ণস্তৎফলং বৃষ্যং বাতপিত্তক্ষয়াস্রজিৎ॥ ২৩॥

পিলুনামগুণাঃ।

পীলুঃ শতসহস্রাংশী তীক্ষ্ণস্তু করভপ্রিয়ঃ।
সহস্রাঙ্গী গুড়ফলস্তৎফলং পীলু পীলুজম্॥ ২৪॥

বেতসাদির গুণ।

বেতস—শীতল, এবং দাহ, শোথ, অর্শ, যোনিরোগ, ব্রণ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বাতনাশক। জলবেতস—শীতল, সংগ্রাহী ও বাত-প্রকোপক। হিজ্জল—জলবেতসের গুণযুক্ত এবং বিষনাশক॥ ২০–২১॥

শ্লেষ্মান্তকের নাম ও গুণ।

শ্লেষ্মান্তক, কর্ব্বূদার, পিচ্ছল, ভূতপাদপ, শেলু, শৈলু, শৈলুক, শৈলিক, দ্বিজকুৎ, সিত, { শ্লেষ্মাস্ত, শ্লেষ্মাতক, বহুবার, পিচ্ছিল, শীতফল, শাকট, গন্ধপুষ্প, বহুবারীক, উদ্দাল, উদ্দালক ও সেলু }, এই শব্দ সমূহ শ্লেষ্মান্তকের নাম। শ্লেষ্মান্তক, বিষ, বিস্ফোট, ব্রণ, বীসর্প ও কুষ্ঠনাশক, কেশের উপকারী ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহার ফল—বৃষ্য এবং বাত, পিত্ত, ক্ষয় ও দুষ্টরক্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বহুয়ার ও বোয়া, এবং হিন্দীভাষায় "লিসোড়া" ও "কুছিলা" বলে॥ ২২–২৩॥

পীলুর নাম ও গুণ।

পীলূষ্ণং দীপনং ভেদি রক্তপিত্তকরং লঘু।
গুল্মার্শঃপ্লীহবাতাশ্মকফহারি রসায়নম্ ॥ ২৫ ॥

শাকনামগুণাঃ।

শাকঃ খরচ্ছদো ভূমিসহো দীর্ঘচ্ছদো মতঃ।
শাকঃ শ্লেষ্মানিলাস্রঘ্নো গর্ভসন্ধানদো হিমঃ ॥ ২৬ ॥

শালনামগুণাঃ।

শালঃ সর্জ্জরসঃ সর্জ্জঃ শ্রীকৃষ্ণারিশ্চ পত্রকঃ।
শালো গ্রাহী ব্রণশ্লেষ্মদগ্ধরুন্নুগ্বিষদ্ধিমঃ ॥ ২৭ ॥

ফলের নাম পীলু, ও পীলুজ। পীলু—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, ভেদক, রক্ত বর্দ্ধক, পিত্তজনক, লঘু এবং ইহা দ্বারা গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, বাত, অশ্মরী ও কফ নষ্ট হয়, অপিচ ইহা রসায়ন ॥ ২৪–২৫ ॥

শাকবৃক্ষের নাম ও গুণ।

শাক, খরচ্ছদ, ভূমিসহ, দীর্ঘচ্ছদ, { শাকাখ্য, অনিল, অর্ণ, মহাপত্র, শাক-তরু, শাকবৃক্ষ, শাকাখ্য, খরপত্র, অর্জ্জুনোপম, ক্রকচপত্র, শরপত্র, অতিপত্র, মহীরুহ, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠিত, স্থিরসার ও গৃহদ্রুম }, এই সমুদায় শব্দ শাকবৃক্ষের পর্য্যায়। শাকবৃক্ষ—কফ, অনিল ও দুষ্টরক্তনাশক, গর্ভসন্ধায়ক এবং শীতল। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শেগুণ ও শাকুনগাছ বলে ॥ ২৬ ॥

শালবৃক্ষের নাম ও গুণ।

শাল, সর্জ্জরস, সর্জ্জ, শ্রীকৃষ্ণারি, পত্রক, { কার্ষ্য, অশ্বকর্ণক, শস্যশম্বর, সস্য-সম্বর, উপমেত, দীর্ঘশাখ, জলদাশন, লতাতরু, লতাশঙ্খ, শঙ্কুতরু, শঙ্কুবৃক্ষ, কল, কললজোদ্ভব, বল্লীবৃক্ষ, কিরপর্ণ, রালকার্ষ্য, অজকর্ণক, অষ্টকর্ণ, কষায়ী, ললন, বংশ, গান্ধবৃক্ষক, রালনির্য্যাস, দিব্যসার, সুরেষ্টক, অগ্নিবল্লভ, শূর, যক্ষধূপ, সিদ্ধক, শস্যসম্বরণ ও সাল }, এই শব্দ সমূহ শালবৃক্ষের নামান্তর। শালবৃক্ষ—গ্রাহী, ব্রণ, কফ, দগ্ধজনিত বেদনা ও বিষনাশক এবং শীতল। [illegible]

তমালনামগুণাঃ।

তমাল উক্তস্তাপিচ্ছঃ কালস্কন্ধো সিতদ্রুমঃ।
তম্‌ালস্তদ্‌গুণঃ শোথদাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

খদিরনামগুণাঃ।

খদিরো রক্তসারঃ স্যাৎ গায়ত্রী বালপত্রকঃ।
খদিরঃ শ্বেতসারোহন্যঃ কার্ম্মুকঃ কুব্জকণ্টকঃ ॥ ২৯ ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কৃমিমেহজ্বরব্রণান্‌।
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্রপাণ্ডুকুষ্ঠকফান্‌ জয়েৎ ॥ ৩০ ॥
নির্য্যাসস্তস্য মধুরো বল্যঃ শুক্রবিবর্দ্ধনঃ।
সারস্তু বিশদো বল্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ ॥ ৩১ ॥

তমালবৃক্ষের নাম ও গুণ।

তমাল, তাপিচ্ছ, কালস্কন্ধ, সিতদ্রুম, { তাপিঞ্জ, তাপিস্থ, কৃষ্ণস্কন্ধ, তম, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল ও মহাবল }, এই শব্দ সমূহ তমালের নামান্তর। তমাল—শালবৃক্ষের গুণযুক্ত, অধিকন্তু শোথ, দাহ ও বিস্ফোটনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তমালগাছ বলে ॥ ২৮ ॥

খদিরের নাম ও গুণ।

খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, বালপত্রক, { বালতনয়, দন্তধাবন, পথিদ্রুম, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম. প্রসব, যূপদ্রু, বালপত্র, কর্কটী, জিহ্বাশল্য, কুষ্ঠহৃৎ. বলিপত্র, খণ্ডপত্রী, ক্ষিতিদ্রুম, সুশল্য, চক্রকটক, যজ্ঞাঙ্গ, হিজ্জাশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, বহুশল্য, বহুসার ও যাজ্ঞিক }, এই সকল শব্দ খদিরের নাম। ইহাকে খয়ের গাছ বলে। শ্বেতসার, কার্ম্মুক, কুব্জকণ্টক, { কদর ও সোমবল্কল }, এই কতিপয় শব্দ শ্বেত খদিরের নাম। ইহাকে পাপড়ীখয়ের বলে। খদির—শীতল, দন্তরোগে হিতকর এবং ইহা দ্বারা কৃমি, মেহ, ব্রণ, শ্বিত্র { কুষ্ঠরোগ বিশেষ } শোথ, দাহ, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফ বিনষ্ট হয়। ইহার নির্য্যাস ([illegible])

ইরিমেদনামগুণাঃ।

ইরিমেদো বিট্‌খদিরো গোধাস্কন্ধোঽহরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রনুৎ।
হন্তি কণ্ডুবিষশ্লেষ্মক্রিমিকুষ্ঠব্রণান্ জয়েৎ॥ ৩২॥

বব্বূলনামগুণাঃ।

বব্বূলঃ কিঙ্করালঃ স্যাৎ পীতকঃ পীতপুষ্পকঃ।
বব্বূলঃ কফনুদ্‌গ্রাহী কুষ্ঠকৃমিবিষাপহঃ।
রক্তপিত্তীকষায়েণ পিবন্তি দিনসপ্তকম্॥ ৩৩॥

বীজকনামগুণাঃ।

বীজকোঽশনকঃ সৌরী প্রিয়ঃ কাম্যোঽলকপ্রিয়ঃ॥ ৩৪॥
বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্পশ্বিত্রমেহজ্বরক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তানি ত্বগ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥ ৩৫॥

বিট্‌খদিরের নাম ও গুণ।

ইরিমেদ, বিট্‌খদির, গোধাস্কন্ধ, অরিমেদক, { অরিমেদ, বিট, দ[illegible]মেদ, অসিমেদ, ক্রিমিশাত্রব, গিরিমেদ, মরুদ্রুম, কালস্কন্ধ, রিমেদ, অ[illegible]সার, পূ[illegible]মেদ, ও অহিমেদক }, এই শব্দ সমূহ বিট্‌খদিরের নাম। বিট্‌খদির—কষায় রস-বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, দুষ্টরক্ত, কণ্ডূ, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গুয়েবাব্‌লা বলে॥ ৩২॥

বব্বূলের নাম ও গুণ।

বব্বূল, কিঙ্করাল, পীতক, পীতপুষ্পক, { যুগলাক্ষ, কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, গোশৃঙ্গ, বর্ব্বূর, পঙ্‌ক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্টক, কফান্তক, দৃঢ়বীজ, অজভক্ষ, বর্ব্বোল, কিঙ্কিরাত, কিঙ্কিরাট, রক্ত, ষট্‌পদমোহিনী, বাবল, সূক্ষ্মপত্র ও স্বর্ণপুষ্প }, এই শব্দ সমূহ বব্বূলের নাম। বব্বূল—কফনাশক, গ্রাহী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ-নাশক। ইহার ক্বাথ ৭ সাত দিবস মাত্র সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাব্‌লা বলে॥ ৩৩॥

পীতসাল বৃক্ষের নাম ও গুণ।

বীজক, অশনক, সৌরী, প্রিয়, কাম্য, অলকপ্রিয়, { অশন, পীতসার, পীতসালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও [illegible]

তিনসনামগুণাঃ।

তিনসঃ স্পন্দনো নেমী সর্ব্বসারোঽশ্মগন্ধকঃ।
তিনসঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্রমেদঃকুষ্ঠপ্রমেহনুৎ॥ ৩৬॥

ভূর্জ্জপত্রনামগুণাঃ।

ভূর্জ্জো ভূজো বহুপুটো মৃদুত্বগ্লেখ্যপত্রকঃ।
ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্মকর্ণরুগ্রক্তপিত্তজিৎ॥ ৩৭॥

পলাশনামগুণাঃ।

পলাশঃ কিংশুকঃ কিম্মী যাজ্ঞিকো ব্রহ্মপাদপঃ।
ক্ষীরশ্রেষ্ঠো রক্তপুষ্পঃ ত্বব্রতঃ সমিদুত্তমঃ॥ ৩৮॥
পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষগ্রহণ্যর্শঃক্রিমীন্ হরেৎ॥ ৩৯॥

রক্তপিত্ত রোগনাশক, চর্ম্মরোগে হিতকর, কেশের উজ্জ্বলতাবিধায়ক এবং রসায়ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পিয়াশাল এবং হিন্দীভাষায় "বিজয়াসার" বলে॥ ৩৪-৩৫॥

তিনিশবৃক্ষের নাম ও গুণ।

তিনিস, স্পন্দন, নেমী, সর্ব্বসার, অশ্মাঙ্কক, { তিনিশ, তিনাশক, স্যন্দনদ্রুম, অক্ষক, চিত্রকম্বা, স্যন্দন, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃত, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, ভস্মগর্ভ, রথ, রথিক, মেঘী, জলধর ও স্যন্দনি }, এই সকল শব্দ তিনিশ বৃক্ষের নাম। তিনিশ—শ্লেষ্মা, পিত্ত, দুষ্টরক্ত, মেদঃ, কুষ্ঠ ও মেদরোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিনিশ বলে॥ ৩৬॥

ভূর্জ্জপত্রের নাম ও গুণ।

ভূর্জ্জ, ভুজ, বহুপুট, মৃদুত্বক, লেখ্যপত্রক, { ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জপত্রক, জদপত্র, বল্কদ্রুম, সুচর্ম্মা, চিত্রত্বক্, বিন্দুপত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুপত্র, মৃদুচর্ম্মি, শৈলেন্দ্রস্থ, চর্ম্মদ্রুম, ছত্রপত্র, শিবি, শিবচ্ছদ, মৃদুত্বক্, দলনির্ম্মোক, ছদ্মশী, বিদ্যাদল, পত্রপুষ্পক ও বহুত্বক্ }, এই সকল শব্দ ভূর্জ্জপত্রের নাম। ভূর্জ্জপত্র—ভূত, গ্রহ, শ্লেষ্মা, কর্ণরোগ ও রক্তপিত্ত নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভুজ্জিপত্র বলে॥ ৩৭॥

পলাশের নাম ও গুণ।

পলাশ, কিংশুক, কিম্মী, যাজ্ঞিক, ব্রহ্মপাদপ, ক্ষীরশ্রেষ্ঠ, রক্তপুষ্প, ত্বব্রত,

তৎপুষ্পং কফপিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিদ্ গ্রাহি শীতলম্।
ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃকৃমিদুষ্টকফাপহং ॥ ৪০ ॥

ধবনামগুণাঃ।

ধবো নন্দিতরুর্গৌরঃ শকটাক্ষো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতপ্রমেহাস্রপাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ ॥ ৪১ ॥

ধন্বননামগুণাঃ।

ধন্বনো গোত্রবিটপী ধর্ম্মণো গোত্রপুষ্পকঃ।
ধন্বনঃ কফপিত্তাস্রকাসজিত্তুবরো লঘুঃ ॥ ৪২ ॥

সর্জ্জনামগুণাঃ।

সর্জ্জোঽজকর্ণঃ স্বেদঘ্নো লতাবৃক্ষঃ কুদেহকঃ।
সর্জ্জো বর্ণ্যঃ কফস্বেদমলপিত্তকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

নামান্তর। পলাশ—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, সারক, উষ্ণ এবং ব্রণ, গুল্ম, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ, ক্রিমিরোগ নাশক ও ভগ্নাস্থিসন্ধায়ক। ইহার পুষ্প—কফ, রক্ত পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, গ্রাহী এবং শীতল। ইহার ফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং মেহ, অর্শ, কৃমি, দুষ্টবাত ও কফ নাশক ॥ ৩৮—৪০ ॥

ধববৃক্ষের নাম ও গুণ।

ধব, নন্দিতরু, গৌর, শকটাক্ষ, ধুরন্ধর, { শাকটাক্ষ, দৃঢ়তরু, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, শুকাঙ্গ, পাণ্ডুতরু, ধবল, ঘট, স্থির ও ধোর }, এই শব্দ সমূহ ধববৃক্ষের নামান্তর। ধববৃক্ষ—শীতল এবং প্রমেহ, দুষ্টরক্ত, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ নাশক। হিন্দীভাষায় ইহাকে "ধাউয়া" ও "ধাউ" বলে। ৪১।

ধন্বনবৃক্ষের নাম ও গুণ।

ধন্বন, গোত্রবিটপী, ধর্ম্মণ, গোত্রপুষ্পক, { পিচ্ছলত্বক্, রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ, পিচ্ছলক ও রুক্ষস্বাদুফল }, এই শব্দ সমূহ ধন্বনবৃক্ষের নাম। ধন্বন—কফ, রক্তপিত্ত ও কাসনাশক, কষায়রস বিশিষ্ট ও লঘু। প্রচলিত বঙ্গ-ভাষায় ইহাকে ধাসুল্কি বলে। ৪২।

সর্জ্জ বৃক্ষের নাম ও গুণ।

সর্জ্জ, অজকর্ণ, স্বেদঘ্ন, লতাবৃক্ষ ও কুদেহক, এই শব্দ সমুদায় সর্জ্জবৃক্ষের নাম। সর্জ্জ—বর্ণকারক এবং কফ, স্বেদ, মল, পিত্ত ও কৃমি [illegible]

শাখোটনামগুণাঃ।

শাখোটঃ স্যাৎ পীতফলশ্ছাগী ক্ষীরবিনাশনঃ।
শাখোটো বাতরক্তাস্রকফবাতাতিসারজিৎ ॥ ৪৪ ॥

বরুণনামগুণাঃ।

বরুণো বরণঃ শ্বেতঃ শাকবৃক্ষঃ কুমারজঃ।
বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাস্রমারুতান্।
নিহন্তি গুল্মবাতাস্রকৃমিশোথাংশ্চ দীপনঃ ॥ ৪৫ ॥

জিঙ্গিণীনামগুণাঃ।

জিঙ্গিণী ভিঙ্গিণী জিঙ্গী সুনির্য্যাস চ মোটকী।
জিঙ্গিণী ব্রণহৃদ্রোগবাতাতিসারজিৎ কটুঃ।
উষ্ণা তস্যাস্তু নির্য্যাসো ন স্বাদু বাহুব্যথাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

শাখোটক বৃক্ষের নাম ও গুণ।

শাখোট, পীতফল, ছাগী, ক্ষীরবিনাশন, { পিশাচবৃক্ষ, কর্কশচ্ছদ, শঙ্খিনীবাস, ভূতবৃক্ষ, সকট, অগধর, করচ্ছদ, গবাক্ষী, ঘূকাবাস, শাখোটক, কক্ষপত্র, পীত, কৈশিক্যোজঃ, ক্ষীরনাশ ও পীতফলক }, এই সকল শব্দ শাখোটক বৃক্ষের নাম। শাখোটক—বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, কফ, বাত ও অতীসাররোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শাঁড়া ও শেওড়া এবং হিন্দীভাষায় "সাহাড়া" বলে ॥ ৪৪ ॥

বরুণ বৃক্ষের নাম ও গুণ।

বরুণ, বরণ, শ্বেত, শাকবৃক্ষ, কুমারক, { সেতু, তিক্তশাক, কুমার, অপ্সরীয়, সেতুক, বরাণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, সীধুবৃক্ষ ও মারুতাপহ }, এই শব্দ সমূহ বরুণবৃক্ষের নাম। বরুণ—পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, অগ্নিপ্রদীপক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, দুষ্টরক্ত, বাত, গুল্ম, বাতরক্ত, কৃমি ও শোথ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বর্ণে ও বরুণগাছ বলে। ৪৫।

জিঙ্গিণীর নাম ও গুণ।

জিঙ্গিণী, ভিঙ্গিণী, জিঙ্গী, সুনির্য্যাস, মোটকী, { ঝিঙ্গী ও প্রমোদিনী }, এই শব্দ সমূহ জিঙ্গিণীর নাম। জিঙ্গিণী—ব্রণ, হৃদ্রোগ ও বাতাতিসার নাশক, কটু

শল্লকীনামগুণাঃ।

শল্লকী বল্লকী মোচো গজভক্ষা মহারুহা।
গন্ধবীরা কুন্দুরুকী সুস্রাবা বনকর্ণিকা।
শল্লকী ব্রণপিত্তাস্রশ্লেষ্মাপিত্তাতিসারজিৎ ॥ ৪৭ ॥

ইঙ্গুদনামগুণাঃ।

ইঙ্গুদো ভল্লকো বৃক্ষঃ কণ্টকস্তাপসদ্রুমেঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রমীন্।
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নঃ তৎফলং কফবাতজিৎ ॥ ৪৮ ।

কটম্ভরনামগুণাঃ।

কটম্ভরশ্চারুশৃঙ্গী কটভী তৃণশৈগুকঃ।
কটম্ভরঃ প্রমেহাস্রনাড়ীব্রণবিষক্রমীন্ ॥ ৪৯ ॥

শল্লকীর নাম ও গুণ।

শল্লকী, বল্লকী, মোচী, গর্জভক্ষা, মহারুহা, গন্ধবীরা, কুন্দুরুক, সুস্রাবা, বনকর্ণিকা, { সুরভি, রসা, সুবহা, মহেরুণা, হলাদিনী, গজপ্রিয়া, গজাশনা, গজভক্ষ্যা, সুরভী, মহেরণা, সিল্লকী, সল্লকী, সিহ্লকী, সিহ্লভূমিকা, অশ্বমূত্রী, কুন্তী, অস্ত্রফলা, করকা, মুখমোহা, সুগন্ধা, সুরভিস্রবা, রসা ও হ্লাদা }, এই শব্দ সমূহ শল্লকীর নামান্তর। শল্লকী—ব্রণ, রক্তপিত্ত, কফ, পিত্ত ও অতীসার বিনাশ করে। হিন্দীভাষায় ইহাকে "শালই" বলে ॥ ৪৭ ॥

ইঙ্গুদের নাম ও গুণ।

ইঙ্গুদ, ভল্লক, বৃক্ষ, কণ্টক, তাপসদ্রুম, { ইঙ্গুদী, তাপসতরু, ইঙ্গুল, হিঙ্গুপত্র, বিষকণ্ট, অনিলান্তক, গৌরত্বক্, তন্দুপত্র, শূলারি, বিসঙ্কট, তীক্ষ্ণকণ্ট, তৈলফল, পূতিগন্ধ, বিগন্ধক, ক্রোষ্টুফল, অঙ্গারবৃক্ষ ও তিক্তক }, এই শব্দ সমূহ ইঙ্গুদবৃক্ষের নাম। ইঙ্গুদ—কুষ্ঠরোগ, ভূতাদিগ্রহ, ব্রণ, বিষ ও ক্রিমিরোগনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শ্বিত্রনাশক ও শূলঘ্ন। ইহার ফল—কফঘ্ন ও বাতপ্রণাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ইঙ্গোট এবং কেহ কেহ জিয়াপুতা বলিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

কটম্ভরবৃক্ষের নাম ও গুণ।

কটম্ভর, চারুশৃঙ্গী, কটভী, তৃণশৈগুক, { কণ্টকশিরীষ, কিণিহি, শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও রোহিণী }, এই শব্দ সমূহ কটম্ভর বৃক্ষের নাম। কটম্ভর—প্রমেহ, দুষ্টরক্ত, নাড়ীব্রণ, বিষক্রিমি[illegible]

হন্ত্যষ্ণঃ কফকুষ্ঠঘ্নঃ তৎফলং কফশুক্রনুৎ।
নির্য্যাসাঽস্য গুরুর্ব্বৃষ্যো বলকৃদ্বাতনাশনঃ॥ ৫০॥

মুষ্ককনামগুণাঃ।

মুষ্ককো মোক্ষকো ঘুণ্টী শিখরী ক্ষুদ্রপাটলা।
মোক্ষকঃ কফবাতঘ্নো গ্রাহী গুল্মবিষকৃমীন্॥ ৫১॥
হন্ত্যষ্ণো বস্তিরুক্কণ্ডূস্তৎপুষ্পং কফপিত্তজিৎ।
নির্য্যাসোঽস্য পরং বৃষ্যঃ শোষপিত্তানিলাপহঃ॥ ৫২॥

পারিভদ্রনামগুণাঃ।

পারিভদ্রো নিম্ববৃক্ষো রক্তপুষ্পঃ প্রভদ্রকঃ।
কণ্টকী পারিজাতঃ স্যান্মন্দারঃ কটিকিংশুকঃ।
পারিভদ্রঃ কৃমিশ্লেষ্মমেদঃ কফানিলাপহঃ॥ ৫৩॥

ইহার ফল—কফঘ্ন ও শুক্রনাশক ও চক্ষুরোগ নিবারক। ইহার নির্য্যাস—গুরু, বৃষ্য, বলকর এবং বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁটাশিরীষ, কড়ই ও ছুইকাঁটা বলে॥ ৪৯-৫০॥

মুষ্ককবৃক্ষের নাম ও গুণ।

মুষ্কক, মোক্ষক, ঘুণ্টী, শিখরী, ক্ষুদ্রপাটল, { মুষ্ক, মোচক, মুঙ্কক, গৌলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী, বিষাপহ, জটাল, জলবাসি, সুতীক্ষ্ণক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, গোলাঢ়, ঝাটল, মোক্ষ, গোলিহ, ঘন্টা, পাটলি, ঘণ্টাক, লাট, তীক্ষ্ণ, ঘণ্টক, কাষ্ঠপাটলি, ক্ষালাহালী, কাচস্থালী ও কালঘণ্টা }, এই সকল শব্দ মুষ্ককবৃক্ষের নাম। মুষ্কক—কফ ও বাতঘ্ন, গ্রাহী, গুল্ম, বিষ ও কৃমিনাশক, উষ্ণ এবং বস্তিগতরোগ, কণ্ডূ বিনাশক। ইহার পুষ্প—কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। ইহার আঠা—অত্যন্ত বলকর এবং শোষ, পিত্ত ও বাতব্যাধিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘণ্টাপারুল এবং হিন্দীভাষায় “মোষা” বলে॥ ৫১–৫২॥

পারিভদ্রের নাম ও গুণ।

পারিভদ্র, নিম্ববৃক্ষ, রক্তপুষ্প, প্রভদ্রক, কণ্টকী, পারিজাত, মন্দার, কটিকিংশুক, { পারিভদ্রক, নিম্বতরু, পারিজাসক, রক্তপুষ্পক, ক্রিমিশত্রু, রক্তকুসুম, কৃমিঘ্ন, বহুপুষ্প ও রক্তকেশর }, এই শব্দ সমূহ পারিভদ্রের নামান্তর। পারি-

শাল্মলীনামগুণাঃ।

শাল্মলী তুলিনী মোচা কুক্কুটী রক্তপুষ্পিকা।
কণ্টকাঢ্যা স্থূলদলা পিচ্ছলা চিরজীবিনী ॥ ৫৪ ॥
শাল্মলী শীতলা বৃষ্যা বৃংহণী রক্তপিত্তজিৎ।
নির্য্যাসোঽস্য পরং বৃষ্যঃ শোথপিত্তানিলাস্রজিৎ।
রসায়নবরা স্নিগ্ধ তৎপুষ্পং গ্রাহি পিত্তজিৎ ॥ ৫৫ ॥

তুণিনামগুণাঃ।

তুণিঃ কুঠের আপীতস্তন্নুকো নন্দিপাদপঃ।
তুণিঃ গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তহঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপর্ণনামগুণাঃ।

সপ্তপর্ণো গুচ্ছপুষ্প ছত্রী শাল্মলিপত্রকঃ।
সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠহরঃ সরঃ ॥ ৫৭ ॥

শীমুলগাছের নাম ও গুণ।

শাল্মলী, তুলিনী, মোচা, কুক্কুটী, রক্তপুষ্পিকা, কণ্টকাঢ্যা, স্থূলদল, পিচ্ছলা, চিরজীবনী, {শাল্মলিকা, শাল্মলি, শাল্মলিনী, পিচ্ছিলা, তুলিফলা, পূরণী, স্থিরায়ু, দুরারোহা, শাল্মল, অপূরণী, নির্গন্ধপুষ্পী, শরতুলিনী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকারী, মোচনী, শীমল, চণ্ডা, রুন্দলা, চিরজীবী, রক্তোৎপল, রম্যপুষ্প, বহুবীর্য্য, যমদ্রুম, দীর্ঘদ্রুম, স্থিররূল, দীর্ঘায়ু, কণ্টকাস্থ, শাল্মলি ও শাল্মলী }, এই সকল শব্দ সীমুলের নাম। সীমুল—শীতল, বৃষ্য, বীর্য্যজনক ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহার নির্য্যাস—অতিশয় বলকর, শোথ, পিত্ত, বাতনাশক, রসায়নশ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ। ইহার পুষ্প—গ্রাহি এবং পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সিমুল ও পাকুড়া বলে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

তূণিবৃক্ষের নাম ও গুণ।

তূণি, কুঠের, আপীত, তন্নুক, নন্দিপাদপ, { তূণী, তূল, তূদ, ব্রহ্মাশাক, ব্রাহ্মণেষ্ট, পুষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃত্তক ও প্রমুক } এই শব্দ সমুদায় তূণিবৃক্ষের নাম। তূণি—মলরোধক, শীতল, বৃষ্য এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তুঁত বলে ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপর্ণের নাম ও গুণ।

সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প, ছত্রী, শাল্মলিপত্রক [illegible]

হারিদ্রকনামগুণাঃ।

হারিদ্রকঃ পীতবর্ণঃ শ্রীমান্ গৌরদ্রুমো বরঃ।
হারিদ্রকঃ কফহরো ব্রণশোধনরোপণঃ ॥ ৫৮ ॥

করঞ্জনামগুণাঃ।

করঞ্জো নক্তমালঃ স্যাৎ নক্তাহ্বো ঘৃতবর্ণকঃ।
পূতীকোঽন্যঃ পূতিকর্ণঃ প্রকীর্ণশ্চিরবিল্বকঃ ॥ ৫৯ ॥
করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষজিৎ।
কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শোব্রণক্রিমিকফাপহঃ ॥ ৬০ ॥
তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃক্রিমিকুষ্ঠজিৎ।
তৎপত্রং কফবাতার্শঃক্রিমিশোথহরং পরম্ ॥ ৬১ ॥
করঞ্জী কাকতিক্তা চ বয়স্যাঙ্গারবল্লরী।
করঞ্জিকোষ্ণবাতার্শঃক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহনুৎ ॥ ৬২ ॥

নাশ, শুক্তিপর্ণ, গ্রহাশী, গুৎসপুচ্ছ, শক্তিপর্ণ, সুপর্ণক, অযুক্চ্ছদ, অযুগ্মচ্ছদ, যুগ্মপর্ণ, মুনিচ্ছদ, বহুলত্বক্, গন্ধিপর্ণ, বহুপর্ণ ও মদগন্ধক }, এই শব্দ সমুদয় সপ্তপর্ণের নাম। সপ্তপর্ণ—ব্রণ, শ্লেষ্মা, বাত ও কুষ্ঠনাশক এবং সারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছাতিম, ছেত্তেন এবং হিন্দীভাষায় "ছনিবন্" বলে ॥ ৫৭ ॥

হারিদ্রকের নাম ও গুণ।

হারিদ্রক, পীতবর্ণ, শ্রীমান্, গৌরদ্রুম ও বর, এই কয়েকটী শব্দ হারিদ্রকের নাম। হারিদ্রক—কফনাশক, ব্রণশোধনকারক এবং ইহাদ্বারা ব্রণ পুরিয়া উঠে। ইহা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ ॥ ৫৮ ॥

করঞ্জের নাম ও গুণ।

করঞ্জ, নক্তমাল, নক্তাহ্ব ও ঘৃতবর্ণক, এই কয়েকটী শব্দ করঞ্জের নাম। পূতীক, পূতিকর্ণ, প্রকীর্ণ ও চিরবিল্বক, এই কয়েকটী শব্দ অন্যপ্রকার করঞ্জের নাম। করঞ্জ ৬ প্রকার যথা—ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ, মাকড়াকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ ও অম্লকরঞ্জ। করঞ্জ—কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, যোনিদোষনাশক এবং ইহা কুষ্ঠরোগ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফ বিনাশ করে।

তিরিগিচ্ছিনামগুণাঃ।

তিরিগিচ্ছির্গজকণ্টকঃ করঞ্জী ক্ষীরিণী দ্বিপঃ।
তিরিগিচ্ছির্ব্বলাসার্শঃকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহহৃৎ ॥ ৬৩ ॥

শমীনামগুণাঃ।

শমীতুঙ্গাশঙ্কুফলা পবিত্রা কেশহৃৎফলা।
লক্ষ্মী শিবান্যাধিমতী ভূশমী শঙ্করাহ্বয়া ॥ ৬৪ ॥
শমী শীতা লঘুশ্বাসকুষ্ঠার্শঃকফহৃৎ সরা।
তৎফলং পিত্তলং রুক্ষং মেধ্যং কেশবিনাশনম্ ॥ ৬৫ ॥

টিণ্ঠিণীনামগুণাঃ।

শমীষিকা টিণ্ঠিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
টিণ্ঠিণী কফকুষ্ঠার্শঃসন্নিপাতবিষাপহাঃ ॥ ৬৬ ॥

করঞ্জী, কাকতিক্তা, বয়স্থা, অঙ্গারবল্লরী, { উদকীর্ষা, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবরুণী, মর্কটী, বায়সী ও করঞ্জিকা }, এই সকল শব্দ করঞ্জিকার নাম। ইহা উষ্ণবাত, অর্শ, কৃমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহরোগ নিবারণ করে। ইহা একপ্রকার করঞ্জ বিশেষ। হিন্দীভাষায় ইহাকে অরাবী বলে ॥ ৫৯-৬২ ॥

তিরিগিচ্ছির নাম ও গুণ।

তিরিগিচ্ছি, গজকণ্ট, করঞ্জী, ক্ষীরিণী ও দ্বিপ, এই কয়েকটী শব্দ তিরিগিচ্ছির নাম। তিরিগিচ্ছি—কফ, অর্শ, কৃমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ নাশক। ইহা বৃক্ষ বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

শমীর নাম ও গুণ।

শমী, তুঙ্গা, শক্তুফলা, পবিত্রা, কেশহৃৎফলা, লক্ষ্মী, শিবা, { মুক্তফলা, কাকনারি, শক্তুফলী, সক্তুফলী, কচরিপফলা, কেশমথনি, ঈশানী, তপনতনয়া, ইষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতদমনী, সক্তুফল্লি, সমুদ্রা, অগ্নিগর্ভা, সমীর, ঈশান, মঙ্গল্যা, সুরভি, পাপশমনী, ভদ্রা, শঙ্করা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা ও সুখদা }, এই সকল শব্দ শমীর নাম।

আধিমতী, ভূশমী ও শঙ্করাহ্বয়া, এই শব্দত্রয় ভূশমীর নাম। শমী—শীতল, লঘুপাকী, শ্বাসনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, অর্শনাশক, কফনাশক ও ভেদক। ইহার ফল—পিত্তবর্দ্ধক, রূক্ষ, মেধাজনক ও কেশনিবারক ॥ ৬৪-৬৫ ॥

টিণ্ঠিণীর নাম ও গুণ।

শমীষিকা, টিণ্ঠিণিকা, দুর্ব্বলা, অম্বুশিরীষিকা, ও { টিণ্ঠিনী }, এই সকল শব্দ টিণ্ঠিণীর নাম। টিণ্ঠিণী—কফ, কুষ্ঠ, অর্শ, সন্নিপাত ও বিষনাশক। প্রচলিত

অরিষ্টকনামগুণাঃ।

অরিষ্টকো গর্ভপাতো কুম্ভবীর্য্যশ্চ ফেনিলঃ।
কৃষ্ণবীজো রক্তবীজঃ পীতফেনোঽর্থসাধনঃ।
অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্ন উষ্ণোগর্ভগ্রহাপহঃ॥ ৬৭॥

শিংশপানামগুণাঃ।

শিংশপা কপিলা কৃষ্ণসারামণ্ডল পত্রিকা।
অন্যা কুশিংশপা ভস্মপিঙ্গলা স্যাদ্বসাদনী॥ ৬৮॥
শিংশপোষ্ণা হরেন্মেহান্ কুষ্ঠশ্বিত্রবমিকৃমীন্।
বস্তিরুগ্ব্রণদাহাস্রগর্ভগূঢ়নিপাতিনী॥ ৬৯॥

অগস্ত্যনামগুণাঃ।

অগস্ত্যো বঙ্গসেনাহ্বঃ মধুশিগ্রুর্ম্মুনিদ্রুমঃ।
অগস্ত্যঃ পিত্তকফজিন্নিদাঘশর্ম্মনো হিমঃ।
তৎপুষ্পং নীলমশ্লেষ্মপিত্তনক্তান্ধ্যনাশনঃ॥ ৭০॥

অরিষ্টকের নাম ও গুণ।

অরিষ্টক, গর্ভপাত, কুম্ভবীর্য্য, ফেনিল, কৃষ্ণবীজ, রক্তবীজ, পীতফেন, অর্থসাধন ও অরিষ্ট, এই সকল শব্দ অরিষ্ট করঞ্জের নাম। ইহা ত্রিদোষনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং গর্ভগ্রহনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রীঠেকরঞ্জ এবং কেহ কেহ ভুরীঠে বলে॥ ৬৭॥

শিংশপাবৃক্ষের নাম ও গুণ।

শিংশপা, কপিলা, কৃষ্ণসারা, মণ্ডলপত্রিকা, { পিচ্ছিলা, অগুরু, ভস্মগর্ভা, অগুরু, শিংশপা, যুগ্মপত্রিকা, কৃষ্ণা, পিপলা, বীরা, রালাম্বুকার্য্যা, ধূমস্রিকা ও শ্যামা }, এই সকল শব্দ শিংশপার নাম। কুশিংশপা, ভস্মপিঙ্গলা ও বসাদনী, এই শব্দত্রয় অন্যবিধ শিংশপার নাম। শিংশপা—উষ্ণবীর্য্য এবং মেহ, কুষ্ঠ, ধবলকুষ্ঠ, বমি, কৃমি, বস্তিরোগ, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও মূঢ়গর্ভরোগ নিবারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শিশুকাষ্ঠ এবং হিন্দিভাষায় "শীসব" বলে॥ ৬৮–৬৯॥

বকপুষ্পবৃক্ষের নাম ও গুণ।

অগস্ত্য, বঙ্গসেনাহ্ব, মধুশিগ্রু, মুনিদ্রুম, { বক, অগস্তি, শিববল্লী, পাণ্ডুপাত,

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
অন্যোঽভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণ-
শ্চিত্রোঽয়ং ললিতপদৈর্ব্বটাদিবর্গঃ॥ ৭১॥

ইতি পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

বকবৃক্ষের নাম। বকবৃক্ষ—পিত্ত, কফ ও দাহনাশক এবং শীতল। ইহার পুষ্প—পীনস, কফ, পিত্ত ও রাত্র্যন্ধতা নাশক॥ ৭০॥

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ প্রচণ্ড যোদ্ধৃসম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে পদ্যছন্দে গ্রথিত বটাদিবর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

ভ্রমোচ্ছলদ্বর্দ্ধরিকাগ্রপিষ্টিং মন্দস্মিতং বেণুনিনাদরক্তম্।
গোপালিকানাঙ্করতালিকাভির্নৃত্যন্মহস্তৎ পরমং স্মরামি॥ ১॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

ভ্রমনৃত্যহেতু উচ্ছলিত বর্দ্ধরিকার (নূপুরের) অগ্রপেষক (অগ্রভাগাকর্ষক), মৃদুমন্দ হাস্যকারী, বেণু নিনাদে অনুরক্ত এবং গোপিগণের করতালীর সহিত নৃত্যকারী, এমন সেই পরম তেজঃস্বরূপ কৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি॥ ১॥

দ্রাক্ষাদিবর্গঃ।

দ্রাক্ষানামগুণাঃ।

দ্রাক্ষা মধুফলা স্বাদ্বী হারহুরফলোত্তমা।
মৃদ্বীকা মধুযোনিশ্চ রসালা গোস্তনী গুড়া॥ ২॥
দ্রাক্ষা পক্বা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাসবান্তিবাতাস্রকামলাঃ॥ ৩॥
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসম্মোহদাহশোষমদাত্যয়ান্।
আমা সাল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥ ৪॥
নির্বীর্য্যাহন্যা লঘুদ্রাক্ষা গোস্তনীসদৃশা গুণৈঃ।
দ্রাক্ষাপর্ব্বতজা লঘু সাম্লশ্লেষ্মাল্পপিত্তনুৎ॥ ৫॥

পক্বাপক্বশুষ্কাম্লাম্রনামগুণাঃ।

আম্রশ্চূতো রসালোহসৌ সহকারোহতিসৌরভঃ।
মাকন্দঃ পিকবন্ধুঃ স্যাদ্রসালঃ কামবল্লভঃ॥ ৬॥

দ্রাক্ষাফলাদিবর্গ।

দ্রাক্ষার নাম ও গুণ।

দ্রাক্ষা, মধুফলা, স্বাদ্বী, হারহুর, ফলোত্তমা, মৃদ্বীকা, মধুযোনি, রসালা, গোস্তনী, গুড়া, { কৃষ্ণা, চারুফলা, রসা, মধুরসা, যক্ষ্মঘ্নী, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা ও অমৃতফলা }, এই শব্দ সমূহ দ্রাক্ষার নাম। পক্ব দ্রাক্ষা—ভেদক, শীতল, চক্ষুরোগে হিতকর, বীর্য্যজনক, গুরু এবং তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বমি, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, সম্মোহ (ভ্রমবোধ), দাহ, শোষ ও মদাত্যয়রোগ বিনাশক। কাঁচাদ্রাক্ষা—পক্বদ্রাক্ষা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত এবং গুরু। অম্ল-রসাত্মক দ্রাক্ষা—রক্তপিত্তনাশক। গোস্তনীদ্রাক্ষা—বীর্য্যকর, গুরু, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। বীজহীন লঘু দ্রাক্ষা—গোস্তনীর সদৃশ উপকারক। পর্ব্বত প্রদেশে সঞ্জাত দ্রাক্ষা—অত্যন্ত লঘু কিন্তু তাহা অম্লরসসংযুক্ত হইলে কফ ও রক্তপিত্ত-নাশক বলিয়া জানিবে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় লঘু দ্রাক্ষাকে কিসমিস্ ও গোস্তনীকে মনেক্কা (মতান্তরে আঙ্গুর) এবং হিন্দীভাষায় দ্রাক্ষাকে "দাখ" এবং পারস্যভাষায় "আঙ্গুর" বলে॥ ২–৫॥

আম্রের নাম ও গুণ।

আম্রো গ্রাহী প্রমেহাস্রকফপিত্তব্রণান্ জয়েৎ।
তৎফলম্বালমত্যম্লং রুক্ষন্দোষত্রয়াস্রজিৎ॥ ৭॥
পক্কন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং হৃদ্যং বলপ্রদম্।
গুরু বাতহরং রুচ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্।
রসস্তস্য সরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বলবর্ণকৃৎ॥ ৮॥
সহকারঞ্চ বাতঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মবিনাশনম্।
কষায়ং মধুরং বৃষ্যং গুরু স্নিগ্ধং বিশেষতঃ॥ ৯॥
পক্কাম্রং জনয়েদায়ুর্ম্মাংসশুক্রবলপ্রদম্।
শুষ্কাম্রন্তু কষায়াম্লং ভেদনং কফবাতজিৎ॥ ১০॥

জম্বূনামগুণাঃ।

মহাজম্বূ রাজজম্বূর্ম্মহাস্কন্ধা বৃহৎফলা।
ক্ষুদ্রজম্বূর্বীরপত্রা মেঘাভা কামবল্লভা॥ ১১॥

বসন্তদ্রু পিকপ্রিয়, স্ত্রীপ্রিয়, গন্ধবন্ধু, অলিপ্রিয়, শরেষ্ট মদিরাশী, কেশবায়ুধ, পরমাসব, কীরেষ্ট, কামশর, মাধবদ্রুম, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মাধুলী, বসন্তদূত, অম্লফল, মেদোদ্ধ্য, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, পিকরাগ, প্রিয়ম্বু ও কোকিলাবাস }, এই শব্দ সমূহ আম্রের নাম। আম্র—গ্রাহী এবং প্রমেহ, দুষ্টরক্ত, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক। ইহার কাঁচা কচিফল—অত্যন্ত অম্লরসাত্মক, রুক্ষ এবং ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নিবারক। পক্ক-আম্র—মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, বলপ্রদ, গুরু, বাতনাশক, রুচিকর, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকারক, শীতল এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক। ইহার রস—সারক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলকর, ও কান্তিজনক। মিষ্ট আম্র—বাত, পিত্ত ও কফনাশক, কষায় রসাত্মক, বলকর, গুরু, স্নিগ্ধ, বিশেষতঃ আয়ু, মাংস, শুক্র ও বলোৎপাদক। শুষ্কাম্র—কষায়, অম্ল, ভেদক, কফঘ্ন ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় আম্রকে আম ও আঁব এবং শুষ্কাম্রকে আম্সী ও আমচুর বলে॥ ৬–১০॥

ত্রিবিধ জম্বুর নাম গুণ।

মহাজম্বু, রাজজম্বূ, মহাস্কন্ধা, বৃহৎফলা, { মহাজম্বু, স্বর্ণমাতা, পিকপ্রিয়া, কোকিলেষ্টা, মহানীলী, জম্বুল, ফলেন্দ্র, নন্দ ও সুরভিপত্র }, এই শব্দ কয়েকটী মহাজম্বুর নাম। ক্ষুদ্রজম্বু, বীরপত্রা, মেঘাভা, কামবল্লভা,

নাদেয়ী স্যাৎ ক্ষুদ্রফলা তৎফলজম্বুজাম্ববম্।
জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রূক্ষা কফপিত্তব্রণাস্রজিৎ ॥ ১২ ॥
রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্।
ক্ষুদ্রজম্বূফলন্তদ্বৎ বিশেষাদ্দাহনাশনম্ ॥ ১৩

নারিকেলনামগুণাঃ।

নারিকেলো দৃঢ়ফলো মহাবৃক্ষো মহাফলঃ।
তৃণরাজস্তৃণফলস্তৃণাহ্বো দৃঢ়বীজকঃ ॥ ১৪ ॥
নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বৃষ্যং বাতপিত্তাস্রদাহজিৎ ॥ ১৫ ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যন্দীপনং শুক্রলং লঘু।
তৎপাদপশিরোমজ্জা শুক্রলো বাতপিত্তজিৎ ॥ ১৬ ॥

নাদেয়ী, ক্ষুদ্রফলা, { ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, সূক্ষ্মপত্র, বনজম্বু ও জম্বুকা } এই সমুদায় শব্দ বনজম্বুর নাম। ইহার ফলকে জম্বু ও জাম্বব বলে। রাজজম্বুফল—স্বাদু, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুচিকর। ক্ষুদ্রজম্বু—রাজজম্বুর গুণযুক্ত অধিকন্তু দাহনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় জম্বুকে জাম, রাজজম্বুকে বড় জাম ও জামরুল বলে, ক্ষুদ্রজম্বুকে ক্ষুদেজাম এবং বনজম্বুকে বনজাম ও ভামজাম বলে ॥ ১১–১৩ ॥

নারিকেলের নাম ও গুণ।

নারিকেল, দৃঢ়ফল, মহাবৃক্ষ, মহাফল, তৃণরাজ, তৃণফল, তৃণাহ্ব, দৃঢ়বীজক, { লাঙ্গলী, নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেলী, নারীকারী, নারিকেলী, মহাপুষ্প, শিরঃফল, মৃদুফল, পুটোদক, নালিকের, রসফল, সুতুঙ্গ, কূর্চ্চশেখর, দৃঢ়নীর, নীলতরু, মঙ্গল্য, উচ্চতরু, দাক্ষিণাতরু, স্কন্ধতরু, দুরারোহ, ত্র্যম্বকফল, শিরাফল, করকাম্ভাঃ, পয়োধর, মৎকুণ, কৌশিকফল, কলমুণ্ড, মুণ্ডফল, চটাফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নাড়ীকেল, নারকের, সুভঙ্গ, ফলকেশর, বরফল, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ ও স্কন্ধফল }, এই শব্দ সকল নারিকেলের নামান্তর। নারিকেলফল—শীতল, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, বৃষ্য এবং বাত, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক। ইহার জল—শীতল, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং লঘু। ইহার [illegible]

খর্জ্জূরিকানামগুণাঃ।

শ্রেণী খর্জ্জূরিকাবৃক্ষঃ শ্রীফলা দ্বীপসম্ভবা।
পিণ্ডখর্জ্জূরিকা খর্জ্জূর্দুঃপ্রধর্ষা সুকণ্টকা॥ ১৭॥
অন্যা স্কন্ধফলা স্বাদ্বী দুরারোহমৃদুচ্ছদা।
ভূমিখর্জ্জূরিকা কাককর্কটী কামুকর্কটী॥ ১৮॥
খর্জ্জূরিকাফলং শীতং স্বাদু স্নিগ্ধং ক্ষতাস্রজিৎ।
বল্যং হন্তি মরুৎপিত্তং মদমূর্চ্ছামদাত্যয়ান্॥ ১৯॥
তস্মাদল্পগুণং জ্ঞেয়মন্যং খর্জ্জূরিকাফলম্।
তন্মজ্জা মূর্দ্ধজঃ শীতো বৃষ্যঃ পিত্তাস্রদাহজিৎ॥ ২০॥

শিলেমানীনামগুণাঃ।

শিলেমানী পরা লোকে মৃদুলা তিবরীফলা।
শিলেমানী শ্রমভ্রান্তিদাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তনুৎ॥ ২১॥

ত্রিবিধ খর্জ্জূরের নাম ও গুণ।

শ্রেণী, খর্জ্জূরিকাবৃক্ষ, শ্রীফলা, দ্বীপসম্ভবা, পিণ্ডখর্জ্জূরিকা, খর্জ্জূ, দুষ্প্রধর্ষা, সুকণ্টকা, { পিণ্ডখর্জ্জূরী, রাজজম্ব, পিণ্ডী, ফলমুদ্গরিকা, দীপ্যা, সপিণ্ডা, মধুরস্রবা, ফলপুষ্পা, দহভক্ষা, স্বাদুপিণ্ডা }, এই শব্দগুলি পিণ্ডখেজুরের নাম। স্কন্ধফলা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, ভূমিখর্জ্জূরিকা, কাককর্কটী, কামুকর্কটী, { খরস্কন্ধা, নিঃশ্রেণী, কষায়, যবনেষ্টা, হরিপ্রিয়া ও স্বাদুমস্তকা }, এই সকল বন্য-খেজুরের নাম। গোস্তনাকার ছোহারা নামক অন্য এক প্রকার খেজুর আছে, দ্বীপান্তরে অর্থাৎ আরবাদি দেশে জন্মে। পিণ্ডখেজুর পশ্চিম দেশে উৎপন্ন হয়। বনখেজুর প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। পিণ্ডখেজুর ফল—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, উরঃক্ষত ও রক্তনাশক, বলকর এবং বাত, পিত্ত, মদাত্যয়, মূর্চ্ছা ও মত্ততানাশক। সর্ব্বত্রজ বনখেজুর—পিণ্ডখেজুর অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। ইহার মস্তকের মজ্জা (মাথী)—শীতল, বলজনক, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক বলিয়া জানিবে॥ ১৭-২০॥

শিলেমানীর নাম ও গুণ।

শিলেমানী, মৃদুলা, তিবরীফলা, { সুনেপালী ও দলহীনফলা }, এই শব্দ কয়েকটী শিলেমানীর নামান্তর। শিলেমানী—শ্রম, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্ত-পিত্ত নাশক। ইহা এক প্রকার পিণ্ডখেজুর জাতীয়॥ ২১॥

কদলীনামগুণাঃ।

কদলি গ্রন্থিনী মোচা রম্ভা বীরায়তচ্ছদা।
কদলী বারণী পুষা রম্ভামোচা মহাফলা॥ ২২॥
কদলী যোনিদোষাশ্মরক্তপিত্তহরা হিমা।
তৎকন্দঃ শীতলো বল্যঃ কেশ্যঃ পিত্তকফাস্রজিৎ॥ ২৩॥
তৎফলং মধুরং শীতং বিষ্টম্ভি কফকৃদ্ গুরুঃ।
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃট্দাহক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ॥ ২৪॥

দাড়িমনামগুণাঃ।

দাড়িমী রক্তকুসুমা দন্তবীজা শুকপ্রিয়া।
দাড়িমন্দীপনং হৃদ্যং রোচনং নাতিপিত্তলম্॥ ২৫॥

কদলীর নাম ও গুণ।

কদলি, গ্রন্থিনী, মোচা, রম্ভা, বীরা, আয়তচ্ছদা, কদলী, বারণী, পুষা, রম্ভা-মোচা, মহাফলা, { বারণবুসা, অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, কদল, বারণবুষা, বারবুষা, সুফলা, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, সুকুমারা, নিঃসারা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, সৎপত্রী, নগরৌষধি, মোচক, রোচক, লোচক, কদলক, বারণবল্লভা, চর্ম্মণ্বতী, তন্তুবিগ্রহা, বারণা; অম্বুসারা, অংশমতীফলা }, এই শব্দ সমুদায় কদলীর নামান্তর। কদলী—যোনি-দোষ, অশ্মরী ও রক্তপিত্তনাশক ও শীতল। ইহার কন্দ (কলার এঁটে)—শীতল, বলকর, কেশের হিতকর ও পিত্ত, কফ ও দুষ্টরক্তনাশক। ইহার ফল (কলা)—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভি, কফকর, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বাতনাশক। সুবর্ণ কদলী, মর্ত্তমান কদলী, অমৃতকদলী, চম্পককদলী, প্রভৃতি ভেদে কদলী বিবিধ প্রকার; এই সকল কদলী অতীব গুণশালী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কদলীকে কলা, যাবনিক ভাষায় কেলা, পারস্য-ভাষায় মবেজ্ ও হিন্দীভাষায় কেরা এবং কদলীকন্দকে বঙ্গভাষায় কলারএটে ও ও হিন্দীভাষায় কেরাকন্দ্ বলে। ২২-২৪।

দাড়িম্বের নাম ও গুণ।

দাড়িমী, রক্তকুসুমা, দন্তবীজা, শুকপ্রিয়া, { দাড়িম, পিণ্ডপুষ্প, করক, দাড়িম্ব, পর্ব্বকট, স্বাদ্বম্ল, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, শুকবল্লভ, মুখবল্লভ, রক্ত-পুষ্প ডালিম, শুকাদন, দাড়িমীসার, ফলসাড়ব, ফলষাড়ব, রক্তবীজ, মধুফলা, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, সুফল, কল্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র ও নীলপত্রক }, এই শব্দ সমূহ দাড়িম্বের নাম। দাড়িম—অগ্নি-

কষায়ানুরসস্তাহি দ্বিবিধা হ্যম্লবেতবৎ।
তয়োঃ স্বাদু ত্রিদোষঘ্নমম্লবাতবলাস্রজিৎ।
শুষ্কাম্লং দাড়িমীসারঃ ফু ট্টিতং কফবাতহৃৎ॥ ২৬॥

কতকনামগুণাঃ।

কতকস্য ফলন্নেত্র্যং জলনির্ম্মলকারকম্।
বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরঙ্গুরু॥ ২৭॥

বদরী নামগুণাঃ।

বদরী কর্কটী মোচা কোরণ্টী যুগ্মকণ্টকা।
অন্যা স্নিগ্ধাচ্ছবক্রোশাফলা সৌবীরিকা পরা॥ ২৮॥
হস্তিকোলিঃ পরা ত্বন্যা লঘ্বী কর্কন্ধুঃ কীধুকা।
বদরী শীতলা তিক্তা রুক্ষা পিত্তকফাপহা।
বদরন্তপরং লোকে ফেনিলং কুবলং কুহম্॥ ২৯॥

দীপক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক, অম্ল কষায় রসবিশিষ্ট ও মলরোধক। ইহা স্বাদু ও অম্লভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে স্বাদু—ত্রিদোষঘ্ন এবং অম্ল—কফ ও বাতনাশক। শুষ্ক অম্লদাড়িমের ছালের ক্বাথ—কফঘ্ন ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডালিম, হিন্দীভাষায় আনার এবং পারস্যভাষায় বেদানা বলে॥ ২৫–২৬॥

কতকফলের নাম ও গুণ।

কতক, কতকফল, { রক্ত, অম্বুপ্রসাদ, তিক্তফল, নির্ম্মাল্য, ক্ষচ্য, ছেদনীর, গুচ্ছফল ও তিক্তমরিচ } এই শব্দ সকল কতকফলের নামান্তর। কতকফল—চক্ষুরোগে হিতকর, জল নির্ম্মলকারক, বাতনাশক, কফঘ্ন, শীতল, মধুর, কষায় রসাত্মক ও গুরু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নির্ম্মলী ফল বলে॥ ২৭॥

বদরীর (কুলের) নাম ও গুণ।

বদরী, কর্কটী, মোচা, কোরণ্টী ও যুগ্মকণ্টকী, { কোলা, কোলী, কুবলী, স্বাদুফল, গৃধ্রনখী ও পিচ্ছলা }, এই শব্দ সকল বদরীর নাম। স্নিগ্ধা, ছবকোশাফলা ও সৌবীরিকা, এই কয়েকটী শব্দ অন্যবিধ বদরীর নাম। হস্তিকোলি, লঘ্বী, কর্কন্ধু, কীধুকা, { গোপঘোণ্টী, বদরীচ্ছদা শৃগালকোলি, বাদির, ঘোণ্টা ও গোপঘোণ্টা } এই শব্দ সমূহ শেয়াকুলের নাম। বদরী—শীতল, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তনাশক ও কফঘ্ন। বদর, ফেনিল, কুবল,

কর্কন্ধু হ্রস্ববদরং বরটঞ্চ ধুকন্ধুকম্।
পক্কমাংসঞ্চ মধুরং মতং সৌবীরকং মহৎ ॥ ৩০ ॥
বদরং লঘু সংগ্রাহি রুচ্যমুষ্ণং সমীরজিৎ।
কফপিত্তকরং তদ্বৎ কোলং গুরু সরং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্।
বৃংহণং পিত্তদাহাস্রক্ষততৃষ্ণানিলাপহম্।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ ॥ ৩২ ॥
কর্কন্ধুমধুরং স্নিগ্ধং গুরু পিত্তানিলাপহম্।
মরুৎপিত্তহরো মজ্জা বৃষ্যো বীর্য্যবলপ্রদঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষীরীনামগুণাঃ।

ক্ষীরী ক্ষত্রিয়রাজাহ্বা রাজাদনফলাশিনী।
রাজন্যঃ স্তম্ভনোঽন্যাশ্বচিবুকো মুচিলিণ্টকঃ ॥ ৩৪ ॥
ক্ষীরবৃক্ষফলং শীতং স্নিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্।
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তিক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ ॥ ৩৫ ॥

কুহ, কর্কন্ধু, হ্রস্ববদর, বরট ও ধুকন্ধুক, এই সকল শব্দ অন্যবিধ ছোট কুলের নাম। কুল—পচ্যমানাবস্থায় মধুর হয়। বড়কুল—লঘু, সংগ্রাহী, রুচিজনক, বাতনাশক এবং কফ ও পিত্তনাশক। ছোট কুলও বড় কুলের গুণযুক্ত, অধিকন্তু গুরু ও রেচক। সৌবীর বদর—শীতল, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং পিত্ত, দাহ, দুষ্টরক্ত, তৃষ্ণা ও বাতনাশক। সর্ব্ববিধ শুষ্ককুল—ভেদক, অগ্নিজনক, লঘু এবং তৃষ্ণা, ক্লম ও দুষ্টরক্তনাশক। শেয়াকুল—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, পিত্তঘ্ন ও বাতনাশক। কুলের মজ্জা—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, বৃষ্য, বীর্য্যজনক ও বলপ্রদ ॥২৮–৩৩॥

ক্ষীরীবৃক্ষের নাম ও গুণ।

ক্ষীরী, ক্ষত্রিয়রাজাহ্বা ও রাজাদনফলাশিনী, এই কয়েকটী শব্দ ক্ষীরীবৃক্ষের নাম। রাজন্য, স্তম্ভন, অশ্বচিবুক ও মুচিলিণ্টক, এই শব্দ কতিপয় অন্যবিধ ক্ষীরবৃক্ষের নাম। ক্ষীরবৃক্ষের ফল—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, বলপ্রদ এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তপিত্ত নাশক ॥ ৩৪–৩৫ ॥

চারনামগুণাঃ।

চারো ধনুঃপটঃ শালঃ প্রিয়ালো মুনিবল্লভঃ।
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু ॥ ৩৬ ॥
স্নিগ্ধং সরম্মরুত্পিত্তদাহতৃষ্ণাক্ষতাপহম্।
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ শুকলঃ পিত্তবালজিৎ ॥ ৩৭ ॥

পরুষকনামগুণাঃ।

পরুষকো মৃদুফলঃ পরুষো রোষণঃ পরঃ।
পক্বষকঙ্কষায়াম্লমামপিত্তকর লঘু ॥ ৩৮ ॥
পক্বন্তু মধুরম্পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃহণম্।
হৃদ্যা তৃট্পিত্তদাহাস্রক্ষতক্ষয়সমীরনুৎ ॥ ৩৯ ॥

তিন্দুকনামগুণাঃ।

তিন্দুকঃ স্পন্দনঃ স্ফূর্জ্যঃ কালসারশ্চ রাবণঃ।
কাকপীলুঃ কুপীলুঃ স্যাদপরো বিষতিন্দুকঃ ॥ ৪০ ॥

পিয়ালবৃক্ষের নাম ও গুণ।

চার, ধনুঃপট, শাল, প্রিয়াল, মুনিবল্লভ, { অথট্ট, ললন, চারক, বহুকল্ক, সমদ্রু, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, মোক্ষবীর্য্য, দ্রুমল্লক, খরস্কন্ধ, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু, ধনুষ্পট, প্রিয়ালক, পিয়ালক, রক্তোতন, সন্নদ্রুম, ধনুঃ, পটি ও ভ্রস্বনক }, এই সকল শব্দ পিয়ালের নামান্তর। পিয়াল—পিত্ত, কফ ও দুষ্টনাশক। ইহার ফল—মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং বাত, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও ক্ষতনাশক। ইহার ফলের নাম চিরৌঞ্জী ও চিরঞ্জী। ইহার মজ্জা—মধুর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বাতনাশক ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পরুষকবৃক্ষের নাম ও গুণ।

পরূষক, মৃদুফল, পরুষ, রোষণ, পর, { নাগদলোপম, গিরিপীলু, পরাবত, নীলচর্ম্ম, নীলমণ্ডল, পরাপর ও অল্পাস্থি }, এই শব্দ সমূহ পরুষকের নামান্তর। কাঁচা পরুষকফল—কষায়, অম্ল, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। পক্ক পরুষফল—পাকে মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভজনক, বৃংহণ, হৃদ্য এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও বাত বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ফল্‌ষা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে “ফরূষা” বলে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

তিন্দুকের নাম ও গুণ।

তিন্দুক, স্পন্দন, স্ফূর্জ্য, কালসার, রাবণ, { তিন্দুকী, তিন্দুকি, তিন্দুল, স্ফূর্জক, কালস্কন্ধ, শিতিসারক, কেন্দু, তিন্দু, অতিমুক্তক, নীলসার, স্ফূর্জক,

তিন্দুকো ব্রণবাতঘ্নস্তৎসারঃ পিত্তরোগজিৎ।
আমমস্য ফলং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু॥ ৪১॥
পক্বং পিত্তপ্রমেহাস্রশ্লেষ্মঘ্নং বিশদং গুরু।
কাকতিন্দুকমপ্যেবং বিশেষাদ্ গ্রাহি শীতলম্॥ ৪২॥

কিঙ্কিণীনামগুণাঃ।

কিঙ্কিণীলো ব্যাঘ্রপাদো দেবদারুঃ চরঃ ক্বচিৎ।
কিঙ্কিণী তুবরা তিক্তা পিত্তশ্লেষ্মহরা হিমা।
তৎফলং বাতলং ত্বামম্পক্বং স্বাদু ত্রিদোষজিৎ॥ ৪৩॥

আরুকনামগুণাঃ।

আরুকং বীরসেনং তজ্জাতিভেদাচ্চতুর্বিধম্।
আরুকং জারকং বাতমেহার্শঃকফনাশনম্॥ ৪৪॥

রামণ ও স্ফূর্জ্জন }, এই শব্দ সমূহ তিন্দুকের নাম। তিন্দুকত্বক্—ব্রণনাশক ও বাতঘ্ন। ইহার সার—পিত্তরোগ নাশক। ইহার কাঁচাফল—মলরোধক, লঘু, বাতবর্দ্ধক ও শীতল। ইহার পাকাফল—পিত্ত, প্রমেহ, দুষ্টরক্ত ও কফনাশক, বিশদ ও গুরু। কাকপীলু, কুপীলু, বিষতিন্দুক, { কাকতিন্দু, কাকপীলুক, কাকেন্দু, কুলক্ক, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ্জ, কাকাহ্ব ও কাকবীজক }, এই শব্দ সমুদায় বিষতিন্দুকের নাম। বিষতিন্দুক—পূর্ব্বোক্ত তিন্দুকের গুণযুক্ত, অধিকন্তু ইহা গ্রাহী ও শীতল। প্রচলিত বঙ্গভাষায় তিন্দুককে গাব ও হিন্দীভাষায় "তেঁদু" এবং বিষতিন্দুককে মাকড়াগাব এবং হিন্দীভাষায় "মাকড়াতেঁদু" বলে॥ ৪০—৪২॥

বিকঙ্কতবৃক্ষের নাম ও গুণ।

কিঙ্কিণীল, ব্যাঘ্রপাদ, দেবদারু, চরু, { বিকঙ্কত, বৈকঙ্কত, পূত, কিঙ্কিণী, জীয়ব্রহ্মপাদপ, দন্তকাষ্ঠ, হিমক, শ্রুবাদ্রুম, মৃদুফল, পিণ্ডার, গোপঘোণ্ট, বহুফল, কণ্টপাদ, মধুপর্ণী, শ্রুগ্দারু, ব্যাঘ্রপাৎ, গ্রন্থিল, শ্রুবাবৃক্ষ, স্বাদুকণ্টক, কণ্টপত্র, স্রুগ্দারু, কিঙ্কিরী, কণ্টকারী, ধ্রুতিস্কর, যজ্ঞবৃক্ষ ও কণ্টকী }, এই শব্দ সমূহ বিকঙ্কতবৃক্ষের নামান্তর। বিকঙ্কত—কষায়রসযুক্ত, তিক্ত, পিত্তঘ্ন, কফনাশক ও শীতল। ইহার কাঁচাফল—বাতবর্দ্ধক। ইহার পাকাফল—স্বাদু ও ত্রিদোষঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বুঁচ এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে "কান্টাই" বলে॥৪৩॥

আরুক বৃক্ষের নাম ও গুণ।

আরুক, বীরসেন, { বীরক, ও বীরারুক }, এই শব্দ সমূহ

মধুকনামগুণাঃ।

মধূকো মধুকস্তীক্ষ্ণঃ সারশ্চ গুড়পুষ্পকঃ।
গোলাফলো মধুকাষ্ঠো মধুকোষ্ঠো মধুদ্রুমঃ॥ ৪৫॥
মধুকান্যো হ্রস্বফলো মধুরো দীর্ঘপুষ্পকঃ।
মধুকঃ কফবাতঘ্নঃ কষায়ো ব্রণরোপণঃ॥ ৪৬॥
তৎপুষ্পং মধুরম্বল্যং শীতলং গুরু বৃংহণম্।
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তজিৎ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্রদাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্॥ ৪৭॥

পনসনামগুণাঃ।

পনসঃ কণ্টকিফলঃ শ্বাসহা গর্ভকণ্টকঃ।
পনসং শীতলং পক্কং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥ ৪৮॥

আরুক—পত্রপুষ্পাদিভেদে চতুর্ব্বিধ জাতীয়। আরুক—পরিপাচক এবং বাত, মেহ, অর্শ ও কফনাশক। এই বৃক্ষ হিমালয় প্রদেশে জন্মে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে আরু বলে॥ ৪৪॥

মধুক বৃক্ষের নাম ও গুণ।

মধুক, মধুক, তীক্ষ্ণসার, গুড়পুষ্পক, গোলাফল, মধুকোষ্ঠ, মধুকোষ্ঠ, মধুদ্রুম, { বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধু, মধুপুষ্প, মধুস্রব, মধুবার, মধ্বল, রোধ্রপুষ্প, মাধব, জলজোত্র ও মধুলক }, এই শব্দ সমূহ মধুক বৃক্ষের নাম। হ্রস্বফল, মধুর ও দীর্ঘপুষ্পক, এই শব্দত্রয় অন্যবিধ মধুকের নাম। মধুক—কফঘ্ন, বাতনাশক, কষায় ও ব্রণপূরক। ইহার পুষ্প—মধুর, বলকর, শীতল, গুরু ও বীর্য্যজনক। ইহার ফল—শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, অতৃপ্তিকর এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, দাহ, শ্বাস, উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মৌল ও মৌয়া বলে॥ ৪৫–৪৭॥

পনসের নাম ও গুণ।

পনস, কণ্টকিফল, শ্বাসহা, গর্ভকণ্টক, { কণ্টাফল, আশ্রয়, সুরজফল, পলস, ফলস, চম্পকালু, চম্পাকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, মূলফলদ, অপুষ্পফল, পুতফল, পনশ, পনসতালিকা, অতিবৃহৎফল ও কণ্টকীফল }, এই সকল শব্দ পনসের নাম। পাকপনসফল—শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রজনক এবং পিত্ত, বাত, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।

বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলন্তুবরং লঘু॥ ৪৯॥

লকুচনামগুণাঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো গ্রন্থিমৎফলঃ।
লকুচং গুরু বিষ্টম্ভি স্বাদ্বম্লং রক্তপিত্তকৃৎ।
শ্লেষ্মকারি সমীরঘ্নমুষ্ণং শুক্রাগ্নিনাশনম্॥ ৫০॥

তালনামগুণাঃ।

তালো ধ্বজো দুরারোহস্তৃণরাজো মহাদ্রুমঃ।
তালঃ শীতো মরুৎপিত্তব্রণজিন্মদশুক্রকৃৎ॥ ৫১॥
তৎফলং শীতলম্বল্যং স্নিগ্ধং স্বাদুরসং গুরু।
বিষ্টম্ভি বাতপিত্তাস্রক্ষতদাহক্ষতাপহম্।
বীজং মূত্রকরং বৃষ্যং বাতপিত্তহরং হিমম্॥ ৫২॥

ইহার কাঁচাফল (ইচোড়)—বিষ্টম্ভজনক, বাতবর্দ্ধক, কষায়রসাত্মক ও লঘু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁঠাল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "কটহর" বলে। ৪৮—৪৯॥

লকুচ ফলের নাম ও গুণ।

লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ, গ্রন্থিমৎফল, { লিকচ, ডহু, শূর, স্থূলস্কন্ধ, দৃঢ়-বল্কল, কার্শ্য, শাল, কষায়ী, নিকুচ, অম্লক, ও ঐরাবত }, এই শব্দ সমূহ লকুচের নাম। লকুচ—গুরু, বিষ্টম্ভী, মধুর, অম্ল, রক্তপিত্তজনক, কফজনক, বাতঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রঘ্ন ও অগ্নিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ডেও, ড্যাবল ও মন্দার এবং হিন্দিভাষায় ইহাকে ডইর ও "ডইহার বলে॥ ৫০॥

তালের নাম ও গুণ।

তাল, ধ্বজ, দুরারোহ, তৃণরাজ, মহাদ্রুম, { লেহপত্র, মহোন্নত, তন্তুনির্য্যাস, আসবদ্রু, দীর্ঘদ্রু, করপত্রবান্, তরুরাজ, গুচ্ছপত্র, দীর্ঘপত্র, দীর্ঘপাদপ, ধ্বজদ্রুম, মদাঢ্য, মধুরস, দীর্ঘপত্র, পত্রী, দীর্ঘতরু, ভূমিপিশাচ, তালদ্রুম ও দ্রুমেশ্বর }, এই শব্দ সমূহ তালবৃক্ষের নাম। তাল—শীতল, বাত, পিত্ত ও ব্রণনাশক এবং মত্ততা ও শুক্রজনক। ইহার ফল—শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ, স্বাদুরসযুক্ত, বিষ্টম্ভী এবং বাত, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, দাহ ও ক্ষতনাশক। ইহার বীজ (আঠাঁরশাঁস)—মূত্রবর্দ্ধক, বলকর, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও শীতল॥ ৫১—৫২॥

খর্ব্বূজনামগুণাঃ।

খর্ব্বূজং ফলরাজং স্যাদমৃতাহ্বং দশাঙ্গুলম্ ॥ ৫৩ ॥
খর্ব্বূজং মূত্রলম্বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু।
স্নিগ্ধং স্বাদুকরং শীতং বৃষ্যম্পিত্তানিলাপহম্ ॥ ৫৪ ॥
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ।
রক্তপিত্তকরন্তৎ তু মূত্রকৃচ্ছ্রহরম্পরম্ ॥ ৫৫ ॥

সেবনামগুণাঃ।

হিমং স্যন্দনকং স্নিগ্ধং মূত্রলং স্বাদু শীতলম্।
ত্বগ্দাহমন্তর্দাহঞ্চ হৃৎকম্পান্ পিত্তসম্ভবান্ ॥ ৫৬ ॥
হরেত্তৎ সঞ্চিতমলং জ্বরঘ্নন্ত বিষাপহম্।
মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সেবিফলং তথা ॥ ৫৭ ॥
ফলঞ্চ সিকিতাপূর্ব্বং বাতপিত্তহরং গুরু।
বৃংহণং কফকৃদ্ বৃষ্যং স্বাদু পাকরসং হিমম্ ॥ ৫৮ ॥

খর্ব্বূজের নাম ও গুণ।

খর্ব্বূজ, ফলরাজ, অমৃতাহ্ব, দশাঙ্গুল, { ষড়্ভুজা, ষড়্রেখা, তিক্তা, মধুফলা, বৃত্তকর্কটী, তিক্তফলা, মধুপাকা ও দগ্মুখা }, এই সকল শব্দ খর্ব্বূজের নাম। খর্ব্বূজ—মূত্রবর্দ্ধক, বলজনক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, মধুর রসাত্মক, শীতল, বীর্য্যকর এবং পিত্ত ও বাতনাশক। বিবিধ খর্ব্বূজের মধ্যে যে খর্ব্বূজ অম্ল ও মধুররসসংযুক্ত ও সক্ষার, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রজনক ॥ ৫৩–৫৫ ॥

সেবিফলের নাম ও গুণ।

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব, সেবিফল ও সিকিতাফল ও { সেবিত }, এই শব্দ কয়েকটী সেবিফলের নাম। সেবিফল—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু, বৃংহণ, কফকর, বীর্য্যজনক, পাকে মধুর, মধুররসাত্মক, হিমকর, শীতল, কফাদিস্রাবক, স্নিগ্ধ, মূত্রবর্দ্ধক, স্বাদু, শীতবীর্য্য এবং ইহাদ্বারা গাত্রদাহ, অন্তর্দাহ, পিত্তসম্ভূত হৃৎকম্প, সঞ্চিত মল, জ্বর ও বিষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার কুলজাতীয় ফল বিশেষ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে “সেও” বলে ॥ ৫৬–৫৮ ॥

অমৃতনামগুণাঃ।

অন্যদম্ভঃ ফলঞ্চান্যো মহৎসিঞ্চিতিকাফলম্।
অমৃতং গুরু বাতঘ্নং স্বাদ্বম্লং রুচিশুক্রকৃৎ।
অপরং সেবগুণকৃৎ বিশেষাৎ তু বরং হিমম্॥ ৫৯॥
অমৃতাহ্বং রুচিফলং লঘুবিল্বফলাকৃতি।
অমৃতং গুরু বাতঘ্নং স্বাদ্বম্লরুচিশুক্রকৃৎ॥ ৬০॥

বাদামনামগুণাঃ।

বাদামং স্থফলং বাতবৈরি নেত্রোপমং মতম্।
বাদামমুষ্ণং সুস্নিগ্ধং বাতঘ্নং বলশুক্রকৃৎ॥ ৬১॥

নিকোচক পিস্তনামগুণাঃ।

নিকোচকং চারুফলং মকোটং গলকোজকং।
পিস্তং মুকুলকং জ্ঞেয়ং জন্তীফলসমাকৃতি॥ ৬২॥

অমৃতফলের নাম ও গুণ।

অমৃতাহ্ব, রুচিফল, লঘুবিল্বফলাকৃতি, অমৃত, অম্ভোফল ও { অমৃতফল }, এই শব্দ কয়েকটী অমৃতফলের নামান্তর। অন্য একপ্রকার অমৃতফল আছে, তাহাকে মহৎসিঞ্চিতিকাফল বলে। অমৃতফল—গুরু, বাতঘ্ন, মধুররসবিশিষ্ট, অম্লরসযুক্ত, রুচিকর ও শুক্রবর্দ্ধক। মহৎসিঞ্চিতিকাফল—পূর্ব্বোক্ত সেবফলের গুণসংযুক্ত এবং অত্যন্ত শীতবীর্য্য। অমৃতফলকে কাবুলদেশে নাসপাতী বলে, ইহা মুগল-দেশে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে॥ ৫৯-৬০॥

বাদামের নাম ও গুণ।

বাদাম, স্থফল, বাতবৈরি, নেত্রোপম, { বদাম, বাতাদ, বাতাম ও নেত্রোপম-ফল }, এই শব্দ সমূহ বাদামফলের নাম। বাদাম—উষ্ণবীর্য্য, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, বলকর ও শুক্রজনক॥ ৬১॥

নিকোচক ও মুকুলকের নাম ও গুণ।

নিকোচক, চারুফল, মকোট ও গলকোজক, এই কয়েকটী শব্দ নিকোচকের নাম। পিস্ত, মুকুলক ও দন্তীফলসমাকৃতি, এই শব্দত্রয় পিস্তফলের নাম। নিকোচক—গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বৃংহণ, রক্তপ্রসাদক, বলকর, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক ও পিত্তজনক। পিস্ত-নিকোচকের গুণযুক্ত, এবং গুরু ও

নিকোচকং গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যোষ্ণং স্বাদু বৃংহণম্।
রক্তপ্রসাদনং বল্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
তদ্বন্মুকুলকং জ্ঞেয়ং বিশেষাদ্ গুরু দুর্জ্জরম্॥ ৬৩॥

এলানামগুণাঃ।

এলানামামবাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু রেচনম্।
পক্বং স্বাদু হিমং বল্যং বাতপিত্তবিনাশনম্॥ ৬৪॥

অল্লুনামগুণাঃ।

আল্লূকমল্লূভল্লূকং ভল্লূরক্তফলং তথা।
আল্লূকং রসতঃ শাতং স্বাদ্বম্লং বাতপিত্তকৃৎ॥ ৬৫॥

অঞ্জীরনামগুণাঃ।

অঞ্জীরং মঞ্জুলং জ্ঞেয়ং কাকোদুম্বরিকাফলম্।
অঞ্জীরং শীতলং স্বাদু গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
তস্মাদন্যগুণং জ্ঞেয়ং মঞ্জীরং লঘু বা গুণৈঃ॥ ৬৬॥

কেহ কেহ নিকোচককে কুমুরকের বীজ এবং পিত্তকে পিত্তরাজের ফল বলে॥ ৬২—৬৩॥

এলার নাম ও গুণ।

এলা—আমবাতনাশক, অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও রেচক। ইহার পক্বফল—মধুর, শীতল, বলকর, বাতবর্দ্ধক এবং পিত্তকর। ইহা পর্ব্বতপ্রদেশে উৎপন্ন হয়॥ ৬৪॥

অল্লুর নাম ও গুণ।

আল্লূক, অল্লূ, ভল্লূক, ভল্লূ, ও রক্তফল, এই শব্দ কয়েকটী আলুর নাম। আলু—মধুররসযুক্ত, শীতল, অম্লরসাত্মক, বাতবর্দ্ধক ও পিত্তকর। ইহা শ্যোনাক জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ॥ ৬৫॥

পেয়ারার নাম ও গুণ।

অঞ্জীর, মঞ্জুল ও কাকোদুম্বরিকাফল, এই শব্দত্রয় পেয়ারার নাম। পেয়ারা—শীতল, স্বাদু, গুরু এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক। ইহা অপেক্ষা একজাতীয় ছোট পেয়ারা আছে, তাহাকে মঞ্জীর বলে। মঞ্জীর—পূর্ব্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত অথবা বিপরীত গুণসংযুক্ত॥ ৬৬॥

আক্ষোটনামগুণাঃ।

আক্ষোটো বৈধ্বতফলং কন্দনাভঃ পৃথুচ্ছদঃ।
আক্ষোটং মধুরং বল্যং গুরূষ্ণং বাতহৃৎ সরম্‌॥ ৬৭॥

পালেবতনামগুণাঃ।

পালেবতং সিতং পুষ্পস্তিন্দুকঞ্চ ফলং স্মৃতম্‌।
অন্যন্মানবকং জ্ঞেয়ং মহাপালেবতং তথা॥ ৬৮॥
তদ্বন্মানবকং হৃদ্যং তৃষ্ণাঘ্নং মিষ্টমম্লকম্‌।
পালেবতং হিমং স্বাদু গুরূষ্ণং বহ্নিবাতজিৎ॥ ৬৯॥

তূতনামগুণাঃ।

তুতং তূদং ব্রহ্মকোষং ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মদারু চ।
তুতং গুরু হিমং পক্বং স্বাদু পিত্তানিলাপহম্‌॥ ৭০॥

আখরোটের নাম ও গুণ।

আক্ষোট, বৈধ্বতফল, কন্দনাভ, পৃথুচ্ছদ, { আক্ষোড়, আক্ষোড়ক, আক্ষোটক ও পার্ব্বতীয় পীলু }, এই শব্দ কতিপয় পর্ব্বতদেশজ পীলুর নাম। ইহা মধুর, বলকর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক এবং সারক॥ ৬৭॥

পালেবত ও মহাপালেবতের নাম ও গুণ।

পালেবত, সিতপুষ্প, তিন্দুক, ফল, { পারেবত ও রৈবতক }, এই সকল শব্দ পালেবতের নাম। ইহা ঈষদম্লরসযুক্ত এবং পক্বাবস্থায় মাকালফলের ন্যায় ও শ্বেতপুষ্পবিশিষ্ট ফল বৃক্ষবিশেষ। মানবক, মহাপালেবত, { মহাপারেবত, স্বর্ণপারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎ পারেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখর্জ্জুরক }, এই সমুদায় শব্দ মহাপারেবত পর্য্যায়ক। ইহা রক্তবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট এবং অতীব মধুর। পালেবত—শীতল, স্বাদু, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যজনক ও বাতনাশক। মহাপারেবত—হৃদ্য, তৃষ্ণানাশক, সুমিষ্ট এবং অম্লরসযুক্ত॥৬৮—৬৯॥

তুঁদফলের নাম ও গুণ।

তূত, তূদ, ব্রহ্মকোষ, ব্রাহ্মণ্য, ব্রহ্মদারু, { ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ঠ, পূষক, তূল, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, কাষ্ঠ, পূগ, মৃদসার, নুদ, পলাশিক ও যূষ }, এই সকল শব্দ তুঁতবৃক্ষের নাম। পক্বতুঁত—গুরু, শীতল, মধুর, পিত্তঘ্ন ও বাত-

গাঙ্গেরুনামগুণাঃ।

গাঙ্গেরুকং কর্কটকং কারকং মৃগলিণ্ডকম্।
তোদনং ক্রন্দনঞ্চান্যন্মৃগবিট্ সদৃশস্তথা॥ ৭১॥
গঙ্গেরু রেচনং পক্কং গুরু বাতাস্রজিন্মতম্।
তোদনং গ্রাহি মধুরং বাতপিত্তহরং লঘু॥ ৭২॥

তুম্বরনামগুণাঃ।

তুম্বরাটিত্রিকং সাম্লমুষ্ণমামন্তু পিত্তলম্।
কালায়নফলৈঃ পত্রৈঃ কেশরাভৈঃ সমুদ্রজৈঃ॥ ৭৩
বৃক্ষস্তুম্বরকো জ্ঞেয়ো ভল্লাতকসমো গুণৈঃ।
তুম্বরং কফজিৎ পাকে কটূষ্ণং ব্রণমেহকৃৎ॥ ৭৪॥

বীজপূরনামগুণাঃ।

বীজপূরো মাতুলিঙ্গঃ কুশরী ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং রুচ্যং রসাম্লং দীপনং লঘু॥ ৭৫॥
রক্তপিত্তকরং কণ্ঠ্যজ্জিহ্বাহৃচ্ছোধনং পরম্।
তন্মাংসং বৃংহণং শীতং গুরুপিত্তসমীরজিৎ॥ ৭৬॥

কাট্ আমলার ও তোদনফলের নাম ও গুণ।

গঙ্গেরুক, কর্কটক, কারক, মৃগলিণ্ডক, { কর্কট, কর্কফল, ক্ষুদ্রধাত্রী, গঙ্গেরু ও ক্ষুদ্রামলক }, এই সকল শব্দ কাট্ আমলার নাম। তোদন, ক্রন্দন ও মৃগবিট্-সদৃশ, এই শব্দ ত্রয় তোদনফলের নাম। পাকাকাট্ আম্লা—রেচক, গুরু ও বাতরক্তনাশক। তোদনফল—মলরোধক, মধুর, বাতপিত্তনাশক ও লঘু॥৭১-৭২॥

তুম্বরের নাম ও গুণ।

তুম্বর ও অটিত্রিক, এই শব্দদ্বয় তুম্বরের নাম। ইহার পাকাফল—অম্লরসযুক্ত ও উষ্ণবীর্য্য এবং কাঁচাফল পিত্তপ্রকোপক। তুম্বরক বৃক্ষ—ফাল, অয়ন, ফল, পত্র, কেশর ও সমুদ্রজ হেতু ভল্লাতকের সমান গুণবিশিষ্ট। তুম্বর—সাধারণতঃ কফনাশক, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণোৎপাদক ও মেহরোগজনক॥ ৭৩-৭৪॥

বীজপুরের নাম ও গুণ।

বীজপুর, মাতুলিঙ্গ, কুশরী, ফলপুরক, { অম্লকেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপূর, রুচক, বীজফলক, জন্তুর, দন্তুরচ্ছদ,

কেশরং লঘু সংগ্রাহি শূলগুল্মোদরাপহম্।
বীজমুষ্ণং কৃমিশ্লেষ্মবাতজিদ্গর্ভদং গুরু॥ ৭৭॥
তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি রক্তপিত্তহরং লঘু।
শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে।
অরুচৌ শ্বাসকাসেষু রসস্তস্যোপদৃশ্যতে॥ ৭৮॥

মধুকর্কটীনামগুণাঃ।

মধুকর্কটিকা স্বাদুঃ লুঙ্গী ঘণ্টালিকা ঘটা।
মধুকর্কটিকা শীতা রক্তা পিত্তহরা গুরু।
তন্মূলন্তু বিসূচীঘ্নং কর্ণশোথবিনাশনম্॥ ৭৯॥

নারঙ্গীনামগুণাঃ।

নারঙ্গী নাগরঙ্গঃ স্যাদ্গোরক্ষো যোগসাগরঃ।
নারঙ্গমম্লমত্যুষ্ণং পিত্তবাতহরং সরম্।
স্বাদ্বম্লমপরং হৃদ্যং দুর্জ্জরং বাতনাশনম্॥ ৮০॥

পূরক, রোচনফল ও কলপূরক }, এই শব্দত্রয় বীজপূরের নামান্তর। বীজপূর-ফল—রুচিজনক, অম্লরসযুক্ত, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, রক্তপিত্তকর, কণ্ঠরোগ ও জিহ্বারোগ নাশক এবং মলশোধক। ইহার মাংস (ফলের ছাল)—বৃংহণ, শীতল, গুরুপাকী, পিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। ইহার কেশর—লঘু, গ্রাহী এবং শূল, গুল্ম ও উদর রোগনাশক। ইহার বীজ—উষ্ণবীর্য্য, কৃমি, কফ ও বাতনাশক; গর্ভদ ও গুরু। ইহার পুষ্প—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহি, রক্তপিত্তঘ্ন ও লঘু। ইহার রস—শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ, মন্দাগ্নি, কফ, রক্ত, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগে অতীব হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে টাবালেবু, ছোলঙ্গানেবু ও ছোলনূনের এবং হিন্দীভাষায় "বিজৌরা" বলে॥ ৭৫—৭৮॥

মধুকর্কটিকার নাম ও গুণ।

মধুকর্কটিকা, স্বাদু, লুঙ্গী, ঘন্টালিকা, ঘটা, { মধুর, কুশা, মধুকর্কটী ও মধু-খর্জ্জূরী }, এই শব্দ সমূহ মধুকর্কটিকার নামান্তর। মধুকর্কটিকা—শীতল, রক্ত-পিত্তনাশক ও গুরু। ইহার মূল—বিসূচীঘ্ন ও কর্ণশোথ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মউকুট্টী নেবু বলে। ৭৯॥

নারঙ্গীর নাম ও গুণ।

নারঙ্গী, নাগরঙ্গ, গোরক্ষ, যোগসাগর, { মুখপ্রিয়, সুরঙ্গ, ত্বগান্ধ, ইরারত্ত, বক্তূবাস, যোগরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও বহ্নিষ্ঠ }, এই শব্দ সমুদায় নারঙ্গীর নাম।

জম্বীরীনামগুণাঃ।

জম্বীরকো দন্তশঠো জম্ভীরো জঙ্গলো মতঃ।
জম্বীরমম্লং শূলঘ্নং গুরূষ্ণং কফবাতজিৎ।
আস্যবৈরস্যং হৃৎপীড়া বহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ জয়েৎ॥ ৮১॥

অম্লবেতসনামগুণাঃ।

আম্লোঽম্লবেতসশ্চুক্রো বেতসঃ সরভেদকঃ।
অম্লবেতসমত্যুষ্ণং ভেদনং লঘু দীপনম্।
হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্ততৃট্‌কফদূষণম্॥ ৮২॥

সারাম্লনামগুণাঃ।

সারাম্লকঃ সারগুলো রসালঃ সারপাদপঃ।
সারাম্লমম্লবাতঘ্নং গুরু পিত্তকফপ্রদম্॥ ৮৩॥

নারঙ্গী—অম্লরসযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণ, পিত্তঘ্ন, বাতনাশক ও সারক। অন্য একপ্রকার নারঙ্গী আছে, তাহা—মধুর রসাত্মক, অম্লরসযুক্ত, প্রীতিকর, দুষ্পাচ্য ও বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে নারঙ্গীনেবু ও নারাঙ্গানেবু বলে॥ ৮০॥

জম্বীরের নাম ও গুণ।

জম্বীরক, দন্তশঠ, জম্ভীর, জঙ্গল, { জম্বির, দন্তসঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জম্ভক, জম্ভর, কন্তহর্ষণ, জম্ভির, গম্ভীর, রেবত, বক্ত্রশোষী, দন্তহর্ষক, জম্ভী, মুখশোষী, রোচনক ও জম্ভারি }, এই শব্দ সমুদায় জম্বীরের নাম। জম্বীর—শূলঘ্ন, গুরুপাকী, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহাদ্বারা কফ, বাত, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জামীরলেবু বলে॥ ৮১॥

অম্লবেতসের নাম ও গুণ।

অম্ল, অম্লবেতস, চুক্র, বেতস, সরভেদক, { বোধি, রসাম্ল, বেতসাম্ল, শতবেধী, বেধক, ভীম, ভেদন, ভেদী, রাজাম্ল, অম্লভেদন, অম্লাঙ্কুশ, রক্তসার, ফলাম্ল, অম্লনায়ক, সহস্রবেধী, বীরাম্ল, গুল্মকেতু, বরাভিধ, শঙ্খদ্রাবী, মাংসদ্রাবী, বরাঙ্গী ও শতবেধী }, এই সকল শব্দ অম্লবেতসের নাম। ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, ভেদক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলনাশক এবং পিত্ত, তৃষ্ণা ও কফবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে থৈকল ও থৈকড় এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "অম্লবেৎ" বলে॥ ৮২॥

সারাম্লের নাম ও গুণ।

সারাম্লক, সারগুল, রসাল, সারপাদপ ও সারাম্ল, এই সকল শব্দ সারাম্লের নাম। সারাম্ল—অম্ল, বাতঘ্ন, গুরু, পিত্তজনক ও কফবর্দ্ধক॥ ৮৩॥

নিম্বূনামগুণাঃ।

নিম্বূকং নিম্বুকং রাজনিম্বূকমপরং স্মৃতম্।
নিম্বূকমম্লং বাতঘ্নং পাচনংদীপনং লঘু।
রাজনিম্বূফলং স্বাদু গুরু পিত্তসমীরজিৎ ॥ ৮৪ ॥

কর্ম্মরঙ্গনামগুণাঃ।

কর্ম্মরঙ্গং নাগফলং ভব্যং পিচ্ছিলবীজকম্।
কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফপিত্তজিৎ ॥ ৮৫ ॥

অম্লীনামগুণাঃ।

অম্লিকা চুক্রিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী শুক্তিচন্দ্রিকা।
অম্লিকামা গুরুর্ব্বাতহরা পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৮৬ ॥

নিম্বুকের নাম ও গুণ।

নিম্বূক, নিম্বুক, { নিম্বাক, কোবফল, অম্লজম্বীর, বাহু, দাপ্ত, অম্লসার, বাহুবাজ, দন্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী, নিম্বূ ও রোচন } এই শব্দ সমূহ নিম্বুকের নাম অন্য আর একপ্রকার নিম্বুক আছে, তাহাকে রাজনিম্বূক বলে। প্রচলিত ভাষা নাম বাতাবীনেবু ও কাগজীনেবু। নিম্বুক—অম্ল, বাতঘ্ন, পরিপাচক, অগ্নিদীপক ও লঘু। রাজনিম্বূক—মধুর, অম্ল এবং কফ পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় নিম্বূককে গোঁড়ানেবু, পাতীনেবু ও কম্লানেবু বলে ॥ ৮৪ ॥

কর্ম্মরঙ্গের নাম ও গুণ।

কর্ম্মরঙ্গ, নাগফল, ভব্য, পিচ্ছিলবীজক, { কর্ম্মারক, কর্ম্মার, শিরাল, বৃহদম্ল, রুজাকর, কর্ম্মুরক, পীতফল, কর্ম্মর, মুদগর ও ধারাফল }, এই শব্দ সমুদায় কর্ম্মরঙ্গের নাম। কর্ম্মরঙ্গ—শীতল, মলরোধক, মধুর, অম্ল, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কামরাঙ্গা ও কামরাঙা বলে ॥ ৮৫ ॥

অম্লিকার নাম ও গুণ।

অম্লিকা, চুক্রিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী, শুক্তিচন্দ্রিকা, { তিন্তিড়ীক, তিন্তিড়িক, তৈন্তিড়ীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, তিন্তিলিকা, বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়, তিন্তিলী, আম্বিকা, চুক্র, চুক্রা, অম্লা, অত্যম্লা, অম্লী, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, শুক্রপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, চরিত্রা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা ও সুতিন্তিড়ী }, এই শব্দ সমূহ অম্লিকার নাম। কাঁচা অম্লিকা—গুরু, বাতঘ্ন ও পিত্ত, কফ ও দুষ্টরক্ত বিনাশক।

পকা তদ্বৎসরা রুচ্যা বহ্নিবস্তিবিশুদ্ধিকৃৎ ॥
শুষ্কা হৃদ্যা শ্রমভ্রান্তিতৃষ্ণাক্লমহরা লঘু ॥ ৮৭ ॥

তিন্তিড়ীনামগুণাঃ।

তিন্তিড়ীকস্তু বৃক্ষাম্লমম্লশাকোঽম্লপাদপঃ।
তিন্তিড়ীকং সমীরঘ্নমামমুষ্ণং পরং গুরু।
তৎপক্কং লঘু সংগ্রাহি গ্রহণীকফবাতজিৎ ॥ ৮৮ ॥

করমর্দ্দী নামগুণাঃ।

করমর্দ্দী সুষেণা স্যাদন্যা কৃষ্ণফলা মতা।
করমর্দ্দী গুরূষ্ণাম্লং রক্তপিত্তকফপ্রদম্।
তৎপক্কন্তু মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ ॥ ৮৯ ॥

বিশোধক।—অম্লিকা, শুষ্ক, হৃদ্য, শ্রম, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা ও ক্লমনাশক এবং লঘু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তেঁতুল এবং হিন্দীভাষায় "অম্লিলা" বলে ॥ ৮৬-৮৭ ॥

অম্লশাকের নাম ও গুণ।

তিন্তিড়ীক, বৃক্ষাম্ল, অম্লশাক, অম্লপাদপ, { শাকাম্ল, শুক্লাম্ল, অম্লচুক্রিকা, চিঞ্চাম্ল, অম্লচূড় ও অম্লসার }, এই শব্দ সমূহ অম্লশাকের নামান্তর। অম্লশাক—অপক্কাবস্থায় বাতঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। পক্ক অম্লশাক—লঘু, সংগ্রাহি এবং গ্রহণী, কফ ও বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চুকাপালঙ্ ও অম্লকুচাই বলে ॥ ৮৮ ॥

দ্বিবিধ করমর্দ্দের নাম ও গুণ।

করমর্দ্দী, সুষেণা { কৃষ্ণপাকফল, অবিগ্ন, করামর্দ্দ, কৃষ্ণপাক, পাকফল, কৃষ্ণফল, করমর্দ্দক, পাককৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক, পাককৃষ্ণ, ফলকৃষ্ণ, বলালক, করাম্লক, করামুক, চোল, বশ, করমর্দ্দী, বানক্ষুদ্রা, করাম্ল, করাম্লক, ও পাণিমর্দ্দ }, এই সকল শব্দ করমর্দ্দের নাম। কৃষ্ণফলা, { করমর্দ্দী ও করমর্দ্দিকা } এই শব্দত্রয় ক্ষুদ্র ফল বিশিষ্ট করমর্দ্দের নাম। করমর্দ্দদ্বয়—পক্কাবস্থায় গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অম্লরসযুক্ত, রক্তপিত্তকর ও কফজনক। পাকা করমর্দ্দক—মধুর, রুচিকর, লঘু, পিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে করমচা এবং হিন্দীভাষায় "করোঁদা" ও "করৌন্দী" বলে ॥ ৮৯ ॥

কপিত্থনামগুণাঃ।

কপিত্থকো দধিফলঃ কপিত্থঃ সুরভিচ্ছদঃ।
কপিত্থমামং সংগ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৯০ ॥
পক্কং গুরু তৃষাহিক্কাশমনং বাতপিত্তজিৎ ॥
স্বাদ্বম্লন্তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জরম্ ॥ ৯১ ॥

কপিত্থপত্রীনামগুণাঃ।

কপিত্থপত্রী ফণিজা কুলজা জীবপত্রিকা।
কপিত্থপত্রী তীক্ষ্ণোষ্ণা কফমেহবিষাপহা ॥ ৯২ ॥

আম্রাতকনামগুণাঃ।

আম্রাতকশ্চাম্রবটঃ ফলী মোদঃ ফলঃ কপিঃ।
আম্রাতমামবাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্।
পক্কং স্বাদু হিমং বৃষ্যং মরুৎপিত্তক্ষয়াস্রজিৎ ॥ ৯৩ ॥

কপিত্থের নাম ও গুণ।

কপিত্থক, দধিফল, কপিত্থ, সুরভিচ্ছদ, { দধিত্থ, গ্রাহী, মন্মথ, পুষ্পফল, দন্তশঠ, কফিত্থ, কগিত্থ, দেবপাদাঢ্য, মালর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, কপীষ্ট, গন্ধফল, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিন্যফল ও করঞ্জফল } এই শব্দ সমূহ কপিত্থফলের নাম। কপিত্থ কাঁচা অবস্থায়—সংগ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক। ইহার পাকাফল—গুরু, তৃষ্ণানাশক, হিক্কাপ্রশমক, রক্তপিত্তনাশক, মধুর, অম্ল, কষায়, কণ্ঠশোধক, গ্রাহী ও দুষ্পাচ্য। প্রচলিত বঙ্গভাষায় "কৎবেল" এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "কৈথি" বলে ॥ ৯০—৯১ ॥

কপিত্থপত্রীর নাম ও গুণ।

কপিত্থপত্রী, ফণিজা, কূলজা, জীবপত্রিকা, { বিরজা, চিরপত্রিকা ও সুরসা }, এই সকল শব্দ কপিত্থপত্রীর নাম। কপিত্থপত্রী—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, মেদনাশক ও বিষবিনাশী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কপিত্থানী ও গন্ধবিরজা বলে ॥ ৯২ ॥

আম্রাতকের নাম ও গুণ।

আম্রাতক, আম্রবট, ফলী, মোদ, ফল, কপি, আম্রাত, { পীতল, কপীতন, বর্ধপাকী, মধুরাম্লক, পীতনক, কপিচূড়া, অভ্রবাটিকা, ভৃঙ্গীফল, রসাঢ্য, তনুক্ষীর,

রাজাম্রনামগুণাঃ।

রাজাম্রাহ্বং কাম্রনামা কামাহ্বো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রং মধুরং শীতং গ্রাহি পিত্তকফাপহম্ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চাম্লনামগুণাঃ।

বৃক্ষাম্লং দাড়িমী চিঞ্চা কপিত্থৈশ্চতুরাম্রকম্।
অম্লবেতসবৃক্ষাম্লং দাড়িমী বদরঃ ক্বচিৎ।
বীজপূরযুতৈরেতৈঃ পঞ্চাম্লমুদিতং বুধৈঃ ॥ ৯৫ ।

কোশাম্রনামগুণাঃ।

কোশাম্রকো ঘনস্কন্ধো জন্তুবৃক্ষশ্চ কোশকঃ।
কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্রপিত্তব্রণকফাপহঃ ॥ ৯৬ ॥
তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্বন্তুদ্দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতজিৎ।
মজ্জা পিত্তসমীরঘ্নঃ স্বাদুর্ব্বল্যোঽগ্নিদীপনঃ ॥ ৯৭ ॥

শব্দ সমুদায় আম্রাতকের নামান্তর। আম্রাতক—অপক্বাবস্থায় বাতনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক ও সারক। পক্ক আম্রাতক—মধুর, শীতল, বৃষ্য এবং বাত, পিত্ত, ক্ষয়, ক্ষত ও পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে আমড়া বলে ॥ ৯৩ ॥

রাজাম্রের নাম ও গুণ।

রাজাম্র, কাম্রনামা, কামাহ্ব, রাজপুত্রক { স্মরাম্র, কোকিলোৎসব, রাজফল, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট, নৃপবল্লভ, টঙ্ক ও আম্রাত }, এই শব্দ সমূহ রাজাম্রের নাম। রাজাম্র—মধুর, শীতল, মলরোধক, পিত্তঘ্ন ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মালদয়ে আঁব বলে ॥ ৯৪ ॥

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্লের নাম।

থৈকড়, দাড়িম, তেঁতুল ও কয়েদবেল, এই চারিটী, অথবা অম্লবেতস, তেঁতুল, দাড়িম ও কুল এই চারিটী অম্লদ্রব্য একত্রিত হইলে চতুরম্ল বলা যায় এবং উক্ত দ্বিবিধ চতুরম্লের যে কোন একটীর সহিত ছোলঙ্গনেবু মিলিত করিলে পঞ্চাম্ল হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

কোশাম্রের নাম ও গুণ।

কোশাম্রক, ঘনস্কন্ধ, জন্তুবৃক্ষ, কোশক, কোশাম্র, { ক্ষুদ্রাম্র, কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, জন্তুপাদপ, রসাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ এই সকল শব্দ কোশাম্রের নাম

পূগীফলনামগুণাঃ।

ক্রমুকং ক্রমুকং পূগং পূগীফলমুদাহৃতম্।
পূগং গুরু হিমং রূক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ ॥ ৯৮ ॥
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্ ॥
আর্দ্রন্তদ্ গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরম্পরম্ ॥ ৯৯ ॥
স্নিগ্ধং ত্রিদোষহৃৎ সর্ব্বং পক্কং শুষ্কন্তু বাতলম্।
পূগং স্যাদ্ দৃঢ়মধ্যেষ্টং তদ্ধি নানাবিধং হিমম্ ॥ ১০০ ॥
পাকদেশবিভেদেন চিক্কণং সর্ব্বদোষনুৎ।
কৃমিকৃৎ পূগপুষ্পন্তু কষায়ং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধন্ত্রিদোষহৃদ্ বল্যং তদ্ভেদাংস্তদ্বদাদিশেৎ ॥ ১০১ ॥

কোষাম্র—কুষ্ঠ; শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফনাশক। ইহার কাঁচাফল—গ্রাহি, বাতনাশক, অম্ল, উষ্ণ, গুরু ও পিত্তনাশক। ইহার পাকাফল—অগ্নিদীপক, রুচিকর, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন ও বাতনাশক। ইহার মজ্জা—পিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মধুর, বলকর ও অগ্নিদীপক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেঁওড়া ও কোশাম বলে। ৯৬–৯৭ ॥

পূগীফলের নাম ও গুণ।

ক্রমুক, ক্রমুক, পূগ, পূগীফল, { ক্রমুকী, ক্রমুকফল, ক্রমু, গুবাক, গূবাক, ঘূবাক, খপুর, কপীতন, পূগবৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়বল্কল, বল্কতরু, চিক্কণ, অকোট, তন্তুসার, স্মরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, উদ্বেগ, চটাফল ও করমট্ট }, এই সকল শব্দ পূগীফলের নাম। পূগীফল—গুরু, শীতল, রূক্ষ, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও মুখের বৈরাস্যনাশক। অপক্ক গূগীফল—গুরু, অভিষ্যন্দি (নাসিকা, চক্ষু ও মুখাদি হইতে জলস্রাবক), জঠরাগ্নিনাশক ও দৃষ্টিশক্তিবিনাশক। পক্কপুগ—ত্রিদোষঘ্ন ও স্নিগ্ধ। শুষ্কপুষ্প—বাতবর্দ্ধক। যে পূগীফলের মধ্যভাগ দৃঢ়, তাহাই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য ও বিবিধ হিতসাধক ও শীতবীর্য্য। পাক ও দেশভেদে পূগীফল নানাবিধ, তন্মধ্যে চিক্কণ পূগ সর্ব্ববিধ দোষনাশক। পূগপুষ্প—কৃমিজনক, কষায়, মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক

তাম্বুলনামগুণাঃ।

তাম্বুলবল্লী তাম্বুলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বুলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণন্তুবরং সরম্ ॥ ১০২ ॥
তিক্তক্ষারোষণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু।
বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য মলবাতশ্রমাপহম্ ॥ ১০৩ ॥
তাম্বুলং স্বর্ণবর্ণং ক্রমুককফলযুতং সর্ব্বমগ্র্যগৃহীতং।
কর্পূরেণাগুজাভ্যাং কৃতখদিরবটীসৌরিভেণাতিচূর্ণম্।
চূর্ণং গ্রীবানুজাতং শিশিরকিরণবৎ প্রোজ্জ্বলং তেন সাকং
দত্ত্বা বিপ্রায় পূর্ব্বন্তদনু স্বরপতিভক্ষয়েদাপ্তদত্তম্ ॥ ১০৪ ॥
চূর্ণং কফানিলহরং খদিরং কফপিত্তজিৎ।
সংযোগতো দোষহরং সৌমনস্যং করোতি চ।

তাম্বুলের নাম ও গুণ।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী, নাগবল্লরী, { নাগবল্লিকা, পর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগলতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বুলবল্লিকা, পর্ণবল্লী ও দিবাভীষ্টা }, এই শব্দ সমূহ পর্ণলতার নাম। তাম্বুল, { পর্ণ, তাম্বুল, মুখভূষণ ও গৃহাশয়া }, এই শব্দ কতিপয় তাম্বুলের নাম। তাম্বুল—বিশদ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসাত্মক, সারক, তিক্ত, ক্ষার, কটু (ঝাল), কাম, রক্ত ও পিত্তজনক, লঘু, বলকর, কফ, মুখের দৌর্গন্ধ্য, মল, বাত ও শ্রমনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পাণ বলে। ১০২–১০৩ ॥

তাম্বুল ভক্ষণবিধি।

স্বর্ণবর্ণ অগ্রগৃহীত পূগফল, কর্পূর, কস্তুরী, সুচূর্ণিত সুরভি খদির এবং প্রস্তরজাত চন্দ্রবৎ সমুজ্জ্বল চূর্ণসহ তাম্বুল সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, পশ্চাৎ নরপতি তাম্বুল ভক্ষণ করিবেন ॥ ১০৪ ॥

চূর্ণের ও খদিরের নাম ও গুণ।

চূর্ণ, { চূর্ণক, সৌধভূষণ, সুধা, সুধাহ্ব ও কটুশর্করা }, এই শব্দ সমূহ চূর্ণের নাম। খদির, { খাদির, খাদিরসার, খদিরসার, খদিরনির্য্যাস, অদ্ভুতসার, রঞ্জ, রঞ্জন ও সৎসার }, এই শব্দ সমুদায় খদিরের পর্য্যায়। চূর্ণ—কফঘ্ন ও বাত নিবারক এবং খদির—পিত্তঘ্ন ও কফনাশক। চূর্ণ ও খদির উভয়ে সংযুক্ত হইলে, তাহা ত্রিদোষনাশক, মনস্তুষ্টিকর এবং মুখের সুরসতা, সৌগন্ধ্য, কান্তি ও শোভা

মুখবৈরস্যসৌগন্ধ্যকান্তিশোভাকরঃ পরম্ ॥ ১০৫ ॥

লবলীলনামগুণাঃ।

ঘনস্নিগ্ধা মহাপ্রাংশুঃ প্রপুন্নাটসমচ্ছদা ॥ ১০৬ ॥

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুকোমলবল্কলা।

লবল্যাঃ ফলমুদ্দিষ্টং শ্যামং জ্যোৎস্নাফলং তথা ॥ ১০৭ ॥

লবলীফলমশ্মার্শোবাতপিত্তহরং লঘু।

বিশদং রোচনং রূক্ষং হৃদ্যং পিত্তকফাপহম্ ॥ ১০৮ ॥

ফলং তুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।

ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাতব্যালকীটাদিদূষিতম্ ॥ ১০৯ ॥

অকালজাতং নাশ্নায়াৎপাকাতীসারভূমিজম্।

আমং দোষকরং প্রায়ঃ ফলং বিল্বং বিনাখিলম্ ॥ ১১০ ॥

যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।

তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১১১ ॥

জন্মায়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় চূর্ণকে চূণ, খদিরকে খয়ের কৃষ্ণখদিরসারকে নাগাই, খয়ের এবং পাণ্ডুখদিরসারকে পাপ্‌ড়ী খয়ের বলে ॥ ১০৫ ॥

লবলীর নাম ও গুণ।

ঘনস্নিগ্ধ, মহাপ্রাংশু প্রপুন্নাটসমচ্ছদা, সুগন্ধামূলা, লবলী, পাণ্ডু, কোমলবল্কলী, { লবনী, গ্রীষ্মজা ও অদ্রিমা } এই শব্দ সমুদায় লবলীর পর্য্যায়। লবলীফল, শ্যাম ও জ্যোৎস্নাফল, এই শব্দত্রয় লবলীর ফলের পর্য্যায়। লবলীর ফল—অশ্মরী, অর্শ, বাত ও পিত্তনাশক, লঘু, বিশদ, রোচক, রূক্ষ, হৃদ্য, অম্ল ও কফনাশক। ইহা এক প্রকার আম্রফল বিশেষ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লোণা, নোয়ার ও নোয়াল্ বলে ॥ ১০৬—১০৮ ॥

ফলের ও মজ্জার গুণ।

ফল ও মজ্জা (আঁঠীরশাঁস) উভয়ে তুল্যগুণবিশিষ্ট। শিশির, অগ্নি, দূষিতবায়ু, সর্প, কীট প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, অকালজাত এবং অত্যন্ত ক্ষারভূমিজাত পক্কফল কদাচ ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। অপক্ক বিল্বফল ব্যতীত প্রায়ই সর্ব্ববিধ অপক্কফল অতীব দোষকর বলিয়া জানিবে। যে যে ফলের যেপ্রকার বীর্য্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই বীর্য্য দ্বারা তাহাদের মজ্জার গুণ নির্দ্দেশ করিবে। যে কোনপ্রকার ফল অথবা মজ্জা পতিত হইলেও যদ্যপি তাহা ব্যাধিত (কোনপ্রকার

ব্যাধিতং কৃমিজুষ্টঞ্চ পাকাতীতমকালজম্।
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপর্য্যাগতমেব চ ॥ ১১২ ॥
যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল
স্তেন শ্রীমদন নৃপেণ নির্ম্মিতে হত্র।
গ্রন্থেহভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণে
বর্গোহয়ং বিবিধফলাদিযুক্তশ্চ ষষ্ঠঃ ॥ ১১৩
ইতি ফলাদিবর্গঃ ষষ্ঠঃ সমাপ্তঃ।

তাহা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে না, কারণ এবম্বিধ দূষিত ফল ভক্ষণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ॥ ১০৯-১১২ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ডবীর্য্য সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্তৃক বিরচিত "মদন-বিনোদ" নামক গ্রন্থে ফলাদিবর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠবর্গ সম্পূর্ণ।

অথ সপ্তমোধ্যায়

মঙ্গলাচরণম্।

রাধাপদাব্জে নিপতন্ বিনোদী
মানাপনুত্যৈ জগদেকবন্দ্যঃ।
কেনাপি কামেন স গোপরূপী
পায়াদপায়াৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ।

মান অপনয়নার্থ স্বীয় প্রিয়তমা রাধার পাদপদ্মে নিপতিত বিপিনবিহারী এ জগতে একমাত্র বন্দনীয় স্বইচ্ছায় কোনপ্রকার লীলা হেতু গোপরূপধারী সেই পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিপদ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

শাকবর্গঃ।

কুষ্মাণ্ডনামগুণাঃ।

সর্ব্বশাকেষু জীবন্তী শ্রেষ্ঠা নিন্দ্যস্তু সর্ষপঃ।
শাকং চতুর্দ্ধা তৎপুষ্পং ছদকন্দফলৈঃ স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
কুষ্মাণ্ডকী পুষ্পফলী পচনালিশ্চতুর্ব্বিধঃ।
কর্কারুরফলাকন্দী স্যাদারুরাজকর্কটী ॥ ৩ ॥
কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং শীতঙ্গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
বল্যং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্ ॥ ৪ ॥
পক্বং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং রেতোরোগদোষত্রয়াপহম্ ॥ ৫ ॥
কুষ্মাণ্ডং নাতিমধুরং বাতাস্মরিকফাপহম্।
তন্মজ্জা পিত্তনুদ্ বৃষ্যো মধুরো বস্তিশোধনঃ ॥ ৬ ॥

কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি শাকবর্গ।

কুষ্মাণ্ডের নাম ও গুণ।

সর্ব্বপ্রকার শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ষপশাক অতীব নিন্দনীয়। পুষ্প, পত্র, কন্দ ও ফলভেদে শাক চারিপ্রকার। কষ্মাকী, পুষ্পফলী, পচনালি, এই শব্দত্রয় কুষ্মাণ্ড শাকের নাম। ইহা কর্কারু, অফলাকন্দী, আরু ও রাজকর্কটীভেদে ৪ প্রকার। কুষ্মাণ্ড, { ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কুষ্মাণ্ডক, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডী, কর্কোটিকা, বৃহৎফলা, সুফলা, কুচফলা ও নাগপুষ্পফলা }, এই শব্দ সমুদায় কুষ্মাণ্ডের নাম। কুষ্মাণ্ড-শাক—বলকর, শীতল, শুক্র, রক্তপিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। বাল (জালি) কুষ্মাণ্ড—পিত্তনাশক ও শীতল। মধ্যম (বাতী) কুষ্মাণ্ড—কফজনক। পক্বকুষ্মাণ্ড—অল্প শীতল, মধুররসযুক্ত, ক্ষার, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, বস্তিশোধক, শুক্রদোষ ও সন্নিপাতনাশক। ইহার পুষ্প অনতিমধুর, বাতঘ্ন, অশ্মরী রোগনাশক ও কফবিনাশক। ইহার মজ্জা—পিত্তনাশক, বলকর, মধুররসযুক্ত ও বস্তিশোধক।

কর্কটীনামগুণাঃ ।

কর্কটী লোমশী ব্যালপত্রৈর্ব্বারু বৃহৎফলা।
কর্কটং শীতলং গ্রাহি রক্তপিত্তহরং গুরু ।
পক্বং পিত্তাগ্নিজননং সক্ষারং শ্লেষ্মবাতজিৎ ॥ ৭ ॥
কর্কটী লোমশী ব্যালপত্রৈর্ব্বারুবৃহৎফলা ।
কর্কটী শীতলা রূক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ ॥ ৮ ॥

কালিঙ্গনামগুণাঃ ।

কালিঙ্গং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিন্দং ফলবর্ত্তুলম্।
কালিঙ্গং গ্রাহি দৃক্পিত্তশুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু ।
পক্বন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥ ৯ ।

মিষ্টতুম্বীনামগুণাঃ ।

তুম্বী মিষ্টা মহাতুম্বী রাজালাবুরলাবুনী ।
মিষ্টস্তুম্বীফলং বৃষ্যং কফপিত্তহরং গুরুঃ ॥ ১০ ॥

কর্কটীর নাম ও গুণ ।

কর্কটী, লোমশী, ব্যালপত্রা, এর্ব্বারু, বৃহৎফলা, { কর্কটিপীনসা, কটুফলা, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশফলা, বহুকন্দ, কর্কটাক্ষ, ত্রপুষী, মূত্রলা, চির্ভটী, বালুঙ্কী ও শান্তনু }, এই সকল শব্দ কর্কটীর নাম। কর্কটী—শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, মধুররসযুক্ত ও গুরুপাকী। পক্বকর্কটী—পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, কফঘ্ন ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁকুড় বলে ॥ ৭-৮ ॥

কালিঙ্গের নাম ও গুণ ।

কালিঙ্গ, কৃষ্ণবীজ, কালিন্দ, ফলবর্ত্তুল, { কালিন্দক ও কালিদক }, এই সকল শব্দ কালিঙ্গের নাম। কালিঙ্গশাক—মলরোধক, দৃষ্টিশক্তিনাশক, পিত্তনাশক, শীতল, শুক্রনাশক ও গুরুপাকী। ইহার পক্বফল—উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারসংযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তরমুজ এবং হিন্দীভাষায়, "তরবুজ" বলে ॥ ৯ ॥

মিষ্টতুম্বীর নাম ও গুণ ।

তুম্বী, মিষ্টা, মহাতুম্বী, রাজালাবু, অলাবু, { রাজলাবু ও রাজতুম্বী }, এই শব্দ সকল মিষ্ট তুম্বীর নাম। মিষ্টতুম্বীর ফল, বীর্য্যজনক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মিঠালাউ, হিন্দীভাষায় মিঠালোকী এবং যাবনিকভাষায় মিঠাকদ্দু বলে ॥ ১০ ॥

কটুতুম্বীনামগুণাঃ।

কটুতুম্বী মিষ্টফলী রাজপুত্রী চ তুম্বিনী।
কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা॥ ১১॥

ত্রপুষনামগুণাঃ।

ত্রপুষং কণ্টকিলতা সুধাবাসোঽপরং কটুঃ।
ছর্দ্দিপর্ণী মূত্রফলা পিত্তকং হস্তিপর্ণিনী॥ ১২॥
ত্রপুষং মূত্রলং শীতং রূক্ষং পিত্তাশ্মকৃচ্ছ্রনুৎ।
তৎপক্কমূষ্ণমম্লং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতজিৎ॥ ১৩॥

চির্ভটনামগুণাঃ।

চির্ভটং ধেনুদুগ্ধং স্যাৎ জ্ঞেয়ং গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভটং মধুরং রূক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্॥ ১৪॥
শীতং বিষ্টম্ভি সংগ্রাহি পক্কমুষ্ণন্তু পিত্তনুৎ॥ ১৫॥

কটুতুম্বীর নাম ও গুণ।

কটুতুম্বী, মিষ্টফলী, রাজপুত্রী, তুম্বিনী, { কটুতুম্বিনী, ফলিনী, পিণ্ডফলা, লম্বা, ইক্ষ্বাকু, মহাফলা, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তকা, তিক্তক, কটুফলা, তুম্বিনী, বৃহৎফলা, তিক্তফলা, তিক্তবীজা ও তুম্বিকা }, এই শব্দ সমুদায় কটুতুম্বীর নাম। কটুতুম্বী—শীতল, হৃদ্য, পিত্তনাশক, কাসঘ্ন ও বিষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিৎলাউ, হিন্দীভাষায় "তিৎলোকী" ও "লোয়া" এবং যাবনিক ভাষায় ইহাকে তিতাকদু বলে॥ ১১॥

ত্রপুষের নাম ও গুণ।

ত্রপুষ, কণ্টকিলতা, সুধাবাস, { ত্রপুষী, ত্রপুষীফল, পীতপুষ্পা, কণ্টালু, কণ্টালু, ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, সুধাবাসা ও ত্রপুষা },এই শব্দ সমুদায় ত্রপুষের নাম। কটুত্রপুষ, ছর্দ্দিপর্ণী, মূত্রফলা, পিত্তক ও হস্তিপর্ণিনী, এই শব্দ কয়েকটী কটুত্রপুষীর নাম। ত্রপুষ—মূত্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, রূক্ষ, পিত্তঘ্ন, অশ্মরী-রোগনাশক ও মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশী। ইহার পক্কফল—উষ্ণবীর্য্য, অম্লরসযুক্ত, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতনাশক ও কফঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শশা ও ক্ষীরই এবং হিন্দীভাষায় "ক্ষীরা" বলে॥ ১২-১৩॥

চির্ভটের নাম ও গুণ।

চির্ভটি, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষকর্কটী, { চির্ভিটি, চিভটী, চির্ভিটা, চির্ভিটী

বালুকনামগুণাঃ।

বালুকং কাণ্ডকং বালু তচ্ছীতং মধুরং গুরু।
রক্তপিত্তহরং ভেদি লঘূষ্ণং পক্কমগ্নিকৃৎ॥ ১৬॥

শীর্ণবৃন্তনামগুণাঃ।

শীর্ণবৃন্তং চিত্রফলং বিচিত্রং পীতবর্ণকম্।
শীর্ণবৃন্তং লঘু স্বাদু ভেদ্যুষ্ণং বহ্নিপিত্তকৃৎ॥ ১৭॥

কোশাতকীনামগুণাঃ।

কোশাতকী শতচ্ছিদ্রা জালিনী কৃতবেধসা।
মৃদঙ্গফলকা জ্বেরা ঘোটাকী কর্কশচ্ছদা॥ ১৮॥
কোশাতকী লঘুস্তিক্তা রূক্ষামাশয়শোধনী।
শোফপাণ্ডূদরপ্লীহকুষ্ঠার্শঃকফপিত্তজিৎ।
তৎফলং ভেদনং শীতং লঘু মেহত্রিদোষজিৎ॥ ১৯॥

কর্কচির্ভিটা }, এই শব্দ সকল চির্ভটের নাম। চির্ভট—মধুররসযুক্ত, রূক্ষ, গুরু-পিত্তঘ্ন, কফবিনাশী, শীতল, বিষ্টম্ভকর এবং মলরোধক। পক্ব চির্ভট—উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তনাশক। ইহা একপ্রকার কাঁকুড়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় চিভিড়া ও গেল-সেদ বলে॥ ১৪-১৫॥

বালুকের নাম ও গুণ।

বালুক, কাণ্ডক, বালু, { বালুঙ্কী, বালুঙ্গী, বালুঙ্গিকা, বালুকী, বাঙ্গীফলা, স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্ররুহা, কাণ্ডিকা ও মূত্রলা }, এই শব্দ সমুদায় বালুকের নাম। ইহা—শীতবীর্য্য, মধুররসযুক্ত ও গুরুপাকী। পক্কবালুক—রক্তপিত্ত-নাশক, ভেদক, লঘুপাকী, উষ্ণবীর্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাঙ্গিকাঁকুড় বলে॥ ১৬॥

শীর্ণবৃন্তের নাম ও গুণ।

শীর্ণবৃন্ত, চিত্রফল, বিচিত্র, পীতবর্ণক, { চেলনা, অল্পপ্রমাণক, সুথাশ, রাজ-তিনিষ, লতাপনস, নাটাম্র, নৈট, সুধাবাস, খট ও গোডুম্ব }, এই শব্দ সমুদায় শীর্ণবৃন্তের পর্য্যায়। শীর্ণবৃন্ত—লঘুপাকী, স্বাদুরসাত্মক, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিজনক ও পিত্তবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বড়তরমুজ ও চেলান বলে॥ ১৭॥

কোশাতকীর নাম ও গুণ।

কোশাতকী, শতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধসা, মৃদঙ্গফলকা, জ্বেরা, ঘোটাকী, কর্কশচ্ছদা, { কৃতচ্ছিদ্রা, কোষাতকী, কৃতবেধনা, জ্যোৎস্নিকা, ক্ষেড়া, সুতিক্তা,

রাজকোশাতকীনামগুণাঃ।

রাজকোশাতকী মিষ্টা মহাজালিঃ সপীতকা।
রাজকোশাতকী শীতা জ্বরঘ্নী কফবাতলা॥ ২০॥

মহাকোশাতকীনামগুণাঃ।

মহাকোশাতকী ত্বন্যা হস্তিঘোষা মহাফলা।
মহাকোষাতকী স্নিগ্ধা মিষ্টা পিত্তানিলাপহা॥ ২১॥

বৃন্তাকীনামগুণাঃ।

বৃন্তাকী বার্ত্তিকী বৃত্তা ভণ্টাকী ভণ্টিকা মতা।
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকঞ্চ পিত্তলম্॥ ২২॥

ঘোষক, ঘন্টালী, পটোল, মদাঙ্গী ও মৃদঙ্গফলিনী }, এই শব্দ সমুদায় কোশাতকীর নাম। কোশাতকীশাক—লঘুপাকী, তিক্তরসযুক্ত, রূক্ষবীর্য্য, আমাশয় শোধক এবং শোথ, পাণ্ডু, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শ, কফ ও পিত্তবিনাশক। ইহার ফল—ভেদক, শীতল, লঘু, মেহঘ্ন ও ত্রিদোষ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঝিঙ্গ, ক্ষুদেধোদোল ও তিৎপোল্লা এবং হিন্দীভাষায় "ঝিমনী" ও উড়িয়া ভাষায় "জনা" বলে॥ ১৮–১৯॥

রাজকোশাতকীর নাম ও গুণ।

রাজকোশাতকী, মিষ্টা, মহাজালি, সপীতকা, { রাজকোষাতকী, ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধন, কোশাফলা, কোষফলা, মহাজালী, পীতপুষ্পিকা ও হস্তিকর্ণিকা }, এই শব্দ সমুদায় রাজকোশাতকীর নাম। রাজকোশাতকী—শীতল, জ্বরনাশক, কফবর্দ্ধক ও বাতল। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে একপ্রকার ঝিঙ্গা বা ঝিঙ্গে বিশেষ এবং হিন্দীভাষায় "ঘিরাতোরই" বলে॥ ২০॥

মহাকোশাতকীর নাম ও গুণ।

মহাকোশাতকী, হস্তিঘোশা, মহাফলা, { ধামার্গব, কোষক ও দন্তিপর্ণ }, এই শব্দ সমূহ মহাকোশাতকীর নাম। মহাকোশাতকী—স্নিগ্ধ, মিষ্টরসযুক্ত, পিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘোষাল, ঘোষক ও ধোদাল এবং হিন্দীভাষায় "নেনুয়ান" বলে॥ ২১॥

বৃন্তাকীর নাম ও গুণ।

বৃন্তাকী, বার্ত্তিকী, বৃত্তা, ভণ্টাকী, ভণ্টিকা, বন্তাক, { সিংহী, হিঙ্গলী, বার্ত্তাকী,

কফবাতহরং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
জ্বরারোচককাসঘ্নং পক্বং তৎ পিত্তলং গুরু॥ ২৩॥

শ্বেতবার্ত্তাকুনামগুণাঃ।

অপরঃ শ্বেতবার্ত্তাকুঃ কুক্কুটাণ্ডফলোপমঃ।
তস্মাদ্ধীনগুণঃ কিঞ্চিদর্শসঞ্চ হিতঃ স্মৃতঃ॥ ২৪॥

বিম্বীনামগুণাঃ।

বিম্বী রক্তফলা গোলা তুণ্ডী দন্তচ্ছদোপমা।
বিম্বী বান্তিপ্রদা হন্তি রক্তপিত্তাস্রকামলাঃ॥ ২৫॥

মহাবৃহতী, বাতিগম, বঙ্গণ, অঙ্গণ, বের, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু, কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসফলা, মাহাটিকা, চিত্রফলা, কণ্টকনী, মহতী, কণ্টফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, নীলবৃষ, শাকশ্রেষ্ঠা, বৃন্তফলা ও নৃপপ্রিয়ফলা }, এই শব্দ সমুদায় বৃন্তাকীর নাম। বৃন্তাকী—মধুররসযুক্ত, তীক্ষ্ণগুণী, উষ্ণবীর্য্য, পাকে কটু, পিত্তবৰ্দ্ধক; কফঘ্ন, বাতনিবারক, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, শুক্রবৰ্দ্ধক, লঘু, জ্বরঘ্ন, অরুচিনাশক ও কাসঘ্ন। ইহার পাকাফল— অত্যন্ত পিত্তবৰ্দ্ধক ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বেগুন, বাগুন, বাইগুণ ও বেগোণ এবং হিন্দীভাষায় "ভন্টাহি" বলে॥ ২২-২৩॥

শ্বেতবার্ত্তাকুর নাম ও গুণ।

শ্বেতবার্ত্তাকু, কুক্কুটাণ্ডফলোপম, { শ্বেতবৃহতী, শ্বেতসিংহী, শ্বেতা, শ্বেতমাহাটিকা, শ্বেতফলা ও শ্বেতবার্ত্তাকিনী }, এই শব্দ সমুদায় শ্বেতবার্ত্তাকুর নাম। শ্বেতবার্ত্তাকু—বার্ত্তাকু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট এবং অর্শোরোগে বিশেষ হিতজনক। ইহার সাদাফুল হয়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সাদাবেগুন বলে॥ ২৪॥

বিম্বীর নাম ও গুণ।

বিম্বী, রক্তফলা, গোলা, তুণ্ডী, দন্তচ্ছদোপমা, { বিম্বিকা, বিম্ব, বিম্বক, বিম্বজা, বিম্বা, তুণ্ডিকেরী, ওষ্ঠী, পীলুপর্ণী, তুণ্ডিকেরী, তুণ্ডীকেরিকা, তুণ্ডিকেশি, তুম্বা ও ওষ্ঠফলোপমা }, এই শব্দ সমুদায় বিম্বীর নামান্তর। বিম্বীশাক—বমিকারক এবং রক্তপিত্ত, দুষ্টরক্ত ও কামলারোগবিনাশক। ইহার ফল—শীতল, মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাকী, রক্তপিত্তনাশক, দাহঘ্ন,

তৎফলং শীতলং স্বাদু গুরু পিত্তাস্রদাহজিৎ।
স্তম্ভনংলেখনং বাতবিবন্ধাধ্মানকারকম্॥ ২৬॥

কারবেল্লনামগুণাঃ।

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাদুগ্রকাণ্ডং সুকাণ্ডকম্।
কারবল্লী বারিবল্লী বৃহদ্বল্ল্যপরা স্মৃতা॥ ২৭॥
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
পিত্তাস্রকামলাপাণ্ডুকফমেহকৃমীন্ জয়েৎ॥ ২৮॥

কর্কোটকীনামগুণাঃ।

কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালিনিরুচ্যতে।
তদ্বৎ কর্কোটক পুষ্পং কিলাসারুচিনাশনম্॥ ২৯॥

স্তম্ভনকারক, লেখন (রসশোষক) এবং ইহা দ্বারা বায়ু, বিবন্ধ ও আধ্মান প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তেলাকুচ এবং হিন্দিভাষায় "কুন্দরী" বলে॥ ২৫—২৬॥

কারবেল্লের নাম ও গুণ।

কারবেল্ল, কঠিল্ল, উগ্রকাণ্ড, সুকাণ্ডক, {কঠিল্লক, কারবেল্লক, সুষবী, উর্দ্ধাসিত, তোয়বল্লী, কাণ্ডকটুক, কণ্ডুর ও নাসাসংবেদন}, এই শব্দ সমূহ কারবেল্লের নামান্তর। কারবল্লী, বারিবল্লী, বৃহদ্বল্লী, {কারবল্লিকা, কারবেল্লী ও বেল্লিকা}, এই শব্দ কতিপয় কারবল্লীর নাম। কারবেল্ল—শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক, তিক্ত, অল্প বাতবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, কামলা, পাণ্ডু, কফ, মেহ ও কৃমিরোগবিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কারবেল্লকে, করলা উচ্ছে এবং হিন্দীভাষায় "করেলী" আর কারবল্লীকে ছোট উচ্ছে ও হিন্দীভাষায় "কিরেলী" বলে॥ ২৭—২৮॥

কর্কোটকীর নাম ও গুণ।

কর্কোটকী, পীতপুষ্পা, মহাজালিনি, {পীতপুষ্পী, মহাজালী, কর্কোটকা, কর্কোটিকা ও কর্কোটী}, এই শব্দগুলি কর্কোটকী লতার নাম। কর্কোটক, {কর্কোটা, কর্কোট, কিলাসঘ্ন, তিক্তপত্র ও সুগন্ধক} এই শব্দ সকল কর্কোটক ফলের নাম। কর্কোটক পুষ্পশাক এবং উহার ফল—উভয়ে সমগুণযুক্ত অর্থাৎ উহারা কিলাস (কুষ্ঠব্যাধি বিশেষ), ও অরুচিরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কাঁকরোল এবং হিন্দীভাষায় "খেখ্সা" বলে॥ ২৯॥

বন্ধ্যাকর্কোটকীনামগুণাঃ।

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী নাগারির্বিষকণ্টকা।
বন্ধ্যাকর্কোটকী তিক্তা বিষবীসর্পকাসজিৎ॥ ৩০॥

ডোড়িকানামগুণাঃ।

ডোড়িকা বিষমুষ্টিঃ স্যাদ্ বিষগ্রন্থিঃ সমুষ্টিকা।
ডোড়িকা কফপিত্তার্শঃ কৃমিগুল্মবিষাপহা॥ ৩১॥

ডিণ্ডিসনামগুণাঃ।

ডিণ্ডিশো রোমশফলো তিন্দিসো মুনিনির্ম্মিতঃ।
ডিণ্ডিসো বাতলো রূক্ষো মূত্রলোহশ্মরিভেদকঃ॥ ৩২॥

বন্ধ্যা কর্কোটকীর নাম ও গুণ।

বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, নাগারি, বিষকণ্টকা, { বন্ধ্যা, নাগারাতি, মনোজ্ঞা, বন্ধ্যাকর্কোটী, পথ্যা, দিব্যা, পুত্রদা, মকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, শ্রীকন্দা, সুগন্ধা, সর্পকমনী, বিষকন্দকিনী, পরা, ভূতহন্ত্রী ও কুমারী }, এই শব্দ সমূহ বন্ধ্যাকর্কোটকীর পর্য্যায়। বন্ধ্যাকর্কোটকী—তিক্ত, বিষঘ্ন, বিসর্পনাশক ও কাসরোগ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বনকাঁকরোল এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে ঝাঁখথসা, ঝাঁঝচটেল ও ঝাঁঝককরোল বলে। ৩০॥

ডোড়িকার নাম ও গুণ।

ডোড়িকা, বিষমুষ্টি, বিষগ্রন্থি, সমুষ্টিকা, { ডোড়ী, কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, রঙ্গপুষ্টিকা, ক্ষুপাডোড় ষ্টি ও ডোবড়ী }, এই শব্দ সমূহ ডোড়িকার নাম। ডোড়িকা—কফ, পিত্ত, অর্শ, কৃমি, গুল্ম ও বিষ বিনাশক। ইহাকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় বিষদোড়ী ও তিৎবেগুণ এবং হিন্দীভাষায় "কারুদা" বলে। ৩১॥

ডিণ্ডিসের নাম ও গুণ।

ডিণ্ডিস, রোমশফল, তিন্দিস, মুনিনির্ম্মিত, { ডিণ্ডিশ, টিণ্ডিশ ও ডিন্দিশ }, এই শব্দ সকল ডিণ্ডিসের নাম। ডিণ্ডিস—বাতল, রূক্ষ, মূত্রবর্দ্ধক ও অশ্মরিরোগ নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঢাঁড়শ ও ঢেঁড়ি এবং হিন্দীভাষায় ডিণ্ডিশ ও ডেঁড়শী বলে। ৩২॥

কোলশিম্বীনামগুণাঃ।

কোলশিম্বী কৃষ্ণফলা ষড়্ বশীকরপাদিকা।
কোলশিম্বী সমীরঘ্নী গুর্ব্বামককফপিত্তকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

শিম্বীনামগুণাঃ।

শিম্বী কুশিম্বী কুৎসাস্রশিম্বী পুত্রকশিম্বিকা।
শিম্বী শীতা গুরুর্ব্বল্যা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তজিৎ ॥ ৩৪ ॥

বাস্তুকনামগুণাঃ।

বাস্তুকঃ শাকপত্রঃ স্যাৎ ক্ষীরস্ত প্রসাদকঃ।
বাস্তুকঃ পাচনো রুচ্যো লঘুঃ শুক্রবলপ্রদঃ।
সরঃ প্লীহাস্রপিত্তার্শঃকৃমিদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৩৫ ॥

কোলশিম্বীর নাম ও গুণ।

কোলশিম্বী, কৃষ্ণফলা, ষড়্ বশী, করপাদিকা, { কোলসিম্বী, কাকাণ্ডোলা, শিম্বী, খট্টা, শূকরপাদিকা, কাকাণ্ডা ও পর্য্যঙ্কপাদিকা }, এই শব্দ সমুদায় কোলশিম্বীর নামান্তর। কোলসিম্বী—বাতনাশক, গুরুপাকী, আমজনক, পিত্ত- ও কফবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কটবাসিম্ ও শূয়রেসিম্ বলে ॥৩৩॥

শিম্বীর নাম ও গুণ।

শিম্বী, কুশিম্বী, কুৎসাস্রশিম্বী, পুত্রকশিম্বিকা, { শিম্বা, বীজগুপ্তি, পুত্রশিম্বী ও পুত্রকশিম্বিকা }, এই কতিপয় শব্দ শিম্বীর পর্য্যায়। শিম্বী জাতিভেদে দুই প্রকার। শিম্বী—শীতল, গুরুপাকী, বলকর, কফবর্দ্ধক, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শিম্ এবং হিন্দীভাষায় "শেম্বি" বলে। ৩৪ ॥

বাস্তুকশাকের নাম ও গুণ।

বাস্তুক, শাকপত্র, ক্ষীর প্রসাদক, { বাস্তু, বাস্তুক, বাস্তু, পাংশুপত্র, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকবীর, কক্কেল্ল, ঘনাঘন, বস্তুক, হিলমোচিক, রাজশাক, শাকরাজ, ক্ষেত্রী, ক্ষারপত্র ও শাকরাট্ }, এই শব্দ সমুদয় বাস্তুক শাকের নাম। বাস্তুক- শাক—পরিপাচক, রুচিকর, লঘুপাকী, শুক্রজনক, বলপ্রদ, সারক, এবং ইহাদ্বারা প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, কৃমি ও ত্রিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায়

জীবন্তনামগুণাঃ।

জীবন্তকঃ শাকবীরো রক্তনালঃ প্রণালকঃ।
জীবন্তো বাতকৃৎ ক্ষারঃ স্বাদুপাকস্ত্রিদোষনুৎ ॥ ৩৬ ॥

চিল্লীনামগুণাঃ।

চিল্লী সরা লঘুঃ শীতা রুচ্যা মেধ্যাগ্নিদীপনী।
বল্যা রূক্ষা হরেৎ প্লীহরক্তদোষত্রয়কৃমীন্ ॥ ৩৭ ॥

কালশাকনামগুণাঃ।

কালশাকঙ্কালিকা স্যাৎ চুঞ্চুকা চুঞ্চুকোঽপরঃ।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতলং কফশোফজিৎ ॥ ৩৮ ॥
পিত্র্যং পবিত্রমায়ুষ্যং নাতিপিত্তপ্রকোপনম্।
চঞ্চুঃ শীতা সরা রূক্ষা স্বাদ্বী দোষত্রয়াপহা ॥ ৩৯ ॥

জীবন্তশাকের নাম ও গুণ।

জীবন্তক, শাকবীর, রক্তনাল, প্রণালক, জীবন্ত, { জীবন্তী, জীবন্ত, জীবা, জীবন্তিক, জীবিকা, প্রবালক, প্রবালিক, তাম্রপত্র, মেষক ও মস্থুর } এই শব্দ সমূহ জীবন্তশাকের নাম। জীবন্ত—বাতবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, পাকে মধুর, এবং ত্রিদোষ বিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জীবই শাক বলে। ইহা মালবদেশে উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ উহাকে খোস্‌নো বলে ॥ ৩৬ ॥

চিল্লীশাকের নাম ও গুণ।

চিল্লী, { চিল্লিকা, তৃণী, অগ্রলোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রী, বাস্তুকী, বৃহদ্দলা ও গৌরবাস্তুক }, এই শব্দ সমূহ চিল্লীশাকের পর্য্যায়। চিল্লীশাক—ভেদক, লঘুপাকী, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, মেধাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, রূক্ষ এবং ইহা দ্বারা প্লীহা, রক্তপিত্ত ও সন্নিপাত বিনষ্ট হয়। ইহা বাস্তুকশাক জাতীয় এক প্রকার শাক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিল্লী এবং হিন্দীভাষায় "চিলারী" বলে ॥ ৩৭ ॥

কালশাকের ও চঞ্চুশাকের নাম ও গুণ।

কালশাক, কালিকা, { নাড়ীক, শ্রাদ্ধশাক ও বানক }, এই শব্দ কয়েকটী কালশাকের নাম। চঞ্চুক, চঞ্চুশাক, চঞ্চুবিদলা, কলম্ভী, চিরপত্রিকা, চঞ্চুর, চঞ্চুপত্র, ক্ষেত্রসম্ভব, সুশাক, চিঞ্চা, চিঞ্চুকা, দীর্ঘপত্রী ও সাতিক্তিকা }, এই শব্দ সমূহ চঞ্চুশাকের নাম। কালশাক—সারক, রুচিজনক, বাতবর্দ্ধক, কফঘ্ন, শোথ-

...কেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, ...

তণ্ডুলীয়নামগুণাঃ।

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডীরস্তণ্ডুলীয়কঃ।
বিষঘ্নঃ কদরোঽন্তঃ স্যাৎ মারীষো মার্ষিকস্তথা ॥ ৪০ ॥
তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রূক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো রক্তপিত্তহঃ ॥ ৪১ ॥
মারিষো রেচনঃ শীতো গুরুর্ম্মদস্ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪২ ॥

ফোগনামগুণাঃ।

ফোগো মরুদ্ভব শৃঙ্গী সূক্ষ্মপুষ্পঃ শশাদনঃ।
ফোগঃ সংগ্রাহকঃ শীতো রক্তপিত্তকফাপহঃ ॥ ৪৩ ॥

নাশক, পিতৃশ্রাদ্ধে প্রযোজ্য, পবিত্র, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক এবং অনতিপিচ্ছিল। চঞ্চুশাক— শীতল, ভেদক, রুক্ষ, মধুর ও ত্রিদোষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কনকা-নটে শাক ও লালশাক ও হিন্দীভাষায় "নরচা" এবং চঞ্চুশাককে হিন্দীভাষায় "রেচনা" বলে, ইহা একপ্রকার পাটশাক বিশেষ ॥ ৩৮–৩৯ ॥

তণ্ডুলীয়শাক ও মারীষশাকের নাম ও গুণ।

তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডীর, তণ্ডুলীয়ক, বিষঘ্ন, কদর, { তণ্ডুল, তণ্ডুলী, অল্প-মারীষ, ভণ্ডীর, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জ্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা, কীড়ের, তণ্ডুলের, তণ্ডুলেরক, তণ্ডুলবীজ ও তণ্ডুলবীর্য্য }, এই সকল শব্দ তণ্ডুলীয় শাকের নাম। { মারীষ, মার্ষ, মার্ষিক, কনকন্ধর, মারিষ ও তণ্ডুলীয় ভেদ } এই সকল শব্দ মারীষশাকের নাম। তণ্ডুলীয়ক শাক— লঘুপাকী, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফঘ্ন, রক্তদোষনিবারক, মল ও মূত্র পরি-স্রাবক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও রক্তপিত্তনাশক। মারিষশাক—রেচক, শীতল, গুরুপাকী, মত্ততাজনক ও ত্রিদোষঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় তণ্ডুলীয়ক শাককে চাপানটেশাক এবং হিন্দীভাষায় চিরবাই ও অল্প মরুষা ও মারীষশাককে হিন্দীভাষায় "মরসা" বলে। ইহা একপ্রকার নটেশাক বিশেষ ॥ ৪০–৪২ ॥

ফোগের নাম ও গুণ।

ফোগ, মরুদ্ভব, শৃঙ্গী, সূক্ষ্মপুষ্প ও শশাদন, এই কতিপয় শব্দ ফোগের নাম। ফোগ—মলরোধক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং কফঘ্ন। কেহ কেহ ইহাকে ধনেশাক বলে ॥ ৪৩ ॥

পটোলনামগুণাঃ।

পটোলঃ পাণ্ডুকো জাতীফলকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
রাজীফলশ্চ পাণ্ডুফলো রাজীমানমৃতাফলম্ ॥ ৪৪ ॥
তিক্তোত্তমা বীজগর্ভাঽপরা রাজপটোলিকা।
জ্যোৎস্নী পটোলিকা জালী নাদেয়ী ভূমিজম্বুকা ॥ ৪৫ ॥
পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি বাতাস্রজ্বরদোষত্রয়ক্রমীন্ ॥ ৪৬ ॥
পত্রং পিত্তহরং শীতং তস্য বল্লী কফাপহা।
মূলং বিরেচনং প্রোক্তং ফলং দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৪৭ ॥

চঞ্চুড়নামগুণাঃ।

চঞ্চুড়ো বেশ্মকুলোঽন্যঃশ্বেতরাজী বৃহৎফলা।
কিঞ্চিন্ন্যূনগুণস্তস্মাদ্বিশেষাচ্ছোষণো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

পটোলের নাম গুণ।

পটোল, পাণ্ডুল, জাতীফলক,, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজীমান, অমৃতাফল, { কুলক, তিক্তক, পটুক, পটু, কর্কশদল, রাজীমান্, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিক্ত, তিক্তভদ্রক, কটুজল, কটুক, কটু, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, বীজগর্ভ, নাগফল, কুটারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, তিক্ত, রাজের ও প্রতীক }, এই শব্দ সমুদায় পটোলের নাম। তিক্তোত্তমা, বীজগর্ভা, জ্যোৎস্নী, পটোলিকা, জালী, নাদেয়ী, ভূমিজম্বুকা ও জ্যোৎস্না, } এই শব্দ সমুদায় পটোলীর নামান্তর। পটোল -পরিপাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বাতরক্ত, জ্বর, ত্রিদোষ ও কৃমিনাশক। ইহার পাতা—পিত্তনাশক ও শীতল। ইহার লতা—কফনাশক। ইহার মূল—বিরেচক এবং ইহার ফল—ত্রিদোষনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় পটোলকে পটোল, হিন্দিভাষায় "পেলবল" এবং পটোলীকে বঙ্গভাষায় পোরলী বলে ॥ ৪৪–৪৭ ॥

চঞ্চুড়ের নাম ও গুণ।

চঞ্চুড়, বেশ্মকুল, শ্বেতরাজী, মহঃফল, { চচেণ্ডা ও চচেণ্ডকা } এই শব্দ কয়েকটী চঞ্চুড়ের নাম। চঞ্চুড়—পটোল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণী কিন্তু ইহা শোষরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিচিঙ্গ ও চিচিড়া বলে ॥ ৪৮ ॥

কীজক, কেশরাম, মাতুলুঙ্গ,

পালক্যানামগুণাঃ।

পালক্যা বাস্তুকাকারা ছুরিকা চীরিতচ্ছদা।
পালক্যা বাতলা শীতা ভেদিনী শ্লেষ্মলা গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাসরক্তপিত্তকফাপহা ॥ ৪৯ ॥

পোতকীনামগুণাঃ।

পোতকী পোতিকা প্রোক্তা মৎস্যাকালী সুরঙ্গিকা।
পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তজিৎ ॥ ৫০ ॥
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তনুৎ।
পোতক্যাপোদিকা দিব্যা শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ ॥ ৫১ ॥

লোণীকুটীরনামগুণাঃ।

লোণিকোক্তা বৃহচ্ছোটী কুটিরস্তু কুটিঞ্জরঃ।
তুন্দুরঃ স্যাৎ গুড়ীরীকঃ পিণ্ডী পিণ্ডীতকস্তথা ॥ ৫২ ॥

পালঙ্ শাকের নাম ও গুণ।

পালক্যা, বাস্তুকাকারা, ছুরিকা, চীরিতচ্ছদা, { পালঙ্ক, পালঙ্কী, পালঙ্কা, পালঙ্ক্যা, পলক্যা, মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামীণা, গ্রামবল্লভা ও ক্ষুরিকা } এই সকল শব্দ পালঙশাকের নাম। পালঙশাক—বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ভেদক, কফজনক, গুরুপাকী, বিষ্টম্ভজনক এবং ইহা দ্বারা মত্ততা, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

পোতকীর নাম ও গুণ।

পোতকী, পোতিকী, মৎস্যকালী, সুরঙ্গিকা, { পুতিকী, উপোদিকা, দিব্যা, শুক্রদা, রক্তপিত্তজিৎ, উপোদীকা, উপোতী, বৃশ্চিকপ্রিয়া, অপোদিকা, পুতীকা, কলম্বী, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা, মোদনী, মদশাক, বিশালা, বালপোদকী, মালবী ও অমৃতবল্লরী }, এই সকল শব্দ পোতকীর নাম। পোতকী—রক্তপিত্তনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, কণ্ঠস্বর নাশক, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক ও শুক্রবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পুঁই ও পুঁইশাক বলে ॥ ৫০-৫১ ॥

লোণিকা ও কুটীর শাকের নাম ও গুণ।

লোণিকা, বৃহচ্ছোটী ও লোণী, এই শব্দ ত্রয় লোণী শাকের নাম। কুটির, কুটিঞ্জর, কুটির, তুন্দর, গুড়ীরীক, পিণ্ডী ও পিণ্ডীতক, এই শব্দ কয়েকটী কুটীর

লোণী রূক্ষা গুরুঃ শীতা সরা বিষ্টম্ভিনী পটুঃ।
দোষলা মধুরা পাকে তদ্বৎ কুটীরহৃদ্ গুরু।
লোণিকা বাতলঃ শ্বাসকাসশ্লেষ্ম বিষাপহা॥ ৫৩॥

সুষেণনামগুণাঃ।

সুষেণস্তু স্বস্তিকঃ স্যাদ্ বলদস্তিলপর্ণিকা।
সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেহদোষত্রয়াপহঃ॥ ৫৪॥
তিলপর্ণা হিমা রুচ্যা গ্রাহিণী কফপিত্তজিৎ॥ ৫৫॥

সূক্ষ্মপত্রনামগুণাঃ।

সূক্ষ্মপত্রস্তীক্ষ্ণশাকো ধনুঃপুষ্পঃ সুবোধকঃ।
চৌরকঃ কফবাতঘ্নঃ সুতীক্ষ্ণো নাতিপিত্তলঃ॥ ৫৬॥
টুটুকো বিটপো রূক্ষঃ খরপত্রস্তরগুজঃ।
টুটুকো বাতলো রূক্ষো বিষ্টম্ভী কফনাশনঃ॥ ৫৭॥

শাকের নাম। লোণীশাক—রূক্ষ, গুরুপাকী, শীতবীর্য্য, ভেদক, বিষ্টম্ভজনক, বাতবর্দ্ধক, লবণরসযুক্ত এবং ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, কফ ও বিষরোগ বিনষ্ট হয় অধিকন্তু ইহা দোষবর্দ্ধক ও পাকে মধুর রস বিশিষ্ট। কুটিরশাক—লোণী শাকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং হৃদয়ের গুরুতাজনক॥ ৫২–৫৩॥

সুষিণী শাকের ও তিলানী শাকের নাম ও গুণ।

সুষেণ, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণ, { সুনিষণ্ণক, বিতুন্ন, চুচু, সুতপত্র, শিতিচার, সূচিচন্দ্রক, সূচাহ্ব, শ্রীবারক, বভ্রু, কুরণ্ঠ, কুক্কুট, শ্বেতাবর, মেধাকৃত, গ্রাহক, শিতিবার, শিতিবর, সিতিবর ও বর্ণিক }, এই সকল শব্দ সুষিণী শাকের নাম। বলদ, তিলপর্ণিকা ও তিলপর্ণ, এই কয়েকটি শব্দ তিলানী শাকের নাম। সুষিণীশাক—শীতবীর্য্য, মলরোধক, মেহনাশক ও ত্রিদোষ বিনষ্ট করে। তিলানীশাক—শীতবীর্য্য, রুচিজনক, কফনাশক ও বাতঘ্ন॥ ৫৪–৫৫॥

দ্বিবিধ তুলসী শাকের নাম ও গুণ।

সূক্ষ্মপত্র, তীক্ষ্ণশাক, ধনুঃপুষ্প, সুবোধক ও চোরক, এই শব্দগুলি সূক্ষ্মপত্র তুলসীশাকের নাম। ইহা কফঘ্ন, বাতনাশক, অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীর্য্য এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক। টুটুক, বিটপ, রূক্ষ, খরপত্র ও খরগুজ, এই শব্দ কতিপয় অন্যবিধ

[illegible]

বল্লীনামগুণাঃ।

ঘনাগমভবা বল্লী প্রসিদ্ধো নাম বস্তিজঃ।
ঘনাগমে ত্রিদোষঘ্নস্তৎপুষ্পং মধুরং সরম্ ॥
ফলং তস্য সরং বৃষ্যমামম্মিষ্টন্তু বাতলম্ ॥ ৫৮ ॥

নাড়ীশাকনামগুণাঃ।

শাতবারঃ কুরণ্ডী স্যান্নাড়ী তু নলিকা মতা।
শাতবারঃ সরো বৃষ্যঃ শোথঘ্নো বাতপিত্তলঃ ॥ ৫৯ ॥
নাড়ী সরা লঘুঃ শীতা পিত্তনুৎ কফবাতলা।

সর্ষপনামগুণাঃ।

সার্ষপং সর্ষপোদ্ভূতং কৌসুম্ভঙ্কুঙ্কুমোদ্ভবম্ ॥ ৬০ ॥
সার্ষপং বদ্ধবিন্মূত্রং গুরুষ্ণং বা ত্রিদোষকৃৎ।
কৌসুম্ভং স্বাদু রূক্ষোষ্ণং কফজিৎ পিত্তলং লঘু ॥ ৬১ ॥

তুলসী (বাবুই তুলসী বিশেষ) শাকের নাম। টুটুকশাক—বাতল, রূক্ষ, বিষ্টম্ভজনক ও কফনাশক ॥ ৫৬-৫৭ ॥

বল্লীশাকের নাম ও গুণ।

ঘনাগমভবা, বল্লী ও বাস্তিজ, এই শব্দত্রয় বল্লীশাকের নাম। বল্লীশাক—ত্রিদোষঘ্ন। ইহার পুষ্প—মধুর ও সারক। ইহার কাঁচা ফল—ভেদক, বলকর এবং ইহার পাকা ফল—মিষ্ট ও বাতবর্দ্ধক ॥ ৫৮ ॥

দ্বিবিধ নাড়ী শাকের নাম ও গুণ।

শীতবার, কুরণ্ডী, (নাড়ীক, পট্টশাক), এই শব্দ কতিপয় মিষ্ট নাড়ীশাকের নাম। নাড়ী, নলিকা, (নলিক, নাড়ীশাক, নাড়ীক, কেচুক, পেচুলা, পেচু, বিশ্বরোচন, নাড়ীকশাক ও নলাবতী), এই শব্দ সমুদায় তিক্ত নাড়ী শাকের নাম। মিষ্টনাড়ীশাক—ভেদক, বলকর, শোথঘ্ন, বাতবর্দ্ধক ও পিত্তপ্রবর্দ্ধক। তিক্তনাড়ীশাক—সারক, লঘু, শীতল, পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক ও বাতপ্রবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় মিষ্ট নাড়ীশাককে পাটশাক ও কোষ্ঠাশাক ও হিন্দীভাষায় "পটুয়া" এবং তিক্ত নাড়ীশাককে বঙ্গভাষায় নালিতেশাক বলে ॥ ৫৯ ॥

সরিষা শাকের ও কুসুমশাকের নাম ও গুণ।

সার্ষপ ও সর্ষপোদ্ভূত, এই শব্দদ্বয় সরিষাশাকের নাম। কৌসুম্ভ, কুঙ্কুমোদ্ভব ও কুসুম্ভশাক, এই শব্দত্রয় কুসুমশাকের নাম। সরিষা শাক—গুরুপাকী,

চণককলায়চাঙ্গেরীনামগুণাঃ ।

চণক শাকমুদ্দিষ্টং দুর্জ্জরং কফবাতনুৎ ।
কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু পিত্তকফাপহম্ ॥ ৬২ ॥
চাঙ্গেরী ত্বাম্লিকা চুক্রা ক্ষুদ্রাম্লিকা চতুশ্ছদা ।
চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা লঘূষ্ণা কফবাতজিৎ ।
সপিত্তলা গ্রহণ্যর্শঃ কুষ্ঠাতীসারনাশিনী ॥ ৬৩ ॥

কাসমর্দ্দনামগুণাঃ ।

কাসমর্দ্দঃ কর্কশঃ স্যাদ্ গৃঞ্জনাগজরস্তথা ।
কাসমর্দ্দো লঘুঃ কণ্ঠ্যঃ কাসদোষবিষাস্রজিৎ ॥ ৬৪ ॥

উষ্ণবীর্য্য, বিষ্ঠার বদ্ধতাজনক, মূত্ররোধক ও ত্রিদোষপ্রবর্দ্ধক । কুসুমশাক—মধুর রসান্বিত, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, পিত্ত বর্দ্ধক ও লঘু ॥ ৬০–৬১ ॥

চণক কলায় ও চাঙ্গেরী শাকের নাম ও গুণ ।

চণক, { হরিমন্থজ, হরিমন্থক, চণ, হরিমন্থ, সুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, সকলপ্রিয়, বাজিভক্ষ্য, কঞ্চুকী ও বালভোজ }, এই শব্দ সমুদায় চণকের নাম ইহার শাক—দুষ্পাচ্য, কফঘ্ন ও বাতবিনাশী । প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছোলা ও বুট এবং হিন্দীভাষায় "চণা" ও চাণা বলে ।

কলায়, { সতীলক, হরেণু, বার্ত্তুক, ত্রিপুট, আনিবর্ত্তুক, সামন, মুক্তচণক, নীলক, কণ্টী, সতীল, হরেণুক, সতালক, সতীলা, তিন্টী ও নিণ্ডিকা }, এই শব্দ সমুদায় কলায়ের নাম । কলায়শাক—ভেদক, লঘু, পিত্ত ও কফনাশক প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মটর, বাটুলামটর ও তেউড়ে বলে ।

চাঙ্গেরী, আম্লিকা, চুক্রা, ক্ষুদ্রাম্লা, চতুশ্ছদা, { অম্ললোণিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, ক্ষুদ্রপত্রা, ক্ষুদ্রাম্লা, অম্ললোণী, চুক্রিকা, লোণাম্লা, চতুঃপর্ণী, লোণা, বোঢ়া, অম্লপত্রিকা, অম্লবতী, অম্লী, শাখাম্লা ও অম্লপত্রী }, এই শব্দ সকল চাঙ্গেরী শাকের নাম । চাঙ্গেরী—অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর, লঘুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, বাতবিনাশী, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতীসার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ইহাকে আমরুল বলে ॥ ৬২–৬৩ ॥

কাসমর্দ্দের নাম ও গুণ ।

কাসমর্দ্দ, কর্কশ, গৃঞ্জনাগ, জর, { কালকূট, বিমর্দ্দ, অবিমর্দ্দ, কাসারি, কাল, কনক, জরণ, দীপন ও কাসমর্দ্দ }, এই সমুদায় শব্দ কাসমর্দ্দের নাম । কাসমর্দ্দ—

গৃঞ্জননামগুণাঃ।

গৃঞ্জনঃ কটুকস্তীক্ষ্ণস্তিক্তোষ্ণো দীপনো লঘুঃ।
সংগ্রাহী রক্তপিত্তার্শোগ্রহণীকফবাতজিৎ ॥ ৬৫ ॥

মূলকনামগুণাঃ।

মূলকং হস্তিদন্তঞ্চ বালমূলং কফান্তকম্।
মূলকং বাতলং রুচ্যং স্বর্য্যোষ্ণং পাচনং লঘু ॥ ৬৬ ॥
হন্তি ত্রিদোষজং শ্বাসগদাক্ষিগলপীনসম্।
স্নিগ্ধসিদ্ধং তদেব স্যাৎ দোষত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৬৭ ॥
শুষ্কন্তদ্ধি বিশোথঘ্নং লঘু দোষত্রয়াপহম্ ॥ ৬৮ ॥

লঘুপাকী, কুষ্ঠরোগনাশক এবং কাসরোগ, বিষ ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশ করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কালকাসুন্দে এবং হিন্দীভাষায় "কসৌন্দী" বলে ॥ ৬৪ ॥

গৃঞ্জনের নাম ও গুণ।

গৃঞ্জন, { শিখাল, যবনেষ্ট, বর্ত্তুল, গ্রন্থিমূল, শিফাকন্দ, কন্দ ও ডিণ্ডীরমোদক }, এই সকল শব্দ গৃঞ্জনের নাম। গৃঞ্জন— কটুরসযুক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, উষ্ণগুণী, অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, মলরোধক এবং ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সালগম্ ও সলগম বলে ॥ ৬৫ ॥

মূলকের নাম ও গুণ।

মূলক, হস্তিদন্ত, { রাজালুক, মহাকন্দ, হস্তিদন্তক, নীলকণ্ঠ, মূলাহ্ব, দীর্ঘমূলক, দীর্ঘপত্রক, মৃৎক্ষার, কন্দমূল, সিত, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক ও কুঞ্জরক্ষারমূলক }, এই সকল শব্দ মূলকের নাম। বালমূলক— কফনাশক। বাতীমূলক—বাতবর্দ্ধক, রুচিকর, স্বরপরিষ্কারক, উষ্ণবীর্য্য, পরিপাচক, লঘুপাকী এবং ত্রৈদোষিক শ্বাসরোগ, চক্ষুরোগ, গলরোগ ও পীনসরোগ বিনাশক। সিদ্ধমূলক—স্নিগ্ধবীর্য্য, পূর্ব্বোক্ত বাতীমূলার গুণসংযুক্ত এবং ত্রিদোষঘ্ন। শুষ্কমূলক— ত্রিদোষনাশক, লঘুপাকী ও শোথঘ্ন। ইহার পুষ্প—কফঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং ইহার বীজ—বাতঘ্ন ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মূলা ও মূল্যে এবং হিন্দীভাষায় "মুরুই" বলে ॥ ৬৬-৬৮ ॥

পলাণ্ডুনামগুণাঃ।

পলাণ্ডুর্ধবলাখ্যশ্চ ছুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তদ্গুণৈস্তুল্যঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।
অনুষঙ্গং কেবলং বাতং স্বাদুঃ পাকে রসান্ জয়েৎ॥ ৭৭॥

গৃঞ্জননামগুণাঃ।

গৃঞ্জনঃ পিত্তলো গ্রাহী তীক্ষ্ণোঽর্শোরোগনাশনঃ।
গন্ধাকৃতিরসৈস্তুল্যঃ সূক্ষ্মনালঃ পলাণ্ডুবৎ॥ ৭৮॥

সূরণদ্বয়নামগুণাঃ।

সূরণঃ কন্দলঃ কন্দী গুদাময়হরোঽপরং।
বল্লকন্দঃ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্বন্যোঽন্যশ্চিত্রকন্দকঃ॥ ৭৯॥

বুদ্ধিপ্রদ, এবং ইহাদ্বারা কফ, শ্বাস, কাস, গুল্ম, জর, অরুচি, শোথ, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শূল, বাত ও কৃমিরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার পত্র—মধুররসান্বিত ও ক্ষারযুক্ত এবং ইহার নাল (ডাঁটা)—মধুররসাত্মক ও পিত্তবর্দ্ধক॥ ৭৪—৭৬॥

পলাণ্ডুর নাম ও গুণ।

পলাণ্ডু, ধবলাখ্য, দুর্গন্ধ, মুখদূষক, {সুকন্দক, নিকেতন, নীচভোজ্য, লোহিতকন্দজ, তীক্ষ্ণগন্ধ, উষ্ণ, শূদ্রপ্রিয়, দীপন, কৃমিঘ্ন, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিশ্বগন্ধ, রোচন, সুকন্দ, সুকুন্দক, মুকন্দক ও যবনেষ্ট}, এই সকল শব্দ পলাণ্ডুর নাম। পলাণ্ডু—রসুনের গুণবিশিষ্ট, কফকর, অল্পপিত্তল, ঈষদুষ্ণ, পাকে মধুর, স্বাদু এবং বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পেঁয়াজ, প্যাজ ও পেঁজ এবং হিন্দীভাষায় "পিয়াজু" বলে॥ ৭৭॥

গৃঞ্জনের নাম ও গুণ।

গৃঞ্জন—পিত্তবর্দ্ধক, মলরোধী, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও অর্শরোগনাশক। ইহা পলাণ্ডুর ন্যায় গন্ধ, আকৃতি ও রসবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্মনাল (সরুডাঁটা) সংযুক্ত। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে "গাঁজর" বলে॥ ৭৮॥

শূরণ, বজ্রকন্দ ও বনশূরণের নাম ও গুণ।

শূরণ, কন্দল, কন্দী, গুদাময়হর, {অর্শোঘ্ন, শূরণকন্দ, রুচ্যকন্দ, বহুকন্দ, কন্দবর্দ্ধন, তীব্রকণ্ঠ, কন্দার্হ, কন্দশূরণ, সুবৃত্ত, বাতারি, দুর্নামারি, স্থূলকন্দক, সুকন্দী, কণ্ডুল, কন্টাল, ওল, ওল্ল ও কন্দ}, এই শব্দ সমুদায় শূরণকন্দের নাম। বজ্রকন্দ, সুরেন্দ্র, {খণ্ডকন্দ, খণ্ডকর্ণ, খণ্ডালু ও খণ্ডকালু}, এই

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কটুকণ্ডূকৃৎ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘু॥ ৮০ ॥
নালং শূরণকং রুচ্যং কফবাতহরং লঘু।
অর্শসান্তু বিশেষেণ হিতং কামাগ্নিদীপনম্॥ ৮১ ॥
শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ।
তদ্বদ্বন্যো বজ্রকন্দঃ কফঘ্নঃ পিত্তরক্তকৃৎ॥ ৮২ ॥

অস্থিশৃঙ্খলিকানামগুণাঃ।

অস্থিশৃঙ্খলিকা বজ্রী গ্রন্থিমানস্থিসংহৃতিঃ।
অস্থিশৃঙ্খলিকা বৃষ্যা শ্লেষ্মলা মধুরা হিমা।
অস্থিসন্ধানকৃদ্ বল্যা পিত্তরক্তানিলাপহা॥ ৮৩ ॥

সকল শব্দ বজ্রকন্দের নাম। চিত্রকন্দক, { বনশূরণ, বন্য, সিতশূরণ, বনকন্দ, অরণ্যশূরণ, বনজ, শ্বেতশূরণ ও বনকুণ্ডল }, এই শব্দ সকল বনশূরণের নাম। শূরণ—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়রসবিশিষ্ট, কটু, কণ্ডূজনক (গাত্রাদিতে লাগিলে চুলকায়), বিষ্টম্ভজনক, বিশদ, রুচিকারক, কফঘ্ন, অর্শোনাশক এবং লঘু। ইহার নাল (ওলের ডাঁটা)—রুচিজনক, কফঘ্ন, বাতবিনাশী, লঘুপাকী, অর্শোরোগে অতীব হিতকর, কামোদ্দীপক ও জঠরাগ্নি প্রদীপক। বনশূরণ ও বজ্রকন্দ—শূরণের সদৃশ গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু কফঘ্ন, পিত্তজনক ও রক্তোৎপাদক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় শূরণকে ওল, বনশূরণকে বুনোওল ও বাগাওল এবং বজ্রকন্দকে শকরকন্দ আলু বলে। ৭৯—৮২॥

অস্থিশৃঙ্খলিকার নাম ও গুণ।

অস্থিশৃঙ্খলিকা, বজ্রী, গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহৃতি, { অস্থিসংহার, অস্থিসংহারিকা অস্থিসংহারী, অস্থিসংহৃৎ, অস্থিসন্ধিক, অস্থিসংহারক, অস্থিশৃঙ্খলা, বজ্রবল্লী, কুলিশ, অমর, শিরালক, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিযুক্ }, এই শব্দ সমুদায় অস্থিশৃঙ্খলিকার নাম। অস্থিশৃঙ্খলা—বীর্য্যজনক, কফবর্দ্ধক, মধুররসবিশিষ্ট, শীতল, অস্থিসংযোজক, বলকর, রক্তপিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হাড়োচ, হাড়যোড়া ও হাড়ভাঙ্গা এবং হিন্দীভাষায় "হড়শকরী" বলে। ৮৩॥

বারাহীনামগুণাঃ।

বারাহী মাগধী গৃষ্টিস্তৎকন্দঃ সৌকরঃ কিটিঃ।
সৌকরঃ পিত্তলোবর্ণ্যঃ স্বাদুস্তিক্তো রসায়নঃ।
আয়ুঃশুক্রাগ্নিকৃন্মেহকফকুষ্ঠানিলাপহঃ॥ ৮৪॥

মুসলীনামগুণাঃ।

মুসলী তালপত্রী স্যাৎ খলিনী তালমূলিকা।
মুসলী বৃংহণী বল্যা বীর্য্যোষ্ণার্শোনিলাপহা॥ ৮৫॥

কঞ্চুকীনামগুণাঃ।

কঞ্চুকী পীলুনী পীলুঃ ফেলুকা দলশালিনী।
কঞ্চুকং বাতলং গ্রাহি দীপনং কফপিত্তনুৎ॥ ৮৬॥

বারাহীকন্দের নাম ও গুণ।

বারাহী, মাগধী, গৃষ্টি, সৌকর, কিটি, { বিষক্সেনপ্রিয়া, ঘৃষ্টি, বদরা, কচ্ছা, বনমালিনী, বিশ্বমূলা, শূকরী, ক্রোড়কন্যা, বারাহী, কৌমারী, ব্রহ্মপুত্রী, ত্রিনেত্রা, ক্রোড়ী, কন্যা, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্যা, অমৃত, মহাবীর্য্যা, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, ব্রাহ্মীকন্দ, বীর, মহৌষধ, সুকন্দক, বৃদ্ধিদ, ব্যাধিহন্তা ও চর্ম্মকারালুক }, এই শব্দ সমুদায় বারাহীকন্দের নামান্তর। বারাহীকন্দ—পিত্তবর্দ্ধক, বর্ণকর, মধুর, তিক্ত, রসায়ন, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শুক্রোৎপাদক, অগ্নিজনক এবং মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বাতবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চামালু ও চুবড়ী আলু এবং হিন্দী-ভাষায় ইহাকে "গেঁঠী" বলে॥ ৮৪॥

তালমূলীর নাম ও গুণ।

মুসলী, তালপত্রী, খলিনী, তালমূলিকা, { তালমূল, তালপর্ণিকা, তালপর্ণী, তালপত্রিকা, তালিকা, তালী, মুষলী, মুশলী, অর্শোঘ্নী, খলনী, গোধাপদী, হেম-পুষ্পী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা }, এই শব্দ সমুদায় তালমূলীর নাম। তালমূলী—বৃংহণ, বলকর, উষ্ণবীর্য্য অর্শোঘ্ন ও বাতবিনাশক, হিন্দীভাষায় ইহাকে "মুষলী" বলে॥ ৮৫॥

কঞ্চুকীর নাম ও গুণ।

কঞ্চুকী, পীলুনী, পীলু, ফেলুকা, দলশালিনী ও কঞ্চুক, এই সকল শব্দ কঞ্চুকী বৃক্ষের নাম। কঞ্চুক—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষীরসাগর গাছ বলিয়া থাকে॥ ৮৬॥

ভূচ্ছত্রনামগুণাঃ।

ভূচ্ছত্রং পৃথিবীকন্দঃ শিলীন্ধ্রং বলকং মতম্।
ভূচ্ছত্রং শীতলং বল্যং গুরুভেদি ত্রিদোষজিৎ॥ ৮৭॥

স্থূলকন্দমানকন্দনামগুণাঃ।

স্থূলকন্দো গ্রামকন্দো মানকন্দো মহাচ্ছদঃ.
স্থূলকন্দো গুরুঃ শ্লেষ্মবাতলঃ পিত্তশোথজিৎ।
মানকঃ শীতলো স্বাদুঃ পিত্তরক্তহরো গুরুঃ॥ ৮৮॥

কসেরুনামগুণাঃ।

কসেরুকং স্বল্পকন্দং বৃহদ্রাজকসেরুজম্।
শৃঙ্গাটো জলকন্দঃ স্যাৎ ত্রিকোণস্ত্রিকটুঃ স্মৃতঃ॥ ৮৯॥

পাতাল কোঁড়ের নাম ও গুণ।

ভূচ্ছত্র, পৃথিবীকন্দ, শিলান্ধ্র, বলক ও (ভূকন্দ), এই শব্দ সমুদায় পাতাল কোঁড়ের নাম। পাতালকোঁড়—শীতল, বলকর, গুরুপাকী, ভেদক ও ত্রিদোষঘ্ন॥ ৮৭॥

গ্রাম্যকন্দের এবং মানকন্দের নাম ও গুণ।

স্থূলকন্দ ও গ্রাম্যকন্দ, এই শব্দদ্বয় ওলের নাম। মানকন্দ, মহাচ্ছদ, { মানক, স্থলপদ্ম, বিস্তীর্ণপর্ণ, মাণ, বৃহচ্ছদ ও ছত্রপত্র }, এই শব্দ সমুদায় মান কচুর নাম। স্থূলকন্দ—গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক, বাতপ্রকোপী, পিত্তনাশক ও ও শোথঘ্ন। মানকন্দ—শীতবীর্য্য, মধুর, পিত্তনাশক, দুষ্টরক্তশোধক ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় স্থূলকন্দকে ওল (অন্যবিধ) এবং মানকন্দকে কচু, মানকচু ও মানগিরি বলে॥ ৮৮॥

কসেরু, রাজকশেরু ও শৃঙ্গাটকের নাম ও গুণ।

কসেরু, স্বল্পকন্দ, { কসেরুক, কশেরু ও কশেরুক }, এই সকল শব্দ কসেরুর নাম। বৃহৎকসেরু, রাজকসেরু, { বৃহৎকশেরু ও রাজকসেরু, বৃহৎকশেরুক ও রাজকশেরুক }, এই শব্দ সকল রাজকশেরুর নাম। শৃঙ্গাট, জলকন্দ, ত্রিকোণ, ত্রিকটু, { শৃঙ্গাটক, জলসূচি, সংঘাটিকা, বারিকন্টক, গুরুদুগ্ধ, বারিকুব্জক, ক্ষীরশুক্ল, জলকন্টক, শৃঙ্গরুহ, জলবল্লী, জলাশয়, শৃঙ্গকন্দ, শৃঙ্গমূল, বিষাণী, জলফল ও ত্রিকোণফল }, এই সকল শব্দ শৃঙ্গাটকের নাম। কসেরু—বলকর ও রক্তোদ্দীপক, শীতল, স্বাদু, গুরুপাকী, রক্তপিত্তঘ্ন, দাহনাশক, মলসংরোধক, পিত্তবর্দ্ধক ও কফপ্রকোপী। কসেরুকে—কেশুর ও খেবুর, রাজকসেরুককে ভাদলে-

কসেরুকং হিমং স্বাদু গুরু পিত্তাস্র দাহজিৎ।
গ্রাহি পিত্তানিলশ্লেষ্মপ্রদং শৃঙ্গাটকস্তথা ॥ ৯০ ॥
পিণ্ডালুমধ্বালুশঙ্খালুহস্তালুরক্তালুনামগুণাঃ।
পিণ্ডালুকং বৃষ্যগন্ধঃ মধ্বালুঃ স্যাৎ তু রোমসম্।
শঙ্খালুশ্চিত্রসঙ্কাশ কাষ্ঠালুঃ স্বল্পকাষ্ঠকম্ ॥ ৯১ ॥
হস্তালুকং মহাকাষ্ঠং রক্তকন্দং মহাফলম্।
আলুকং শীতলং সত্যঃ বিষ্টম্ভি মধুরং সরম্ ॥ ৯২ ॥
সূক্ষ্মং মূত্রময়ং রূক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯৩ ॥
পিণ্ডালুকমভিষ্যন্দি তীক্ষ্ণোষ্ণং দোষলং গুরু।
মধ্বালুকং পিত্তকরং কটু পাকে কফাপহম্ ॥ ৯৪ ॥

মুথা এবং শৃঙ্গাটককে পানীফল, শিঙ্গেড়া, নিকড় ও শিঙ্গুড় ও হিন্দীভাষায় "শিঙ্ঘাড়া" বলে ॥ ৮৯—৯০ ॥

পিণ্ডালু, মধ্বালু, শঙ্খালু, কাষ্ঠালু, হস্তালু ও রক্তালুর নাম ও গুণ।

পিণ্ডালুক, { পিণ্ডালু, গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রন্থি, তাম্বুলপত্র ও পিণ্ডক }, এই সকল শব্দ পিণ্ডালুর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোল আলু ও বিলাতী আলু এবং হিন্দীভাষায় পেড়ালু ও সুথনী বলে। মধ্বালু, রোমশ, { রোমকন্দ, রোমালু, লালাকন্দ ও মধ্বালুক }, এই শব্দ সকল মধ্বালুর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মউ আলু বলে। শঙ্খালু, চিত্রসঙ্কাশ ও { শঙ্খালুক }, এই শব্দ সকল শঙ্খালুর নাম। শঙ্খালুকে—প্রচলিত বঙ্গভাষায় শাঁকআলু বলে কাষ্ঠালু, স্বল্পকাষ্ঠক ও { কাষ্ঠালুক }, এই সকল শব্দ কাষ্ঠালুর নাম। ইহা এক প্রকার কঠিন আলু বিশেষ। হিন্দীভাষায় ইহাকে "কঠালু" বলে। হস্তালুক, মহাকাষ্ঠ ও { হস্তালু } এই শব্দত্রয় অত্যন্ত কঠিন দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট আলু বিশেষ। রক্তকন্দ, মহাফল, { রক্তালু, রক্তালুক, রক্তপিণ্ডালু, রক্তপিণ্ড, লোহিত ও লোহিতালু }, এই সকল শব্দ রক্তালুর নাম। রক্তালুকে প্রচলিত বঙ্গভাষায় লাল আলু ও রাঙা আলু বলে। আলু সাধারণতঃ—শীতল, সদ্যোবিষ্টম্ভজনক, মধুররসবিশিষ্ট, সারক, সূক্ষ্ম, মূত্রবর্দ্ধক, রূক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপী, বলকর, বীর্য্যজনক ও স্তন্যদুগ্ধ প্রবর্দ্ধক। পিণ্ডালু—অভিষ্যন্দী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষবর্দ্ধক ও গুরুপাকী। মধ্বালু—পিত্তবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং কফনাশক ॥ ৯১—৯৪ ॥

কেয়ূরনামগুণাঃ।

কেয়ূরং স্বল্পবিটপং কন্দলঃ স্বাদুকন্দকঃ।
কেয়ূরং শীতলং গ্রাহি পিত্তলং কফবাতজিৎ॥ ৯৫॥
অতিজীর্ণমকালোত্থং রুক্ষং স্নিগ্ধমভূমিজম্।
জাঠরঃ কোমলং বাতশীতপিত্তানিলাপহম্॥ ৯৬॥
শুষ্কং শাকঞ্চ সকলং নাশ্নীয়ান্ মূলকৈর্ব্বিনা॥ ৯৭॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহত্র।
গ্রন্থেহভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণঃ
কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিরয়ঞ্চ শাকবর্গঃ॥ ৯৮॥

ইতি সপ্তমবর্গঃ।

কেয়ূরের নাম ও গুণ।

কেয়ূর, স্বল্পবিটপ, কন্দল ও স্বাদুকন্দক, এই সকল শব্দ কেয়ূরের নাম। কেয়ূর—শীতল, গ্রাহি, পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও বাতনাশক॥ ৯৫॥

অত্যন্ত জীর্ণ, অকালজাত, রূক্ষ, স্নিগ্ধ ও অভূমিজাত, (অর্থাৎ বনজাত) শাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কোমল এবং বাত, শীতলতা, পিত্ত ও বায়ুনাশক। সর্ব্ববিধ শুষ্কশাক সেবন অবিধেয় কিন্তু শুষ্ক মূলাশাক ভক্ষণ করা যাইতে পারে॥ ৯৬-৯৭॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ প্রচণ্ড যোদ্ধ, সম্পন্ন শ্রীমদ্ রাজামদনপাল কর্তৃক বিরচিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি শাকবর্গ সমাপ্ত॥ ৯৮॥

ইতি সপ্তমবর্গ সম্পূর্ণ।

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

করেণ সংগৃহ্য কুচৌ কপোলে মাত্রাঙ্গুলীভির্ম্মৃদুবাধ্যমানম্ ॥
মুক্তস্ত্বরা জানুবলেন পানং নমামি কৃষ্ণং নবনীতচৌরম্ ॥ ১ ॥
পানীয়ং জীবনং নীরং কীলালমমৃতং জলম্।
আপোঽম্ভস্তোয়মুদকং পাথোঽম্বুঃ সলিলং পয়ঃ ॥ ২ ॥
পানীয় শীতলং হৃদ্যং হন্তি পিত্তবিষভ্রমম্।
দাহাজীর্ণ শ্রমচ্ছর্দ্দিমদমূর্চ্ছামদাত্যয়ান্ ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ।

যিনি জননীর স্তনযুগল হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় কপোলদেশে প্রদান করায় মাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সত্বর স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন নবনীতচোর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

পানীয় নাম বিশেষ বর্গ।

জলের নাম।

পানীয়, জীবন, নীর, কীলাল, অমৃত, জল, অপ্, অম্ভঃ, তোয়, উদক, পাথ, অম্বু, সলিল, পয়ঃ, { মেঘপ্রসব, বার্, বারি, কমল, ভুবন, চল, কবন্ধ, পুষ্কর, সর্ব্বতোমুখ, অর্ণঃ, ক্ষীর, শাম্বর, মেঘপুষ্প, ঘনরস, প্রজাহিত, প্রাণদ, আপ, সলিল, মল, অণ্ড, ক, অহ্ন, কমন্ধ, উদ, দক, নার, অভ্রপুষ্প, শম্বর, ঘৃত, পাথ, কৃৎস্ন পর্ব্ব্য, পীথ, যাদোনিবাস, জীবনীয়, কূলীনস, কুলীন, পিপ্পল, কৃশ, বিষ, কাণ্ড, কৃপীট, সবর, সর, চান্দ্রারস, সদন, কর্ব্বুর, ব্যোম, সম্ব, সবঃ, ইরা, বাজ, তামর, কম্বল, স্যন্দন, সম্বল, জলপীথ, ক্ষীর, ঋত, ঊর্জ্জ, কোসল, সোম, নারা, কুৎস, ক্ষোদ, সদ্ম, নভঃ, পুরীষ, মধু, রেতঃ, কশ, জল্ম, বুরুক, বুস, তুগ্যা, বর্ব্বুর, সুক্ষেম, বরুণ, সুরা, অরবিন্দানি, ধর্ম্মস্কতু জামি, আয়ুধানি, ক্ষপ, অহি, অক্ষর, স্রোত, তৃপ্তি, রহস, রস, ভেষজ, সহ, শব, যহ, ওজঃ, সুখ, ক্ষত্র, বয়ঃ, শুভ, ভূত, ভবিষ্যৎ, মহৎ, যশঃ, মহঃ, সর্ণীক, সত্তীল, ঘৃতীক, গহন, গম্ভীল, গভ্ভল, সই, অন্ন, হবিঃ, মাস, যোনি, ঋতস্যযোনি, সত্য, হরি, সৎ, পূর্ণ, সর্ব্ব, অক্ষিত, বর্হি, নাম, সর্পি, অপ, পবিত্র, ইন্দু, হেম, স্বঃ, স্বর্গঃ, শুক্র, তূয়, অম্ব, বপুঃ, তেজঃ, স্বধা, দর্ভ ও জলাষ }, এই শব্দগুলি জলের নাম ॥ ২ ॥

শীতলজলের গুণ।

শীতলজল—তৃপ্তিকর এবং পিত্ত, বিষ, ভ্রম, দাহ, অজীর্ণ, শ্রম, বমী, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রোগবিনাশক। কিন্তু ইহা মন্দাগ্নি, গলরোগ, নবজ্বর, গ্রহণী

শীতলং স্তিমিতে কোষ্ঠে গলরোগে নবজ্বরে।
গ্রহণীপীনসাধ্মানহিক্কাগুল্মেষু বিদ্রধৌ ॥ ৪ ॥
কাসমেহ রুচিশ্বাসপাণ্ডুবাতাময়েষু চ।
পার্শ্বশূলে স্নেহপীতে সদ্যঃ শুদ্ধে ন শস্যতে ॥ ৫ ॥
দিব্যং তুষারজন্ধার করি হৈমমিতি স্মৃতম্।
চতুর্ব্বিধং বরন্ধার লঘুত্বাৎ তৎ পুনর্দ্বিধা ॥ ৬ ॥
গাঙ্গং সমুদ্রজঞ্চেতি গাঙ্গং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্।
আশ্বিনে মাসি সামুদ্রং গণৈর্গাঙ্গবদাচরেৎ ॥ ৭ ॥
স্থাপিতে হেমজে পাত্রে রাজতে মৃণ্ময়েঽপি বা।
তজ্জলং শীতলং জ্ঞেয়ং দোষত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৮ ॥
তদগাঙ্গং সর্ব্বদোষঘ্নং পেয়ং সামুদ্রমথবা।
সক্ষারং লবণং মিশ্রং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্ ॥ ৯ ॥

পীনস, উদরাধ্মান, হিক্কা, গুল্ম, কাস, মেহ, অরুচি, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ ও বাতব্যাধি, পার্শ্বশূল, এই সকল রোগে, স্নেহপায়ি ব্যক্তির পক্ষে এবং বিরেচক ঔষধাদি দ্বারা মল বা রক্তমোক্ষণাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অতীব অহিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩–৪

আন্তরীক্ষ ও ভৌমজলের গুণ।

জল দ্বিবিধ, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। আন্তরীক্ষ বা দিব্য জল (যে জল আকাশ হইতে হয়) আবার চারিপ্রকার। যথা—তুষারজ জল (বরফের জল), ধারজল (বৃষ্টির জল), কারক (করকা অর্থাৎ শিলা বৃষ্টির জল) এবং হৈমজল (নীহারজাত জল)। ধারজল আবার লঘুত্ব প্রযুক্ত দুই প্রকার। যথা—গাঙ্গজল (আকাশ গঙ্গায় যে জল দিগ্‌গজগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূমিতলে পতিত হয়), এবং সমুদ্রজ (সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া যে জল বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। আশ্বিন মাসে সামুদ্রজল গাঙ্গজলের সমান গুণবিশিষ্ট জানিবে। আন্তরীক্ষ জল বর্ষণ সময়ে স্বর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা মৃণ্ময়পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহাকে শীতল জল বলা যায়; ইহা ত্রিদোষ ও বিষনাশক। এবম্বিধ বৃষ্টিকালীন ধৃতজল গাঙ্গ (আকাশ গঙ্গা সম্ভূত) হইলে সর্ব্বদোষ নাশক ও সুপেয় বলিয়া জানিবে। কিন্তু সামুদ্র হইলে তাহা সক্ষার, লবণ মিশ্রিত, শুক্রনাশক, দৃষ্টিশক্তি নাশক, বলবিনাশী, রসায়ন এবং তৃষ্ণা,

রসায়নং তৃষামূর্চ্ছাতন্দ্রাদাহক্লমাপহম্ ।
সৌম্যং রসায়নং দিব্যং মহানিদ্রাত্রিদোষজিৎ ॥ ১০ ॥
আশ্বাসজননং হ্লাদি শ্রমঘ্নমতিবৃদ্ধিকৃৎ।
তদেব ভূমিপতিতং ভৌমমিত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
দিব্যাভাবে তু তৎ তোয়ং পবিচার্য্যা গুণাগুণাঃ।
কৌপং শ্লেষ্মহরং ক্ষারং পিত্তলং দীপনং লঘু ॥ ১২ ॥
তাড়াগং বাতলং স্বাদু তুবরং কটুপাকি চ।
বাপ্যং পিত্তকরং ক্ষার কটু বাতকফাপহম্ ॥ ১৩ ॥
নৈর্ঝরং লেখনং হৃদ্যং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
হ্রাদঞ্চ লঘু পিত্তঘ্নমবিদাহাতিদীপনম্ ॥ ১৪ ॥
চৌণ্ডমগ্নিপ্রদং রুক্ষং স্বাদু শ্লেষ্মকরন্ন চ।
নাদেয়ং দীপনং রুক্ষ বাতলং লঘু লেখনম্ ॥ ১৫ ॥
সারসং মধুরং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নন্তুবরং লঘু।
কৈদারং স্বাদ্বভিষ্যন্দি বিপাকে গুরু দোষলম্ ॥ ১৬ ॥

মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ ও ক্লমনিবারক হয়। সর্ব্ববিধ দিব্যজল—সাধারণতঃ সৌম্য, রসায়ন, মহানিদ্রা ও ত্রিদোষনাশক, আশ্বাসজনক, আহ্লাদকর, শ্রমঘ্ন ও অতিবৃদ্ধিজনক। পূর্ব্বোক্ত আন্তরীক্ষ জল ধৃত না হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে, তাহাকে ভৌমজল বলা যায়। এই ভৌমজল আন্তরীক্ষ জলের অভাবে উহার গুণাগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬—১১ ॥

কৌপজলাদির গুণ

কৌপজল (পাতকুয়ার জল)—কফনাশক, ক্ষারযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক ও লঘু। তড়াগজল (তড়াগ অর্থাৎ বিলের জল)—বাতবর্দ্ধক, মধুর, কষায় ও কটুপাকি। বাপ্যজল (বাপীর অর্থাৎ দীঘীর জল)—পিত্তজনক, ক্ষারযুক্ত, কটু, কফঘ্ন ও বাতনাশক। নৈর্ঝরজল (ঝরণার জল)—লেখন (রসশোষক), তৃপ্তিকর, কফনাশক, অগ্ন্যদীপক ও লঘুপাকী। হ্রাদ (হ্রদের) জল—লঘু, কফঘ্ন, অনবিদাহী ও অত্যন্ত অগ্নিদীপক। চৌণ্ডজল (পর্ব্বত ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন জল)—অগ্নিপ্রদ, রুক্ষ, মধুর, কফনাশক ও লঘুপাকী। নাদেয় জল (নদীরজল)—অগ্নিদীপক, রুক্ষগুণী, বাতবর্দ্ধক, লঘুপাকী ও লেখন। সারস-

পাল্বলং তদ্বদুদ্দিষ্টং বিশেষাৎ সর্ব্বদোষকৃৎ।
তৌষারং বাতলং শীতং রূক্ষং পিত্তকফাপহম্ ॥ ১৭ ॥
ধারং ভূমাবপতিতং দিব্যং তৎসর্ব্বদোষনুৎ।
নৈর্ঝরং গুরু বৈপ্রোক্তং বিশদং কফবাতনুৎ ॥ ১৮ ॥
হৈমং গুরুতরং শীতং পিত্তনুদ্ বাতবর্দ্ধনম্।
চন্দ্রকান্তজলং রূক্ষং লঘু পিত্তবিষাস্রনুৎ ॥ ১৯ ॥
দিবাকরকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ।
জ্ঞেয়ং হংসোদকন্নাম স্নিগ্ধন্দোষত্রয়াপহম্ ॥ ২০ ॥
অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষমন্তীরক্ষজলোপমম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধোপমম্ ॥ ২১ ॥
বর্ষাসু দিব্যং পানীয়মৌদ্ভিদং বা প্রশস্যতে।
শরৎপ্রসন্নমুদকমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষম্ ॥ ২২ ॥

…জল (সরোবরের অর্থাৎ পুষ্করিণীর জল)—মধুররসযুক্ত, বলকর, তৃষ্ণানাশক, …ষায় ও লঘু। কৈদার জল (ক্ষেত্রের আলির জল)—স্বাদু, অভিষ্যন্দি, বিপাকে …রু ও বিবিধ দোষজনক। পাল্বলজল (অল্পাকৃতি সরোবরের জল)—কৈদার …লের ন্যায় গুণযুক্ত, অধিকন্তু সর্ব্ববিধ দোষোৎপাদক। তৌষার জল (বরফের …ল)—বায়ুবর্দ্ধক, শীতল, রূক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক। ভূমিতে অপতিত (বৃত) …ন্তরীক্ষ ধারজল—সর্ব্বপ্রকার দোষনিবারক। কারকজল (শিলাবৃষ্টির জল)—…রুপাকী, বিশদ, কফঘ্ন ও বাতবিনাশক। হৈমজল (শিশিরের জল)—…তাধিক গুরুপাকী, শীতল, পিত্তনাশক ও বাতবর্দ্ধক। চন্দ্রকান্তজল—(চন্দ্রকান্ত …ণ সঞ্জাত জল,) রূক্ষ, লঘু, পিত্তঘ্ন, বিষবিনাশক ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ১২-১৯ ॥

হংসোদকের নাম ও গুণ।

যে জল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে …ংসোদক বলে। অংশূদক উহার নামান্তর। এই হংসোদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, …নভিষ্যন্দি, দোষহীন, অন্তরীক্ষ জল সদৃশ, বলকর, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, …ঘু এবং অমৃতোপম ॥ ২০-২১ ॥

ঋতুভেদে জলগ্রহণ।

বর্ষাকালে আন্তরীক্ষজল অথবা ঔদ্ভিদজল (ভূমি বিদীর্ণ করিয়া যে জল …খিত করা যায়) প্রশস্ত। শরৎকালে অগস্ত্যোদয় কালীন (…

হেমন্তে সারসন্তোয়ন্তড়াগং বা গুণামহম্।
বসন্তগ্রীষ্ময়োঃ কৌপ্যং বাচ্যং নৈর্ঝরমেব চ ॥ ২৩ ॥
প্রাবৃষি প্রবরঞ্চৌণ্ডমনবিষ্টম্ভকারি চ ॥ ২৪ ॥
নদ্যঃ শীঘ্রবহা লঘ্ব্যঃ সর্ব্বা যাশ্চামলোদকাঃ।
মন্দগাঃ কলুষা গুর্ব্ব্যো যাশ্চ শৈবালসেবিতাঃ।
হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যা নদ্যোশ্মাহতপাথসঃ ॥ ২৫ ॥
গঙ্গাশতদ্রুসরযূযমুনাদ্যা গুণোত্তমাঃ।
ঈষৎপিত্তকরাঃ স্বচ্ছাঃ পুণ্যা বাতকফাপহাঃ ॥ ২৬ ॥
মলয়াচলজা নদ্যো লঘ্বঃ শীঘ্রবহা হিতাঃ।
কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা বিমলোদকাঃ ॥ ২৭ ॥
স্থিরাপস্তৎপ্রভাবা যে কুর্ব্বন্তি শ্লীপদাপচীঃ।
শোথপাদশিরঃকণ্ঠগলরোগার্ব্বুদকৃমীন্ ॥ ২৮ ॥
সহ্যঃ শৈলভবা নদ্যো বেণীগোদাবরীমুখাঃ।
কুর্বন্তি প্রায়শঃ কুষ্ঠমামদ্বাতকফাপহাঃ ॥ ২৯ ॥
বিন্ধ্যাচলে ভবাঃ শি রেবাদ্যাঃ পাণ্ডুকুষ্ঠদাঃ।
পারিযাত্রোদ্ভবাঃ প্রোক্তা দ্বিধা চর্মথতীমুখাঃ ॥ ৩০ ॥

উদয়·কালে গৃহীত সরোবরাদির) প্রসন্ন (পরিষ্কার) জল অতীব উপকারী। হেমন্তকালে সরোবরের ও তড়াগের জল অতীব গুণাবহ। বসন্ত ঋতুতে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কূপের জল, দীঘীর জল ও ঝর্ণার জল উপকারী। এবং প্রাবৃট্ কালে চৌণ্ডজল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তৎকালে উক্তজল আদৌ বিষ্টম্ভ উৎপাদন করিতে পারে না ॥ ২২–২৪ ॥

নাদেয়াদি বিবিধ জলের গুণ।

যে সকল নদী দ্রুত প্রবাহিনী ও নির্ম্মল জলবিশিষ্টা, সেই সকল নদীরজল অত্যন্ত লঘুপাকী। যে সমস্ত নদী ধীরপ্রবাহিনী, মলিনজল বিশিষ্টা এবং শৈবাল (শেওলা) সমাচ্ছন্না, তাহাদের জল অত্যন্ত গুরুপাকী। হিমালয় পর্ব্বত প্রসূতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সংযুক্ত গঙ্গা, শতদ্রু, সরযূ, যমুনা প্রভৃতি নদী সকলের জল অতীব সুপথ্য এবং সর্ব্বোত্তম গুণশালিনী. যে তৈজ উগ্রাদেঁর জল্প ফালপিত্ত-

পথ্যাস্তড়াগজাস্তত্র ত্রিদোষঘ্নো বলাপহাঃ।
দরীজাঃ কুষ্ঠকবহ্নিশ্লেষ্মশ্লীপদরোগদাঃ ॥ ৩১ ॥
প্রাচ্যাবন্ত্যপরাঃ পশ্চাৎ গুদজাদি প্রকুর্ব্বতে।
মরুজা মধুরা বল্যা লঘবোঽগ্নিপ্রদাঃ পরম্ ॥ ৩২ ॥
পশ্চিমাম্ভোধি পতিতাঃ গোমতীনর্ম্মদাদয়ঃ।
পথ্যা বাতাস্রপিত্তঘ্ন্যো বল্যাঃ কণ্ডূকফাপহাঃ ॥ ৩৩ ॥
দক্ষিণাব্ধিগতা বল্যাঃ পিত্তঘ্ন্যঃ কফবাতদাঃ।
পূর্ব্বাম্ভোধিবহা নদ্যো মন্দগা গুরবো ঘনাঃ ॥ ৩৪ ॥
ভৌমানামম্ভসাং প্রাতঃ সর্ব্বেষাং গ্রহণে বরম্।
নৈর্ম্মল্যং তত্র শৈত্যং তত্তেষাং স চ পরে গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

বিমল জলবিশিষ্টা কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীপ্রমুখা নদী সকলের জল অত্যন্ত লঘু। স্থিরজলবিশিষ্টা (স্রোতবিহীনা) যে সকল নদী, তাহাদের জল পান করিলে শ্লীপদ, অপচী, শোথ, পাদরোগ, শিরোরোগ, কণ্ঠরোগ, গলরোগ, অর্ব্বুদ ও কৃমি-রোগ উৎপন্ন হয়। সহ্যঃ শৈলসম্ভূত বেণী, গোদাবরীপ্রমুখা নদী সকলের জল পান করিলে প্রায়ই কুষ্ঠ, অল্পবায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। বিন্ধ্যাচল সমুৎপন্না শিপ্রা, রেবাদি নদী সকলের জল পান করিলে পাণ্ডু ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। পারিযাত্র সম্ভূতা চূর্ণীপ্রমুখা নদী সকল ত্রিবিধ। তড়াগ সম্ভূত জল অত্যন্ত সুপথ্য, যেহেতু ইহা দ্বারা ত্রিদোষ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দরী (পর্ব্বতগুহা) সম্ভূত নদীর জল কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কফ ও শ্লীপদ রোগ উৎপাদন করে। প্রাচ্য (পূর্ব্বদিকস্তব) ও অবন্তীদেশোদ্ভূত নদী সমূহের জলে গুদজরোগ (অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগ) উৎপন্ন হয়। মরুদেশ উদ্ভূতা নদী সমূহের জল মধুর, বলকর, লঘু ও অতীব অগ্নিজনক। পশ্চিম সমুদ্রে পতিত গোমতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদী সমূহের জল অতীব সুপথ্য, যেহেতু উহা পান করিলে বাতরক্ত, পিত্ত, কণ্ডূ ও কফ বিনষ্ট হয় এবং সমধিক বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ সাগরে পতিত নদী সমূহের জল অত্যন্ত বলকর, পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক এবং পূর্ব্বসাগরগা নদী সকল মন্দগামিনী হেতু উহাদের জল, গুরু ও ঘন। ২৫-৩৪।

সর্ব্বপ্রকার ভৌমজল গ্রহণের সময়।

ভুক্তাদৌ সলিলং পীতং কার্শ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ।
মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থৌল্যকফপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
জীবন্তী জীবনা জীবা জগৎ সর্ব্বস্তু তন্ময়ম্।
ততোঽত্যন্তয়া সুজ্ঞৈর্ন কচিদ্বারি বার্য্যতে ॥ ৩৭ ॥
পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণা বিশ্বমেব হি তন্ময়ম্।
অতোঽত্যন্তনিষেধেঽপি ন ক্বচিদ্ বারি বার্য্যতে ॥ ৩৮ ॥
পানীয়ং ন তু পানীয়ং পানীয়ঞ্চ প্রদেশয়েৎ।
অজীর্ণে কথিতং চামে পক্কেজীর্ণে চ তন্নরৈঃ ॥ ৩৯ ॥
তৃষিতস্তু বিদগ্ধেঽন্নে যঃ পিবেৎ শীতলং জলম্।
বিদাহঃ প্রশমং যাতি শেষমন্নঞ্চ জীর্য্যতে ॥ ৪০ ॥

উচিত, কারণ প্রাতঃকালে পুষ্করিণী প্রভৃতির জল সাতিশয় নির্ম্মল ও শীত থাকা হেতু উহা অতীব গুণশালী হয়। ৩৫ ॥

ভোজনকালে জলপানবিধি।

ভোজন করিবার পূর্ব্বে জলপান করিলে শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে ভোজনের মধ্যভাগে জলপানে অত্যন্ত অগ্নিপ্রদীপ্ত হয় এবং ভোজনের শে জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা ও কফ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

জল অনিষেধ।

জল জীবদিগের জীবস্বরূপ এবং সমস্ত জগৎ জলময়, একারণ অত্যন্ত নিষে থাকিলেও কোন অবস্থায় জল বারণ করিবে না। হারীত মুনিও বলিয়াছে যে, পানীয় (জল) প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ এবং বিশ্বও তন্ময় (জলময়), হেতু অত্যন্ত নিষেধ থাকিলেও কোন অবস্থাতেও জল বারণ রাখা কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তৃষ্ণাকালে তৎক্ষণাৎ রোগীকে বা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল পান করিতে দিলে নিমেষের মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে; এই নিমিত্ত সকল অবস্থাতেই তৃষি ব্যক্তিকে জল পান করিতে দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য ॥ ৩৭-৩৮ ॥

জল প্রয়োগ বিধি।

আমাজীর্ণ অবস্থায় কদাচ জলপান করা উচিত নহে, কিন্তু পক্কাজীর্ণ অবস্থা সর্ব্বতোভাবে জল পান করা অতীব কর্ত্তব্য। তৃষিত ব্যক্তি অন্নের বিদগ্ধপা হইলে যদ্যপি শীতল [illegible]

আকূপন্দোষকৃদ্বারি প্রায়োঽভিষ্যন্দি নিন্দিতম্।
জাঙ্গলং হন্তি সকলন্দোষমগ্নিপ্রদীপনম্।
সাধারণং হিমং স্বাদু তৃষ্ণাঘ্নং হর্ষদং লঘু॥ ৪১॥
বর্ষাসু যোঽবগাহেত পিবেদথ নবং পয়ঃ।
পর্ণাদিদুষ্টং লভতে স বাহ্যাভ্যন্তরামায়ান্॥ ৪২॥
কলুষং ছন্নমম্ভোজপর্ণনীলতৃণাদিভিঃ।
দুষ্টগন্ধাদ্যসংস্পৃষ্টং সূর্য্যাচন্দ্রমসাংশুভিঃ॥ ৪৩॥
ব্যাপন্নমিতি জানীয়াৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপকৃৎ।
তোয়ন্তদ্বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চামর্ত্তু সমুদ্ভবম্॥ ৪৪॥
ব্যাপন্নমিতি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
তপ্তায়ঃ সূর্য্যসিকতাগ্রাবাদিষ্বথ ধারিতম্॥ ৪৫॥

নানাবিধ জলের গুণাগুণ।

পূর্ব্বোক্ত ভৌমজল হইতে পাল্বল জল পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ জলই সর্ব্বপ্রকার দোষজনক, প্রায়ই অভিষ্যন্দি ও অতীব নিন্দিত। জাঙ্গলজল (জাঙ্গল দেশোদ্ভূত জল অর্থাৎ যে দেশে অল্প বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় ও অল্প পরিমাণে জল থাকে, সেই দেশের জলকে জাঙ্গলজল বলা যায়)—সর্ব্ববিধ দোষনিবারক ও অগ্নি প্রদীপক। সাধারণ জল (সাধারণ দেশোদ্ভূত জল অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষাদি ও জল উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, সেই দেশকে সাধারণ দেশ ও তাহার জলকে সাধারণ জল বলা যায়)—শীতল, স্বাদু, তৃষ্ণানিবারক, হর্ষজনক এবং লঘু। যে ব্যক্তি বর্ষাকালে সরোবরাদির দূষিত জলে অবগাহন করে এবং পর্ণাদিদুষ্ট নূতন জল পান করে, সে বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্ববিধ রোগে আক্রান্ত হয়। পানা, নীলাগাছ, তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ অপ্রাপ্ত মলিন জলকে ব্যাপন্ন জল (নিন্দিত, অব্যবহার্য্য জল) বলা যায়, যে হেতু এই জল পান করিলে সর্ব্ববিধ দোষ প্রকুপিত হয়, একারণ উক্ত জল এবং ঋতুসম্ভূত (আন্তরীক্ষ) কাঁচাজল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত জলকেও ব্যাপন্ন জল বলিয়া জানিবে। ৪১—৪৪।

উষ্ণজলের গুণ।

তপ্ত লৌহপাত্রে, তাম্রপাত্রে, বালুকাযুক্ত মৃণ্ময়পাত্রে অথবা প্রস্তরপাত্রে মৃতঃ;

কর্পূরপুরপুন্নাগপাটলাদিসুবাসিতম্।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শীতন্দোষায় ন ক্বচিৎ ॥ ৪৬
তৎ ক্বাথ্যমানং নিষ্ফেণং নির্ব্বেগং নির্ম্মলং জলম্।
তৎ সর্ব্বদোষশমনং দীপনং পাচনং লঘু॥ ৪৭ ॥
উষ্ণন্তদগ্নিজননং লঘ্বেতদগ্নিশোধনম্।
পার্শ্বরুক্পীনসাধ্মানহিক্কানিলকফাপহম্ ॥ ৪৮ ॥
তৎ পাদহীনং বাতঘ্নমর্দ্ধহীনঞ্চ পিত্তজিৎ।
ত্রিপাদহীনং শ্লেষঘ্নং সংগ্রাহ্যগ্নিপ্রদং লঘু॥ ৪৯ ॥
নিহন্তি শ্লেষ্মসঙ্ঘাতং মারুতঞ্চাপি কর্ষতি।
অজীর্ণং জরয়ত্যাশু পীতমুষ্ণোদকং নিশি ॥ ৫০ ॥
পাদাবশেষং সলিলং গ্রীষ্মে শরদি শস্যতে।
হেমন্তে শিশিরে বর্ষাস্বর্দ্ধহীনমথাপিচ॥ ৫১ ॥

মুক্তাদি সহযোগে নির্ম্মলীকৃত শীতল জল কোনপ্রকার দোষ উৎপাদন করিতে পারে না। এবম্বিধ শীতল জল পাক করিয়া নিষ্ফেণ, নির্ব্বেগ ও নির্ম্মল হইলে তাহা ক্বাথ্যমান জল বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ উক্ত জলের সহিত ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, এই জল সর্ব্বদোষ প্রশমক, অগ্নিদীপক, পরিপাচক ও লঘু। এই জল উষ্ণ করিয়া পান করিলে অগ্নির উদ্দীপন, লঘুপাকী, মন্দাগ্নির শোধন এবং পার্শ্ববেদনা, পীনস, উদরাধ্মান, হিক্কা, বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। পাদহীন উষ্ণজল (যে জল পাক করিয়া চতুর্থাংশ শুষ্ক করা হয়)—বাতনাশক। অর্দ্ধহীন উষ্ণজল (যে জল অগ্নিসংযোগে পাকপূর্ব্বক অর্দ্ধেক পরিমাণে শুষ্ক করা যায়) পিত্তঘ্ন এবং ত্রিপাদহীন উষ্ণজল (যে জল পাক করিয়া ৩ ভাগ শুষ্ক করিয়া ১ ভাগ অবশিষ্ট রাখা যায়) কফঘ্ন, সংগ্রাহি, অগ্নিজনক ও লঘুপাকী। রাত্রিতে উষ্ণজল পান করিলে কফ, বাত ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৫—৫০ ॥

ঋতুভেদে উষ্ণজল প্রয়োগ।

পাদহীন উষ্ণজল গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণজল হেমন্ত

শৃতশীতং সদা পথ্যং লঘু নীরস্ত্রিদোষনুৎ।
তচ্চ পর্য্যুষিতং নিম্নমম্লীভূতস্ত্রিদোষকৃৎ॥ ৫২॥
দিবা শৃতং পয়ো রাত্রৌ গুরুতামধিগচ্ছতি।
রাত্রৌ শৃতন্দিবা পীতং তথা দোষকরং পরম্॥ ৫৩॥

সাধারণপানীয়নামগুণাঃ।

দুগ্ধং প্রস্রবণং ক্ষীরং সৌম্যং সঞ্জীবনং পয়ঃ।
দুগ্ধং বলকরং শীতং মধুরং বাতপিত্তজিৎ॥ ৫৪॥
স্নিগ্ধং রসায়নং মেধ্যং জীবনং ধাতুবর্দ্ধনম্।
চেতোরক্তগদশ্বাসক্ষয়ার্শোভ্রমনুদ্ গুরু॥ ৫৫॥
বালবৃদ্ধকৃশাদীনাং স্ত্রীসক্তানাং প্রশস্যতে।
প্রায়ঃ প্রাণভৃতাং সাম্যং বিশেষাদোজসে হিতম্॥ ৫৬॥

গোদুগ্ধগুণাঃ।

গোক্ষীরং মধুরং শীতং গুরু স্নিগ্ধং রসায়নম্।
বৃংহণং স্তন্যকৃদ্বর্ণ্যং জীবনং বাতপিত্তনুৎ॥ ৫৭॥

উষ্ণজলের গুণ।

পাককরা শীতল জল নিয়তই সুপথ্য, লঘু ও ত্রিদোষনাশক কিন্তু পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে অত্যন্ত অম্লীভূত ও ত্রিদোষপ্রকোপন হয়। দিবাকালের পাক করা জল রাত্রিতে পান করিলে শরীরের গুরুতা জন্মে এবং রাত্রিকালীন পাক করা জল পরদিন দিবাকালে পান করিলেও শরীরের গুরুতা উৎপাদিত হইয়া থাকে॥ ৫২–৫৩॥

দুগ্ধের সাধারণ নাম ও গুণ।

দুগ্ধ, প্রস্রবণ, ক্ষীর, সৌম্য, সঞ্জীবন, পয়ঃ, {পীযূষ, বালজীবন, অমৃত, ঊধস্য, দোহজ, অবদোহ ও দোহাপনয়}, এই শব্দ সকল দুগ্ধ শব্দের পর্য্যায়। দুগ্ধ—বলকর, শীতল, মধুর, বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, রসায়ন, মেধাজনক, জীবনরক্ষক, ধাতুবর্দ্ধক এবং মানসিক রোগ, রক্তগতরোগ, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শ ও ভ্রমনাশক ও গুরুপাকী। ইহা বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও স্ত্রীপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে

কৃষ্ণগবাং বরং ক্ষীরং শ্বেতানাং শ্লেষ্মলঙ্গুরু।
বালবৎসাবিবৎসানাঙ্গবাঙ্ক্ষীরস্ত্রিদোষকৃৎ।
পিণ্যাকাদ্যশনাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফাপহম্॥ ৫৮॥

অজাদুগ্ধনামগুণাঃ।

আজঙ্গব্যগুণং গ্রাহি বিশেষাদ্দীপনং লঘু।
হন্তি ক্ষয়ার্শোঽতীসারপ্রদরাস্রভ্রমজ্বরান্॥ ৫৯॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিভক্ষণাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ানাৎ পয়ঃ সর্ব্বমদাপহম্॥ ৬০॥

আবিকদুগ্ধগুণাঃ।

আবিকং মধুর কেশ্যং স্নিগ্ধং বাতকফাপহম্।
গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥ ৬১॥

গোদুগ্ধের গুণ।

গোদুগ্ধ (গাভীর দুগ্ধ)—মধুর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বৃংহণ, স্তন্যবর্দ্ধক বর্ণপ্রসাধক, জীবনরক্ষক, বাতঘ্ন ও পিত্তঘ্ন। কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ হিতকর, শ্বেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বলজনক ও গুরু, বালবৎসা (যে গাভী শাবক শিশু) ও বিবৎসা (যে গাভীর শাবক জন্মে না অথবা জন্মিয়া মরিয় গিয়াছে) গাভীর দুগ্ধ—ত্রিদোষজনক এবং পিণ্যাকাদি (খৈল প্রভৃতি) ভক্ষিক গাভীর দুগ্ধ—গুরুপাকী ও কফনাশক॥ ৫৭—৫৮॥

ছাগদুগ্ধের গুণ।

ছাগদুগ্ধ—গব্যদুগ্ধের সমস্ত গুণবিশিষ্ট এবং গ্রাহি, অত্যন্ত অগ্নিপ্রদীপ লঘুপাকী এবং ক্ষয়রোগ, অর্শঃ, অতীসার, প্রদর, রক্তপিত্ত, ভ্রম ও জ্বর নিবারক অল্প শরীরতা, কটু তিক্তাদি ভক্ষণ, অল্প জলপান ও ব্যায়াম প্রযুক্ত ছাগীদিগের দুগ্ধদ্বারা সর্ব্ববিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৯—৬০॥

মেষীদুগ্ধের গুণ।

মহিষীদুগ্ধগুণাঃ।

মাহিষং মধুরং গব্যং স্নিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্।
নিদ্রাশুক্রকরং শীতং মলাভিষ্যন্দি বহ্নিমুৎ॥ ৬২॥

নারীদুগ্ধগুণাঃ।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতন্দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্ব্বরম্॥ ৬৩॥

হস্তিনীদুগ্ধগুণাঃ।

হস্তিন্যাঃ স্বাদু বলকৃৎ চক্ষুষ্যং শীতলং গুরু॥ ৬৪॥

ঔষ্ট্রদুগ্ধনামগুণাঃ।

ঔষ্ট্রং স্বাদুরসং রূক্ষং লবণং লঘু দীপনম্।
কৃমিকুষ্ঠকফানাহশোথোদরহরং সরম্॥ ৬৫॥

দুগ্ধসামান্যনামগুণাঃ।

আশ্বমুষ্ণং পয়ো রূক্ষং বল্যং বাতকফাপহম্।
লবণাম্লং লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফন্তথা॥ ৬৬॥

মাহিষ দুগ্ধের গুণ।

মহিষীর দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকর, নিদ্রাজনক, শুক্রোৎপাদক, শীতল, মলস্রাবী ও অগ্নিমান্দ্যজনক॥ ৬২॥

নারীদুগ্ধের গুণ।

নারীদুগ্ধ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন, চক্ষুঃশূল ও অভিঘাতজন্য নিবারক এবং নস্যে ও আশ্চ্যোতনকার্য্যে (চক্ষুঃপ্রসাদক ক্রিয়া বিশেষে) অতীব হিতকর॥ ৬৩॥

হস্তিনীদুগ্ধের গুণ।

হস্তিনীরদুগ্ধ—মধুর, বলকর, চক্ষুষ্য, শীতল ও গুরু॥ ৬৪॥

ঔষ্ট্র দুগ্ধের গুণ।

উষ্ট্রীরদুগ্ধ—মধুররসাত্মক, রূক্ষ, লবণরসান্বিত, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগ নাশক এবং ভেদক॥ ৬৫॥

ধারোষ্ণন্দীপনং বল্যং লঘু শীতং ত্রিদোষনুৎ।
মুহূর্ত্তত্রিতয়াদূর্দ্ধং পয়ো ভবতি বিক্রিয়ম্।
তদেব দ্বিগুণে কালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥ ৬৭॥
তস্মাৎ শীতগুণং তৎ স্যাৎ পয়স্তাৎকালিকং পিবেৎ।
সুধাসমন্তদেব স্যাৎ ধারাশীতস্ত্রিদোষকৃৎ॥ ৬৮॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যন্ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
সৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং সৃতশীতমজাপয়ঃ॥ ৬৯॥
সৃতশীতঞ্জয়েৎপিত্তং সৃতোষ্ণং কফমারুতৌ।
অতিপক্কং গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যম্বলবিবর্দ্ধনম্॥ ৭০॥
আমমামপ্রদং ক্ষীরমভিষ্যন্দকরঙ্গুরু।
আমমেব স্ত্রিয়াঃ ক্ষীরং পথ্যং পক্কন্তু দোষকৃৎ॥ ৭১॥

রসাত্মক, লঘুপাকী ও মধুর রসান্বিত। অন্যান্য সর্ব্ববিধ একশফ (এক ক্ষুর বিশিষ্ট) প্রাণিসমূহের দুগ্ধও অশ্বদুগ্ধের গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে॥ ৬৬॥

ধারাদুগ্ধের গুণ।

ধারোষ্ণদুগ্ধ (দোহনকালীন স্বাভাবিক উষ্ণদুগ্ধ) অগ্নিদীপক, বলকর, লঘু, শীতল ও ত্রিদোষনাশক। দুগ্ধ দোহানন্তর তিন মূহুর্ত্তপরে (দুইদণ্ডপরে) বিকৃত হয়। এবং ইহা ১২ বার দণ্ডপরে বিষবৎ অপকারী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দোহন মাত্রেই ধারোষ্ণ দুগ্ধপান করায়, ইহাদ্বারা সুধাসম উপকার সাধিত হইয়া থাকে। আর ধারাশীতল দুগ্ধ ত্রিদোষ বর্দ্ধন করে। সর্ব্বপ্রকার ধারাদুগ্ধের মধ্যে গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ উপকারী এবং মাহিষ দুগ্ধ ধারাশীতল অবস্থায় উপকারী জানিবে॥ ৬৭–৬৯॥

পক্বদুগ্ধের গুণ।

পাক করা মেষীয় দুগ্ধ উষ্ণ অবস্থায় এবং পাককরা ছাগীয় দুগ্ধ শীতল অবস্থায় সুপথ্য বলিয়া জানিবে। পাককরা উষ্ণদুগ্ধ পিত্তবিনাশক এবং পাককরা শীতল দুগ্ধ কফ ও বায়ুকে বিনাশ করে। অত্যন্ত পক্বদুগ্ধ—গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলপ্রবর্দ্ধক॥ ৭০॥

আমদুগ্ধের গুণ।

প্রাভাতিকং পয়ঃ প্রায়ো বিষ্টম্ভি গুরু বৃংহণম্।
রাত্রৌ চন্দ্রগুণাধিক্যাদ্ ব্যায়াম পরিবর্জ্জনাৎ॥ ৭২॥
প্রদোষশ্রমনুদ্ বল্যং চক্ষুষ্যং বাতপিত্তকৃৎ।
দিবাকরকরাঘাতাদ্ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ॥ ৭৩॥
বিবর্ণমম্লদুর্গন্ধি লবণং গ্রন্থিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণযোগাৎ কুষ্ঠাদিদোষকৃৎ॥ ৭৪॥
সান্তানিকং পরং রূক্ষং স্বতদুগ্ধোপরি স্মৃতম্।
সান্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ॥ ৭৫॥
সপ্তরাত্রাৎ পরং ক্ষীরমপ্রসন্নন্তু মোরটম্।
নষ্টদুগ্ধং ভবেন্মস্তু মোরটং জৈজ্জটোঽব্রবীৎ॥ ৭৬॥

কাঁচা অবস্থাতেই বিশেষ হিতকর, কিন্তু উহা পক্ক হইলে নানাবিধ দোষ উৎপাদন করে॥ ৭১॥

প্রাভাতিক ও ত্রৈদোষিক দুগ্ধের গুণ।

রাত্রিকালে স্বাভাবিক চন্দ্রগুণাধিক্য (শীতল) এবং এইকালে পশুগণ ব্যায়াম করিতে পারে না, একারণ প্রভাতকালীন দুগ্ধ প্রায়ই বিষ্টম্ভকারক, গুরু ও শীতল। কিন্তু দিবাকালে সূর্য্যের উষ্ণকিরণ-সংস্পর্শ হেতু এবং পশুগণ স্বাভাবিক ব্যায়াম ও বায়ুসেবন করে, বলিয়া প্রাদোষিক (সন্ধ্যাকালের) দুগ্ধ শ্রমনাশক, বলকর, চক্ষুরপক্ষে বিশেষ হিতসাধক, বাতঘ্ন এবং পিত্তনাশক॥ ৭২-৭৩॥

অম্লদুগ্ধ।

অম্ল সংযুক্ত দুগ্ধ বিবর্ণ ও দুর্গন্ধি হয় এবং লবণ সংযুক্তদুগ্ধ গ্রন্থিত হয় এবং অম্ল ও লবণ, এই উভয় সংযুক্তদুগ্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ কদাচ পান করিবে না, যে হেতু ইহা পান করিলে কুষ্ঠাদি বিবিধ মহাব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৭৪॥

দুগ্ধসন্তানিকার গুণ।

পক্কদুগ্ধের উপরি আওটানয় যে ঘন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সন্তানিকা

ক্ষীরস্তৎকাল সূতায়াঃ পীযূষঘনমুচ্যতে।
পক্কং দধ্না সমং ক্ষীরং বিজ্ঞেয়া দধিকূর্চ্চিকা ॥ ৭৭ ॥
তক্রেণ তক্রকূর্চ্চিকা তয়োঃ পিণ্ডঃ কিলাটকঃ।
পাকং বিনা স এব স্যাৎ ক্ষীরমুক্তসিতান্বিতঃ ॥ ৭৮ ॥
মোরটস্তু সপীযূষঃ কূর্চ্চিকা দধিতক্রয়োঃ।
কিলাটক্ষীরশাকাভ্যামেতে নিদ্রামপুষ্টিদঃ ॥ ৭৯ ॥
গুরুবঃ শ্লেষ্মলা বৃষ্যা হৃদ্যা বাতাগ্নিনাশিনী।
বাতলা দুর্জ্জরা রূক্ষা গ্রাহিণী তক্রকূর্চ্চিকা ॥ ৮০ ॥

দধিনামগুণাঃ।

দধি স্ত্যানং পয়ঃ সম্যক্ স্ত্যানমীষৎ তু মন্দকম্।
তস্মিষ্টমম্লমত্যম্ল মধুরাম্লমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮১ ॥
দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসঙ্গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্রশোফমেদঃ কফপ্রদম্ ॥ ৮২ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমেজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৩ ॥

মোরটাদির গুণ।

সপ্তরাত্রির বাসী দুগ্ধকে মোরট এবং নষ্টদুগ্ধকে মস্ত বলে কিন্তু জেজ্জট বলেন নষ্ট মস্তকেই অর্থাৎ নষ্টদুগ্ধকেই মোরট বলাযায়। প্রসবকালীন দুগ্ধকে পীযূষঘন বলে। দধির সহিত পাককরা দুগ্ধকে দধিকূর্চ্চিকা, তক্রের সহিত পাক করা দুগ্ধকে তক্রকূর্চ্চিকা এবং দধি ও তক্র একত্র মিশ্রিত করতঃ পাক না করিয়া চিনিসহ পিণ্ডাকৃতি করিলে তাহাকে কিলাটক। মোরট, পীযূষঘন, দধিকূর্চ্চিকা ও তক্রকূর্চ্চিকা, এই সকল দ্রব্য, কিলাটক ও ক্ষীরশাক। (অপক্কনষ্ট দুগ্ধ) অপেক্ষা নিদ্রাজনক, আমজনক, পুষ্টিকর, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, হৃদ্য, বাতনাশক ও অগ্নিনাশক এবং তক্রকূর্চ্চিকা বাতবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, রূক্ষ ও মলরোধক। ৭৬–৮০ ॥

দধিবর্গের নাম ও গুণ।

সংহত অর্থাৎ ঘনত্বপ্রাপ্ত দুগ্ধকে দধি বলে, আর ঈষৎ ঘনত্ব প্রাপ্ত দধিকে

মন্দং ত্রিদোষজননং মধুরং বাতপিত্তজিৎ।
অম্লং পিত্তাস্রকফকৃদত্যম্লং রক্তপিত্তদম্।
মধুরাম্লং গুণৈর্ম্মিশ্রৈর্দধি পূর্ব্ববদাদিশেৎ॥ ৮৪॥
গব্যং দধ্যুত্তমং বল্যং পাকে স্বাদু রুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎপবনাপহম্॥ ৮৫॥
আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্॥ ৮৬॥
অভিষ্যন্দিরসং পাকে স্বাদু প্রায়েণ দোষলম্॥ ৮৭॥
মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বিপাকে মধুরং গুরু রক্তপ্রদূষণম্॥ ৮৮॥
নার্য্যা দধি ত্রিদোষঘ্নং চক্ষুষ্যং তর্পণং গুরু।
বল্যং বিপাকে মধুরং স্নিগ্ধং বহ্নিকরং পরম্॥ ৮৯॥
হস্তিন্যা দধি বীর্য্যোষ্ণং কটু পাকেঽগ্নিনাশনম্।
কষায়ানুরসং বর্চ্চোবর্দ্ধনং কফবাতজিৎ॥ ৯০॥
ঔষ্ট্রং বিপাকে কটুকং ভেদি ক্ষারাম্লকং দধি।
নিহন্ত্যুদরকুষ্ঠার্শঃশূলবন্ধানিলক্রমীন্॥ ৯১॥

মেহ ও কফজনক, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতীশ্যায়, শীতজ্বর, বিষমজ্বর, অতীসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে হিতকর এবং বলবর্দ্ধক। মন্দদধি—ত্রিদোষজনক, মধুর রসবিশিষ্ট, বাতঘ্ন ও পিত্তনাশক। অম্লদধি—রক্তপিত্ত ও কফজনক। অত্যম্লদধি—রক্তপিত্তজনক। মধুরাম্লদধি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বলকর, পাকে মধুর, রুচিজনক, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বাতনিবারক। ছাগদধি—অত্যুৎকৃষ্ট, গ্রাহি, লঘু, ত্রিদোষনাশক, শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে হিতকর ,এবং অগ্নিদীপক। মেষদধি—অর্শ, কফ ও বাতপ্রবর্দ্ধক, অভিষ্যন্দী, মধুর, পাকে স্বাদু এবং প্রায়ই দোষবর্দ্ধক। মাহিষদধি—সুস্নিগ্ধ, কফকর, বাতনাশক, পিত্তঘ্ন, বীর্য্যজনক, বিপাকে মধুর, গুরু ও রক্তপ্রদোষক। নারীদুগ্ধের দধি—ত্রিদোষঘ্ন, চক্ষুষ্য,

অশ্বাদ্যেক শফ রূক্ষং দধ্যভিষ্যন্দি দোষলম্।
দীপনং স্বাদু চক্ষুষ্যং বাতকৃৎকফমূত্রনুৎ॥ ৯২॥
সর্ব্বেষু দধিষু শ্রেষ্ঠং গব্যমেব গুণাবহম্।
গালিতং দধি সস্নিগ্ধং বাতঘ্নং শ্লেষ্মলং গুরু॥ ৯৩॥
বলপুষ্টিকরং রুচ্যং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ।
সৃতক্ষীরভবং রুচ্যং দধি স্নিগ্ধং গুণোত্তমম্॥ ৯৪॥
পিত্তানিলাপহং সর্ব্বং ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥ ৯৫॥
অসারং দধি সংগ্রাহি কষায়ং বাতলং লঘু।
বিষ্টম্ভি দীপনং রুচ্যং গ্রহণীরোগনাশনম্॥ ৯৬॥
সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ।
সগুড়ং বাতনুদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু॥ ৯৭॥
বসন্তে শরদি গ্রীষ্মে দধি প্রায়েণ নিন্দিতম্।
হেমন্তে শিশিরে শস্তং বর্ষাসু চ গুণাবহম্॥ ৯৮॥
শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বুঘৃতান্বিতম্।
দধ্যুত্তরো দধিস্নেহো দধ্যগ্রঃ কটুকঃ সরঃ॥ ৯৯

শূল, বিবন্ধ, আয়ু ও কৃমিনাশক। অশ্ব প্রভৃতি একশফ বিশিষ্ট পশুদিগের দুগ্ধ—রূক্ষ, বাতকর, অভিষ্যন্দি, ত্রিদোষবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, স্বাদু, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নিবারক। সর্ব্ববিধ দধির মধ্যে গব্যদধিই সর্ব্বাধিক গুণশালী, গালিতদধি (যে দধি বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লওয়া যায়)—সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক, গুরুপাকী, বলজনক, পুষ্টিকর, রুচিজনক, মধুর এবং অল্পপিত্তজনক। পক্কদুগ্ধের-দধি—রুচিজনক, স্নিগ্ধ, সর্ব্ববিধ দধি অপেক্ষা অধিক গুণশালী, পিত্তঘ্ন, বাতনাশক, সর্ব্ববিধ ধাতুপোষক অগ্নিজনক ও বলবর্দ্ধক। অসারদধি (যে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইয়া দধি করা যায়)—মলরোধী, কষায়, বাতল, লঘু, বিষ্টম্ভী, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও গ্রহণীরোগঘ্ন। চিনিসংযুক্তদধি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নিবারণ করে। গুড়যুক্ত দধি—বাতনাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, তর্পণ ও গুরু। বসন্ত, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে দধি সেবন করা উচিত নয়। হেমন্ত, শিশির

দধ্নঃ সরো গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
বস্তের্বিশোধনশ্চাম্লঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥ ১০০॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহং।
আবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসংগ্রহম্॥ ১০১॥

তক্রবর্গনামগুণাঃ।

দণ্ডাহতং কালশেয়ং গোরসজ বিলোড়িতম্॥ ১০২॥
সরসং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং রসবর্জ্জিতম্।
সমোদকং শ্বেতমথ মুদশ্বিত্বর্দ্ধবারিকম্॥ ১০৩॥
পাদোদকং ভবেত্তক্রমর্দ্ধাম্বোঽহবভাষিরে।
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং মধুরং দীপনং লঘু॥ ১০৪॥

কট্টর ও সর, এই কয়েকটী শব্দ দধির সরের নাম। দধির সর—গুরুপাকী, বৃষ্য, বাতঘ্ন, অগ্নিনাশক, মূত্রাশয়বিশোধক, অম্ল, পিত্তবর্দ্ধক ও কফজনক। মস্তু (দধি-মণ্ড বা দধির মাৎ)—ক্লান্তিহর, বলকর, লঘু, রুচিকারক, স্রোতোবিশোধক, প্রীতিকর, কফনাশক, তৃষ্ণাঘ্ন, বাতহারক, অল্পবীর্য্যজনক, আনন্দবর্দ্ধক ও শীঘ্র মলের কাঠিন্য বিনাশ করে। ৮১–১০১।

তক্রবর্গের নাম ও গুণ।

দণ্ডাহত, কালশেয়, গোরসজ, বিলোড়িত, (অম্ল, অরিষ্ট, ঘোল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব, কউর, কট্টর প্রমথিত, কক্কর ও অম্বর), এই সকল শব্দ তক্রের নামান্তর। এই তক্র সরসংযুক্ত নির্জল হইলে ঘোল, সরবর্জ্জিত হইলে মথিত, সমানজল সংযুক্ত হইলে শ্বেত, অর্দ্ধেক জলযুক্ত হইলে উদশ্বিৎ এবং চতুর্থাংশ জল সমন্বিত হইলে তক্র বলা যায়। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পরিমিত জলযুক্তকেও তক্র বলিয়া থাকেন। তক্র—মলরোধক, কষায় রসাত্মক, অম্ল, মধুর, অগ্নি প্রদীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, রুক্ষ, প্রীতিকর, বাতঘ্ন এবং ইহাদ্বারা শোথ, গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেহ, গ্রহণী, অর্শ, বহুমূত্র, ভগন্দর, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, কফ, কৃমি, শ্বিত্র, কোষ্ঠরোগ, কফরোগ, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, উদর ও অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিদাঘকাল ও শরৎকালে, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, মদ ও শোথরোগে কদাচ তক্র প্রয়োগ করিবে না। শীতকালে,

বীর্য্যোষ্ণং বলদং রূক্ষং প্রীণনং বাতনাশনম্।
হন্তি শোথগরচ্ছর্দিপ্রসেকবিষমজ্বরান্ ॥ ১০৫ ॥
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শোমূত্রগ্রহভগন্দরান্।
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহকফকৃমীন্।
শ্বিত্রকোষ্ঠকফব্যাধিকুষ্ঠতৃষ্ণোদরাপচীঃ ॥ ১০৬ ॥
শক্রং নিদাঘে শরদি দৌর্ব্বল্যে ভ্রমমূর্চ্ছয়োঃ।
পিত্তাস্রমদশোকেষু কদাচিন্ন প্রশস্যতে ॥ ১০৭ ॥
শীতকালে গ্রহণ্যর্শঃ কফবাতাময়েষু চ ॥ ১০৮ ॥
স্রোতোনিরোধে মন্দাগ্নৌ তক্রমেবামৃতোপমম্।
তক্রন্তু মধুরং সর্ব্বং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ ॥ ১০৯ ॥
অম্লং বাতহরং তক্রং রক্তপিত্তপ্রকোপনম্।
বাতেঽম্লং সৈন্ধবোপেতং স্বাদু পিত্তে সশর্করম্ ॥ ১১০
পিবেৎ তক্রং কফে রূক্ষং ব্যোষক্ষারসমন্বিতম্।
সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ ॥ ১১১ ॥
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্ বৃষ্যং গুরু কফাপহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং শীতং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্ ॥ ১১২ ॥
যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ।
সরসং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং রসবর্জ্জিতম্ ॥ ১১৩ ॥

উপকারী জানিবে। সর্ব্ববিধ তক্রই মধুর, কফবর্দ্ধক, বাতপিত্ত নাশক। অম্ল-তক্র—বাতনাশক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। সৈন্ধবলবণসংযুক্ত অম্লতক্র বাত-রোগে, শর্করাসংযুক্ত মধুর তক্র পিত্তরোগে এবং ত্রিকটুচূর্ণ ও যবক্ষার সংযুক্ত রূক্ষ তক্র কফরোগে হিতকর বলিয়া জানিবে। সমুদায় সারগৃহীত তক্র—সুপথ্য ও লঘু। অল্প ঘৃতোত্থিত তক্র—সমুদায় সারগৃহীত তক্র অপেক্ষা বলকর, গুরু ও কফনাশক। অনুদ্ধৃত ঘৃত তক্র—শীতল, গুরু, পুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক। পূর্ব্বে যে প্রকার অষ্টবিধ দধির বিষয় বলা হইয়াছে, অষ্টপ্রকার তক্রও তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট জানিবে। ঘোল ও মথিত জলসংযুক্ত, দধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘু বলিয়া

দধিবদ্দোলমথিতে কিঞ্চিৎ তু লঘু নীরতঃ।
মণ্ডতক্রা লঘুতক্রা কুর্চ্চিকা দধিসম্ভবা ॥ ১১৪ ॥

নবনীতবর্গনামগুণাঃ।

হৈয়ঙ্গবীনং সরজং নবনীতস্তু মন্থনম্।
নবনীতং লঘু গ্রাহি সদ্যস্কং স্বাদু শীতলম্ ॥ ১১৫ ॥
মধ্যমীষৎকষায়াম্লং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্ ॥
অবিদাহ্যগ্নিকৃন্নেত্র্যং ক্ষয়ার্শোব্রণকাসজিৎ ॥ ১১৬ ॥
নবনীতং চিরোদ্ভূতং গুরু মেদঃকফপ্রদম্।
শোথঘ্নং বলকৃদ্‌বৃষ্যং বিশেষাদমৃতং শিশোঃ ॥ ১১৭ ॥
ক্ষীরোত্থং তদতিস্নিগ্ধং চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তজিৎ।
বৃষ্যং বলকরং গ্রাহি মধুরং শীতলং পরম্ ॥ ১১৮ ॥

জানিবে। মণ্ডতক্রা, লঘুতক্রা, কুর্চ্চিকা ও দধিসম্ভবা, এই শব্দ কয়েকটী তক্রকুর্চ্চিকা পর্য্যায়ক ॥ ১০২-১১৪ ॥

নবনীত বর্গের নাম ও গুণ।

হৈয়ঙ্গবীন, সরজ, নবনীত, মন্থন, { নবোদ্ধৃত, নবনী, মন্থজ, দধিসার, কলস্ফুট, দধিজ, সার ও হৈয়ঙ্গবীনক }, এই সকল শব্দ নবনীত পর্য্যায়ক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ননী ও মাখন বলে। সদ্যস্ক নবনীত (সদ্য উদ্ধৃত মাখন)—লঘুপাকী, মলসংরোধক, স্বাদুরসাত্মক এবং শীতল। মধ্য নবনীত (কিঞ্চিৎ পুরাতন নবনীত)—অল্প কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, বীর্য্যজনক, পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন, অবিদাহী, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, নেত্ররোগে প্রযোজ্য, ক্ষয় (যক্ষ্মা বা শোষরোগ) নাশক, অর্শোঘ্ন, ব্রণনিবারক এবং কাসরোগ বিনাশক। চিরোদ্ভূত নবনীত (অত্যন্ত পুরাতন মাখন)—গুরুপাকী, মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদ, শোথঘ্ন, বলকর, বৃষ্য, বিশেষতঃ ইহা শিশুদিগের পক্ষে অমৃতের ন্যায় উপকারী জানিবে। ক্ষীরোত্থ, নবনীত (দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত মাখন)—অত্যন্ত স্নিগ্ধ, চক্ষুষ্য, রক্তপিত্ত ব্যাধি নিবারক, বীর্য্যজনক, বলবর্দ্ধক, মলসংরোধক, মধুররসবিশিষ্ট এবং [illegible]

ঘৃতনামগুণাঃ।

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিরাধারমমৃতাহ্বয়ম্।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং গুরু দীপনম্॥ ১১৯
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মীবাতপিত্তানিলাপহম্।
অত্যভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ॥ ১২০।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদশূলানাহব্রণান্ জয়েৎ।
স্নিগ্ধং কফপ্রদং রুক্ষং ক্ষয়বীসর্পরক্তজিৎ॥ ১২১॥
স্বর্য্যং ক্ষতহরং প্রায়ঃ শস্যতে বালবৃদ্ধয়োঃ।
ঘৃতং ক্ষীরভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগজিৎ॥ ১২২
নিহন্তি পিত্তদাহাস্রমদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্।
পুরাণং কটুকং পাকে সর্পির্দোষত্রয়াপহম্॥ ১২৩॥
শ্রোত্রনেত্রশিরঃশূলকুষ্ঠাপস্মারশোথজিৎ।
যোনিরোগজ্বরশ্বাসকুষ্ঠার্শোগুল্মপীনসান্॥ ১২৪॥

ঘৃতবর্গের নাম ও গুণ।

ঘৃত, আজ্য, হবিঃ, সর্পিঃ, আধার, অমৃতাহ্বয় (অমৃতনামক, যেমন সুধা, পীযূষ ইত্যাদি), {পুরোডাস্, আজ্য, বহ্নিভাস্য, পীথ, পবিত্র, নবনীতক, অভিঘার, হোম্য, আয়ুঃ ও তেজস}, এই সমুদায় শব্দ ঘৃতের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঘি বলে। ঘৃত—রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, গুরু, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, বিষ, অলক্ষ্মী (দারিদ্র ও অশুভ), বায়ুরোগ, পিত্ত ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, কান্তি, ওজোধাতু, তেজ, লাবণ্য ও বুদ্ধিকারক, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ ও ব্রণরোগ নিবারক, স্নিগ্ধ, কফোৎপাদক, রুক্ষ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তপিত্তরোগ বিনাশক, স্বরবিধায়ক, ক্ষয়নাশক, এবং ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অতীব হিতকারী। ক্ষীরভব ঘৃত (দুগ্ধোত্থিত ঘি)—গ্রাহী, শীতল, চক্ষুরোগে প্রযোজ্য এবং পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বাত বিনাশ করে। পুরাতন ঘৃত—পাকে কটু, ত্রিদোষঘ্ন এবং কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, শূল, কুষ্ঠ, অপস্মার, শোথ, যোনিরোগ (কন্দ, উপদংশ প্রভৃতি), জ্বর,
[illegible]

নিহন্তি দীপনং বস্তিনস্যপূতিঃ প্রশস্যতে।
ঘৃতমণ্ডোঽপি ঘৃতবদ্ গুণৈস্তীক্ষ্ণো লঘুঃ সরঃ ॥ ১২৫॥
দশবর্ষাৎপরং সর্পিঃ কৌম্ভমিত্যভিধীয়তে।
রক্ষোঘ্নং লঘু তস্মাৎ তু গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং মহাঘৃতম্ ॥ ১২৬ ॥
ঘৃতস্য গুণদোষৌ তু ক্ষীরতুল্যৌ সমাদিশেৎ।
সর্ব্বেষু গুণকৃৎ গব্যমাবিকং নিন্দিতং পুনঃ ॥ ১২৭ ॥

তৈলনামগুণাঃ।

তৈলমুষ্ণং গুরু স্থৈর্য্যং বলবর্ণকরং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥ ১২৮ ॥
সোষ্ণং কষায়ানুরসং তিক্তং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
বিপাকে মধুরং তীক্ষ্ণং বৃংহণং রক্তপিত্তজিৎ ॥ ১২৯ ॥

বস্তিকর্ম্মে ও নস্যকর্ম্মে প্রশস্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের সারভাগ)—ঘৃতবৎ গুণশালী এবং তীক্ষ্ণ, লঘু ও সারক। দশবৎসরাতীত পুরাতন ঘৃতকে কৌম্ভঘৃত বলে। ইহা রক্ষোঘ্ন ও লঘু। ইহা অপেক্ষা অধিক কালের পুরাণ ঘৃতকে মহাঘৃত বলে, উহা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণশালী। ঘৃতের গুণ ও দোষ দুগ্ধের সমান অর্থাৎ গব্য প্রভৃতি দুগ্ধের যে গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তজ্জাত গব্যাদি ঘৃতও তদ্গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। সর্ব্ববিধ ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত অতীব উপকারী এবং মেষীদুগ্ধের ঘৃত অতীব অপকারী জানিবে। ১১৯–১২৭ ॥

তৈলের নাম ও গুণ।

তৈল, (স্নেহ, অভ্যঞ্জন ও অভ্যঙ্গ) এই সকল শব্দ তৈলের নাম। তৈল (তিলতৈল)—গুরুপাকী, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, ভেদক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিকাশি (শরীরে প্রবেশ মাত্র সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়), বিশদ (পরিষ্কারক), মধুররসাত্মক, পাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, কষায় রসাত্মক, তিক্ত,

শ্লেষ্মলং কটু বিণ্মূত্রত্বক্‌গর্ভাশয়শোধনম্‌।
দীপনং মতিদং কেশ্যং ব্যায়ামব্রণমেহনুৎ ॥ ১৩০ ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃ শূলনেত্ররোগবিনাশনম্‌।
মথিতাচ্যুতবিচ্ছিন্নভগ্নব্যালবিষাদিষু।
ক্ষতেঽগ্নিদগ্ধে তৎপথ্যং পানাভ্যঙ্গাদিভিঃ সদা ॥ ১৩১ ॥
ঘৃতমব্দাৎপরং পক্কং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলং পক্কমপক্কং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্‌ ॥ ১৩২ ॥

এরণ্ডতৈলনামগুণাঃ।

এরণ্ডতৈলং মধুরমুষ্ণং দীপনশোধনম্‌।
বয়স্যন্ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্‌।
কষায়ানুরসঃ সূক্ষ্মং যোনিশুক্রাবশোধনম্‌ ॥
হন্তি বাতোদরানাহগুল্মাষ্ঠীলাকটিগ্রহান্‌।
বাতশোণিতশূলাদিব্রণশোথামবিদ্রধীন্‌ ॥ ১৩৩ ॥

শ্রম, ব্রণ ও মেহনাশক এবং ইহা কর্ণরোগ, যোনিরোগ, শিরোরোগ, শূলরোগ, নেত্ররোগ বিনাশ করে, অধিকন্তু ইহা মথিত (আঘাতাদি কর্ত্তৃক চর্ম্ম বা অস্থি পেষিত হওয়া), আচ্যুত (চর্ম্ম বা অস্থি স্বস্থান ভ্রষ্ট হওয়া), বিচ্ছিন্ন (চর্ম্ম বা অস্থি ছিঁড়িয়া যাওয়া), ভগ্ন (আঘাতাদি দ্বারা অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া), ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সর্পাদির দংশন জনিত বিষ, ক্ষত (পচা ব্রণ ঘা প্রভৃতি) এবং অগ্নিদগ্ধে সর্ব্বদা পান বা অভ্যঙ্গাদিরূপে প্রয়োগ করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। পক্ক-ঘৃত বৎসরাতীত হইলে হীনবীর্য্য হয়, কিন্তু তৈল পক্কই হউক, বা অপক্কই হউক, যত বেশী পুরাতন হইবে, তত বেশী গুণশালী হইয়া থাকে ॥ ১২৮–১৩২ ॥

এরণ্ড তৈলের নাম ও গুণ।

এরণ্ড তৈল (ভেরেণ্ডার তৈল, ক্যাষ্টর আইল্‌, রেড়ীর তেল)—মধুর, উষ্ণ; অগ্নিদীপক, শোধক (মলস্রাবক), বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বলপ্রদ, কষায়রসবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, যোনি ও শুক্রাশয় বিশোধক এবং ইহাদ্বারা বায়ু, উদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটীগ্রহ, বাতরক্ত, শূল, ব্রণ-শোথ, আম ও বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

কটুতৈলনামগুণাঃ।

পৃথ্বীকামূলজীমূতাদন্তীকবচশিগ্রুজম্।
নিম্বাতসীকরঞ্জার্কহস্তিকর্ণেঙ্গুদীভবম্ ॥ ১৩৪ ॥
শঙ্খিনীনিম্বকং তৈলং তৈলং জ্যোতিষ্মতীকৃতম্।
কুসুম্ভসর্ষপোদ্ভূতং তৈলং সৌবর্চ্চলন্তথা ॥ ১৩৫ ॥
বিপাকে কটুকং তীক্ষ্ণমুষ্ণং তিক্তং সরং লঘু।
হন্তি কুষ্ঠাময়ং শ্লেষ্মমেহমূর্চ্ছাময়কৃমীন্ ॥ ১৩৬ ॥

নিম্বতৈলগুণাঃ।

নিম্বতৈলং জয়েৎ কুষ্ঠং ব্রণশ্লেষ্মজ্বরকৃমীন্ ॥ ১৩৭ ॥

অতসীতৈলগুণাঃ।

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তনুৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু ॥ ১৩৮ ॥

কটু তৈলের নাম ও গুণ।

পৃথ্বীকা (জীরক), মূল (মূলা), জীমূত (ঘোষাফল), দন্তবীজ, সজ্‌না-বীজ, নিম্বফল, তিসি, আকন্দ, হস্তিকর্ণপলাশের বীচি, ইঙ্গুদী, শঙ্খিনীবীজ, নিম্ববীজ, গাঁধিভাটবীজ, জ্যোতিষ্মতী, কুসুমফল, সর্ষপ ও সচল লবণ, ইহাদের তৈলকে কটুতৈল বলে। এই সকল কটুতৈল—বিপাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, সারক, লঘু এবং কুষ্ঠব্যাধি, কফ, মেহ, মূর্চ্ছারোগ ও কৃমিরোগ বিনাশ করে ॥ ১৩৪—১৩৬ ॥

নিম্বতৈলের গুণ।

নিম্বতৈল—কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, জ্বর ও কৃমিরোগ বিনাশ করে ॥ ১৩৭ ॥

অতসীতৈলের গুণ।

অতসীতৈল—আগ্নেয় (উষ্ণবীর্য্য), স্নিগ্ধ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত নাশক, কটুপাকি, চক্ষুর পক্ষে অহিতসাধক, বলকর, বাতঘ্ন ও গুরু ॥ ১৩৮ ॥

সার্ষপতৈলনামগুণাঃ।

সার্ষপং ক্রিমিনুৎ তৈলং কুষ্ঠকণ্ডূহরং লঘু।
পিত্তাস্রদূষণং হন্তি মেহকর্ণশিরোগদান্ ॥ ১৩৯ ॥

কুসুম্ভতৈলগুণাঃ।

কৌসুম্ভং কটুকং তৈলমচক্ষুষ্যং বলপ্রদম্।
কেবলানিলনুত্তীক্ষ্ণং বিদাহ্যুষ্ণং দ্বিদোষকৃৎ ॥ ১৪০ ॥

জ্যোতিষ্মতীতৈলগুণাঃ।

জ্যোতিষ্মতীভবং তৈলং পিত্তলং স্মৃতিবুদ্ধিদম্ ॥ ১৪১ ॥

নারিকেলতৈলগুণাঃ।

অক্ষোটিকাতিমুক্তাক্ষনারিকেলভবং হরেৎ।
তৈলং পিত্তানিলং কেশ্যং গুরু শ্লেষ্মকরং হিমম্ ॥ ১৪২ ॥

শিংশপাতৈলগুণাঃ।

শিংশপাগুরুগণ্ডীররসালামরদারুজম্।
তৈলং কষায়ং কটুকং তিক্তং দুষ্টব্রণাপহম্।
বাতরক্তবিষশ্লেষ্মকণ্ডূকুষ্ঠানিলান্ জয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥

সরিষাতৈলের গুণ।

সার্ষপতৈল—ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, কণ্ডূনিবারক, লঘু, পিত্ত ও রক্তদূষক এবং ইহাদ্বারা মেহ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

কুসুম্ভতৈলের গুণ।

কুসুম্ভতৈল—কটু, চক্ষুর পক্ষে অপকারী, বলকর, কেবল বায়ুঘ্ন, তীক্ষ্ণ, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও পিত্ত প্রবর্দ্ধক ॥ ১৪০ ॥

জ্যোতিষ্মতীতৈলের গুণ।

জ্যোতিষ্মতীতৈল—পিত্তবর্দ্ধক, স্মৃতিজনক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক ॥ ১৪১ ॥

অক্ষোটিকাদির তৈলের গুণ।

আখ্‌রোট, অতিমুক্ত (তিলাশ), বহেড়া ও নারিকেল, ইহাদের তৈল—পিত্তঘ্ন, বাতনাশক, কেশের পক্ষে উপকারী, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক ও শীতল ॥ ১৪২ ॥

শিংশপাদির তৈলের গুণ।

শিশুকাষ্ঠ, অগুরুচন্দন, গণ্ডীর (শশা), ইক্ষু ও দেবদারুকাষ্ঠ, ইহাদের

ভল্লাতকতৈলগুণাঃ।

ভল্লাতকন্তৌবরকং বীর্য্যোষ্ণং স্বাদু তিক্তকম্।
কুষ্ঠোর্দ্ধাধস্ত্রিদোষাস্রমেদোমেহকৃমীন্ হরেৎ॥ ১৪৪॥

পালাশমাধুকপাটলতৈলগুণাঃ।

তৈলং পালাশমাধূকপাটলাফলসম্ভবম্।
কষায়ং মধুরং দাহপিত্তশ্লেষ্মগদান্ হরেৎ॥ ১৪৫॥

ত্রপুষাদিতৈলগুণাঃ।

কুষ্মাণ্ডত্রপুষৈর্ব্বারুতুম্বীকালিঙ্গতিক্তকৈঃ।
কৃতং প্রিয়ালজীবন্তীশ্লেষ্মান্তকভবন্তথা॥ ১৪৬॥
তৈলং গুরু স্বাদুপাকং শীতং মূত্রপ্রবর্ত্তকম্।
অদীপনমভিষ্যন্দি কফদং বাতপিত্তজিৎ॥ ১৪৭॥

ঐকৈষিজতৈলগুণাঃ।

ঐকৈষিজং হিমং তৈলং পিত্তঘ্নং শ্লেষ্মবাতকৃৎ॥ ১৪৮॥

তল—কষায় রসাত্মক, কটুরসবিশিষ্ট, তিক্তরস সংযুক্ত এবং দুষ্টব্রণ, বাতরক্ত, বিষ, কফ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বাতবিনাশ করে॥ ১৪৩॥

ভল্লাতকতৈলের গুণ।

ভল্লাতকতৈল—কষায় রসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রসাত্মক, তিক্ত, সর্ব্ববিধকুষ্ঠ, ত্রিদোষ, রক্তপিত্ত, মেহ, মেদ ও কৃমি নিবারক॥ ১৪৪॥

পলাশ, মাধুক ও পাটলতৈলের গুণ।

পলাশবীজ, মধুক ও পারুল, ইহাদের তৈল—কষায়, মধুর এবং দাহ, পিত্ত ও কফরোগ বিনাশ করে॥ ১৪৫॥

কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈলের গুণ।

কুষ্মাণ্ড, ত্রপুষ, এর্ব্বারু, তুম্বী, কালিঙ্গ, তিক্তক, পিয়াল, জীবন্তী ও শ্লেষ্মান্তক, ইহাদের বীজের তৈল—গুরু, স্বাদুপাকি, শীতল, মূত্রপ্রবর্ত্তক, অল্পাগ্নিদীপক, অভিষ্যন্দি, কফজনক, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন॥ ১৪৬-১৪৭॥

আকনাদীর তৈলের গুণ।

আকনাদীর তৈল—শীতল, পিত্তনাশক, কফঘ্ন ও বাতনাশক॥ ১৪৮॥

যবতিক্তোদ্ভূততৈলগুণাঃ।

যবতিক্তোদ্ভবং তৈলমীষৎ তিক্তং রসায়নম্।
দীপনং লেখনং মেধ্যং পথ্যং দোষত্রয়াপহম্ ॥ ১৪৯ ॥

আম্রতৈলগুণাঃ।

আম্রতৈলমনাতিক্তং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ।
কফবাতহরং রূক্ষং সুগন্ধি বিশদং পরম্ ॥ ১৫০ ॥

স্নেহবর্গনামগুণাঃ।

স্থাবরা বাতশমনা স্নেহাঃ প্রোক্তাস্তু তৈলবৎ।
গৌণমেতেষু তৈলত্বং বলবর্ণকরং পুনঃ ॥ ১৫১ ॥
মেদোমজ্জাবসা জ্ঞেয়া গ্রাম্যানুপৌদকোদ্ভবাঃ।
গুরবো মধুরাশ্চোষ্ণাঃ সমীরণবিনাশনাঃ ॥ ১৫২ ॥
জাঙ্গলৈকশফাদীনাং সক্রব্যাণাং কষায়কাঃ।
লঘবঃ শীতলা জ্ঞেয়া রক্তপিত্তনিবর্হণাঃ ॥ ১৫৩ ॥

যবতিক্তজতৈলের গুণ।

যবতিক্তের তৈল—ঈষৎতিক্ত, রসায়ন, অগ্নিদীপক, লেখন, মেধাজনক, সুপথ্য ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ১৪৯ ॥

আম্রতৈলের গুণ।

আম্রতৈল—ঈষৎতিক্ত, মধুর, অনতিপিচ্ছিল, কফঘ্ন, বাতনাশক, রুক্ষ, সুগন্ধি ও অত্যন্ত বিশদ ॥ ১৫০ ॥

স্নেহবর্গের নাম ও গুণ।

সর্ব্বপ্রকার স্থাবর স্নেহ (তিলতৈলাদি) বাতপ্রশমক এবং তিলতৈলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, তৈলবৎপিচ্ছিল, বলকর ও কান্তিজনক। গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক-জন্তুর শরীর হইতে সমুৎপন্ন মেদ, মজ্জা ও বসা গুরুপাকী, মধুর, উষ্ণ ও বাতনাশক। জাঙ্গলজন্তু, অশ্বাদি একশফ জন্তু ও ব্যাঘ্রাদির মেদ, মজ্জা ও বসা—কষায়রসযুক্ত, লঘুপাকী, শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্তরোগ নিবারক। প্রতুদ ও বিকির জাতীয় পক্ষিসমূহের মেদ, মজ্জা ও বসা—কফনাশক। ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ ও মজ্জা, এই সকল স্নেহ প্রত্যেকই বাতনাশক এবং উত্তরোত্তর মধুর রসবিশিষ্ট অর্থাৎ ঘৃত

প্রতুদ বিষ্কিরাদীনাং জ্ঞাতব্যাঃ কফকৃন্তনাঃ।
ঘৃততৈলবসামেদোমজ্জানো বাতনাশনাঃ।
যথোত্তরং পরিজ্ঞেয়া বিপাকে স্বাদবঃ পরম্॥ ১৫৪॥

মদ্যভেদনামগুণাঃ।

মদ্যং হালা সুরা শুণ্ডা মদিরা বরুণাত্মজা।
সীতা গন্ধোত্তমা কল্যা দেবসৃষ্টা চ বারুণী॥ ১৫৫॥
মদ্যং পিত্তকরং প্রায়ং সরং রোচন দীপনম্।
বিদাহি সৃষ্টবিন্মূত্রং তীক্ষ্ণং বাতকফাপহম্॥ ১৫৬॥
বিবিধান্নযুতং পীতং তস্মাদমৃতসন্নিভম্।
অন্যথা কুরুতে রোগানতিপীতং বিষোপমম্॥ ১৫৭॥
দ্রাক্ষোত্থমবিদাহিত্বাদ্রক্তপিত্তেষু শস্যতে।
বলপুষ্টিকরং মদ্যং রক্তার্শোহারি দীপনম্॥ ১৫৮॥

অপেক্ষা তৈল মধুর, তৈল অপেক্ষা বসা মধুর, বসা অপেক্ষা মেদ মধুর এবং মেদ অপেক্ষা মজ্জা সুমধুর বলিয়া জানিবে॥ ১৫১-১৫৪॥

বিবিধ মদ্যের নাম ও গুণ।

মদ্য, হালা, শুণ্ডা, সুরা, মদিরা, বরুণাত্মজা, সীতা, গন্ধোত্তমা, কল্যা, দেবসৃষ্টা, বারুণী, { হলিপ্রিয়া, পরিস্রুতা, প্রসন্না, ইরা, কাদম্বরী, পরিশ্রুতা, কশ্য, প্রবল্লেরা, মাহিন্দা, কপিশী, গন্ধমাদিনী, মাধবী, কত্তোয়, মদ, কপিশায়ন, কপিশিকা, মত্তা, চপ্পা, কামিনীপ্রিয়া, মদগন্ধা, মাধবীক, মধু, সন্ধান, আসব, অনৃতা, বীরা, মেধাবী, মহনী, সুপ্রতিভা, মনোজ্ঞা, বিধাতা, মাদনী, হলী, গুণারিষ্ট, সরক, মধূলিকা, মদোৎকটা, মহানন্দা, সীধু, মৈরেয়, বলবল্লভা, কারণ, তত্ত্ব, মদিষ্টা, পরিপ্লুতা, কল্প, সাধুরসা, হাহর, মর্দ্দীক, মদনা, কাপিশা ও অব্ধিজা }, এই সকল শব্দ মদ্যের নাম। মদ্য—পিত্তজনক, ভেদক, রুচিকর, অগ্নিপ্রদীপক, বিদাহকারক, বিষ্ঠা ও মূত্র নিঃসারক, তীক্ষ্ণ, কফঘ্ন ও বাতনিবারক। মদ্য বিবিধ অন্নের সহিত (নানাপ্রকার সুখাদ্য চাটের সহিত) সেবন করিলে অমৃতের ন্যায় উপকারী হয় কিন্তু ঐরূপ খাদ্য বিনা পানে বিবিধরোগ ও অতিরিক্ত পান করিলে বিষবৎ অপকার হইয়া থাকে। দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত মদ্য অবিদাহি, রক্তপিত্তরোগে প্রশস্ত, বলকর, পুষ্টিকর, রক্তজঅর্শোরোগ নাশক ও অগ্নিদীপক।

মাধ্বী কল্যগুণা কিঞ্চিৎ খর্জ্জুরমনিলপ্রদম্।
তদেব বিশদং রুচ্যং শ্লেষ্মঘ্ন কর্ষণং লঘু॥ ১৫৯॥
শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা মতম্।
সুরা গুর্ব্বী বলস্তন্যপুষ্টিমেদঃকফপ্রদা।
গ্রাহিণী শোথগুল্মার্শোগ্রহণীমূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ॥ ১৬০॥
পুনর্নবা শালিপিষ্টৈর্ব্বিহিতা বারুণী মতা॥ ১৬১॥
সুরাবদ্বারুণী লঘ্বী পীনসাধ্মানশূলনুৎ।
প্রসন্না স্যাৎ সুরামণ্ডস্তস্মাৎ কাদম্বরী ঘনা॥ ১৬২॥
জঙ্গলস্তদধঃ প্রোক্তো জঙ্গলান্মেদকো ঘনঃ।
পক্কশো জঙ্গলঃ সারঃ সুরাবীজন্তু কিণ্বকম্॥ ১৬৩॥
প্রসন্নানাহ গুল্মার্শশ্ছর্দ্যরোচক বাতজিৎ।
দীপনাধ্মানহৃৎ কুক্ষিতোদশূল প্রণাশিনী॥ ১৬৪॥
কাদম্বরী গুরুর্বৃষ্যা দীপনী বাতকৃৎসরা।
জঙ্গলঃ কফনুদ্ গ্রাহী শোফার্শোগ্রহণীহরঃ॥ ১৬৫॥

মাধ্বীমদ্য (যে মদ মৌলপুষ্প হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে)—কিঞ্চিৎ কল (মধুর) গুণ বিশিষ্ট। খর্জ্জুররসের মদ্য—বাতনাশক, বিশদ, রুচিকর, কফনাশক কৃশতাকারক ও লঘু। শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুলকৃত পৈষ্টিক মদ্যকে (ধেনো মদকে) সুরা বলে। ইহা—গুরুপাকী, স্তন্যবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টিজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রবর্দ্ধক, মলরোধক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনাশক। পুনর্নবা ও শালি তণ্ডুলকৃত মদ্যকে বারুণীমদ্য বলে, ইহা—সুরার ন্যায় গুণশালী, লঘু এবং পীনস, আধ্মান ও শূলরোগ নিবারক। সুরামণ্ডকে (সুরার উপরিতন স্বচ্ছভাগকে) প্রসন্না বলে, প্রসন্না অপেক্ষা ঘন ভাগকে কাদম্বরী বলে, কাদম্বরীর নিম্নতন ঘন ভাগকে জঙ্গল, জঙ্গলাপেক্ষা ঘন ভাগকে মেদক, প্রসন্নার স্বচ্ছভাগকে পক্কশ এবং সুরাবীজকে কিণ্বক (বাখর) বলে। প্রসন্না—আনাহ, গুল্ম, অর্শ, অরুচি, বমী, বাত, কুক্ষিবেদনা ও শূলরোগ নাশক ও অগ্নিপ্রদীপক। কাদম্বরী—গুরু, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, বমিকর ও ভেদক। জঙ্গল মদ্য—কফনাশক, মলরোধক, এবং শোথ, অর্শঃ ও গ্রহণী ব্যাধিবিনাশক। মেদকমদ্য—মধুর, বলকর, স্তম্ভনকারক, শীতল ও গুরুপাকী। পক্কমদ্য—

মেদকো মধুরো বল্যস্তম্ভনঃ শীতলো গুরুঃ।
পক্বশো হৃতসারত্বাদ্ বিষ্টম্ভী বাতবর্দ্ধনঃ।
কিণ্বকং বাতশমনমহৃদ্যং দুর্জ্জরং গুরু ॥ ১৬৬॥
আক্ষিকী সা সুরা যা স্যাদক্ষত্বক্‌শালিতণ্ডুলৈঃ ॥ ১৬৭ ॥
আক্ষিকী পাণ্ডুশোফার্শঃ পিত্তাস্রকফকুষ্ঠনুৎ।
কিঞ্চিদ্বাতকরী রূক্ষা দীপনী রেচনী লঘুঃ ॥ ১৬৮ ॥
যবপিষ্টকৃতং মদ্যং প্রোক্তং যবসুরা চ সা।
কাকোলিকী হলী জ্ঞেয়া মৈরেয়া ধান্যজাসবঃ ॥ ১৬৯ ॥
আসবশ্চ সুরা যাশ্চ দ্বয়োরপ্যেকভাজনম্।
সাধনং তদ্বিজানীয়ান্মৈরেয়মুভয়াত্মকম্ ॥ ১৭০ ॥
ক্বচিত্তু ধাতকীপুষ্পং গুড়ধান্যাম্বুসাধিতম্।
গুর্ব্বী যবসুরা রূক্ষা স্যাদ্বিষ্টম্ভিত্রিদোষকৃৎ ॥ ১৭১ ॥
কাকোলী বৃংহনী বৃষ্যা দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা গুরুঃ।
মৈরেয়ং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু সন্তর্পণং সরম্ ॥ ১৭২ ॥
মদ্যং সর্ব্বরসং জাতং মধূলকমুদীর্য্যতে।
মধূলকং গুরু স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকফপ্রদম্ ॥ ১৭৩ ॥

সারবিহীন হেতু বিষ্টম্ভকারক ও বাতবর্দ্ধক। এবং কিণ্বকমদ্য—বাতপ্রশমক, অহৃদ্য, দুষ্পাচ্য ও গুরু ॥ ১৪৫—১৬৬ ॥

আক্ষিকী প্রভৃতি মদ্যের নাম ও গুণ।

বহেড়ার ছাল ও শালিতণ্ডুলকৃত মদ্যকে আক্ষিকী মদ্য বলে। ইহা—পাণ্ড, শোথ, অর্শ, রক্তপিত্ত, কফ ও কুষ্ঠনাশক, কিঞ্চিদ্বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, ও লঘুপাকী। যব দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে যবসুরা, কাকোলী দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে হলী এবং ধান্যজ আসবকে (মদ্যকে) মৈরেয় বলে। আসব ও সুরা, এই দুই প্রকার মদ্য একজাতীয় ও উহাদের পাকপ্রণালীও সমান জানিবে। এই দুই প্রকার মদ্য একত্র হইলে তাহাকে মৈরেয় বলা যায়। কেহ কেহ ধাইফুল, গুড় ও ধান্যাম্বু (কাঞ্জিক) দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে মৈরেয় বলিয়া থাকেন। যব-সুরা—রুক্ষবীর্য্য, বিষ্টম্ভকারক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। হলীসুরা—বৃংহণ, বৃষ্য,

শর্করা দীপনঃ স্বাদুঃ পাচনো রোচনো লঘুঃ।
স্ত্রীবিলাসকরো বাতশোষবস্তিবিকারনুৎ ॥ ১৭৪ ॥
মধ্বাসবো লঘু রূক্ষঃ কুষ্ঠমেহবিষাপহঃ।
গৌড়ীঽগ্নিবর্দ্ধনো বর্ণবলকৃত্তর্পণঃ কটুঃ।
তিক্তকো বৃংহণঃ স্বাদুঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতঃ ॥ ১৭৫ ॥
ইক্ষোঃ পক্করসঃ পক্কঃ সীধুঃ পক্করসঃ স্মৃতঃ।
আমৈঃ স এব বিহিতো বুধৈঃ শীতরসো মতঃ ॥ ১৭৬ ॥
সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো জয়েৎ।
বিবন্ধমেহশোফার্শঃকফোদরকৃতাময়ান্ ॥ ১৭৭ ॥
তস্মাদল্পগুণঃ শীতঃ সরঃ সংলেখনঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥
জাম্ববঃ ক্ষৌসম্ভূতঃ জম্বূরসগুড়োদ্ভবঃ।
জাম্ববো বদ্ধনিস্যন্দঃ কষায়োঽনিলকোপনঃ ॥ ১৭৯ ॥

দৃষ্টিশক্তির হীনতাবিধায়ক ও গুরু। মৈরেয় মদ্য—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, সন্তর্পণ ও ভেদক। সর্জ্জরস (ধামীমূল) হইতে প্রস্তুত মদ্যকে মধুলক বলে, ইহা—গুরু, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও কফবর্দ্ধক। শর্করা সম্ভূত মদ্য—অগ্নিদীপক, মধুর রসাত্মক, পরিপাচক, রুচিকারক, লঘুপাকী, স্ত্রীদিগের বিলাসোৎপাদক এবং বাত, শোষ ও বস্তিগত রোগ নিবারক। মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য—লঘুপাকী, রূক্ষ, কুষ্ঠঘ্ন, মেহনাশক ও বিষপ্রণাশক। গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদ্য—অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণজনক, বলকর, তর্পণ, গুরুপাকী, তিক্ত, বৃংহণ, মধুর এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও অধোবায়ু নিঃসারক। ১৬৭–১৭৫।

সীধুপ্রভৃতির নাম ও গুণ।

ইক্ষুর পক্করস দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে সীধু (শীধু) এবং পক্করস ও ইক্ষুর কাঁচা রস দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে শীতরস বলা যায়। সীধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুস্বরতাকারী, অগ্নিজনক, বলবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং বিবন্ধ, মেহ, শোথ, উদর ও কফরোগ বিনাশক। শীতরস- সীধু অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত, তোলক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক। মধু, জম্বুরস ও গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদ্যকে জাম্বব মদ্য বলে। ইহা—প্রতীকারবোধক, কষায় রসযুক্ত ও বায়ুপ্রকোপক। ১৭৬–১৭৯।

অরিষ্টাসবসীধূনাং গুণান্ কার্য্যাণি চাদিশেৎ।
বুদ্ধ্যা যথাস্বসংস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষক্ ॥ ১৮০ ॥
সান্দ্রং বিদাহি দুর্গন্ধি বিরসং কৃমিসঙ্কুলম্।
অহৃদ্যং তরুণং রূক্ষমুষ্ণং দুর্ভাজনে স্থিতম্ ॥ ১৮১ ॥
অল্পৌষধং পর্য্যুষিতমত্যর্থং পিচ্ছিলঞ্চ যৎ।
কফপ্রকোপি তন্মদ্যং দুর্জ্জরঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৮২ ॥
পিত্তপ্রকোপি বহুলং তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিদাহি চ।
অহৃদ্যং পেশলং পূতিকমিদং বিরসং গুরু ॥ ১৮৩ ॥
তথা পর্য্যুষিতং বাপি বিন্দ্যাদানলকোপনম্।
সর্ব্বদোষৈরুপেতন্তু সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্ ॥ ১৮৪ ॥
চিরস্থিতং জাতরসং দীপনং কফবাতজিৎ।
রুচ্যং প্রসন্নং সুরভি মেধ্যং সেব্যং মহাবলম্ ॥ ১৮৫ ॥
তস্মাদনেকপ্রকারস্য মদ্যস্য রসবীর্য্যনাৎ।
সসৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যবাতত্বাদ্বিকাশিত্বাদগ্নিকরং ॥ ১৮৬ ॥
সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরূর্দ্ধমাগতঃ।
বিক্ষুভ্যেন্দ্রিয়চেতাংসি মদয়ত্যাশু বীর্য্যতঃ ॥ ১৮৭ ॥

বিচক্ষণ চিকিৎসক অরিষ্ট, আসব ও সীধু, ইহাদের গুণ ও ক্রিয়া, উহাদের পাকপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিবেন। ঘন, বিদাহি, দুর্গন্ধি, বিরস, কীট সংযুক্ত, অহৃদ্য, তরুণ, রুক্ষ, উষ্ণ, মন্দপাত্রে অবস্থিত, অল্প ঔষধি দ্বারা প্রস্তুত, পর্য্যুষিত এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল মদ্য—অত্যন্ত কফপ্রকোপক এবং সমধিক দুষ্পাচ্য। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদাহীমদ্য—অত্যন্ত পিত্তপ্রকোপী। অহৃদ্য, পেশল (টাট্কা), দুর্গন্ধযুক্ত, কীটযুক্ত, বিরস, গুরু ও বাসী মদ্য—অত্যন্ত বায়ু প্রকোপক। সর্ব্বদোষযুক্ত মদ্য—সর্ব্বদোষ (বাত, পিত্ত ও কফ, ও ত্রিদোষ) প্রকোপক। বহুকাল স্থায়ী মদ্য—সুরস, অগ্নিদীপক, কফঘ্ন, বাতনাশক, রুচিকর, তৃপ্তিকর, সুরভি, মেধাজনক এবং নিয়ত সুনিয়মে সেবন করিলে অত্যন্ত বল সম্বর্দ্ধিত হয়। মদ্যের রস, বীর্য্য, সৌক্ষ্ম্য, উষ্ণবাত ও বিকাশিত্বগুণ থাকা প্রযুক্ত, ইহা নিশ্চয়ই মন্দাগ্নিনাশক। ১৮০—১৮৬।

চিরেণ শ্লেষ্মকে পুংসি পাতনো জায়তে মদঃ।
অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টঃ পৈত্তিকে শীঘ্রমেব চ ॥ ১৮৮ ॥
নবং মদ্যমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরম্।
অরিষ্টং বৃংহণং দাহি দুর্গন্ধি বিশদং গুরু ॥ ১৮৯ ॥
জীর্ণং তদেব রোচিষ্ণু কৃমিশ্লেষ্মানিলাপহম্।
হৃদ্যং সুগন্ধি সুগুণং লঘু স্রোতোবিশোধনম্ ॥ ১৯০ ॥
সাত্ত্বিকং গীতহাস্যাদি রাজসং সাহসাদিকম্।
তামসে নিন্দ্যকর্ম্মাণি নিদ্রাদি কুরুতে তদা ॥ ১৯১ ॥
চুক্রং কফঘ্নং তীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু রোচন পাচনম্।
পাণ্ডুকৃমিহরং রুক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃৎ ॥ ১৯২ ॥
গৌড়াদিরসযুক্তানি মদ্যেষূক্তানি যানি চ।
যথাপূর্ব্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ ॥ ১৯৩ ॥
স্যাৎকাঞ্জিকন্তু সৌবীরমারনালং তু দোষকৃৎ।
কাঞ্জিকং শিশিরস্পর্শং পাচনং রোচনং লঘু ॥ ১৯৪ ॥

মদ্যের মত্ততাকারণ।

মদ্য সেবন মাত্র নিজবীর্য্যগুণে হৃদয়কে আশ্রয় পূর্ব্বক ধমনী (শিরা) সহযোগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া, ইন্দ্রিয় সমূহ ও চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করতঃ মত্ততা জন্মায়। মদ্য-শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির অতিবিলম্বে, বাতপ্রধান ব্যক্তির শীঘ্র এবং পিত্তপ্রধান ব্যক্তির অতিশীঘ্র অধোগামী হইয়া থাকে। ১৮৭—১৮৮ ॥

নূতনমদ্য—অভিষ্যন্দি, ত্রিদোষজনক ও ভেদক। অরিষ্ট—বৃংহণ, দাহজনক, দুর্গন্ধ, বিশদ ও গুরু। জীর্ণ (পুরাতন) মদ্য—রুচিকর, কৃমিবিনাশক, কফঘ্ন, বাতনাশক, হৃদ্য, সুগন্ধি, উত্তম গুণযুক্ত, লঘুপাকী ও স্রোতসমূহ বিনাশক। সাত্ত্বিক মদ্য—গীতহাস্যাদি, রাজসিকমদ্য—সাহসাদি এবং তামসিক মদ্য—নিন্দনীয় কার্য্যসকল ও নিদ্রাদি জন্মায় ॥ ১৮৯—১৯১ ॥

চুক্র (কাঁজি বিশেষ)—কফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, রুচিকর, পরিপাচক, পাণ্ডুরোগ নাশক, কৃমিঘ্ন, রূক্ষ, ভেদক এবং রক্তপিত্ত প্রকোপক। গৌড়াদিরস সংযুক্ত যে সকল মদ্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাপূর্ব্ব গুরুপাকী ও

তুষোদকং যবৈরামং সতুষৈঃ সকলৈঃ কৃতম্।
সৌবীরকং কৃতস্ত্বামৈঃ পক্বৈর্ব্বা নিস্তুষৈর্যবৈঃ॥ ১৯৫॥
সর্ব্বৈরসৈরসাম্লং স্যাৎ সৌবীরকমিতি কচিৎ।
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডুকৃমিগদাপহম্॥ ১৯৬॥
সৌবীরকং গ্রহণ্যর্শোনাশনং ভেদি দীপনম্।
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্॥ ১৯৭॥
স্পর্শদাহকরং পানাৎ পাচনং শ্লেষ্মনাশনম্।
গণ্ডূষান্মুখবৈরস্যদৌর্গন্ধ্যকফকৃন্তনম্॥ ১৯৮॥

গোহস্তিমহিষমূত্রনামগুণাঃ।

মূত্রং গোনাগমহিষীহয়াজাবিখরোষ্ট্রজম্।
নরাণাঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং পাচনং দীপনং লঘু॥ ১৯৯॥

অভিষ্যন্দকারক বলিয়া জানিবে। কাঞ্জিক, সৌবীর ও আরনাল, এই শব্দ ত্রয় কাঁজির নাম। ইহার মধ্যে আরনাল (কাঁচাগোধুমের কাঁজি). দোষজনক। কাঞ্জিক (ভাতের কাঁজি)—শীতল, পরিপাচক, রুচিকর ও লঘু। তুষযুক্ত যবের কাঁজিকে তুষোদক বলে, কাঁচা অথবা পাকা. তুষযুক্ত যবের কাঁজিকে অথবা ইক্ষু-প্রভৃতির অম্লরস যুক্ত কাঁজিকে সৌবীরক বলে। তুষাম্বু (তুষোদক)—অগ্নি-দীপক, হৃদ্য. পাণ্ডুরোগনাশক ও কৃমিরোগঘ্ন। সৌবীরক—গ্রহণীরোগ নিবারক. অর্শোনাশক, ভেদক ও অগ্নিপ্রদীপক। ধান্যাম্ল (ধানের কাঁজি)—ধান্য হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা তৃপ্তিকর, লঘুপাকী, অগ্নিদীপক, স্পর্শে দাহজনক, পানে পরিপাচক ও শ্লেষ্মনাশক এবং গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসতা, মুখের দৌর্গন্ধ্য ও কফ নিবারণ করে। ১৯২–১৯৮।

মূত্রের নাম ও গুণ।

মূত্র, (প্রস্রাব, স্রব, স্রবণ, গুহ্যনিষ্যন্দ ও মেহন), এই সকল শব্দ মূত্রের পর্য্যায়। গো, হস্তী, মহিষ, ঘোটক, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র ও মনুষ্য, এই সকল জীবের মূত্র সমস্তই—অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, লবণ রসযুক্ত, তিক্ত, রূক্ষ, স্রোতোবি-শোধক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুরসযুক্ত, হৃদ্য, ভেদক, বায়ুর অনুলোমকারক এবং

লবণানুরসং তিক্তং রুক্ষং স্রোতোবিশোধনম্।
পিত্তলং কটুকং হৃদ্যং ভেদি বাতানুলোমনঃ ॥ ২০০ ॥
নিহন্তি বাতগুল্মার্শঃশোফোদরকফক্রিমীন্।
কুষ্ঠপাণ্ডুগদানাহবিষশূলারুচীস্তথা ॥ ২০১ ॥
গোমূত্রং তেষু সর্ব্বেষু মূত্রযোগে প্রশস্যতে।
হস্তিমূত্রং বিষার্শোঘ্নং কুষ্ঠগুল্মক্রিমীন্ জয়েৎ।
মাহিষং শোফগুল্মার্শঃ পাণ্ডুমেহেষু যোজয়েৎ ॥ ২০২ ॥

আশ্বমূত্রগুণাঃ।

আশ্বং ভেদি বিশেষেণ কফদদ্রুক্রিমীন্ হরেৎ ॥ ২০৩ ॥

আজমূত্রগুণাঃ।

আজং গুল্মবিষশ্বাসকামলাপাণ্ডুদোষজিৎ ॥ ২০৪ ॥

আবিকমূত্রগুণাঃ।

আবিকং শোফকুষ্ঠার্শোমেহবর্চ্চোগ্রহাপহম্ ॥ ২০৫ ॥

ইহা দ্বারা পাণ্ডু, আনাহ, বিষ, গুল্ম, বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, উদর, কফ, ক্রিমি, শূল ও অরুচিরোগ বিনাশ করে। ১৯৯–২০১।

গোমূত্রের গুণ।

সর্ব্ববিধ মূত্রের মধ্যে গোমূত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বযোগে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

হস্তিমূত্রের গুণ।

হস্তিমূত্র—বিষ, অর্শ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও ক্রিমিরোগ নাশক। মাহিষ মূত্র—শোথ, গুল্ম, অর্শ, পাণ্ডু ও মেহ বিনাশক। ২০২।

অশ্ব মূত্রের গুণ।

ঘোটকের মূত্র—ভেদক এবং কফ, দদ্রু ও ক্রিমিনাশক। ২০৩।

ছাগ মূত্রের গুণ।

ছাগমূত্র—গুল্ম, বিষ, শ্বাস, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। ২০৪।

মেষ মূত্রের গুণ।

মেষমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শ, ও মলবদ্ধতা নষ্ট করে। ২০৫।

গর্দ্দভমূত্রগুণাঃ।

গার্দ্দভং গ্রহণীমেহকুষ্ঠোন্মাদক্রমীন্ জয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

উষ্ট্রমূত্রগুণাঃ।

ঔষ্ট্রমুন্মাদশোফার্শঃ ক্রিমিগলোদরাপহম্ ॥ ২০৭ ॥

নরমূত্রগুণাঃ।

নরমূত্রং সরং হন্তি সেবিতং স্থরসায়নম্ ॥ ২০৮ ॥

গোঽজাবিমহিষীণাঞ্চ স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্যতে।

খরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং মতম্ ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীমদনপালবিরচিতে মদনবিনোদনাম্নি নির্ঘণ্টৌ

পানীয়নামবিশেষবর্গোঽষ্টমঃ।

গর্দ্দভ মূত্রের গুণ।

গর্দ্দভ মূত্র—গ্রহণী, মেহ, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও ক্রমিরোগ নাশ করে ॥ ২০৬ ॥

উষ্ট্র মূত্রের গুণ।

উষ্ট্রমূত্র—উন্মাদ, শোথ, অর্শ, ক্রমি, শূল উদররোগ বিনাশ করে ॥ ২০৭ ॥

মনুষ্য মূত্রের গুণ।

মনুষ্যমূত্র—ভেদক ও রসায়ন ॥ ২০৮ ॥

মূত্র গ্রহণ বিধি।

গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ, এই সকল জন্তর স্ত্রীজাতির মূত্র গৃহীতব্য অর্থাৎ ইহাদের পুরুষজাতির মূত্র কদাচ পান করিবে না। এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মনুষ্য ও অশ্ব, এই জন্ত সকলের পুরুষ জাতির মূত্র গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ ইহাদের স্ত্রীজাতির মূত্র কদাচিৎ পানাদিতে প্রয়োগ করিবে না ॥ ২০৯ ॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ডবাহু সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্ত্তৃক বিরচিত "মদন বিনোদ" নামক গ্রন্থে পানীয় বর্গ সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

ইতি অষ্টমবর্গ সম্পূর্ণ।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

মৃদ্ভক্ষিতানেন রুষেতি বক্ত্রে
প্রসারিতে বীক্ষ্য ততো জগন্তি।
সবিস্ময় সাদরমীক্ষ্যমাণং
যশোদয়া নন্দসুতং নমামি ॥ ১ ॥

ইক্ষ্বাদিবর্গঃ।

ইক্ষুভেদনামগুণাঃ।

ইক্ষুর্মহারসো বেণুর্নিঃস্বতো গুড়পত্রকঃ।
তৃণরাজো মধুতৃণো গণ্ডীরো মৃতপুষ্পকঃ ॥ ২ ॥

যিনি লীলাচ্ছলে গোপগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শৈশবকালে মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য মাতা কর্তৃক তাড়িত হইয়া মুখব্যাদন করিলে, তন্মাতা যশোদা সেই বদন মধ্যে সবিস্ময়ে আদরের সহিত ত্রিজগৎ দেখিয়া ছিলেন, সেই নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ইক্ষুর নাম ও গুণ।

ইক্ষু, মহারস, বেণুনিঃস্বত, গুড়পত্রক, তৃণরাজ, মধুতৃণ, গণ্ডীর, মৃতপুষ্পক, { মধুযষ্টি, বিপুলরস, গুড়দারু, রসাল, কোশকার, ইক্ষুর, অসিপত্রক, পয়োধর, দীর্ঘছিদ্র, ভূরিরস, গুড়মূল, কর্কোটক, বংশ, কান্তার, সুকুমারক, অসিপত্র, বৃষ্য, গুড়তৃণ, মৃত্যুপুষ্প ও অধিপত্র }, এই সকল শব্দ ইক্ষুর পর্য্যায়। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে আক্‌ ও কুশির এবং "উক্‌" বলে। হ্রস্বমূল, লোহিতেক্ষু ও রক্তেক্ষু, এই শব্দ ত্রয় রক্তেক্ষুর নাম। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে চীনের বা ধোম্বাই আক্‌ বলে। পৌণ্ড্রক, রসাল, সুকুমার, { পৌণ্ড্র, পুণ্ড্র, পুণ্ড্রকেক্ষু, ইক্ষুবাটী, ইক্ষুযোনি, রসালা, রসদালিকা ও করঙ্কশালি }, এই সকল শব্দ পুণ্ড্রক ইক্ষুর নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে পুঁড়ি আক্‌ বলে। কৃষ্ণেক্ষু, ভীরুক, { কোকিলাক্ষ, কোকিলেক্ষু, শ্যামলেক্ষু ও

হ্রস্বমূলো লোহিতেক্ষুঃ পৌণ্ড্রিকঃ পৌণ্ড্রকোঽপরঃ।
রসালঃ সুকুমারোঽপি কৃষ্ণেক্ষুর্ভীরুকো মতঃ ॥ ৩ ॥
ইক্ষুঃ স্বাদুগুরুঃ শীতো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধো বলপ্রদঃ।
জীবনো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যান্মূত্রকফক্রমীন্ ॥ ৪ ॥
সমূলে মধুরোঽত্যর্থং মধ্যে মধুর এব চ।
অগ্রগ্রন্থিষু বিজ্ঞেয়ো লবণো মূত্রলস্তথা ॥ ৫ ॥
লোহিতেক্ষুর্গুরুঃ শীতো দাহপিত্তাস্রকৃচ্ছ্রনুৎ।
পৌণ্ড্রকঃ শীতলঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ কফকৃৎ সরঃ ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণেক্ষুস্তৎগুণো বংশঃ ক্ষারঃ কিঞ্চিৎ তু তৎসমঃ।
বংশচ্ছতপোরোঽপি কিঞ্চিদুষ্ণঃ সমীরজিৎ ॥ ৭ ॥
কান্তারতাপসৌ তদ্বৎ কাষ্ঠেক্ষুর্বাতলো হিমঃ।
কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ ॥ ৮ ॥

কান্তারক }, এই শব্দ সমুদয় কৃষ্ণেক্ষুর নাম। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় ইহাকে কাজ্‌লী আক্ এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "ভোরবী" বলে ॥ ২-৩ ॥

ইক্ষু—স্বাদু, গুরু, শীতল, বীর্য্যজনক, স্নিগ্ধ, বলকর, জীবনপ্রদ, বাতনাশক, পিত্তঘ্ন, মূত্রপ্রবর্ত্তক, কফবর্দ্ধক ও কৃমিসঞ্জনক। ইক্ষুর মূলের রস—অত্যন্ত মধুর; মধ্যভাগের রস—মধুর এবং অগ্রভাগের রস ও গ্রন্থির (গিরার) রস—লবণ রসযুক্ত এবং মূত্র প্রবর্ত্তক। রক্তেক্ষু—গুরু, শীতল, এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক। পুঁড়ি আক্—শীতল, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, কফকর ও ভেদক। কৃষ্ণেক্ষু—পুঁড়ি আকের গুণবিশিষ্ট।

বংশ ও { বংশক }, এই শব্দ দ্বয় বাঁশাই, সোমসাড়া, সামসাড়া, বোম্বাই বা বাধ্‌লা আকের নাম। ইহা—ক্ষারযুক্ত এবং কথঞ্চিৎ পুঁড়ি আকের গুণবিশিষ্ট, শতপোর, { শতপোরক ও শতপর্ব্বা }, এই শব্দ দ্বয় শতপোরক ইক্ষুর নাম। ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় শতপরিমা .
ইহা বংশেক্ষুর গুণবিশিষ্ট এবং অল্পোষ্ণ ও বাতঘ্ন। কান্তার { কান্তারক, কান্তারী ও কান্তারিকা }, এই শব্দসমূহ কাজ্‌লী আকের নাম। হিন্দী ভাষায় ইহাকে "কান্তার" বলে। তাপস ও { তাপসেক্ষু }, এই শব্দদ্বয় তাপসেক্ষুর নাম। ইহাও একপ্রকার আক্ বিশেষ। কান্তার ইক্ষু ও তাপসেক শতপোরক ইক্ষুর গুণবিশিষ্ট। কাষ্ঠেক্ষু—বাতবর্দ্ধক ও শীতল। কোশকার ইক্ষু—গুরু,

সূচীপত্রো নীলপত্রো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলঃ কফপিত্তঘ্নঃ সকষায়োঽতিদাহনুৎ ॥ ৯ ॥

ক্ষুরসগুণাঃ।

দন্তনিষ্পাড়িতস্তেষাং রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যং স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ।
গুরুর্বিদাহী বিষ্টম্ভী যান্ত্রিকস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

মৎস্যণ্ডীগুণাঃ।

সিতা মৎস্যণ্ডিকা পল্লী মুমাণ্ডী বলকস্তথা।
অন্যা বিষপলঙ্কাঙ্কা শিগ্রুকা কৃত্তিকামলা ॥ ১১ ॥
খণ্ডমন্যৎ খণ্ডসিতা মাধবী মধুশর্করা।
যবাসশর্করাঽন্যা সা যবাসক্বাথসম্ভবা ॥ ১২ ॥
অন্যা পুষ্পসিতা প্রোক্তা পুষ্পাসংস্কৃতশর্করা।
ফাণিতং ক্ষুদ্রগুড়কেগুড়স্তিক্ষুরসোদ্ভবঃ।
মৎস্যণ্ডী গ্রাহিণী বল্যা গুরুঃ পিত্তানিলাপহা ॥ ১৩ ॥

শীতল, রক্তপিত্তঘ্ন ও ক্ষয়রোগ নাশক। সূচীপত্র, নীলপত্র, নৈপাল ও দীর্ঘপত্রক, ইহারাও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইক্ষু বিশেষ। এই সকল আক্‌—বায়ু-প্রকোপী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, কষায় রসযুক্ত এবং অতিদাহ নিবারক ॥ ৪-৯ ॥

ইতি ইক্ষুরসের নাম ও গুণ।

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—রক্তপিত্তঘ্ন, শর্করার সমান বীর্য্যশালী, অবিদাহী ও কফ জনক। যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—বিদাহী ও বিষ্টম্ভী ॥ ১০ ॥

চিনি প্রভৃতির নাম ও গুণ।

সিতা, মৎস্যণ্ডিকা, পল্লী মুমাণ্ডী, বলক, বিষপলঙ্কাঙ্কা, শিগ্রুকা, কৃত্তিকা, অমলা, খণ্ড ও খণ্ডসিতা, এই সকল ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে সিতাকে চিনি, মৎস্যণ্ডীকে মিশ্রি, পল্লীকে পাটালী, বলককে বাতাসা, খণ্ডকে খাঁড় এবং খণ্ডসিতাকে খাঁড়ের চিনি (গোঁড়ের চিনি) বলে। এবং মধু হইতে উৎপন্ন চিনিকে মাধবী, যবাসের (দুরালভার) ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত চিনিকে যব-শর্করা, পুষ্প হইতে প্রস্তুত শর্করাকে পুষ্পসিতা, ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত আধ গুড় পদার্থকে ফাণিত ও ক্ষুদ্রগুড়ক (ফেনী) ও ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত পদার্থকে গুড়

সিতোপলাগুণাঃ।

সিতোপলা সহা গুর্ব্বী বাতপিত্তহরা হিমা ॥ ১৪ ॥

খণ্ডগুণাঃ।

খণ্ডমপ্যেবমুদ্দিষ্টং রুচ্যং পুষ্টিবলপ্রদম্ ॥ ১৫ ॥

মধুশর্করাগুণাঃ।

মাধবী শর্করা রুক্ষা কফপিত্তহরা গুরুঃ ॥ ১৬ ॥

যবাসশর্করাগুণাঃ।

যবাসশর্করা শীতা বাতলা কফপিত্তজিৎ ॥ ১৭ ॥

পুষ্পসিতাশর্করাগুণাঃ।

সিতা পুষ্পসিতা হৃদ্যা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

ফাণিতগুণাঃ।

ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি দোষলং মূত্রশোধনম্ ॥ ১৯ ॥

লে। মৎস্যণ্ডী—(দলোচিনি) মলরোধক, বলকর, গুরুপাকী, পিত্তনাশক বায়ুঘ্ন ॥ ১২–১৩ ॥

সিতোপলার (চিনি বা মিশ্রির) গুণ।

সিতোপলা—অত্যন্ত গুরুপাকী, বায়ুঘ্ন, পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য ॥ ১৪ ॥

খাঁড়ের গুণ।

খাঁড়গুড়—সিতোপলার গুণযুক্ত এবং রুচিজনক, পুষ্টিকর ও বলকর ॥ ১৫ ॥

মধুশর্করার গুণ।

মধুশর্করা—রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও গুরুপাকী ॥ ১৬ ॥

যবাসশর্করার গুণ।

যবাসশর্করা—শীতল, বাতবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক ॥ ১৭ ॥

পুষ্পসিতা শর্করার গুণ।

পুষ্পসিতা শর্করা—হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্তরোগ নাশক ও গুরুপাকী ॥ ১৮ ॥

ফাণিতের গুণ।

[illegible]

মধূকগুণাঃ।

মধূকং ফাণিতং বস্তিদূষণং বাতপিত্তলম্ ॥ ২০ ॥

গুড়নামগুণাঃ।

গুড়ঃ ক্ষারো গুরুঃ স্বাদুর্বাতাপত্তাগ্নিকৃৎসরঃ।
বল্যঃ কৃমিশ্লেষ্মকরো মূত্ররক্তবিশোধনঃ।
জীর্ণো হৃদ্যো লঘুঃ পথ্যো নাভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ ॥ ২১ ॥

ইক্ষুবর্গঃ।

ইক্ষোর্ব্বিকারান্ বিমলান্ যথা কুর্য্যাদ্গুণাস্তথা।
তৃড়্দাহমূর্চ্ছাপিত্তাসৃক্বিষমেহহরা হিমাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ ॥ ২২ ॥

মধুনামগুণাঃ।

মধু পুষ্পাসবঃ পুষ্পরসে মাক্ষকমীরিতম্।
মাক্ষিকং পৈত্তিকং ক্ষৌদ্রং ভ্রামরা মধুবিস্তরাৎ ॥ ২৩ ॥

মধুক ফাণিতের গুণ।

মৌলপুষ্পের ফাণিত (ফণি)--বস্তিদূষক, বাতবর্দ্ধক ও পিত্ত প্রকোপী ॥২০॥

গুড়ের গুণ।

গুড়—ক্ষারযুক্ত, গুরুপাকী, মধুর, বাতপ্রকোপক, পিত্তবর্দ্ধক, জঠরাগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, বলকর, কৃমিজনক, কফজনক, মূত্রশোধক ও রক্তপরিষ্কারক। পুরাতন গুড়—হৃদ্যকর, লঘুপাকী, সুপথ্য, অনভিষ্যন্দি, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকর ॥ ২১ ॥

ইক্ষুর রস হইতে যে প্রকার বিমল দ্রব্যাদি করা যাইবে, তাহাদের গুণও তদ্রূপ হয় জানিবে। অর্থাৎ নির্ম্মলবিকৃত বস্তু সকল তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, বিষ ও মেহরোগ নাশক, শীতল, গুরুপাকী, মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক ও ভেদক ॥ ২২ ॥

ইতি ইক্ষুবর্গ সমাপ্ত।

মধুর নাম ও গুণ।

মধু, পুষ্পাসব, পুষ্পরস, মাক্ষিক, (মাক্ষাক, ক্ষৌদ্র, কুসুমাসব, পিত্র্য, পবিত্র, পুষ্পরসাহ্বয়, মাধ্বীক, সারঘ,) মক্ষিকবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও

মাক্ষিকং তৈলসঙ্কাশং পৌত্তিকং ঘৃতসন্নিভম্ ।
ক্ষৌদ্রং কপিলবর্ণং স্যাৎ ভ্রামরং স্ফটিকোপমম্ ॥ ২৪ ॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্ ।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥ ২৫ ॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং জয়েৎ ।
কুষ্ঠার্শঃ কাসপিত্তাস্রক্কফমেহক্লমক্রিমীন্ ॥ ২৬ ॥
মদতৃষ্ণাবমিশ্বাসহিক্কাতীসারহৃদ্গ্রহান্ ।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্ ॥ ২৭ ॥
মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু ।
পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ ॥ ২৮ ॥
ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকমপ্যেবং বিশেষান্মেহনাশনম্ ।
ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু ॥ ২৯ ॥

পুষ্পাসোত্ত্ব), এই সকল শব্দ মধুর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ফুলের মৌ, মধু ও মৌ বলে। মাক্ষিক, পৌত্তিক, ক্ষৌদ্র ও ভ্রামর, এই চারি প্রকার মধুর মধ্যে ভ্রামর মধুতে মধুরভাগ অধিক পরিমাণে থাকে। মাক্ষিক মধু তৈলসদৃশ, পৌত্তিকমধু ঘৃতসদৃশ, ক্ষৌদ্রমধু কপিলবর্ণ (ছেয়ে রং) এবং ভ্রামর মধু স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট জানিবে। ২৩—২৪।

মধু—শীতল, লঘুপাকী, স্বাদুরসাত্মক, রুক্ষ, মলরোধক, বিলেখন (রস-শোষক), চক্ষুরোগে হিতকর, অগ্নিপ্রদীপক, সুস্বরতা বিধায়ক, ব্রণ শোধক, ব্রণ পূরক, বর্ণের উজ্জ্বলতাকারক, মেধাজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিশদ, রুচিকারক এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, মেহ, ক্লান্তি, কৃমি, মত্ততা, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও রক্তদোষ এই সকল ব্যাধি বিনাশক, যোগবাহী (সকল দ্রব্যের সহযোগে ব্যবহার্য্য এবং সেব্য ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে) এবং অল্প বাতপ্রকোপক। ২৫—২৭।

মাক্ষিক মধু—সর্ব্ববিধ মধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চক্ষুরোগ নাশক এবং লঘুপাকী। পৌত্তিক মধু—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্ত, দাহ, দুষ্টরক্ত ও বাতনাশক। ক্ষৌদ্র-মধু—মধুর গুণবিশিষ্ট এবং মেহনাশক। ভ্রামরমধু—রক্তপিত্ত রোগ সংহারক, মূত্র রোধক শরীরের জড়তা জনক এবং গুরুপাকী। নূতন মধু—অভিষ্যন্দি,

নবীনং মধ্বভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং শ্লেষ্মহরং সরম্ ।
পুরাণং গ্রাহি তদ্রূক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্ ॥ ৩০ ॥
বিষাদিদুষ্টপুষ্পেভ্যঃ সবিষা মক্ষিকাদয়ঃ ।
মধু চিন্বন্তি তস্মাত্তৎ স্বভাবাৎ সবিষং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মাদগ্ন্যাতপাত্তপ্তং তদ্ভুক্তং হন্তি মানবম্ ।
উষ্ণে কালে চ দেশে চ দ্রব্যৈরুষ্ণৈশ্চ যোজিতম্ ॥ ৩২ ॥
নিরূহে ছর্দ্দনে তজ্জ্ঞৈস্তদুক্তং ন নিবার্য্যতে ।
তস্মাৎপাকমলব্ধ্বৈব তয়োস্তদ্ধিনিবর্ত্ততে ।
আমাময়ে জলেনাপি তদ্ দ্রবে ন নিরুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ইতি মধুনামগুণাঃ ।

মদনং মধুজং সিক্থং মধূচ্ছিষ্টং মধূলিতম্ ।
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধম্ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্ ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাতকুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ ॥ ৩৪ ॥

স্নিগ্ধ, কফনাশক ও ভেদক । পুরাতন মধু—মলসংরোধী, রূক্ষ, মেদনাশক এ
অতিলেখন (অত্যন্ত রসশোষক) । ২৭—৩০ ।

বিষাক্ত মক্ষিকাদি কীট, বিষাদি দ্বারা দুষ্টপুষ্প হইতে মধু চয়ন করে, একা
উহাদের দ্বারা রচিত মধু স্বাভাবিক বিষাক্ত বলিয়া জানিবে । এই মধু অ
দ্বারা ও সূর্য্যাতপ দ্বারা সন্তপ্ত করিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পীতব্যক্তির মৃ
হইয়া থাকে । এবং উষ্ণকালে, উষ্ণদেশে ও উষ্ণ দ্রব্য সংযোগে মধু সেবন হ
কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে জানিবে । নিরূহ বস্তিতে ও বমন করাইবার নিমিত্ত
প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার পরিণাম ফল দর্শন না করিয়
প্রয়োগে নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ কোন ফল হইল না বলিয়া অধিক মাত্রায় প্রয়ো
করিবে না । আমাশয় রোগে জলের সহিত এবং দ্রবদ্রব্য সহযোগে মধুপ
নিষেধ নহে । ৩১—৩৩ ।

মোমের নাম ও গুণ ।

মদন, মধুজ, সিক্থ, মধুচ্ছিষ্ট, মধুলিপ্ত, (মদন, সিক্থক, শিক্থ, শিক্থ
মধুসম্ভব, কাচ, বিষম, উচ্ছিষ্টমোদন, পীতরাগ, ক্ষৌদ্রেয়, মক্ষিকামল, স্নি
[illegible] এই স

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল
স্তেন শ্রীমদনৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণো
বর্গোঽয়ং মধুররসৈরিক্ষুকাদিঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি নবমবর্গঃ।

শব্দ মোমের নাম। মোম—মৃদু, স্নিগ্ধ, ভূতনাশক, ব্রণপূরক, ভগ্নাস্থিসংযোজক এবং বাত, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারক। ৩৪।

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধৃ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল কর্ত্তৃক বিরচিত "মদন-বিনোদ" নামক গ্রন্থে ইক্ষুকাদি মধুরবর্গ সমাপ্ত। ৩৫।

ইতি নবম বর্গ সম্পূর্ণ।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

অজন্মমৃত্যুং বহুজন্মমৃত্যুং তমালভাসং বিশদপ্রকাশম্।
মুক্তিপ্রদং বদ্ধমুদুখলেন ত্রৈলোক্যতাতং শিশুমাশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

ধান্যবর্গঃ।

শাল্যাদিনামগুণাঃ।

শালয়ো রক্তশাল্যাদ্যাঃ ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ।
মুদ্গাদি বৈদলং পৈলং কঙ্গ্বাদি তৃণধান্যকম্ ॥ ২ ॥

মঙ্গলাচরণ।

যিনি জন্ম ও মৃত্যুরহিত, লীলাহেতু বহু জন্মধারী, তমাল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পরিষ্কার প্রভাশালী, জীবগণের মুক্তিপ্রদ এবং যিনি নন্দগৃহে শৈশবকালে মাতা যশোদা কর্ত্তৃক উদূখলে বদ্ধ হইয়াছিলেন; এমন সেই ত্রিলোকের পিতা শিশু শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। ১।

ধান্যবর্গ।

শালি প্রভৃতি ধান্যবর্গের নাম।

ভোগ্য, ভোগার্হ, অন্ন, আদ্য, জীবসাধন, তুষকরি, ব্রীহি ও ধান্য এই সকল

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যন্তু শূকধান্যং যবাদিকম্।
রক্তশালির্লোহিতঃ স্যাদ্ গরুড়ঃ শকুনাহৃতঃ।
স্নগন্ধিকো মহাশালিঃ কলমস্তু কলামকঃ॥ ৩॥
রক্তশালির্দীর্ঘশূকঃ পুণ্ড্রো মহিষমস্তকঃ॥ ৪॥
পূর্ণচন্দ্রো মহাশালিঃ পুণ্ডরীকঃ প্রমাদকঃ।
পুষ্পাণ্ডকঃ শীতভীরুঃ কাঞ্চনঃ শকুনাহৃতঃ॥ ৫॥
পাণ্ডুগৌরঃ শারিবাখ্যো বোধ্রপুষ্পঃ স্নগন্ধকঃ।
হায়নো দীঘলাতশ্চ মহার্দূষকদূষকৌ॥ ৬॥
শালয়োঃ মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যাশ্চ বদ্ধবর্চ্চসঃ।
পিত্তঘ্নাল্পানিলকফা মূত্রলা লঘবো হিমাঃ॥ ৭॥
রক্তশালির্বরস্তেষাং বল্যো বর্ণ্য স্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃট্‌জ্বরাপহঃ॥ ৮॥

প্রভৃতি শালিধান্য, ব্রীহিধান্য ও ষষ্টিকধান্য, এই ত্রিবিধ ধান্য জানিবে। শালিধান্য - হেমন্তকালে জন্মে, ইহাকে আমন ধান বলে। ব্রীহিধান্য—বর্ষ কালে জন্মে, ইহাকে আউশধান বলে এবং ষষ্টিকধান্য গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাকে যেটেধান বলে। মুদ্গাদি বৈদল ধান্যকে শমীধান্য বলে। কঙ্গু প্রভৃতিকে তৃণধান্য বলে, ইহা পর্ব্বত প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নীবার (উড়ীধান) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ধান্যকে কুধান্য বলে। যবাদিকে শূকধান্য বলা যায়। রক্তশালিকে লোহিত (লোহিতক), শকুনাহৃতকে গরুড়, মহাশালিকে স্নগন্ধিক এবং কলম ধান্যকে কলামক বলা যায়॥ ২-৩॥

শালিধান্যের নাম।

রক্তশালি, দীর্ঘশূক, পুণ্ড্র, মহিষমস্তক, পূর্ণচন্দ্র, মহাশালি পুণ্ডরীক, প্রমাদক, পুষ্পাণ্ডক, শীতভীরু, কাঞ্চন, শকুনাহৃত, পাণ্ডু, গৌর, শারিবাখ্য, রোধ্রপুষ্প, স্নগন্ধক, হায়ন, দীর্ঘলাত, মহাদূষক, দূষক প্রভৃতিকে শালিধান্য বলিয়া জানিবে॥ ৪–৬॥

শালিধান্যের গুণ।

শালিধান্য সকল—মধু রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, বলকর, মলবদ্ধতাকারক, পিত্তঘ্ন, অল্প বাত ও কফোৎপাদক, মূত্র প্রবর্ত্তক, লঘুপাকী এবং শীতল। সর্ব্বপ্রকার শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিধায়ক,

বিষব্রণহরঃ কিঞ্চিত্তস্মাদল্পগুণাঃ পরে।
মহাশালির্বৃষ্যো বল্যো রক্তশালিগুণৈঃ সমঃ ॥ ৯ ॥
কার্ম্মুকঃ পীত আমোদো কাকলকো মুকুন্দকঃ।
মহাযষ্টিককেদারং পুষ্পাঙ্কুরুবকাদয়ঃ ॥ ১০ ॥
যষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালীনাং সদৃশা গুণৈঃ ॥ ১১ ॥
যষ্টিকঃ প্রবরস্তেষাং লঘুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষজিৎ।
পাকে স্বাদুর্ম্মৃদুর্গ্রাহী স্থৈর্য্যকারী বলপ্রদঃ ॥ ১২ ॥
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যাস্তস্মাদল্পগুণাঃ পরে।
কৃষ্ণব্রীহিস্তুরিতকঃ কুক্কুটাণ্ডকপাটলঃ ॥ ১৩ ॥
শলায়ুশ্চ রাজীবাক্ষো নন্দী জন্তুমুখাদয়ঃ।
ব্রীহয়ো মধুরাঃ শীতাঃ যষ্টিকানাং গুণৈঃ সমাঃ ॥ ১৪ ॥

বর্দ্ধক, তৃষ্ণাঘ্ন, জ্বরসংহারক, বিষঘ্ন ও ব্রণনাশক। অন্যান্য শালিধান্য সমূহ ইহা অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। মহাশালি—বীর্য্যজনক বলকর এবং রক্তশালির গুণযুক্ত। ৭—৯ ॥

যষ্টিক ধান্যের নাম।

কার্ম্মুক, পীত, আমোদ, কাকলক, মুকুন্দক, মহাযষ্টিক, কেদার, পুষ্প ও কুরুবক এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যষ্টিক ধান্য। ১০ ॥

যষ্টিক ধান্যের গুণ।

সর্ব্বপ্রকার যষ্টিকধান্য—মধুর, শীতল, লঘুপাকী, মলবদ্ধতাকারক, বাতঘ্ন, পিত্তপ্রশমী এবং শালিধান্যের গুণসংযুত। কার্ম্মুকাদি সর্ব্ববিধ যষ্টিক ধান্যের মধ্যে মহাযষ্টিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা লঘুপাকী, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, পাকে মধুর, গ্রাহি, মৃদু, শরীরের দৃঢ়তাজনক, বলকর এবং রক্তশালির গুণযুক্ত। অন্যান্য যষ্টিক ধান্য ইহা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত বলিয়া জানিবে। ১১-১২ ॥

ব্রীহি ধান্যের নাম।

কৃষ্ণব্রীহি, তুরিতক, কুক্কুটাণ্ডক, পাটল, শলায়ু, রাজীবাক্ষ, নন্দীমুখ, জন্তুমুখ প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্রীহিধান্য বলা যায়। ১৩ ॥

ব্রীহি ধান্যের গুণ।

কৃষ্ণব্রীহির্ব্বরস্তেষাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে।
শালয়ো দগ্ধভূমিজা লঘুরুক্ষা কফাপহাঃ ॥ ১৫ ॥
স্থলজাঃ স্বাদবঃ পিত্তকফঘ্না বাতবহ্নিদাঃ।
কেদারা বাতপিত্তঘ্না গুরবঃ কফশুক্রলাঃ ॥ ১৬ ॥
রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবো মূত্রলাস্তে গুণোত্তরাঃ।
ছিন্নরূঢ়া হিমা রূক্ষাঃ পিত্তঘ্না লঘুপাকিনঃ ॥ ১৭ ॥
পুরাণং নেত্রমন্ধানাং কৌবাৎস্বত্রং প্রশস্ততঃ।
পুনর্ব্বিশোষিতং সম্যগ্ ঘর্ম্মে রূক্ষং লঘু স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥
দীপনং পাচনং মেধ্যং বাতশ্লেষ্মহরং পরম্।
ব্রীহিত্বং ষষ্টিকস্যাপি ভিন্নত্বং শীঘ্রপাকতঃ ॥ ১৯ ॥

গোধূমনামগুণাঃ।

গোধূমঃ সুমনঃ ক্ষুদ্রো মধূলী রূপশীতলা।
নন্দীমুখোহল্পগোধূমো লোকেশী পাসিকোচ্যতে ॥ ২০ ॥

সংযুক্ত। ব্রীহিধান্য সমূহের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য ব্রীহি সকল তদপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। ১৪।

দগ্ধ ভূমিজাত শালি ধান্য সকল লঘুপাকী, রুক্ষ ও কফনাশক। স্থলজাত শালি ধান্য সকল—(আকৃষ্ট ভূমিজাত আমনধান)- মধুর রসবিশিষ্ট, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, বাতবর্দ্ধক ও অগ্নিজনক। কৈদার ধান্য—(কৃষ্ট ভূমিজাত ধান)—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক ও শুক্রোৎপাদক। রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য সকল (রোয়াধান)—লঘুপাকী, মূত্রবর্দ্ধক ও অল্প গুণবিশিষ্ট। ছিন্নরূঢ় ধান্য—শীতল, রূক্ষ, পিত্তঘ্ন ও লঘুপাকী। পুরাতন ধান্য—অন্ধদিগের চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ ইহাদ্বারা অন্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে শুষ্ক ধান্য প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করতঃ পুনর্ব্বার সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লওয়া যায়, তাহার অন্ন রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পরিপাচক, মেধাজনক, বাতঘ্ন ও কফপ্রণাশী। ষষ্টিক ধান্য অন্যবিধ ও শীঘ্রপাকী হইলে তাহাকেও ব্রীহি ধান্য বলা যায়। ১৫—১৯।

গোধূমের নাম ও গুণ।

গোধূম, সুমনঃ, ক্ষুদ্র, { সুমনাঃ, অপূপ, বহুদুগ্ধ, রসাল, ম্লেচ্ছভোজন ও নিস্তুষক্ষীর }, এই সকল শব্দ গোধূমের সাধারণ নাম। গোধূম ত্রিবিধ ; এক

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধসন্ধানকৃৎসরঃ ॥ ২১ ॥
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যঃ স্যন্দী রুচ্যো স্থিরত্বকৃৎ।
মধূলী শীতলা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্না মধুরা লঘুঃ ॥ ২২ ॥
শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্বন্নন্দীমুখী মতা।
এতস্মাৎ স্থূলগোধূমাৎ ক্ষুদ্রো হীনতরো গুণৈঃ ॥ ২৩ ॥

যবনামগুণাঃ।

যবঃ শুচিস্তীক্ষ্ণশূকো নিঃশূকোঽতিযবোঽপরঃ।
যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ২৪ ॥
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রূক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
লেখনো বদ্ধনিস্যন্দঃ স্বর্য্যো মেহতৃষাপহঃ ॥ ২৫ ॥

লিকা, এই দুই প্রকার স্থূলাকারবিশিষ্ট। তৃতীয় প্রকার নান্দীমুখ, ইহার নামান্তর অল্পগোধুম, লোকেশী, পার্সিকা, { নিঃশূক }। ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট। মহাগোধুম পশ্চিমদেশে জন্মে। মধুলী—মধ্যদেশে উৎপন্ন হয় এবং নন্দীমুখ ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গম্ এবং হিন্দীভাষায় "গোহঁ" বলে। প্রথম গোধুম—মধুর রসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্নাস্থিসংযোজক, ভেদক, জীবক, বৃংহণ, বর্ণজনক, অভিষ্যন্দি, রুচিকারক এবং স্থৈর্য্যকর। মধুলী—শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, মধুর রসযুক্ত, লঘুপাকী, শুক্রবর্দ্ধক, বৃংহণ, সুপথ্য। নন্দীমুখ গোধুম—মধুলীর গুণযুক্ত। স্থূল গোধুম অপেক্ষা ক্ষুদ্র গোধুম হীন গুণবিশিষ্ট জানিবে ॥ ২০–২৩ ॥

যবের নাম ও গুণ।

যব, শুচি, তীক্ষ্ণশূক, { সিতশূক, সিতশুক, যবক, হয়প্রিয়, শ্বেতশুঙ্গ, প্রবেট, শীতশূক, মেধ্য, দিব্য, অক্ষত, কঞ্চুকী, ধান্যরাজ, তুরগপ্রিয়, তুরঙ্গপ্রিয়, শক্তু, হয়েষ্ট ও পবিত্র ধান্য }, এই সকল শব্দ যবের নাম। নিঃশূক ও অতিযব এই দুইটী শব্দ শূক (শুঁয়া, হুল) বিহীন বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট যবের নাম। যব—কষায় রসবিশিষ্ট মধুর রসাত্মক, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষ নিবা-

বহুবাতমলঃ স্থৈর্য্যবর্ণকারী স পিচ্ছলঃ।
অস্মাদতিযবঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈর্ন্যূনতরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

নিম্বনামগুণাঃ।

শিম্বী মুদ্গাশ্চণো মাষঃ সতীনঃ সকলায়কঃ।
মসূরশ্চক্রমঙ্গল্যো মকুষ্ঠত্রিপুটাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥
বৈদলা মধুরা রূক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতলা কফপিত্তঘ্না বদ্ধমূত্রবলা হিমাঃ ॥ ২৮ ॥
ঋতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ।
শিম্বা বিষ্টম্ভিনোমেহদৃষ্টিঘ্না বাতপিত্তলাঃ ॥ ২৯ ॥
বিশদা গুরবো হৃদ্যা রূক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ।
সিতাসিতাদিভেদেন বহুধাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥

মুদ্গনামগুণাঃ।

মুদ্গো বলাঢ্যো মঙ্গল্যো হরিতঃ শারদোঽপরঃ।
পীতঃ প্রচেতা বলাকো মাধবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১ ॥

অতীব মলবর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক, উত্তম বর্ণ বিধায়ী ও পিচ্ছিল। অতি যব ইহা অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট ॥ ২৪-২৬ ॥

বৈদল বা শমীধান্যের নাম ও গুণ।

শিম্বী (শিম), মুদ্গ (মুগ), চণ (বুট বা ছোলা), মাষ (মাষকলাই) সতীন (মটর), কলায় (ঠিকরা কলাই), মসূর (মসুরী), চক্র (কুলথি কলাই) মঙ্গল্য (ক্ষুদ্রজাতীয় মসুরী), মকুষ্ঠ (বনমুগ), ত্রিপুটক (খেঁসারী), প্রভৃতি শমী ধান্যকে বৈদল দ্রব্য বলা যায়। বৈদল সকল—মধুর রসবিশিষ্ট, রূক্ষ কষায় রসযুক্ত, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্তঘ্ন, মলের অবরোধজনক মূত্রের বদ্ধতাকারী এবং শীতল। মুদ্গ এবং মসূর ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বৈদল দ্রব্য উদর আধ্মান কারক ॥ ২৭-২৯ ॥

শিম্বের গুণ।

সর্ব্ববিধ শিম্ব—বিষ্টম্ভকারক, মেহনাশক, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীনতাবিধায়ক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তজনক, বিশদ, গুরুপাকী, হৃদ্য, রূক্ষ ও বিপাকে কটু। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে বহুপ্রকার জানিবে। ৩০ ॥

মুদ্গের নাম ও গুণ।

বনমুদ্গাস্তুবরকো রাজমুদ্গাস্তু খণ্ডকঃ।
মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ॥ ৩২॥
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো বর্ণোঽপ্যেতদ্গুণঃ স্মৃতঃ।
হরিতঃ প্রবরস্তেষাং তচ্ছাকং তিক্তমুত্তমম্॥ ৩৩॥

মাষনামগুণাঃ।

মাষো জীর্ণকরো ধারী ধবলো রাজমাষকঃ।
মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ স তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরম্।
ভিন্নমূত্রকফস্তন্যমেদঃপিত্তকফপ্রদঃ॥
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাসপঙ্ক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥ ৩৫॥

ভোজন ও হরিনামা }, এই সকল শব্দ মুগের সাধারণ নাম। মুদ্গ, বলাঢ্য, মঙ্গল্য, হরিত ও শারদ এই কয়েকটী শব্দ সোণামুগের নাম। পীত ও প্রচেতা, এই দুইটী শব্দ পীত মুদ্গের নাম। বশাক, মাধব, { বাসন্ত, কৃষ্ণমুদ্গ ও সুরাষ্ট্রজ }, এই কয়েকটী শব্দ কৃষ্ণমুগ বা কালমুগের নাম। বনমুদ্গ, তুবরক, রাজমুদ্গ, খণ্ডক, { বরক, নিগূঢ়ক, কুলীনক, খণ্ডী, মুদ্গাষ্টক, মুদ্গাষ্ট, মমুষ্টক, মকুষ্ট, সপষ্টক, মকুষ্টক, মুকুষ্ট, ময়ষ্টক ও মপষ্ট }; এই সমুদায় বনমুগের নাম। মুগ—রুক্ষ, লঘুপাকী, গ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, শীতল, অল্প বাতবর্দ্ধক, মধুর রসবিশিষ্ট, চক্ষুরোগে হিতকর এবং বর্ণের উজ্জ্বল্য সাধক। সর্ব্বপ্রকার মুগের মধ্যে সোনামুগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ইহার শাক—তিক্ত ও সুপথ্য॥ ৩২-৩৩॥

মাষকলাইয়ের নাম ও গুণ।

মাষ, জীর্ণকর, ধারী, { বীজবর, বলী, কুরুবিন্দ, ধান্যবীর, বৃষাকর, মাংসল, পিত্র্য, পিতৃভোজন ও বলাঢ্য }, এই সকল শব্দ মাষকলায়ের নাম। হিন্দী ভাষায় ইহাকে "উখিদ্" বলে। মাষকলাই—গুরুপাকী; পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বাতঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, তর্পণ, বলকর, শুক্রজনক, বৃংহণ, মূত্রপ্রবর্ত্তক, কফস্রাবী, স্তনদুগ্ধ প্রবর্ত্তী, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তজনক, কফোৎপাদক এবং গুদকীল (অর্শ), অর্দ্দিত (যে বায়ুরোগে মুখ বক্র হইয়া থাকে), শ্বাস ও পক্তিশূল (পরিণাম শূল

রাজমাষনামগুণাঃ।

রাজমাষঃ স্বাদুরূক্ষঃ কষায়স্তর্পণো লঘুঃ।
গ্রাহী বাতকফস্তন্যবহুবর্চ্চোরুচিপ্রদঃ॥ ৩৬॥

মসূরনামগুণাঃ।

মসূরিকা মসূরঃ স্যান্নিষ্পাবো বল্লকঃ স্মৃতঃ।
মসূরো বাতলো গ্রাহী কফপিত্ত হরো গুরুঃ।
বান্তিজিন্মধুরঃ পাকে কৃমিকৃজ্জ্বর নাশনঃ॥ ৩৭॥

নিষ্পাবনামগুণাঃ।

নিষ্পাবোঽনিলপিত্তাস্রমূত্রস্তন্যকরঃ সরঃ।
বিদাহ্যুষ্ণো গুরুঃ শ্লেষ্মশোফকৃচ্ছুক্রনাশনঃ॥ ৩৮॥

রাজমাষের নাম ও গুণ।

ধবল, রাজমাষক, রাজমাষ, { বরবটী, মকুষ্ঠক, মহামাষ, চপল, বল, সিতমাষ, নৃপোচিত, নৃপমাষ, নীলমাষ ও দ্বিজসপ্ত }, এই সকল শব্দ রাজমাষের নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বরবটী ও বোরা এবং হিন্দীভাষায় ইহাকে "বেরাতরী" বলে। রাজমাষ—স্বাদু, রূক্ষ, কষায়, তৃপ্তিজনক, লঘু, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, কফজনক, স্তন্যপ্রবর্ত্তক, অত্যন্ত মলবর্দ্ধক ও রুচ্যোৎপাদক॥ ৩৬॥

মসূরীর নাম ও গুণ।

মসূরিকা, মসূর, { মঙ্গল্যক, ব্রীহিকাঞ্চন, গভোলিক, তাম্বুলরাগ, লাসক, মসূরা, মসূরী, রাগদালি, মঙ্গল্য, পৃথুবীজক, শূদ্র, কল্যাণবীজ, গুড়বীজ, মসূরক ও মঙ্গল্যা }, এই সকল শব্দ মসূরীর নামান্তর। মসূর—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তঘ্ন, গুরুপাকী, বমিনাশক, পাকে মধুর, কৃমিঘ্ন ও জ্বরবিনাশক॥ ৩৭॥

নিষ্পাবের নাম ও গুণ।

নিষ্পাব, বল্লক, { রাজশিম্বী ও শ্বেতশিম্বিক }, এই শব্দ চতুষ্টয় নিষ্পাবের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে রাজশিম্ব ও সাদা সীমের বীজ এবং হিন্দীভাষায় "ভেটরাস্থ" বলে। নিষ্পাব—বাতজনক, পিত্তকর, রক্তকারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, স্তন্যোৎপাদক, ভেদক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাকী, কফবর্দ্ধক, শোথকারক ও শুক্রনাশক॥ ৩৮॥

সতীননামগুণাঃ।

বর্ত্তুলস্তু সতীনঃ স্যাদ্ধরেণুঃ স্বল্পবর্ত্তুলঃ।
বর্ত্তুলঃ শীতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ।
বিপাকে মধুরো রূক্ষো হরেণুস্তদ্গুণঃ স্মৃতঃ॥ ৩৯॥

কলায়নামগুণাঃ।

কলায়ঃ খণ্ডিকঃ প্রোক্তস্ত্রিপুটঃ ক্ষুদ্রখণ্ডিকঃ।
কলায়ঃ কফপিত্তঘ্নো গ্রাহী শীতোঽতিবাতলঃ।
ত্রিপুটোঽপি গুণৈরেবং তচ্ছাকং কফপিত্তজিৎ॥ ৪০॥

চণকনামগুণাঃ।

চণকো হরিমন্থঃ স্যাদ্বাজিমন্থশ্চ জীবনঃ।
চণক শীতলো রূক্ষো রক্তপিত্তকফাপহঃ।
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলঃ কুষ্ঠনাশনঃ॥ ৪১॥

দ্বিবিধ মটর কলায়ের নাম ও গুণ।

বর্ত্তুল, সতীন, (সতীনক, সতীল, সতীলক, কলায় ও ত্রিপুট.), এই সকল শব্দ বর্ত্তুল কলায়কে (সাদা মটরকে) বুঝায়। হরেণু ও স্বল্প বর্ত্তুলকে ক্ষুদ্রাকার মটর বুঝায়। মটর—শীতল, মলসংরোধী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, লঘু, বিপাকে মধুর ও রূক্ষ। ছোট মটরও এই প্রকার গুণবিশিষ্ট। ৩৯।

দ্বিবিধ খেসারীর নাম ও গুণ।

কলায় ও খণ্ডিক, এই শব্দদ্বয় পাটনাই খেসারীর নাম। ত্রিপুট ও ক্ষুদ্রখণ্ডিক, এই শব্দদ্বয় ছোট জাতীয় খেসারীর বা তেউড়ের নাম। খেসারী—কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মলরোধক, শীতল, অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক। ইহার শাক—কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। ৪০।

বুটের বা ছোলার নাম ও গুণ।

চণক, হরিমন্থ, বাজিমন্থ, জীবন, (চণ, হরিমন্থজ, হরিমন্থক, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভৈষজ্য, সুগন্ধ, বাজিভক্ষ্য ও সকলপ্রিয়) এই সকল শব্দ বুটের নাম। হিন্দীভাষায় "চণা" ও "চাণা" বলে। চণক—শীতল, রূক্ষ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, লঘু, কষায়, বিষ্টম্ভী, বাতল ও কুষ্ঠনাশক। ৪১।

মসূরিনামগুণাঃ।

মসূরিকারির্ম্মসূরির্ম্মঙ্গল্যা পাণ্ডুরাপলা।
মসূরির্ম্মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্ বল্যঃ তচ্ছাকং লঘু তিক্তকম্॥ ৪২॥

কুলত্থনামগুণাঃ।

কুলত্থশ্চক্রকশ্চক্রঃ কুলালী বনজঃ পরঃ।
অপরা দৃক্প্রসাদা চ চক্ষুষ্যা চ কুলত্থিকা॥ ৪৩॥
কুলাক্ষী লোচনহিতা কুম্ভকারী মলাপহা।
কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ো রক্তপিত্তজিৎ ৪৪॥
লঘুর্ব্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্।
হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্রদৃগানাহান্ সপীনসান্॥ ৪৫॥
স্বেদসংগ্রাহকো গুল্মভেদঃ ক্রিমিহরঃ সরঃ।
বন্যো বিশেষতঃ শীতো নেত্রামযবিষাপহঃ॥ ৪৬॥

ক্ষুদ্রজাতীয় মসুরীর নাম ও গুণ।

মসূরিকাধি, মসূরি, মঙ্গল্যা, পাণ্ডুলা, পলা, { মসূরিকা ও মঙ্গল্য }, এই শব্দ সমুদায় ক্ষুদ্রজাতীয় মুসুরীর নাম। ইহা—পাকে মধুর, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু-পাকী, কফঘ্ন, রক্তপিত্তরোগ বিনাশক ও বলকর। ইহার শাক—লঘুপাকী ও তিক্তরসাত্মক॥ ৪২॥

কুলত্থকলায়ের নাম ও গুণ।

কুলত্থ, চক্রক, চক্র, { কুলত্থিকা, সিতেতর, তাম্রবীজ, তাম্রবৃন্ত, বালবৃন্ত ও তাম্রবৃক্ষ }, এই শব্দ সমুদায় কুলত্থকলায়ের পর্য্যায়। কুলালী, কুলাক্ষী, দৃক্-প্রসাদা, চক্ষুষ্যা কুলত্থিকা, কুলালী, লোচনহিতা, কুম্ভকারী, মলাপহা, { কুলত্থা, বনকুলত্থ, বনকুলাত্থী, বনকুলত্থিকা, অরণ্যকুলত্থিকা, কুম্ভকারিকা, কল্মাষ ও কুক্কু-বিম্বক } এই শব্দ সমুদায় বনজ কুলত্থকলায়ের নাম। কুলত্থ—পাকে কটু, কষায়রসযুক্ত, রক্তপিত্তরোগনাশক, লঘুপাকী, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, স্বেদনিরোধক, ধক, ভেদক, এবং শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরীরোগ, শুক্র নামক চক্ষু-রোগ, আনাহ, পীনস, গুল্ম, মেদঃ ও ক্রিমিরোগ বিনাশ করে বনকুলথ—অতি-শয় শীতল এবং চক্ষুরোগ ও বিষনিবারক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কুলত্থকে কুলথি-কলাই এবং বনকুলত্থকে বনকুত্থী বলে॥ ৪৩–৪৬॥

তিলনামগুণাঃ।

তিলশ্চৈবতৈলফলস্তিলপিঞ্জোঽপরঃ সিতঃ।
জাতিলো বনজাতঃ স্যাদাঢ়কী তুবরী মতা॥ ৪৭॥
তিলঃ কষায়ো মধুরস্তিক্তকঃ কটুকো রসে।
তিলঃ গ্রাহী গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোঽস্রকফপিত্তকৃৎ॥ ৪৮॥
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যো ব্রণহিতঃ পরম্।
বন্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ধাতুনাশনোঽগ্নিমতিপ্রদঃ॥ ৪৯॥
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ।
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্‌জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥ ৫০॥

তুম্বরীনামগুণাঃ।

আঢ়কী তুবরী বর্য্যা করবীরভুজা চ সা।
তুবরী গ্রাহিণী শীতা লঘুঃ কফবিষাস্রজিৎ॥ ৫১॥

তিলের নাম ও গুণ।

তিল, তৈলফল, { পুতধান্য, পাপঘ্ন, পিতৃতর্পণ, হোমধান্য, পবিত্র ও স্নেহফল }, এই সকল শব্দ কৃষ্ণতিলের নাম। তিলপিঞ্জ, ইহা শ্বেততিলের নাম। এবং বনজাত তিলকে জাতিল বলে। তিল—কষায় রসযুক্ত, মধুর, তিক্ত, কটু, গ্রাহী, গুরু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তোৎপাদক, বলকর, কেশের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক, শীতল, চর্ম্মের হিতকর এবং ব্রণরোগে প্রযোজ্য। বন্যতিল—অল্প মূত্রবর্দ্ধক, ধাতুনাশক, অগ্নিপ্রদীপক ও মতিপ্রদ। সর্ব্বপ্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল অত্যুৎকৃষ্ট, ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। শ্বেত তিল মধ্যম। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রক্তবর্ণাদি তিল অতীব হীনগুণবিশিষ্ট। ৪৭—৫০।

অড়হরের নাম ও গুণ।

আঢ়কী, তুবরী, বর্য্যা, করবীরভুজা, { বৃত্তবীজা, পীতপুষ্পা, মৃত্তাল, কাক্ষী, সৌরাষ্ট্রী, তুবরিকা, মৃৎস্নালক, সুরাষ্ট্রজ ও বৃত্তালক }, এই শব্দ সমুদায় অড়হরের পর্য্যায়। অড়হর—সংগ্রাহী, শীতল, লঘুপাকী, কফঘ্ন, বিষনাশক ও দুষ্টরক্ত-

অতসীনামগুণাঃ।

অতসী মস্থণা নীলপুষ্পাচেলূত্তমা ক্ষুমা।

অতসী শুক্রদৃষ্টিঘ্নী স্নিগ্ধা বাতাস্রজিদ্ গুরুঃ ॥ ৫২ ॥

কুসুম্ভনামগুণাঃ।

কুসুম্ভং বার্দ্ধকী পীতমলক্তং বস্ত্ররঞ্জনী।

তদ্বীজং কিরটী লঘ্বী শুদ্ধপয়োত্তরা তথা ॥ ৫৩ ॥

কুসুম্ভং বাতলং কৃচ্ছ্র রক্তপিত্তকফাপহম্।

কিরট্যতসীবদ্বদ্দিষ্টা বিশেষাদ্বিষনাশিনী ॥ ৫৪ ॥

সর্ষপনামগুণাঃ।

সর্ষপঃ কটুকস্নেহো ভূতঘ্নো রক্ষিতাফলঃ।

তুতুর্ভোঽন্যঃ স উদ্দিষ্টঃ সিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপঃ ॥ ৫৫ ॥

রাজিকা বাস্থরী রাজী সুতীক্ষ্ণঃ কৃষ্ণসর্ষপঃ।

সর্ষপ. কফবাতঘ্ন স্তীক্ষ্ণোষ্ণো রক্তপিত্তকৃৎ ॥ ৫৬ ॥

অতসীর নাম ও গুণ।

অতসী, মস্থণা, নীলপুষ্পা, চেলূত্তমা, ক্ষুমা, { চণকা, উমা, ক্ষৌমী, রুদ্রপত্নী, সুবর্চ্চলা, পিচ্ছিলা, দেবী, মহাগন্ধা, মদোৎকটা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা ও পার্ব্বতী }, এই সকল শব্দ অতসীর নামান্তর। অতসী—শুক্রনামক চক্ষুরোগ-নাশক, স্নিগ্ধ, বাতরক্ত নাশক ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মসিনা ও তিসী বলে ॥ ৫২ ॥

কুসুমফুলের ও বীজের নাম ও গুণ।

কুসুম্ভ, বার্দ্ধকী, পীত, অলক্ত, বস্ত্ররঞ্জনী, { গ্রাম্যকুঙ্কুম, কমলোত্তম, বহ্নিশিখ, মহারজন, কুক্কুটশিখ, পাক, রক্ত, পদ্মোত্তর ও লোহিত }, এই সকল শব্দ কুসুম-ফুলের নামান্তর। কিরটী, লঘ্বী, শুদ্ধপয়োত্তরা, { বরটা ও বংট্রিকা }, এই শব্দ সমুদায় কুসুমফুলের নাম। কুসুমফুল—বাতবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নাশক, রক্তপিত্ত রোগঘ্ন ও কফঘ্ন। ইহার বীজ—মসিনার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট. বিশেষতঃ বিষনাশক ॥ ৫৩-৫৪ ॥

সর্ষপের নাম ও গুণ।

সর্ষপ, কটুকস্নেহ, ভূতঘ্ন, রক্ষিতাফল, তুর্স্তুভ, { তন্তুভ, কদম্বক; সরিষপ, কদম্বক, বিস্থট, কদম্ব, কটুস্নেহ, তন্তুক, রাজক্ষবক, ক্ষব, ক্ষুধাভিজনক, ক্রিমিক ও কৃষ্ণসর্ষপ; এই সকল শব্দ কৃষ্ণসর্ষপের পর্য্যায়। সিদ্ধার্থ, শ্বেতসর্ষপ, গৌর,

কিঞ্চিদ্রূক্ষোঽগ্নিদঃ কণ্ডূকুষ্ঠকোষ্ঠক্রিমীন্ হরেৎ।
রাজিকাস্তদ্গুণা জ্ঞেয়াস্তীক্ষ্ণাস্তীব্রা বিশেষতঃ ॥ ৫৭ ॥

শণনামগুণাঃ।

শণঃ প্রোক্তো মাতুলানী জন্তুতন্তুর্মহাশণঃ।
শণো হিমো গুরুর্গ্রাহী তৎপুষ্পং প্রদরাস্রজিৎ ॥ ৫৮ ॥

কোদ্রবাদিনামগুণাঃ।

কঙ্গুশ্যামাকনীবারবরকোদ্দালনর্ত্তকাঃ।
বরট্টিকা তোদপর্ণীকোদ্রবশ্চ মধূলিকা ॥ ৫৯ ॥
নন্দীমুখী বেণুযবা প্রিয়ঙ্গুঃ কোরদূষকঃ।
গবেধুকা নলো নাল্যী মুকুন্দং বারিকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

...নষ্য, সিদ্ধার্থক, ভূতনাশক, কটুস্নেহ, গ্রহঘ্ন, কণ্ডূঘ্ন, রাজিকাফল, শুক্লঘ্ন, তীক্ষ্ণক, ...রাধর্ষ, রক্ষোঘ্ন, কুষ্ঠনাশন, সিদ্ধপ্রয়োজন, সিতসাধন ও সিতসর্ষপ }, এই কয়েকটী ...ব্দ শ্বেতসর্ষপের নাম। রাজিকা, আসুরী, রাজী, সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ, রক্তসর্ষপ, রক্তিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, মধুলিকা, ক্ষবক, ক্ষুতক ও ক্ষব, এই সকল শব্দ রাজিকার নাম। কৃষ্ণসর্ষপ ও শ্বেতসর্ষপ—কফঘ্ন, বাতনিবারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক, কিঞ্চিদ্রূক্ষ, অগ্নিপ্রদীপক এবং কণ্ডূ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য ও কৃমিরোগ নাশক। রাজিকা—উক্ত সর্ষপের গুণযুক্ত, অধিকন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতিশয় তীব্রগন্ধশালী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কৃষ্ণসর্ষপকে কালসর্ষে, শ্বেতসর্ষপকে সাদাসর্ষে ও রাজিকাকে রাইসর্ষে এবং হিন্দীভাষায় সর্ষপকে "পিয়রী" ও "সরীষো" বলে। ৫৫—৫৭ ॥

শণের নাম ও গুণ।

শণ, মাতুলানী, জন্তুতন্তু, মহাশণ, { বমন, মালপুষ্প, নিশাবন, কটুতিক্তক, ত্বক্সার, শীর্ণশাখ ও দীর্ঘপল্লব }, এই সমুদায় শব্দ শণের নাম। শণ—শীতল, মলরোধক ও গুরুপাকী। ইহার শাক—প্রদর ও রক্তপিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শোণ বলে। ৫৮ ॥

তৃণধান্যের নাম ও গুণ।

কঙ্গু, শ্যামাক, নীবার, বরক, উদ্দাল, নর্ত্তক, বরট্টিকা, তোদপর্ণী, কোদ্রব, মধুলিকা, নন্দীমুখী, বেণুযবা, প্রিয়ঙ্গু, কোরদূষক, গবেধুকা, নল, নালী, মুকুন্দ, বারিক প্রভৃতিকে তৃণধান্য বলা যায়। পীতকঙ্গুকে প্রিয়ঙ্গু ও কর্কটী, শ্বেতকঙ্গুকে ...লটী, রক্তকঙ্গুকে শোধিকা, কাককঙ্গুকে চীনাক এবং শণকঙ্গুকে শ্যামাক বলা

তৃণধান্যঃ লঘু স্বাদু কটুপাকি বিলেখনম্ ।
রূক্ষোষ্ণং বদ্ধনিস্যন্দং বাতপিত্তপ্রকোপনম্ ॥ ৬১ ॥
পীততণ্ডুলিকা কঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গুঃ কর্কটী মতা ।
সিতকঙ্গুস্তু মুসটী রক্তকঙ্গুস্তু শোধিকা ।
চীনাকঃ কাককঙ্গুঃ স্যাৎ শ্যামাকঃ শণকঙ্গুকঃ ॥ ৬২ ॥
শাল্যাদয়ঃ কঙ্গুভেদাঃ কোদ্রবঃ কুদ্দসঃ স্মৃতঃ ।
কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাৎ উদ্দালো বনকোদ্রবঃ ॥ ৬৩ ॥
প্রিয়ঙ্গুঃ পিত্তজিদ্ বৃষ্যো ভগ্নসন্ধানকৃদ্ গুরুঃ ।
শ্যামাকঃ শোষণঃ শীতো রূক্ষঃ পিত্তকফাপহঃ ।
কোদ্রবঃ শীতলো গ্রাহী বিষপিত্তকফান্ জয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

নীবারনামগুণাঃ ।

নীবার উটিকা নাড়ী মুনিব্রীহির্মুনিপ্রিয়ঃ ।
নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

যায় । শালিধান্য সকল কঙ্গু বিশেষ জানিবে । কোদ্রবকে কুদ্দস, কোরদূষকে কোদ্রব এবং বনকোদ্রবকে উদ্দাল বলে ; সর্ব্ববিধ তৃণধান্য—লঘুপাকী, মধুর রসান্বিত, কটুপাকী, রসশোধক, রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, স্রাবরোধক, বাতল ও পিত্ত-প্রকোপক । প্রচলিত বঙ্গভাষায় কঙ্গুকে কাঙ্গনী, শ্যামাককে শামাধান, নীবারকে উড়ীধান ও হিন্দীভাষায় "তিলী", বরককে চীনেধান, উদ্দালকে বনকোদোধান, নর্ত্তককে নাচক্, বরট্টিকাকে কুসুমবীজ, কোদ্রবকে কোদোধান, বেণুযবাকে বাঁশের চাউল, প্রিয়ঙ্গুকে পীতকাঙ্গুনীধান, কোরদূষকে কোদোধান এবং, গবেধুকাকে গড়গড়ে দেধান ও কাকনীদানা এবং হিন্দীভাষায় "গবেড়ুয়া" বলে ॥ ৫৯–৬৩ ॥

প্রিয়ঙ্গু, শ্যামাক ও কোদ্রবের গুণ ।

প্রিয়ঙ্গু—পিত্তনাশক, বীর্য্যজনক, ভগ্নাস্থিসন্ধায়ক ও গুরুপাকী । শ্যামক—রসশোষক, শীতল, রূক্ষ, পিত্তঘ্ন ও কফনাশক । কোদ্রব—শীতল, গ্রাহী, বিষঘ্ন, পিত্তসংহারক ও কফনাশক ॥ ৬৪ ॥

যবনালনামগুণাঃ।

যবনালো দেবধান্যঞ্জুহ্বো নির্জুহ্বলোহনলঃ।
যবনালঃ স্বাদুঃশীতো বাতলঃ কফপিত্তজিৎ ॥ ৬৬ ॥

গবেধুকানামগুণাঃ।

গবেধুকা কর্ম্মণী স্যাৎ গোজিহ্বা কাষিণী মতা।
গবেধুকা কটুঃ স্বাদ্বী কার্শ্যকৃৎ কফনাশিনী ॥ ৬৭ ॥

দুষ্টাদুষ্টধান্যং।

অপর্য্যাপ্তং ব্যাধিহতমনার্ত্তবমভূমিজম্।
নবং জন্ত্বাদিভির্জুষ্টং ন ধান্যং গুণবন্মতম্ ॥ ৬৮ ॥
ধান্যং নবমভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু কফপ্রদম্।
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি ॥ ৬৯ ॥

নীবারের নাম ও গুণ।

নীবার, উটিকা, নাড়ী, মুনিব্রীহি, মুনিপ্রিয়, { বনব্রীহি, তৃণধান্য, অরণ্যধান্য, মুনিধান্য, তৃণোদ্ভব, অরণ্যশালি, প্রসাধিকা ও তৃণান্ন }, এই সকল শব্দ নীবারের নাম। নীবার—শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক ও বাতজনক ॥ ৬৫ ॥

যবনালের নাম ও গুণ।

যবনাল, দেবধান্য, জুহ্ব, নির্জুহ্বল, অনল, { যোনাল, জূর্ণাহ্বয়, জোন্নালা, বীজপুষ্পিকা, পবনাল, চূর্ণাহ্ব, জুহল, জুলুল ও পুষ্পগন্ধ }, এই সকল শব্দ যবনালের নাম। যবনাল—স্বাদু, শীতল, বাতল, কফঘ্ন, ও পিত্তনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জনার, দেধান্য ও দেধান এবং হিন্দীভাষায় পোনরী, জুহল ও জোয়ার বলে ॥ ৬৬ ॥

গবেধুকার নাম ও গুণ।

গবেধুকা, কর্ম্মণী, গোজিহ্বা, কর্ষিণী, { গবেধু, গবেড়ু, গবেড়ুকা, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রা, শুদ্র ও শুথ }; এই সকল শব্দ গবেধুকার নাম। গবেধুকা—কটুরসযুক্ত, মধুর, কৃশতাকারক ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গড়গড়ে ও হিন্দীভাষায় ইহাকে "গবেড়ুয়া" বলে ॥ ৬৭ ॥

গুণহীন, নূতন ও পুরাতনাদি ধান্যের বিষয়।

অপক্ক, ব্যাধিহত, অকালজাত, অভূমিজ, নূতন ও কীট ভক্ষিত ধান্য সকল গুণহীন বলিয়া জানিবে। নূতন ধান্য—অভিষ্যন্দি, গুরুপাকী, স্বাদুরসযুক্ত ও

ন মুঞ্চতি তদা বীর্য্যং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্।
বিদাহি গুরু বিষ্টম্ভি বিরূঢ়ঃ দৃষ্টিদূষণম্॥ ৭০॥
এতেষু যবগোধূমতিলমাষা নবা হিতাঃ।
রূঢ়াঃ পুরাণবিরসা ন তথা গুণকারিণঃ॥ ৭১॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল
স্তেন শ্রীমদন নৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদ নাম্নি পূর্ণঃ
শালি যষ্টিকাদি ধান্যবর্গো দশমঃ॥ ৭২॥

ইতি ধান্যবর্গো দশমঃ।

কফজনক। বৎসরাতীত ধান্য—গুরুতা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ অত্যন্ত লঘুপাকী হয়। কিন্তু কোন বীর্য্য পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে। এক বৎসরের পর হইতে ধান্য সকল বীর্য্যবিহীন হইতে থাকে। রোয়াধান—বিদাহী, গুরুপাকী, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টিদূষক। সর্ব্বপ্রকার ধান্যের মধ্যে যব, গোধুম, তিল ও মাষকলায় নূতন অবস্থায় অতীব হিতকর। রোয়াধান পুরাণ হইলে বিরস হয় এবং গুণবিহীন হইয়া থাকে। ৬৮-৭১।

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধৃ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে সর্ব্ববিধ ধান্যবর্গ সমাপ্ত॥ ৭২।

ইতি দশম বর্গ সম্পূর্ণ।

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

রাধাস্ব হরিং চরণয়োঃ পতিতং করাভ্যাং
কোপাজ্জঘান তমুদীক্ষ্য পুনর্হসন্তম্।
তৎপাদয়োঃ সমপতচ্চকিতাভিঘাতো-
মুত্থাপয়ন্ জয়তি কৈতবগোপবেশঃ ॥ ১ ॥

অন্নবর্গঃ।

আহারনামগুণাঃ

আহারো ভোজনং জগ্ধির্ন্নিত্যশো জীবনং তথা।
আহারো বলকৃৎ সদ্যঃ প্রীণনো দেহধারকঃ।
ওজস্তেজঃস্বরোৎসাহধৃতিস্মৃতিমতিপ্রদঃ ॥ ২ ॥

ভক্তনামগুণাঃ।

ভক্তমন্ধস্তু ভিৎসোঽহস্করন্দীদিবিরোদনঃ।
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং মূত্রলং লঘু ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ।

রাধা স্বীয় চরণযুগলে নিপতিত হরিকে কোপ সহকারে করদ্বয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া ও পুনর্ব্বার হাস্যকারী দেখিয়া, চকিত হইয়া তৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিতা হইলে, তখন যিনি চরণপতিতা স্বকামিনী রাধাকে উত্থিত করিয়াছিলেন; সেই লীলাময় গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের জয় বিধান করুন। ১।

আহারের নাম ও গুণ।

আহার, ভোজন, জগ্ধি, জীবন, { লেপ, নিঘস, স্বাদ, অদন, বিঘস, প্রত্যবসান, অশন, অভ্যবহার, ভক্ষণ, খেদন ও নিগর }, এই শব্দ সকল আহারের নাম। আহার—সদ্যোবলকর, তৃপ্তিকারক, দেহধারী এবং ওজঃ, তেজঃ, স্বর, উৎসাহ, ধৃতি, স্মৃতি ও মতি প্রদান করে। ২ ॥

অন্নের নাম ও গুণ।

ভক্ত, অন্ধঃ, ভিৎস, অহস্কর, দীদিবি, ওদন, { অন্ন, ভিস্সা, ভিস্সটা, কশিপু, জীবাতু, জীবনক, কূর, আপূপিক, জীবনি, প্রসাদন ও ক্রূর }, এই সকল শব্দ

বিবিধৌদননামগুণাঃ।

সুধৌতং প্রস্রুতঞ্চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুরু বৃষ্যং কফপ্রদম্।
ভৃষ্টতণ্ডুলকং রুচ্যং সুগন্ধি কফজিল্লঘু॥ ৪॥
ভক্তং মাংসং ফলং ক্ষীরং বৈদলাম্লাদিসাধিতম্।
স্নেহশাকৈঃ গুরুতরং বৃষ্যং বল্যং কফপ্রদম্॥ ৫॥
রসৌদনো গুরুর্বৃষ্যো বল্যো বাতজ্বরাপহঃ।
ঘোলং ভক্তং গ্রহণ্যর্শঃ শ্রমঘ্নং পাচনং হিমম্॥ ৬॥
অত্যুষ্ণান্নং বলহরং শীতমুষ্ণঞ্চ দুর্জ্জরম্।
অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং দুর্জ্জরং তণ্ডুলান্বিতম্॥ ৭॥
সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহং হর্ষণং সুখম্।
স্বাদু সঞ্জনয়েদন্নং হিমাসস্বাদুঃপর্য্যরম্॥ ৮॥

পেয়াদিলক্ষণম্।

যবাগূঃ ষড়্‌গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা বিরলদ্রবা।
চতুর্গুণে তু সংসিদ্ধা বিলেপী ঘনসিক্থিকা॥ ৯॥

অন্নের নাম। অন্ন—অগ্নিকর, সুপথ্য, তর্পণ, মূত্রপ্রবর্ত্তক ও লঘু। জলধৌত অন্ন—উষ্ণ, বিশদ ও অতীব গুণশালী। অধৌত অন্ন—প্রসেক নিরোধক, শীতবীর্য্য, গুরুপাকী, বীর্য্যকর ও কফজনক। ভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন—রুচিকর, সুগন্ধি, কফনাশক ও লঘুপাকী। মাংস, ফল, দুগ্ধ, বৈদল, অম্ল ও স্নেহ এবং শাকাদি সহ প্রস্তুত অন্ন - গুরুপাকী, বীর্য্যজনক, বলকর ও কফপ্রদ। মুদ্গাদির যূষযুক্ত অন্ন—গুরুপাকী, বীর্য্যকর, বলকারক ও বাতজ্বরনাশক। ঘোলান্ন—গ্রহণী নাশক, অর্শোঘ্ন, শ্রমনিবারক, পরিপাচক এবং শীতল। অত্যন্ত উষ্ণ অন্ন—বলনাশক। শীত এমন উষ্ণ অন্ন—দুষ্পাচ্য। অতিক্লিন্ন অন্ন—গ্লানিকারক। তণ্ডুল যুক্তান্ন—দুষ্পাচ্য। মাংসসহ প্রস্তুত অন্ন (পলান্ন, পোলাও)—মনের প্রীতি, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ উৎপাদন করে এবং মধুর রস বিশিষ্ট। ৩—৮॥

পেয়াদির লক্ষণ।

ছয়গুণ জলে সিদ্ধ দ্রববিহীন অন্নকে যবাগূ বলে। চারিগুণ জলে সিদ্ধ ঘন

পেয়া সিক্‌থান্বিতা তোয়ে চতুর্দ্দশগুণীকৃতা।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে সিদ্ধস্তোয়ে ত্বসিক্‌থকঃ॥ ১০॥

যবাগূগুণাঃ।

যবাগূর্গ্রাহিণী তৃষ্ণাজ্বরঘ্নী বস্তিশোধনী॥ ১১॥

বিলেপীগুণাঃ।

বিলেপী দীপনী বল্যা হৃদ্যা সংগ্রাহিণী লঘুঃ।
ব্রণাক্ষিরোগিনাং পথ্যা তর্পণী তৃট্‌জ্বরাপহা॥ ১২॥

পেয়াগুণাঃ।

পেয়া কুক্ষিগদক্লান্তিজ্বরস্তম্ভাতিসারজিৎ।
রুচ্যগ্নিকৃল্লঘুর্দ্দোষমলস্বেদানুলোমনী॥ ১৩॥

মণ্ডগুণাঃ।

মণ্ডো গ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ।
স্রোতোমার্দ্দবকৃৎ পিত্তজ্বরশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ॥ ১৪॥

সিক্‌থ (সিটে) সংযুক্ত অন্নকে বিলেপী বলে। চতুর্দ্দশ গুণ জলে সিদ্ধ সিটে-যুক্ত অন্নকে পেয়া বলে এবং চৌদ্দগুণ জলে সিদ্ধ সিটে বিহীন তরল পদার্থকে মণ্ড বলা যায়॥ ৯—১০॥

যবাগূর গুণ।

যবাগূ—মলরোধক, তৃষ্ণানাশক, জ্বরঘ্ন ও বস্তিশোধক॥ ১১॥

বিলেপীর গুণ।

বিলেপী—অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, হৃদ্য, সংগ্রাহী, লঘুপাকী, ব্রণরোগীর ও অক্ষিরোগীর সুপথ্য, তর্পণ, তৃষ্ণা সংহারক ও জ্বর নিবারক॥ ১২॥

পেয়ার গুণ।

পেয়া—কুক্ষিরোগ, ক্লান্তি, জ্বর, ঊরুস্তম্ভ ও অতীসাররোগ নিবারক, রুচি-কারক, জঠরাগ্নিসন্দীপক, লঘুপাকী এবং ইহা দ্বারা বাতাদি ত্রিদোষের, মলের ও ঘর্ম্মের অনুলোমন হয়॥ ১৩॥

মণ্ডের গুণ।

মণ্ড—সংগ্রাহক, লঘুপাকী, শীতবীর্য্য, জঠরাগ্নিপ্রদীপক, ধাতুর সাম্য-কারক, স্রোতোগণের মৃদুতাবিধায়ক, পিত্তজ্বরনাশক, কফনিবারক এবং শ্রমনাশক॥ ১৪॥

যাব্যমণ্ডলাজমণ্ডনামগুণাঃ।

যাব্যমণ্ডো যবৈর্ভৃষ্টৈর্লাজমণ্ডস্তু শালিভিঃ॥
যাব্যমণ্ডো লঘুর্গ্রাহী শূলানাহত্রিদোষজিৎ॥ ১৫॥
নবজ্বরেঽপি পথ্যোঽয়ং পটোলমাগধান্বিতঃ।
লাজমণ্ডো লঘুর্গ্রাহী সদ্যঃপাচনদীপনঃ॥ ১৬॥

অষ্টগুণমণ্ডনামগুণাঃ।

তণ্ডুলৈরর্দ্ধমুদ্গাংশৈঃ কিঞ্চিদ্ভৃষ্টৈস্তু পাচিতৈঃ।
হিঙ্গুসিন্ধুত্থধনিকাপত্রত্রিকটুসংস্কৃতঃ॥ ১৭॥
জ্ঞেয়ঃ সোঽষ্টগুণো মণ্ডো জ্বরদোষত্রয়াপহাঃ।
রক্তঃ ক্ষুদ্‌বোধকঃ প্রাণা দীপনঃ শীতলো লঘুঃ॥ ১৮॥

মুদ্গযূষনামগুণাঃ।

যূষঃ স্মৃতো বৈদলানামষ্টাদশগুণেঽম্ভসি
মুদ্গানামুত্তমো যূষো দীপনঃ শীতলো লঘুঃ।
ব্রণোর্দ্ধজন্তুরুগ্দাহকফপিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥ ১৯॥

যাব্যমণ্ডের ও লাজমণ্ডের নাম ও গুণ।

ভৃষ্টযবের মণ্ডকে যাব্যমণ্ড বলে। শালিধান্যের লাজ (খৈ) দ্বারা প্রস্তুত মণ্ডকে লাজমণ্ড বলা যায়। যাব্যমণ্ড—লঘুপাকী, মলসংরোধক, শূলরোগ বিনাশক, আনাহ নিবারক, ত্রিদোষ প্রশমক এবং ইহা পটোল ও পিপুল সহ নবজ্বরে প্রয়োগ করা যায়। লাজমণ্ড—লঘুপাকী, গ্রাহী সদ্যই পরিপাচক ও অগ্নিদীপক॥ ১৫-১৬॥

অষ্টগুণমণ্ডের নাম ও গুণ।

কিঞ্চিৎ ভৃষ্ট অর্দ্ধেক পরিমাণ মুগের দাউল ও তণ্ডুল এবং হিং, সৈন্ধবলবণ, ধনে, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত মণ্ডকে অষ্টগুণ মণ্ড বলা যায়। ইহা—জ্বরঘ্ন, ত্রিদোষ প্রশমক, রক্তোৎপাদক, ক্ষুদ্বোধক, প্রাণপ্রদ, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল ও লঘুপাকী॥ ১৭-১৮॥

মুদ্গযূষের নাম ও গুণ।

বৈদল দ্রব্য মুদ্গাদির দাউল আঠার গুণ জলে পাক করিলে তাহাকে যূষ বলা যায়। সর্ব্বপ্রকার যূষের মধ্যে মুগের যূষ অত্যুৎকৃষ্ট, অগ্নিদীপক, শীতল, লঘুপাকী, এবং ইহাদ্বারা ব্রণ, শরীরের উর্দ্ধগতরোগ, কৃমিরোগ, দাহ, কফ, পিত্তজ্বর ও রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

দাড়িমামলকযূষনামগুণাঃ।

দাড়িমামলকৈর্যূষঃ পিত্তবাতহরো লঘুঃ ॥ ২০ ॥

মুদ্গামলকযূষনামগুণাঃ।

মুদ্গামলকৈর্যূষস্তু ভেদনঃ কফপিত্তজিৎ।
তৃড়্‌দাহশমনঃ শীতো মূর্চ্ছাশ্রমমদাপহঃ ॥ ২১ ॥

কুলত্থযূষনামগুণাঃ।

কুলত্থযূষো গুল্মার্শঃ কফবাতাশ্মশর্করাঃ।
তূনীপ্রতূনীমেদাংসি নিহন্তি বহ্নিকৃৎসরঃ ॥ ২২ ॥

সূপ্যমূলকযূষনামগুণাঃ।

সূপ্যমূলকজো যূষো গলগ্রহকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রতিশ্যায়কাসমেদোঽরুচিক্রিমীন্ ॥ ২৩ ॥

দাড়িমামলক যূষের নাম ও গুণ।

দাড়িম ও আমলকী একত্র করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে দাড়িমামলক যূষ বলে। ইহা পিত্তনাশক, বাতঘ্ন ও লঘু। ২০ ॥

মুদ্গামলক যূষের নাম ও গুণ।

মুগেরদাইল ও আমলকী, একত্র করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে মুদ্গামলক যূষ বলে। ইহা ভেদক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, তৃষ্ণানিবারক, দাহপ্রশমক, শীতল, মূর্চ্ছানাশক, শ্রমঘ্ন ও মত্ততানিবারক। ২১ ॥

কুলত্থ যূষের নাম ও গুণ।

কুলথি কলায়ের যূষকে কুলত্থ যূষ বলে। কুলথি কলায়ের যূষ—গুল্ম, অর্শ, কফ, বাত, অশ্মরী (পাথরী রোগ), শর্করা (শিশ্ন দিয়া চিনির ন্যায় ধাতু নির্গত হওয়া), তূনী (বাতব্যাধি বিশেষ), প্রতিতূনী (বাতব্যাধি বিশেষ) ও মেদোরোগ নাশক, জঠরাগ্নি প্রদীপক ও ভেদক। ২২ ॥

সূপ্যমূলক যূষের নাম ও গুণ।

সিমেরবীজ ও মূলা একত্র করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে সূপ্যমূলক যূষ বলা যায়। ইহা—গলরোগ, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস, মেদ, অরুচি ক্রিমিরোগ বিনাশ করে ॥ ২৩ ॥

চণযূষনামগুণাঃ।

চণকৈর্ব্বিহিতো যূষোঽনুষ্ণস্তুবরকো লঘুঃ।
রক্তপিত্তপ্রতিশ্যায়কাসপিত্তকফাপহঃ॥ ২৪॥

মকুষ্ঠযূষনামগুণাঃ।

মকুষ্ঠযূষঃ সংগ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
লঘুঃ সন্তর্পণঃ পথ্যো হৃদ্য পীনসকাসজিৎ॥ ২৫॥

কৃতাকৃতযূষনামগুণাঃ।

যূষঃ কৃতাখ্যোঽলবণঃ স্নেহকৃদ্বারিসাধিতঃ।
অকৃতস্তৈর্ব্বিনা সিদ্ধঃ ক্রমাদ্ গুরুলঘূ চ তৌ॥ ২৬॥

যূষসামান্যনামগুণাঃ।

যূষা গোরসধান্যাম্লফলাম্লাদিভিরন্বিতাঃ।
যথোত্তরং গুরুতরা বাতঘ্না রুচিকারিণঃ॥ ২৭॥

চণক যূষের নাম ও গুণ।

বুটের যূষকে চণক যূষ বলে। ইহা—ঈষদুষ্ণ, কষায় রসবিশিষ্ট, লঘুপাকী এবং রক্তপিত্তরোগ, প্রতিশ্যায়, কাসরোগ, পিত্ত ও কফ নিবারণ করে॥ ২৪॥

মকুষ্ঠ যূষের নাম ও গুণ।

বন্যমুগের যূষকে মকুষ্ঠযূষ বলা যায়। ইহা—মলরোধক, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক, লঘুপাকী, তৃপ্তিকর, সুপথ্য, হৃদ্য, পীনসরোগ নাশক ও কাসঘ্ন॥ ২৫॥

কৃতযূষের ও অকৃতযূষের নাম ও গুণ।

অল্পলবণ ও অল্পস্নেহ (ঘৃত চাউল) সংযুক্ত জলদ্বারা প্রস্তুত যূষকে কৃতযূষ বলে। লবণ ও স্নেহবিহীন কেবলমাত্র জলদ্বারা প্রস্তুত যূষকে অকৃত যূষ বলা যায়। কৃতযূষ—গুরুপাকী এবং অকৃতযূষ—লঘুপাকী॥ ২৬॥

যূষ সামান্যের নাম ও গুণ।

দুগ্ধ, কাঁজি ও তেঁতুলাদি সহ প্রস্তুত যূষ সকল ক্রমশঃ গুরুপাকী অর্থাৎ দুগ্ধসাধিত যূষ অপেক্ষা কাঁজি দ্বারা প্রস্তুত যূষ গুরুতর এবং কাঞ্জিক সাধিত যূষাপেক্ষা তেঁতুল সহ প্রস্তুত যূষ গুরুপাকী এবং বাতঘ্ন ও রুচিজনক। যে প্রকার অন্ন ও ঔষধাদি সহ মণ্ডাদি প্রস্তুত করা যাইবে,

যৈরন্নৈরৌষধৈর্যৈশ্চ কৃতা মণ্ডাদয়ো বুধৈঃ।
বিচার্য্য তদ্গুণানেতাংস্তদ্গুণানেব নির্দ্দিশেৎ॥ ২৮॥

সূপ্যনামগুণাঃ।

সূপ্যস্তু সূপ্যকো ভৃষ্টৈঃ শিম্বজৈর্নিস্তুষৈঃ কৃতঃ॥ ২৯॥
সূপ্যং বিষ্টম্ভি রূক্ষং স্যাৎ নিরন্নন্তু বিশেষতঃ।
নিস্তুষং ভৃষ্টসিদ্ধং তল্লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥ ৩০॥

কৃশরানামগুণাঃ।

ক্বচিৎ সমাষৈঃ ক্বাপ্যেবং কৃশরা তিলতণ্ডুলৈঃ।
কৃশরা বলকৃদ্ গ্রাহ্যা সিদ্ধা তণ্ডুলবৈদলৈঃ॥ ৩১॥
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদাঃ।
দুর্জ্জরা পুষ্টিবিষ্টম্ভমলহৃদ্বাতনাশিনী॥ ৩২॥

ক্ষিপ্রানামগুণাঃ।

ক্ষিপ্রাপি তদ্গুণা সৈষা সুধান্যগুণকারিণী॥ ৩৩॥

মণ্ডাদি সেই সকল অন্নের ও ঔষধের গুণের সমতুল্য বলিয়া জানিবে। ২৭—২৮॥

সূপ্যের নাম ও গুণ।

ভৃষ্ট ও নিস্তুষ শিম্বীজের প্রস্তুত যূষকে সূপ্য বলে। সূপ্যক উহার নামান্তর। সূপ্য বিষ্টম্ভী ও রূক্ষ। নিরন্নসূপ্য—অন্নসূপ্য অপেক্ষা অধিকতর বিষ্টম্ভকারক ও সমধিক রূক্ষ। তুষবিহীন ভর্জ্জিত (সাঁতলান) সূপ্য—সর্ব্বাপেক্ষা লঘুপাকী। ২৯—৩০।

কৃশরার নাম ও গুণ।

তণ্ডুল ও মাষকলাই একত্র পাক করিলে অথবা তিল ও তণ্ডুল একত্র পাক করিলে (কেহ কেহ বলেন মুগাদি যে কোন দাইল ও তণ্ডুল একত্র পাক করিলে) তাহাকে কৃশরা (খিচুড়ী) বলা যায়। দাইল ও তণ্ডুল সহ প্রস্তুত কৃশরা—বলকর ও মলসংরোধক। তিল ও তণ্ডুলের কৃশরা—শুক্র-বর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাকী, পিত্তজনক, কফস্রাবক, দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভ-কারক, মলনাশক ও বাতনাশক। ৩১—৩২।

ক্ষিপ্রা ও সুধার নাম ও গুণ।

ক্ষিপ্রা (কৃশরার ন্যায় প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ)—কৃশরার ন্যায় গুণবিশিষ্ট। সুধা—(খাদ্য বিশেষ)—ক্ষিপ্রা হইতে ভিন্নগুণযুক্ত। ৩৩।

ক্ষীরনামগুণাঃ ।

ক্ষীরেয়ী পরমান্নং স্যাৎ পায়সং ক্ষীরতণ্ডুলৈঃ ।
ক্ষীরেয়ী দুর্জ্জরা বল্যা ধাতুপুষ্টিপ্রদা গুরুঃ ।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্তরক্তভৃষ্ণাগ্নিমারুতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজখাণ্ডবাদিনামগুণাঃ ।

গুড়াদিপক্বং ক্বথিতমাসমাম্রফলং পুনঃ ।
স্নেহৈলানাগরৈর্যুক্তং জ্ঞাতব্যো রাজখাণ্ডবঃ ॥ ৩৫ ॥
সিতারুচকসিন্ধূত্থৈঃ সবৃক্ষাম্লপরূষকৈঃ ।
নিম্বুফলরসৈর্যুক্তো রাগো রাজিকয়া কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
খাণ্ডবা মধুরাম্লাদিরসসংযোগসংভবাঃ ।
দীপনা বৃংহণা রুচ্যাস্তীক্ষ্ণা হৃদ্যাঃ শ্রমাপহাঃ ॥ ৩৭ ॥

খণ্ডাম্রখণ্ডামলকনামগুণাঃ ।

আম্রামলকলেহাখ্যা হৃদ্যা বুদ্ধিবলপ্রদাঃ ।
তর্পণা রোচনাঃ স্নিগ্ধা মধুরা গুরবস্তথা ॥ ৩৮ ॥

পায়সের নাম ও গুণ ।

ক্ষীরেয়ী, পরমান্ন ও পায়স, এই শব্দত্রয় পায়সের নাম। ইহা দুগ্ধ ও তণ্ডুল একত্র করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পায়স—দুষ্পাচ্য, বলকর, ধাতুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুপাকী, বিষ্টম্ভী এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, অগ্নি ও বাতবিনাশ করে। ৩৪ ॥

রাজখাণ্ডবাদির নাম ও গুণ ।

সিদ্ধ কাঁচা আম গুড়াদি সহ পাক করিয়া স্নেহ ও শুণ্ঠীচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে রাজখাণ্ডব বলা যায়। চিনি, ছোলঙ্গনেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ সহ রাইসরিষার ফোড়ন দ্বারা পাককরা তেতুল ও পরুষফল, নেবুর রস সহ মিশ্রিত করিলে রাজখাণ্ডব বলা যায়। সর্ব্ববিধ খাণ্ডব- মধুর, অম্ল প্রভৃতির রস সংযোগে প্রস্তুত, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, রুচিকারী, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য ও শ্রমঘ্ন। ৩৫—৩৭।

খণ্ডাম্র ও খণ্ডামলকের নাম ও গুণ ।

খণ্ড (চিনি) সহ পাককরা লেহবৎ আম্রকে খণ্ডাম্র এবং আমলকীকে

রসালানামগুণাঃ।

সসিতং দধি মধ্বাজ্যমরিচৈলাদিসংস্কৃতম্।
মথিতং কান্তমানিন্যা কর্পূরপরিবাসিতম্ ॥ ৩৯ ॥
রসালা শিখরা প্রোক্তা মার্জ্জিকা মাজ্জিকা বুধৈঃ।
রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনী বাতপিত্তজিৎ ॥ ৪০ ॥
স্নিগ্ধা গুরুঃ প্রতিশ্যায়ং বিশেষেণ বিনাশয়েৎ ॥ ৪১ ॥

পাননামগুণাঃ।

দ্রাক্ষাম্লিকাপরুষাদিজলং খণ্ডাদিমিশ্রিতম্।
মরিচার্দ্রককর্পূরঞ্চাতুর্জাতাদিসংস্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
পানকং দ্বিবিধন্তস্মাদম্লানম্লবিভেদতঃ।
দ্রাক্ষাখর্জ্জূরকাশ্মর্য্যসমধূকপরূষকৈঃ ॥ ৪৩ ॥
পঞ্চসারাভিধং পানং চন্দ্রসূর্য্যাধিবাসিতম্।
পানকং মূত্রলং হৃদ্যং প্রীণনন্তু শ্রমাপহম্ ॥ ৪৪ ॥

মণ্ডামলক বলে। এই সকল দ্রব্য অম্ল, বুদ্ধিজনক, বলপ্রদ, তর্পণ, রুচিকর, স্নিগ্ধ, মধুর ও শ্রমঘ্ন। ৩৮।

রসালার নাম ও গুণ।

চিনি, দধি, মধু, ঘৃত, মরিচ, এলাচি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, কামিনী দ্বারা মথিত কর্পূরবাসিত পদার্থকে রসালা বলে। শিখরা, মার্জ্জিকা, মাজ্জিকা, (শিখরিণী ও মাজ্জিতা), এই শব্দ কয়েকটী উহার নামান্তর। রসালা—শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, অগ্নিদীপক, রুচিকর, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধবীর্য্য, গুরুপাকী এবং প্রতীশ্যায়রোগ বিনাশক। ৩৯—৪১।

পানকাদির নাম ও গুণ।

দ্রাক্ষা, তেঁতুল ও পরুষফল প্রভৃতির রস চিনির সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক মরিচ, আর্দ্রক, কর্পূর ও চাতুর্জ্জাতকাদি দ্বার সংস্কৃত পদার্থকে পানক বলে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পানা ও যাবনিক ভাষায় সরবৎ বলে। অম্ল ও অনম্লভেদে পানক দুইপ্রকার। দ্রাক্ষা, খেজুর, গাম্ভারী, মৌল পুষ্প ও পরূষক, এই পঞ্চ দ্রব্যের মজ্জা একত্র করিয়া কর্পূর ও জাফরাণ সহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে পঞ্চসার পানক বলে। পানক—স্বাভাবিক মূত্রপ্রবর্ত্তক, হৃদ্য, প্রীতিকর ও শ্রমঘ্ন। যে দ্রব্য দ্বারা যে পানক প্রস্তুত হইবে, সেই দ্রব্যের গুণানুসারে উহার

যথা দ্রব্যগুণস্তৎ তু গুরু লঘ্বাদি নির্দ্দিশেৎ।
পঞ্চসারাভিধং পিত্তভৃষ্ণদাহশ্রমাপহম্ ॥ ৪৫ ॥
মৃদ্বীকং ভ্রমদাহাস্রপিত্তক্লমতৃষাপহম্।
রুক্ষাণাং কোমলং হৃদ্যং পাচনঞ্চ বলপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥
অম্লিকায়াঃ রসস্তৃষ্ণাকৃমিদাহশ্রমাপহঃ ॥ ৪৭ ॥

সদকনামগুণাঃ।

নিঃস্নেহং দধি নির্ম্মথ্য পচেৎ শর্করয়ান্বিতম্।
সব্যোষদাড়িমাজাজিঃ সদকোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ৪৮ ॥
সদকো রোচনঃ স্বর্য্যঃ পিত্তানিলহরো গুরুঃ
দীপনস্তর্পণো বল্যঃ শ্রমক্লমতৃষাপহঃ ॥ ৪৯ ॥

পোলিকানামগুণাঃ।

কুকূলকর্প টদ্রাক্ষাকণ্টকারিবিপাচিতাঃ।
মণ্ডকাদ্যা যথাপূর্ব্বং গুরবো বৃংহণা মতাঃ ॥ ৫০ ॥

গুরু, লঘু প্রভৃতি গুণাগুণ নির্ণয় করিবে। পঞ্চসার পানক—পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রম বিনাশক। দ্রাক্ষাকৃত পানক—শ্রম, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ ও তৃষ্ণা-বিনাশক। পরুষফলকৃত পানক—কোমল, হৃদ্য, পাচক ও বলকর। তেঁতুলের পানা- তৃষ্ণা, কৃমি, দাহ ও শ্রম বিনাশ করে ॥ ৪২–৪৭ ॥

সদকের নাম ও গুণ।

স্নেহবিহীন দধি চিনির সহিত পাক করিয়া ত্রিকটুচূর্ণ, দাড়িমের রস ও জীরাচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে সদক খাদ্য দ্রব্য বলে। ইহা—রুচিজনক, স্বরপ্রসাদক, পিত্তঘ্ন, বাতনাশক, গুরুপাকী, অগ্নিসন্দীপক, তর্পণ, বলকর, শ্রমনাশক, ক্লমনিবারক ও তৃষ্ণানিবারক ॥ ৪৮–৪৯ ॥

মণ্ডকাদির নাম ও গুণ।

ঘুঁটের আগুন, তুঁষের আগুন, বস্ত্রখণ্ডের আগুন, দ্রাক্ষার আগুন ও কণ্টকারীর আগুন দ্বারা প্রস্তুত মণ্ডকাদি যথাপূর্ব্ব গুরুপাকী ও বৃংহণ। মণ্ডক—চটার ন্যায় পাত করিয়া খর্পরাদিতে (সরা খোলা প্রভৃতিতে) ঢালিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মণ্ডক অপেক্ষা পাতলা রুটীকে পূপালিকা বা পোলিকা বলে।

মণ্ডকঃ সূচিতঃ সূক্ষ্মঃ কর্পূরাদিষু পাচিতঃ।
স এব কিঞ্চিচ্ছুষ্কস্তু বুধৈঃ পূপালিকা মতা ॥ ৫১ ॥
অঙ্গারকর্কটী সৈব বিজ্ঞেয়াঙ্গারপাচিতঃ।
অত্যুষ্ণো মণ্ডকঃ পথ্যঃ শীতঃ স গুরুরুচ্যতে ॥ ৫২ ॥
অঙ্গারমণ্ডকো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ।
পোলিকা কফকৃদ্ বল্যা পিত্তলা বাতনুদ্ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥
অঙ্গারকর্কটী বল্যা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফহৃদ্রোগপীনসশ্বাসবাতজিৎ ॥ ৫৪ ॥

শালিভক্ষ্যনামগুণাঃ।

শালিপিষ্টকৃতা ভক্ষ্যা নাতিবল্যা বিদাহিনঃ।
অবৃষ্যা গুরবঃ শ্লেষ্মকফপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥ ৫৫ ॥

গোধূমভক্ষ্যনামগুণাঃ।

গোধূমবিহিতা ভক্ষ্যা বল্যাঃ পিত্তানিলাপহাঃ।
বৈদলা বাতলা ভক্ষ্যা গুরবস্তুবরা হিমাঃ ॥ ৫৬ ॥

অঙ্গারাগ্নিযোগে পাককরা মণ্ডককে অঙ্গারকর্কটী বলে। অত্যন্ত উষ্ণ মণ্ডক—সুপথ্য। শীতল মণ্ডক—গুরুপাকী। অঙ্গারাগ্নি সংযোগে প্রস্তুত মণ্ডক—মলরোধক, লঘুপাকী ও ত্রিদোষনাশক। পোলিকা—কফকর, বলজনক, পিত্তবর্দ্ধক, বাতনাশক ও গুরুপাকী। অঙ্গারকর্কটী—বলকারক, বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাকী, জঠরাগ্নিসন্দীপক এবং কফ, হৃদ্রোগ, পীনস, শ্বাস ও বাতনিবারক ॥ ৫০-৫৪ ॥

শালিভক্ষ্যের নাম ও গুণ।

শালিধান্যের তণ্ডুলকৃত ভক্ষ্য দ্রব্যকে শালিভক্ষ্য বলে। ইহা অল্প বলকর, বিদাহি, অল্প বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাকী, শ্লেষ্মজনক, কফপ্রবর্দ্ধক ও পিত্তপ্রকোপী ॥ ৫৫ ॥

গোধূমভক্ষ্যের নাম ও গুণ।

গোধূম (গম) কৃত ভক্ষ্য দ্রব্যকে অর্থাৎ ময়দা বা সুজী দ্বারায় প্রস্তুত ভক্ষ্য দ্রব্যকে গোধূমভক্ষ্য বলা যায়। ইহা—বলজনক, পিত্তঘ্ন ও বাতনিবারক।

মাষভক্ষ্যনামগুণাঃ।

মাষপিষ্টকৃতা ভক্ষ্যা বল্যাঃ পিত্তকফপ্রদাঃ॥ ৫৭॥

গুড়যুক্তভক্ষ্যনামগুণাঃ।

বিচার্য্যান্নগুণান্ ভক্ষ্যানন্যানপি বিনির্দ্দিশেৎ।

গৌড়িকা গুরবো ভক্ষ্যা বাতঘ্নাঃ কফশুক্রলাঃ॥ ৫৮॥

ঘৃতপক্কভক্ষ্যনামগুণাঃ।

ঘৃতপাচিতভক্ষ্যাস্তু বল্যাঃ পিত্তকফাপহাঃ॥ ৫৯॥

তৈলপক্কভক্ষ্যনামগুণাঃ।

তৈলজা দৃক্সমীরঘ্নাস্তূষ্ণাপিত্তাস্রদূষণাঃ॥ ৬০॥

দুগ্ধভক্ষ্যনামগুণাঃ।

দুগ্ধালোড়িতগোধূমশালিপিষ্টাদিনির্ম্মিতাঃ।

বাতপিত্তহরা ভক্ষ্যা হৃদ্যাঃ শুক্রবলপ্রদাঃ।

বিচার্য্যান্নগুণান্ ভক্ষ্যানন্যানপি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৬১॥

বৈদলভক্ষ্যের নাম ও গুণ।

মুগ, মসুর প্রভৃতি বৈদল দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যকে বৈদলভক্ষ্য বলে। ইহা—বাতবর্দ্ধক, গুরুপাকী, কষায়রসবিশিষ্ট ও শীতল। ৫৬।

মাষভক্ষ্যের নাম ও গুণ।

মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যকে মাষভক্ষ্য বলে। ইহা—বলকর, পিত্তবর্দ্ধক ও কফপ্রদ॥ ৫৭॥

গুড়যুক্ত ভক্ষ্যের গুণ।

গুড়যুক্ত খাদ্য দ্রব্য সকল—গুরুপাকী, বাতনাশক, কফবর্দ্ধক ও শুক্রজনক। ৫৮।

ঘৃতপক্ক ভক্ষ্যের গুণ।

ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য সকল—বলকর, পিত্তনাশক ও কফঘ্ন। ৫৯॥

তৈলপক্ক ভক্ষ্যের গুণ।

তৈল সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য সকল—দৃষ্টিশক্তিবিনাশক, বাতঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্ত ও রক্তদূষক। ৬০॥

দুগ্ধভক্ষ্যের নাম ও গুণ।

দুগ্ধসহ আলোড়িত গোধূম ও তণ্ডুলাদি দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল—বাতনিবারক, পিত্তঘ্ন, হৃদ্য, শুক্রজনক ও বলপ্রদ। প্রস্তুতকরণক দ্রব্য সকলের গুণানুসারে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য সমূহের গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিবে॥ ৬১॥

ঘৃতপূরনামগুণাঃ ।

ক্ষীরেণ মর্দ্দিতং চূর্ণং গোধূমানাং সুগালিতম্ ॥ ৬২ ॥
বিস্তার্য্য সর্পিষা যুক্তং ততঃ শ্বেতবিমিশ্রিতম্ ।
ঘৃতপূরোঽয়মুদ্দিষ্টঃ কর্পূরমরিচান্বিতঃ ॥ ৬৩ ॥
সমিতো মর্দ্দিতঃ ক্ষীরনারিকেলসিতাদিভিঃ ।
অবগাহ্য ঘৃতপক্বে ঘৃতপূরোঽপরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৪ ॥
ঘৃতপূরো গুরুর্বৃষ্যো হৃদ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ ।
সদ্যঃপ্রাণপ্রদো বল্যঃ ক্ষতজিদ্বৃংহণঃ পরঃ ॥ ৬৫ ॥

সমিতাসংযাবনামগুণাঃ ।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শ্বেতাং মরিচমিশ্রিতাম্ ।
এলালবঙ্গকর্পূরচূর্ণাদিপরিসংস্কৃতাম্ ॥ ৬৬ ॥
ক্ষিপ্তান্সমিতালম্বপুটেষু সুঘৃতে পচেৎ ।
ততঃ খণ্ডে ন্যসেৎ পক্বং সংযাবোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

ঘৃতপূরের নাম ও গুণ ।

ঘৃতপূরক, (পিষ্টপূর, ঘৃতপূর, ঘৃতবর ও বার্ত্তিক), এই সকল শব্দ ঘৃতপূরের নাম। সূক্ষ্ম গোধূম চূর্ণ ক্ষীর (দুগ্ধ) সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘন হইলে ঘৃত মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া মরিচ চূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত হইলে, তাহাকে ঘৃতপূর (চন্দ্রপুলী) বলা যায়। কেহ কেহ বলেন— দুগ্ধ, নারিকেলকোরা ও চিনি একত্র করিয়া ময়দা সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ পাক করিয়া লইলে, তাহাকে ঘৃতপূর বলা যায়। ইহা—গুরুপাকী, বীর্য্যজনক, হৃদ্য, পিত্তনাশক, বাতঘ্ন, সদ্যঃ প্রাণপ্রদ, বলকর, ক্ষতনাশক ও অত্যন্ত বৃংহণ ॥ ৬২-৬৫ ॥

সমিতাসংযাবের নাম ও গুণ ।

গমচূর্ণ ঘৃত দ্বারা ভর্জন পূর্ব্বক চিনি ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৎসহ এলাচি, লবঙ্গ ও কর্পূরচূর্ণ মিলিত করিবে। তৎপরে উহা ময়দার রুটীমধ্যে

সমিতা মধুদুগ্ধেন মদয়িত্বা সুশোভনম্।
পচেদ্ ঘৃতোত্তরে খণ্ডে ন্যসেৎ পক্কে নবে ঘটে॥ ৬৮
ততো মরিচচূর্ণৈলাখণ্ডচূর্ণাবচূর্ণিতম্।
কুর্য্যাৎ কর্পূরসংযুক্ত সংযাবমমৃতোপমম্॥ ৬৯॥

খণ্ডনামগুণাঃ।

মর্দ্দয়িত্বা তু সমিতামপ্পাস্তনবঃ কৃতাঃ।
পক্ত্বা ঘৃতেঽসিতে পাকে মণ্ডিতা মধুশীর্ষিকা॥ ৭০॥
ঘৃতেন মর্দ্দিতাস্তোয়ৈঃ সমিতাং মৃদু মর্দ্দয়েৎ।
মাতুলুঙ্গত্বচা শুণ্ঠিপক্কেনার্দ্রকপূরিতম্॥ ৭১॥
বিধায় পূপকং বৃত্তং গন্ধাঢ্যং কেশরান্বিতম্।
পক্ত্বা সর্পিষি খণ্ডে চ বলিতো মধুশীর্ষকঃ॥ ৭২॥

সমিতানামগুণাঃ।

সমিতাং গুড়তোয়েন মেলয়িত্বা সুগালিতম্।
ঘৃতে বিস্তার্য্য বিপচেৎ সুবৃত্তান্ মৃদুপূপকান্॥ ৭৩॥

পুরিয়া ঘৃতে পাক করতঃ চিনির রসে ফেলিয়া লইবে। ইহাকে সমিতাসংযাব বলা যায়। অথবা ময়দা, মধু ও দুগ্ধ সহ মর্দ্দিত করত ঘৃতে ভর্জন পূর্ব্বক চিনির রসে পাক করিয়া নুতন ঘট মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে মরিচচূর্ণ, এলাচিচূর্ণ ও কর্পূর চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহাকেও সমিতাসংযাব বলা যায়॥ ৬৮-৬৯॥

মণ্ডিতার নাম ও গুণ।

ময়দা জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পাত্‌লা রুটি প্রস্তুত করতঃ কেবলমাত্র ঘৃতে পাক করিয়া লইলে তাহাকে মণ্ডিতা ও মধুশীর্ষকা বলা যায়। অথবা ময়দা ঘৃত সহ মর্দ্দিত করতঃ জল সহ অল্প মর্দ্দন পূর্ব্বক ছোলঙ্গনেবুর ছাল চূর্ণ ও আদার রস সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক নাগকেশর চূর্ণ মিলিত করিয়া গোলাকৃতি পিঠা প্রস্তুত করতঃ ঘৃতে পাক পূর্ব্বক চিনির রসে ফেলিয়া লইলেও তাহাকে মণ্ডিতা বা মধুশীর্ষকা বলা যাইতে পারা যায়॥ ৭০-৭২॥

সমিতার নাম ও গুণ।

ময়দা, গুড় ও জল সহ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া তদ্দারা মৃদু

দধিপূপকনামগুণাঃ।

শালিপিষ্টং যুতং দধ্না মর্দ্দয়িত্বা ঘৃতে পচেৎ।
বেষ্টয়েৎ পক্বখণ্ডেন সুবৃত্তান্ দধিপূপকান্॥ ৭৪॥
সংযাবা মধুশীর্ষাঢ্যাঃ পূপকা দধিসম্ভবাঃ।
গুরবো বৃংহণা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ পিত্তানিলাপহাঃ।
এতে সংস্কারভেদেন বিবিধাস্তেঽপি তদ্গুণাঃ॥ ৭৫॥

বিস্যন্দননামগুণাঃ।

দধিক্ষীরসমে পক্বা ত্বর্দ্ধভাগাবশেষিতে॥ ৭৬॥
আপচেদ্রক্তশালীনাং তণ্ডুলান্ তিলসংযুতান্।
প্রিয়ালপনসাদীনাং বীজমুষ্টিং সমাপচেৎ॥ ৭৭॥
ক্ষীরতুল্যং ঘৃতঞ্চৈব শর্করা চৈক তৎসমা।
সিদ্ধস্ত্রিকটুকোপেতঃ কর্পূরেণাধিবাসিতঃ॥ ৭৮॥

(নরম) পিঠা প্রস্তুত করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া লইলে, তাহাকে সমিতা বলা যায়॥ ৭৩॥

দধিপূপকের নাম ও গুণ।

শালিতণ্ডুলের চূর্ণ দধিসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক গোলাকৃতি রুটী প্রস্তুত করতঃ ঘৃতে পাক করিয়া পক্কচিনির রসে বেষ্টিত করিয়া অর্থাৎ মাখাইয়া লইলে, তাহাকে দধিপূপক বলা যায়॥ ৭৪॥

সংযাবাদির গুণ।

সংযাব (সমিতাসংযাব), মধুশীর্ষকা (মণ্ডিতা) ও দধিসম্ভূত পিষ্টক সকল গুরুপাকী, বৃংহণ, হৃদ্য, বীর্য্যজনক, পিত্তঘ্ন ও বাতবিনাশক। এই প্রকার পিষ্টকাদি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য সকল পাক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয়॥ ৭৫॥

বিস্যন্দনের নাম ও গুণ।

দধি ও দুগ্ধ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া অর্দ্ধভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে উহার সহিত রক্তশালি ধান্যের তণ্ডুল [illegible] এবং পিয়াল ও পনস (কাঁঠাল) প্রভৃতির বীজ একত্র করিয়া

এষ বিস্যন্দনো নাম দেবলোকেঽপি দুর্লভঃ।
যস্মাৎ পক্বেঽপি হি ঘৃতং স্যন্দতে সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৭৯ ॥
তস্মাৎ সূপবিধানজ্ঞৈর্ব্বিস্যন্দো বিধিবৎ স্মৃতঃ।
বিস্যন্দো বৃংহণো হৃদ্যঃ পিত্তানিলহরো গুরু ॥ ৮০ ॥

লপ্সীনামগুণাঃ।

সমিতাং ভর্জ্জয়েৎ তপ্তে ঘৃতে শ্বেতা ততো ন্যসেৎ।
বারিমজ্জাদিসংযুক্তাং পায়সা যোজয়েৎ ॥ ৮১ ॥
এলাদিযুতা তজ্জ্ঞৈর্লপ্সিকা ললিতা মতা।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বাতপিত্তহরা গুরুঃ ॥ ৮২ ॥

ফেনীনামগুণাঃ।

ফেনিকা পুটিনী শুভ্রা বাতপিত্তহরা লঘুঃ।
লক্ষণং ফেনিকাদীনাং সূপশাস্ত্রাদ্বিধানয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

দুগ্ধের সমান ঘৃত ও শর্করা সহ পাক করিয়া ত্রিকটু চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কর্পূর সহযোগে সুবাসিত করিয়া লইলে, তাহাকে বিস্যন্দন বলা যায়। ইহা দেবলোকেও দুর্ল্লভ অর্থাৎ অতীব সুস্বাদবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য। এই খাদ্য-দ্রব্য ভোজন কালে উহার ঘৃত মুখের চতুর্দ্দিকে বিসৃত হইয়া পড়ায় অতীব রসাল হয়, একারণ পাকবিধানজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে বিস্যন্দ (বিস্য-ন্দন) বলিয়া থাকেন। বিস্যন্দন—বৃংহণ, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, বাতনাশক ও গুরুপাকী ॥ ৭৬-৮০ ॥

লপ্সীর নাম ও গুণ।

সুজী অথবা ময়দা তপ্ত ঘৃতে ভর্জ্জন পূর্ব্বক চিনি, জল ও মজ্জাদি সহ পাক করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে লপ্সী বা লপ্সিকা বলা যায়। লপ্সিকা—বৃংহণ, বৃষ্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও গুরুপাকী। ৮১-৮২।

ফেনিকার নাম ও গুণ।

ফেনিকা—পুটিনী (সূক্ষ্ম২ ছিদ্রবিশিষ্ট), শুভ্র, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং

মোদকনামগুণাঃ।

মোদকা লড্ডুকাঃ প্রোক্তাস্তে চানেকবিধা মতাঃ।
তেষামম্লত্বপ্রাপ্তানাং ন্যসেদ্ গোধূমগালিতাম॥ ৮৪॥
দধি ক্ষীর মুষ্টিজুষ্টং সমিতা মাষপিষ্টকঃ।
সূরণার্দ্রককুষ্মাণ্ডশালূকামিষমৎস্যকাঃ॥ ৮৫॥
ইত্যাদিভির্বহুবিধাঃ কল্পাস্তে সূপশাস্ত্রতঃ।
দ্রব্যং বিচার্য্য মতিমান্ তদ্গুণানপি নির্দ্দিশেৎ।
মোদকা দুর্জ্জরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তানিলাপহাঃ॥ ৮৬॥

মাষবটকনামগুণাঃ।

মাষমুদ্গাদিপিষ্টোত্থাঃ বটকাঃ বটিকাদয়ঃ।
তৎকারণগুণান্ জ্ঞাত্বা তদ্গুণানপি নির্দ্দিশেৎ॥ ৮৭॥
মাষাণাং বটকো হৃদ্যো বল্যো বাতহরো গুরুঃ।
বিষ্টম্ভী ঘোলবটকো বিদাহী পবনাপহঃ॥ ৮৮॥

মোদকাদির নাম ও গুণ।

মোদক (মোয়া), লড্ডুক (লাড়ু) প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই খাদ্য সমূহ অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে ময়দার আটাসহ মিলন পূর্ব্বক দধি দুগ্ধাদি সহ একত্র আলোড়িত করিয়া লইবে। মাষকলায় সমিতা (ময়দা) সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক দধি বা দুগ্ধ সহ পাক করিলে মাষপিষ্টক (সরুচাকলী) বলা যায়। শূরণ, আর্দ্রক, কুমড়, শালুক (পদ্মাদির মূল), মাংস ও মৎস্যাদি সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সমূহের গুণ প্রস্তুতকরণক দ্রব্য সকলের গুণানুসারে নির্ণয় করিবে। মোদকাদি— দুষ্পাচ্য, বৃষ্য, বলকারক, পিত্তঘ্ন ও বলবিনাশক॥ ৮৪-৮৬॥

মাষবটকাদির নাম ও গুণ।

মাষকলাই, মুগ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বটক (বড়) সকল প্রস্তুত করণক দ্রব্যসমূহের গুণের সমতুল্য জানিবে। মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত বটক— হৃদ্য, বলকর, বাতনাশক ও গুরুপাকী। ঘোল দ্বারা প্রস্তুত বটক বিদাহী বায়ুনিবারক॥ ৮৭-৮৮॥

শাণ্ডকবটকনামগুণাঃ।

শাণ্ডবটকো দৃষ্টিনাশনো দোষলো গুরুঃ॥ ৮৯॥

তুষাম্বুবটকনামগুণাঃ।

তুষাম্বুবটকো রুচ্যঃ পিত্তলঃ কফবাতজিৎ।
ইঙ্গুলী শুক্রলা রূক্ষা বিষ্টম্ভী কফবাতকৃৎ॥ ৯০॥

সোমালিকানামগুণাঃ।

সোমালিকা গুরুর্বৃষ্যা রোচনী পিত্তনাশিনী॥ ৯১॥

কুণ্ডলিকানামগুণাঃ।

দ্বিপ্রস্থাং শুদ্ধসমিতাং প্রস্থং গোধূমগালিতম্।
বিমর্দ্দ্য পয়সা স্থাপ্যং ব্রজেত্যাবত্তদম্লতাম্॥ ৯২॥
সচ্ছিদ্রে নারিকেলস্থ পাত্রে নিক্ষিপ্য নির্ম্মলে।
পরিভ্রাম্য ঘৃতে তপ্তে মন্দাগ্নৌ তু বিপাচয়েৎ॥ ৯৩॥
কর্পূরাবাসিতে পক্কে বিজ্ঞেয়া নৃপবল্লভা।
সুপক্বাং কঙ্কণাকারাং সিতালেহে বিনিক্ষিপেৎ॥ ৯৪॥

শাণ্ডকবটকের নাম ও গুণ।

শাণ্ডকবটক—দৃষ্টিশক্তিবিনাশক, ত্রিদোষবর্দ্ধক ও গুরুপাকী। ৮৯।

তুষাম্বুবটকের নাম ও গুণ।

তুষাম্বু (কাঁজিবিশেষ) সহ প্রস্তুত বটককে তুষাম্বুবটক বলে। ইহা রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও বাতনাশক। ইঙ্গুলী (খাদ্য বিশেষ) শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, কফনিবারক ও বাতবিনাশক॥ ৯০॥

সোমালিকার নাম ও গুণ।

সোমালিকা—গুরুপাকী, বৃষ্য, রুচিকারক ও পিত্তঘ্ন॥ ৯১।

কুণ্ডলিকার নাম ও গুণ।

চারি সের সমিতা (বেশম) ও দুইসের ময়দার আটা একত্র জলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক অম্ল হওয়া পর্য্যন্ত একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহা সচ্ছিদ্র নারিকেলের মালার মধ্যে রাখিয়া ফুটা দিয়া তপ্ত ঘৃতে ছাড়িয়া দিয়া সম্যক্‌প্রকারে কঙ্কনাকারে পাক করতঃ কর্পূরবাসিত চিনির রসে ফেলিয়া লইলে, তাহাকে কুণ্ডলিকা বলা যায়। প্রচলিত বঙ্গভাষায়

সা তু কুণ্ডলিকা নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা হৃদ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী ॥ ৯৫ ॥
তস্যামম্লত্বমাপ্তায়ং ন্যসেদ্গোধূমগালিতাম্ ॥ ৯৬ ॥

কুল্মাষনামগুণাঃ।

গোধূমাদ্যাস্তু কুল্মাষা অর্দ্ধস্বিন্না মতাঃ ক্বচিৎ
কুল্মাষা গুরবো রূক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ৯৭ ॥

শক্তুনামগুণাঃ।

নবীননিস্তুষোদ্ভৃষ্টা যবচূর্ণঞ্চ শক্তবঃ ॥ ৯৮ ॥

মন্থাদিনামগুণাঃ।

শক্তবস্তু ঘৃতাভ্যক্তাঃ শীতবারিবিলোড়িতাঃ।
নাতিদ্রবো নাতিসান্দ্রো মন্থঃ সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৯ ॥
মন্থো বলকরঃ সদ্যঃ পরিণামে বলাবহঃ।
মোহতৃষ্ণাক্ষয়চ্ছর্দ্দিকুষ্ঠদাহশ্রমান্ জয়েৎ ॥ ১০০ ॥

ইহাকে অমৃতী ও জিলিপী বলে। ইহা পুষ্টিকারী, কান্তিজনক, বলকর, ধাতুবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পক। ইহা অম্ল হইলে ময়দার আঠা সহ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার চিনির রসে পাক করিয়া লইবে ॥ ৯২-৯৬ ॥

কুল্মাষের নাম ও গুণ।

অর্দ্ধস্বিন্ন (আধসিদ্ধ) গোধূম, ছোলা প্রভৃতির খাদ্যকে কল্মাষ বলে। ইহা—গুরুপাকী, রূক্ষ, বাতবর্দ্ধক ও মলভেদক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভাজা ও হিন্দুভাষায় ঘুঘুনীদানা বলে ॥ ৯৭ ॥

শক্তুর নাম ও গুণ।

নূতন, নিস্তুষ ভর্জ্জিত যবের চূর্ণকে শক্তু বলে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ছাতু বলে ॥ ৯৮ ॥

মন্থাদির নাম ও গুণ।

শক্তু ঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ শীতল জলসহ আলোড়িত করতঃ অল্প দ্রব ও অল্প ঘন করিয়া লইলে, তাহাকে মন্থ বলা যায়। মন্থ—বলকর ও পরিপাক হইলে অতীব বলবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহা মোহ, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমা, কুষ্ঠ, দাহ ও শ্রম বিনাশ করে। চিনি ও ইক্ষুরস সহ পাককরা দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস), রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক। মধু সংযুক্ত দ্রাক্ষা—বলকর, কফঘ্ন, শ্রমঘ্ন ও মত্ততা নিবারক। ত্রিবর্গ (ত্রিকটু) সংযুক্ত দ্রাক্ষা বাতাদি ত্রিদোষ ও মলের অনুলোমন করে ॥ ৯৯-১০১ ॥

দ্রাক্ষা সিতেক্ষুস্বরসৈর্মিশ্রা পিত্তাস্রটাহজিৎ।
দ্রাক্ষা মধুযুতা বল্যা কফশ্রমমদাপহা।
বর্গত্রয়সমাযুক্তা দোষবর্চ্চোঽনুলোমতঃ ॥ ১০১ ॥

শক্তুনামগুণাঃ।

শক্তবো যবজাঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রূক্ষা লেখনাঃ পানতস্তু তে ॥ ১০২ ॥
সদ্যো বলপ্রদা পথ্যা ঘর্ম্মাদিক্রান্তদেহিনঃ।
নিস্তুষৈর্ভর্জ্জিতৈঃ পিষ্টৈশ্চণকৈঃ সযবৈঃ কৃতাঃ ॥ ১০৩ ॥
শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ।
পিণ্ডীপ্রোক্তা গুরুস্তেষাং দ্রবত্বাল্লেহিকা লঘুঃ ॥ ১০৪ ॥
ন ভুক্ত্বা ন রবৌ স্থিত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতান্ তদ্ধি শক্তূনদ্যান্ন কেবলান্ ॥ ১০৫ ॥

যবোদ্ভবলাজনামগুণাঃ।

ভৃষ্টশাল্যাদিজা লাজা ধান্যভৃষ্টযবোদ্ভবাঃ।
লাজা লঘুতরাঃ শীতা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্রমেহমেদস্তৃষাপহাঃ ॥ ১০৬ ॥

বিবিধশক্তুর নাম ও গুণ।

যবের ছাতু—শীতল, অগ্নিসন্দীপক, লঘুপাকী, ভেদক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, রূক্ষ, লেখন এবং ঘর্ম্মাক্তব্যক্তি ইহা পান করিলে সদ্যই তাহার বল বর্দ্ধিত হয়। নিস্তুষ ভর্জ্জিত ছোলার গুঁড়া ও যবের গুঁড়া একত্র করিয়া চিনি ও ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, ইহা গ্রীষ্মকালে প্রযোজ্য। ইহা ঘন হইলে পিণ্ডী বলে, তাহা গুরুপাকী ও অল্প তরল লেহবৎ হইলে লেহিকা বলে, তাহা লঘু। আহারান্তে তাম্রপাত্রে রাখিয়া, রাত্রিকালে বহু পরিমাণে জলবিনা অথবা কেবল মাত্র শক্তু কদাচ ভোজন করিবে না। ১০২–১০৫।

লাজের নাম ও গুণ।

শালিধান্য প্রভৃতির ও যবের লাজ (খৈ)—লঘুপাকী, শীতল, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফনাশক এবং বমি, অতিসার, দাহ, রক্তপিত্ত, মেহ, মেদ ও তৃষ্ণা [illegible] ॥ ১০৬ ॥

ধান্যানামগুণাঃ।

ধান্যা বিষ্টম্ভিনী রূক্ষা কফমেদোহরা গুরুঃ ॥ ১০৭ ॥

পৃথুকনামগুণাঃ।

পকার্দ্রা ব্রীহয়ঃ সম্যক্ পীড়িতাঃ পৃথুকা মতাঃ।
পৃথুকা গুরবো বল্যাঃ শ্লেষ্মলা বাতনাশনাঃ ॥ ১০৮ ॥

হোলনামগুণাঃ।

শিবধান্যৈরর্দ্ধপকৈঃ সুভৃষ্টৈর্হোলকো মতঃ।
হোলকোঽল্পানিলো মেদঃকফদা পকভাবতঃ ॥ ১০৯ ॥

লম্বীনামগুণাঃ।

অপকভৃষ্টৈর্গোধূমৈরুলঙ্কোলক্ষলম্বিকা।
লম্বী কফপ্রদা বল্যা লঘুঃপিত্তানিলাপহা ॥ ১১০ ॥

ধান্যার নাম ও গুণ।

ধান্যা—বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন, মেদোনাশক ও গুরুপাকী ॥ ১০৭ ॥

পৃথুকের নাম ও গুণ।

ধান্য সকল সিদ্ধ করতঃ আর্দ্র অবস্থায় ঢেঁকীদ্বারা পীড়ন করিয়া লইলে তাহাকে পৃথুক বলা যায়। পৃথুক—গুরুপাকী, বলকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও বাত-নাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিপিটক অর্থাৎ চিঁড়ে বলে ॥ ১০৮ ॥

হোলকের নাম ও গুণ।

মুগ, মটর, বুট প্রভৃতি শমীধান্য অর্দ্ধসিদ্ধ করতঃ উত্তমরূপ ভাজিয়া লইলে, তাহাকে হোলক বলা যায়। ইহা—অল্পবাতকর, মেদোবর্দ্ধক ও কফপ্রদ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে হোড়া পোড়া এবং হিন্দীভাষায় "হোরহা" বলে ॥ ১০৯ ॥

লম্বীর নাম গুণ।

অপক্ব ভৃষ্ট গোধূমাদিকে লম্বী বলা যায়। লম্বী—কফবর্দ্ধক, বলকর, লঘু-পাকী, পিত্তঘ্ন ও বায়ুনাশক ॥ ১১০ ॥

পরিশুষ্কনামগুণাঃ।

হিঙ্গু পক্কে ঘৃতে দত্ত্বা মাংসমালোড্য ভর্জ্জিতম্।
মাত্রায়াষ্ণাম্বু নিক্ষিপ্য পচেৎসম্যগ্বিচক্ষণঃ ॥ ১১১ ॥
মরিচার্দ্রকসংযুক্তং সুগন্ধিদ্রব্যবাসিতম্।
গতদ্রবং সুধাতুল্যং পরিশুষ্কন্তদুচ্যতে ॥ ১১২ ॥
পরিশুষ্কং স্থিতং স্নিগ্ধং রোচনং তর্পণং গুরু।
বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ১১৩ ॥

প্রদিগ্ধনামগুণাঃ।

ঘনদ্রব্যোল্লিপ্তবত্তৎ প্রদিগ্ধমিতি কীর্ত্ত্যতে।
প্রদিগ্ধং বাতজিদ্ বল্যং গুরু শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১১৪ ॥

উল্লিপ্তমাংসনামগুণাঃ।

তদেবোল্লিপ্তপিষ্টত্বাদুল্লিপ্তং পরিকীর্ত্ত্যতে।
উল্লিপ্তং গুরুপথ্যং তৎ পরিশুষ্ক সমংগুণৈ ॥ ১১৫ ॥

পরিশুষ্কের নাম ও গুণ।

প্রথমতঃ মাংস সকল হিঙ্গু সংযুক্ত ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে উহাতে উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজল প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে পাক করিয়া মরিচ, আদা ও তেজপত্র, ছোট এলাচি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের বাট্‌না সহ মিশ্রিত করতঃ নামাইবে। ইহা প্রস্তুতকরণক দ্রব্য সকলের গন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুধার ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট হয়। ইহাকে পরিশুষ্ক (মাংসের ব্যঞ্জন-বিশেষ) বলা যায়। পরিশুষ্ক—বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তর্পণ, গুরুপাকী এবং ইহা দ্বারা বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্র অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১১১–১১৩ ॥

প্রদিগ্ধমাংসের নাম গুণ।

উল্লিপ্তমাংস নামক ব্যঞ্জনের মাংসাদি দ্রব্য ঘন হইলে, তাহাকে প্রদিগ্ধমাংস বলা যায়। ইহা বাতনাশক, বলকর, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক ॥ ১১৪ ॥

উল্লিপ্তমাংসের নাম ও গুণ।

পরিশুষ্কোক্ত মাংস সকল বাটিয়া পিষ্টকাকার করতঃ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে, তাহাকে উল্লিপ্ত মাংস বলা যায়। ইহা গুরুপাকী ও পরিশুষ্কের ন্যায় সমগুণ-বিশিষ্ট ॥ ১১৫ ॥

সরস শূল্যমাংসনামগুণাঃ।

রসেন যুক্তং সরসং শূল্যং শূলেন সংস্কৃত ॥ ১১৬ ॥
সরসং তদ্গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাল্লঘু দীপনম্।
প্রোতং শূলেন পিশিতং সৌরভাদ্যম্বুনা বহু ॥ ১১৭ ॥
লিপ্তং বিধূমৈরঙ্গারৈঃ পাচিতং শূল্যমুচ্যতে।
শূল্যং সর্ব্বোত্তমং মাংসং লঘু পথ্যোত্তমং মতম্ ॥ ১১৮ ॥

অঙ্গারপ্রতপ্তমাংসনামগুণাঃ।

অঙ্গারাদিষু যৎপক্বং প্রতপ্তং তদুদাহৃতম্ ॥ ১১৯ ॥

পিষ্টমাংসনামগুণাঃ।

মাংসং দাড়িমসিন্ধূত্থং সৌরভাদিসমন্বিতম্।
পিষ্ট্বা পূপাদিসঙ্কল্পপক্বং পিষ্টমিতি স্মৃতম্ ॥ ১২০ ॥

ঘৃতাদিসাধিতমাংসনামগুণাঃ।

ভর্জ্জিতং স্যাদ্ ঘৃতাদৌ তু ভৃষ্ট্বা যৎসাধিতং পুনঃ ॥ ১২১ ॥

শূল্যমাংস ও সরসমাংসের নাম ও গুণ।

কুঙ্কুমাদিযুক্ত সুগন্ধি জলসহ বাটামাংস শূলে (লৌহশলাকায়) লেপন পূর্ব্বক নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিলে, তাহাকে শূল্যমাংস বলা যায়। শূলদ্বারা সংস্কৃত বলিয়া উহাকে শূল্য এবং রসসংযুক্ত মাংসকে সরস মাংস বলা যায়। শূল্যমাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা—লঘুপাকী ও সুপথ্য। সরসমাংস—শূল্যমাংসের সমান গুণশালী, বিশেষতঃ লঘুপাকী এবং জঠরাগ্নিসন্দীপক ॥ ১১৬–১১৮ ॥

অঙ্গার প্রতপ্তমাংসের নাম।

অঙ্গারাগ্নিতে পক্বমাংসকে অঙ্গারপ্রতপ্ত মাংস বলে ॥ ১১৯ ॥

পিষ্টমাংসের নাম।

দাড়িম্বরস, সৈন্ধবলবণ ও জাফরাণ প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত মাংস পেষণ পূর্ব্বক পিটার আকার করিয়া পাক করিলে, তাহাকে পিষ্টমাংস বলা যায় ॥ ১২০ ॥

ঘৃতাদিসাধিতমাংসের নাম।

যে মাংস একবার ভাজিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতাদিতে ভাজিয়া লওয়া যায়, তাহাকে ঘৃতাদিসাধিত মাংস বলে ॥ ১২১ ॥

তন্দুপক্বমাংসনামগুণাঃ।

মাংসং সৌরভসংলিপ্তং তন্দুপক্বং মধুপ্রভম্ ॥ ১২২ ॥

তৈলপক্বমাংসনামগুণাঃ।

প্রদিগ্ধং সরসং পক্বং ভর্জ্জিতং মৃদুপাচিতম্।
প্রতপ্তং পরিশুষ্কঞ্চ শূল্যং যচ্চান্যদীদৃশম্ ॥ ১২৩ ॥
মাংসং তৈলেন সিদ্ধন্তদ্ বীর্য্যোষ্ণং গুরু পিত্তলম্ ॥ ১২৪ ॥

ঘৃতপক্বমাংসনামগুণাঃ।

ঘৃতপক্বং তদেব স্যাৎ লঘু রুচ্যমপিত্তলম্।
অত্যুষ্ণং বীর্য্যবলদং হৃদ্যং দৃষ্টিপ্রসাদনম্ ॥ ১২৫ ॥

তক্রাদিপক্বমাংসনামগুণাঃ।

গোরসস্নেহধান্যাম্লফলাম্লকটুকাদিভিঃ।
সিদ্ধং মাংসং ভবেদ্ বল্যং রোচনং দীপনং গুরু ॥ ১২৬ ॥

তন্দুপক্বমাংসের নাম।

যে মাংস সৌরভ (জাফরাণ) যুক্ত এবং পাক করিলে মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহাকে তন্দুপক্ব মাংস বলে ॥ ১২২ ॥

তৈলপক্বমাংসের নাম ও গুণ।

প্রদিগ্ধ, সরস, পক্ব, ভর্জ্জিত, মৃদুপাচিত, প্রতপ্ত, পরিশুষ্ক, শূল্য অথবা অন্য যে প্রকার মাংসই হউক, তাহা তৈল দ্বারা পাক করিয়া লইলে, তাহাকে তৈলপক্ব মাংস বলা যায়। ইহা—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাকী ও পিত্তবর্দ্ধক ॥ ১২৩-১২৪ ॥

ঘৃতপক্বমাংসের গুণ।

ঘৃতপক্বমাংস—লঘুপাকী, রুচিকর, অল্পপিত্তবর্দ্ধক, অত্যন্ত উষ্ণ, বীর্য্যজনক, বলকর, হৃদ্য ও দৃষ্টিপ্রসাদক ॥ ১২৫ ॥

তক্রাদিপক্বমাংসের গুণ।

তক্র, কাঁজি, তেঁতুল ও কটুকাদি (ঝিকটাদি) সহ পক্বমাংস—বলকর, রুচিজনক, অগ্নিদীপক ও গুরুপাকী ॥ ১২৬ ॥

স্বিন্নমাংসনামগুণাঃ।

মাংসমতিরসং রূক্ষং সুস্বিন্নং বাতলং গুরু ॥ ১২৭ ॥

বেসবারনামগুণাঃ।

গতাস্থিমাংসং সুস্বিন্নং পুনর্দৃষদি পেষয়েৎ।
ব্যোষাদিসংস্কৃতং কৃত্বা পচেদ্ ভূয়ো ঘৃতান্বিতম্।
বেসবারোঽয়মুদ্দিষ্টো বল্যো বাতহরো গুরুঃ ॥ ১২৮ ॥

সৌরভনামগুণাঃ।

স্বিন্নমুদ্গাদিকল্কোঽপি বেসবারোঽপরঃ স্মৃতঃ।
হরিদ্রাব্যোষসিন্ধূত্থহিঙ্গুধান্যকদাড়িমৈঃ ॥
সাজাজিভির্বেসবারঃ সৌরভোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ১২৯ ॥

মাংসরসসৌরভনামগুণাঃ।

মুদ্গাদিবেসবারস্তু যথা দ্রব্যগুণান্ বদেৎ।
পিষ্টমাংসসমুদ্ভূতঃ স্মৃতো মাংসরসো রসঃ।
সৌরভঃ সুরসঃ স্যাৎ তু সো রসো লবণান্বিতঃ ॥ ১৩০ ॥

স্বস্বিন্নমাংসের গুণ।

স্বস্বিন্ন (অত্যন্তসিদ্ধ) মাংস—সমধিকরসাল, রূক্ষ, বাতবর্দ্ধক এবং গুরু-
কী ॥ ১২৭ ॥

বেসবারের নাম ও গুণ।

অস্থিবিহীন সিদ্ধ মাংস শিলায় পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত ও ত্রিকটু প্রভৃতি সহ পাক
া হইলে তাহাকে বেসবার বলে। ইহা বলকারক, বাতঘ্ন ও গুরুপাকী
১২৮ ॥

সৌরভের নাম ও গুণ।

সিদ্ধ মুদ্গাদি পেষণ করিয়া লইলেও তাহাকে বেসবার বলা যায়। এই
সবারে হরিদ্রা, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, হিং, ধনে, দাড়িম ও জীরাচূর্ণ মিশ্রিত
রিলে, তাহাকে সৌরভ বলা যায় ॥ ১২৯ ॥

মাংসরস ও সৌরভের নাম।

মুগাদির বেসবার, প্রস্তুতকরণক দ্রব্যানুসারে গুণশালী জানিবে। পিষ্ট
স হইলে যে রস বহির্গত হয়, তাহাকে মাংসরস বলে। এই মাংসরস লবণ
[illegible] ॥ ১৩০ ॥

স্বানিক্কনামগুণাঃ

সংযুক্তো বেসবারেণ রসঃ স্বানিক্কমুচ্যতে ॥ ১৩১ ॥

মাংসরসনামগুণাঃ

রসো হৃদ্যঃ শ্রমশ্বাসবাতপিত্তক্ষয়াপহ ।
প্রীণনো ব্রণযুক্তানাং ক্ষীণানামল্পরেতসাম্ ॥ ১৩২ ॥
বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্ ।
শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্ ॥ ১৩৩ ॥

দাড়িমযুক্তমাংসরসনামগুণাঃ ।

সদাড়িমাদির্বলদো দোষঘ্নস্তু কৃতস্তু সঃ ॥ ১৩৪ ॥

সৌবীরাদিনামগুণাঃ ।

সৌবীরঃ প্রীণনঃ স্রোতো মুখশোষশ্রমাপহঃ ।
দীপনঃ ক্লমবাতঘ্ন সর্ব্বধাতুবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৩৫ ॥
স্বানিক্কস্তু গুরুঃ পথ্যো দীপ্তাগ্নীনাং বিশেষতঃ ।
অল্পমাংসাদিসংযুক্তো লবণাম্বুবিপাচিতঃ ॥ ১৩৬ ॥
দকলাচণিকা জ্ঞেয়া রসাঢ্যা লঘবো মতাঃ ।
তক্রাদিক্বাথসম্ভূতাঃ কথিতা কথিতা বুধৈঃ ॥ ১৩৭ ॥

স্বানিক্কের নাম ।

বেসবার সহ মাংসরস সংযুক্ত করিলে, তাহাকে স্বানিক্ক বলে ॥ ১৩১ ॥

মাংসরসের গুণ ।

মাংসরস—হৃদ্য, শ্রম, শ্বাস, বাত, পিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, তৃপ্তিকর এবং ব্রণরোগী, ক্ষীণ ব্যক্তি, অল্প শুক্রযুক্ত ব্যক্তি, বিশ্লিষ্টসন্ধি, ভগ্নসন্ধি, শুদ্ধ, শুদ্ধকাঙ্ক্ষী, স্বরহীন, দর্শনশক্তিপ্রার্থী, আয়ুর্ব্বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষী ও শ্রবণশক্তিবিহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব প্রশস্ত ॥ ১৩২–১৩৩ ॥

দাড়িমযুক্ত মাংসরসের গুণ ।

দাড়িম্বযুক্ত মাংসরস—বলকর ও ত্রিদোষনাশক ॥ ১৩৪ ॥

সৌবীরাদির নাম ও গুণ ।

সৌবীর (কাঁজি বিশেষ, ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে)—প্রীতিকর, শীতল, মুখশোষ ও শ্রমনাশক, অগ্নিসন্দীপক, ক্লান্তি ও বাতবিনাশক ও সর্ব্বধাতুবর্দ্ধক । স্বানিক্ক—গুরুপাকী ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে অতীব প্রশস্ত । [illegible]

ক্বথিতা পাচনী হৃদ্যা রুচ্যা বহ্নিপ্রদা লঘুঃ।
কফানিলবিবন্ধঘ্নী কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপনী ॥ ১৩৮ ॥

ক্বথিতনামগুণাঃ।

শাকং তক্রাদিভিঃ সম্যক্ সাধিতং ক্বথিতং মতম্।
ক্বথিতং দীপনং রুচ্যং বাতশ্লেষ্মশ্রমাপহম্।
ত্যক্ত্বা স্বহেতুশাকস্য গুণানেতদ্গুণং ভবেৎ ॥ ১৩৯ ॥

পর্পটনামগুণাঃ।

পর্পটা লঘবো রুচ্যা লঘীয়ান্ ক্ষারপর্পটঃ ॥ ১৪০ ॥

পিণ্যাকপললনামগুণাঃ

পিণ্যাকস্তিলকিট্টঃ স্যাৎ পললং তিলপিষ্টকম্।
পিণ্যাকো লঘুরূক্ষশ্চ বিষ্টম্ভী দৃষ্টিদূষণঃ ॥ ১৪১ ॥
পললং বৃংহণং স্নিগ্ধং কফপিত্তকরং গুরু ॥ ১৪২ ॥

...সাদি সহ লবণাম্বু (লবণসংযুক্ত জল) পাক করিলে তাহাকে দলকাচণিকা ...ল। এবম্প্রকার সর্ব্ববিধ রস সকল লঘুপাকী বলিয়া জানিবে। তক্রাদি সহ ...কুকরা মাংসক্বাথকে ক্বথিতা বলে। ইহা—অগ্নিপ্রদীপক, লঘুপাকী, কফঘ্ন, ...নাশক, বিবন্ধনিবারক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপী ॥ ১৩৫—১৩৮ ॥

ক্বথিতের নাম ও গুণ।

তক্রাদি সহ শাক পাক করিলে, তাহাকে ক্বথিত বলা যায়। ইহা—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক ও শ্রমঘ্ন। এই ক্বথিত শাকের গুণ পরিত্যাগ করিয়া এই সকল গুণ ধারণ করে ॥ ১৩৯ ॥

পর্পটের নাম ও গুণ।

পর্পট (পাঁপর ভাজা)—লঘুপাকী ও রুচিকারক এবং ক্ষার পর্পট অত্যন্ত লঘুপাকী ॥ ১৪০ ॥

পিণ্যাক ও পললের নাম ও গুণ।

তিলকল্ককে (খৈলকে) পিণ্যাক এবং তিলচূর্ণকে পলল বলা যায়। পিণ্যাক—লঘুপাকী, রূক্ষ, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টিদূষক। পলল—বৃংহণ, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও গুরু ॥ ১৪১—১৪২ ॥

গুণাগুণ নির্ণয়ঃ।

দ্রব্যকালক্রিয়াযোগদেহাদীনি বিচার্য্য তু।
অন্যেষামপ্যনুক্তানামেষামপি গুণান্ বদেৎ॥ ১৪৩॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদ নাম্নি পূর্ণো
ধান্যাদিনামান্নবর্গোঽয় মেকাদশঃ॥ ১৪৪॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

মুখেন্দু পদ্মপ্রতিবোধলুব্ধং বিধুন্তুদালিভ্রমমাদধানম্।
লক্ষ্মীকপোলপ্রতিবিম্বিতাঙ্গং নীলাব্জনীলং কলয়ামি তেজঃ॥১॥

গুণাগুণনির্ণয়।

দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, যোগ ও দেহাদি বিচার পূর্ব্বক অন্যান্য অনুক্ত দ্রব্য সমূহের গুণাগুণ নির্ণয় করিবে। ১৪৩॥

রাজগণের মুখতিলক স্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধৃ সম্পন্ন শ্রীমদ্রাজা মদনপাল বিরচিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে ধান্যাদি অন্নবর্গ সমাপ্ত॥ ১৪৪॥

ইতি একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

মঙ্গলাচরণ।

মুখ চন্দ্রস্বরূপ পদ্ম প্রস্ফুটনে লুব্ধ রাহুরূপ মধুকরের ভ্রমজনক, লক্ষ্মী-কপোলে প্রতিবিম্বিতাঙ্গ নীলপদ্ম সদৃশ নীলবর্ণ, (কৃষ্ণাখ্য) তেজকে আমি আশ্রয় করি। ১॥

মাংসবর্গঃ।

হস্তিনামগুণাঃ।

হস্তী মতঙ্গজো দন্তী মাতঙ্গোঽনেকপঃ করী।
সিন্দূরঃ কুঞ্জরঃ পদ্মী বারণো দ্বিরদো দ্বিপঃ॥ ২॥
ইভো দন্তাবলো নাগঃ কুম্ভী স্তম্বেরমো গজঃ।
হস্তিনী ধেনুকা প্রোক্তা করেণুঃ করিণী চ সা।
হস্তী কফানিলৌ হন্যাদুষ্ণপিত্তাস্রকোপনঃ॥ ৩॥

ঘোটকনামগুণাঃ।

ঘোটকঃ সৈন্ধবো বাজী তুরঙ্গস্তুরগো হয়ঃ।
তুরঙ্গমোঽশ্বো গন্ধর্ব্বো বাহঃ সপ্তির্যজুর্জ্জবী॥ ৪॥

মাংসবর্গ।

হস্তীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

হস্তী, মতঙ্গজ, দন্তী, মাতঙ্গ, অনেকপ, করী, দ্বিরদ, দ্বিপ, সিন্দূর, কুঞ্জর, পদ্মী, বারণ, ইভ, দন্তাবল, নাগ, কুম্ভী, গজ, { মতঙ্গ, পীলু, বরাঙ্গ, পুষ্করী, জলকঙ্ক, মহামৃগ, স্তম্বেরম, শূর্পকর্ণ, সিন্ধুর, সামজ, কটী, অন্তঃস্বেদ, দীর্ঘমারুত, বিলোমজিহ্ব, করোটি, পিণ্ডপাদ, গিরিমান্, মহামদ, পেচকী, কটকী, দ্বিহা, দণ্ডবালধি, নির্ব্বর, দ্বিপায়ী, পূর্ণশ্রুতি, গুণ্ডালু, চক্রপাদ, চান্দর, কাঞ্জর, কাঞ্জার, শক্তি, শল্লি, ভদ্র, ষষ্টিহায়ন, দ্রুমারি, বিষাণী, মহাবল, রদনী, করম্ভী, দ্বিরদন, চন্দির, কম্বু, পেচিল, লতালুক, জলাকাঙ্ক্ষী, খাজীব, লিঙ্গী, সামযোনি, সিবর, কর্ণিকী, করেণু, শৃঙ্গারী, সমাজ, পঞ্চনখ, সিন্দূর, তিলক, নগজ, বনজ, মহাকায়, স্থূলপাদ, সূচিকাধর, বিষাণী, রণমত্ত, মত্তকাশ, দ্বিরাপ, দীর্ঘবক্ত্র ও ষষ্টিমত্ত }, এই সকল শব্দ হস্তীর নাম। হস্তিনী, ধেনুকা, করেণু, করিণী, { পিলুলা, পুষ্করিণী, গজপত্নী, বসা, জলাকাঙ্ক্ষী, ইভী, মাতঙ্গী, রেণুকা, বসা, কুঞ্জরী, গণেরু, করেণু, করেণুকা, বাসিতা, বামা, কটস্তরা, গণিকা, কচা, গজযোষিৎ ও পদ্মিনী } এই শব্দ সকল হস্তিনীর নাম। হস্তীর মাংস—কফঘ্ন, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তপ্রকোপক ও রক্তদূষক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় হস্তীকে হাতী ও হস্তিনীকে মেয়েহাতী বলে॥ ২–৩॥

ঘোটকের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

ঘোটক, সৈন্ধব, বাজী, তুরঙ্গ, তুরগ, হয়, তুরঙ্গম, অশ্ব, গন্ধর্ব্ব, বাহ, সপ্তি, যজু, জবী, { পীতি, অর্ব্বা, কম্বোজ, ঘোট, পীতী, পীথি, তার্ক্ষ্য, হরি, বীতি,

ঘোটিকা বড়বা বামী প্রসূতাশ্বা চ বাজিনী।
ঘোটকঃ কটুকঃ পাকে দীপনঃ কফপিত্তকৃৎ ॥ ৫ ॥
বাতহৃদ্ বৃংহণো বল্যশ্চক্ষুষ্যো মধুরোঽলঘুঃ ॥ ৬ ॥

অশ্বতরনামগুণাঃ।

তজ্জো ঘোট্যামশ্বতরো শীঘ্রবেগোঽঙ্গপূজিতঃ।
বল্যমাশ্বতরঃ মাংসং বৃংহণং কফপিত্তলম্ ॥ ৭ ॥

উষ্ট্রনামগুণাঃ।

উষ্ট্রঃ ক্রমেলকো বক্রগ্রীবঃ শাখাশনো ময়ঃ।
শৃঙ্খলঃ করভো দীর্ঘজঙ্ঘো ধূম্রো মরুৎপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥

সিংহাধিক্রান্ত, রাজবাহ, মুদ্গসার, কীটক, কেসরী, প্রয়োগ, প্রয়াগ, কিম্বী, ক্রান্ত, সপ্তপশু, মুদাভুক্, শালিহোত্র, লক্ষ্মীপুত্র, প্রকীর্ণক, বাতায়ন, শ্রীপুত্র, চামরী, হ্রেষী, শালিহোত্রী, রাজস্কন্ধ, মরুদ্রথ, হরিদ্রাক্ত, একশফ, কিঙ্কী, ললান, বিমানক, অত্য, বহ্নি, দধিক্রা, দধিত্রা, দধিক্রাবা, এতস, এতশ, পৈদ্ব, দ্রোর্গহ, উচ্চৈঃশ্রবণ, আশু, ব্রধ্ন, অরুষ, মাংশ্চত্বঃ, অবাথায়, শ্যেনাস, সপর্ণাঃ পতঙ্গ, নর, হংসাস্য, বীরাট, মুদ্গভোজী, জবন, জিতব, বাহনশ্রেষ্ঠ, অমৃতসোদর ও শ্রীভ্রাতা }, এই সকল শব্দ ঘোটকের নাম। ঘোটিকা, বড়বা, প্রসূতা, অশ্বা, বাজিনী, { প্রসূকা, প্রসূ, ঘোটকী, ঘোটী, তুরঙ্গী, অশ্বী }, এই সকল শব্দ ঘোটকীর নাম। ঘোটকের মাংস—পাকে কটু, অগ্নিদীপক, কফবর্দ্ধক, পিত্তোৎপাদক, বাতনাশক, বৃংহণ, বলকর, চক্ষুষ্য, মধুর ও লঘুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ঘোটককে ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া এবং ঘোটকীকে ঘুড়ী, মেদী ঘোড়া, মাদন ও মেয়ে ঘোড়া বলে ॥ ৪-৬ ॥

অশ্বতরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

গর্দ্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে যে পশু উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অশ্বতর বলে। দীর্ঘবেগ, অঙ্গপূজিত ও { বেসর }, এই কয়েকটী শব্দ অশ্বতরের পর্য্যায়। ইহার মাংস—বলকর, বৃংহণ, কফবর্দ্ধক এবং পিত্তপ্রকোপী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে খচর ও খচ্চর বলে ॥ ৭ ॥

উষ্ট্রের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

উষ্ট্র, ক্রমেলক, বক্রগ্রীব, শাখাশন, ময়, শৃঙ্খল, করভ, দীর্ঘজঙ্ঘ, ধূম্র, মরুৎপ্রিয়, { মহাঙ্গ, দীর্ঘগতি, বলী, দাসেরক, ধূসর, লম্বোষ্ঠ, বরণ, জবী, জাঙ্ঘিক, দীর্ঘ, শৃঙ্খলক, মহামান, মহাধ্বগ, মহাগ্রীব, মহানাদ, মহাপৃষ্ঠ, গ্রীবী, বলিষ্ঠ, শরভ, ধূম্রক, ক্রমেল, কণ্টকাশন, ভোলি, বহুকর, অধ্বগ,

উষ্ট্রমাংসং লঘু স্বাদু চক্ষুষ্যমনিলাপহম্।
দোষত্রয়প্রশমনং মেদঃপিত্তকফপ্রদম্ ॥ ৯ ॥

গর্দ্দভনামগুণাঃ।

গর্দ্দভো রাসভো ভারবাহী দূরগমঃ খরঃ।
গার্দ্দভং পিত্তলং বল্যং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ।
কটু পাকে লঘু শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্বন্যখরোদ্ভবম্ ॥ ১০ ॥

মহিষনামগুণাঃ।

মহিষঃ সৌরভঃ শৃঙ্গী বাহবৈরী ঘনাঘনঃ।
কাংসরো গবলো দংশী লুলায়ঃ কালবাহনঃ ॥ ১১ ॥
মাহিষং মধুরং মাংসং স্নিগ্ধোষ্ণং বাতনাশনম্।
নিদ্রারেতোবলস্তন্যতনুদার্ঢ্যকরঙ্গুরু।
তদ্বদারণ্যজং বিন্দ্যাদ্বিশেষাচ্ছোষিণে হিতম্ ॥ ১২ ॥

মরুদ্বিপ, বাসন্ত, কুলনামা, দীর্ঘগ্রীব, মরুপ্রিয়, দ্বিককুৎ, দাসের, দুর্গলঙ্ঘন, ভূতঘ্ন, কেলিকীর্ণ, কুবাহল, বণিগ্বহ ও দীর্ঘাধ্বগ }, এই শব্দ সমুদায় উষ্ট্রের নাম। উষ্ট্রমাংস—লঘুপাকী, মধুররসাত্মক, চক্ষুষ্য, বাতঘ্ন, ত্রিদোষপ্রশমক, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপী এবং কফবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে উট্ বলে ॥ ৮-৯ ॥

গর্দ্দভের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

গর্দ্দভ, রাসভ, ভারবাহী, দূরগম, খর, { রাসভ, বেশর, বেসর, চক্রীবান্, বালেয়, ধূসর, স্মরস্মর্য্য, চিরমেহী, পশুচারী, চোরপুষ্প, চারট, গ্রাম্যাশ্ব, শঙ্কুকর্ণ, শুদ্ধজঙ্ঘ, ভূরিগম, ভারক ও ধূসরাহ্বয় }, এই শব্দ সমুদায় গর্দ্দভের নাম। গর্দ্দভের মাংস—পিত্তবর্দ্ধক, বলকর, বৃংহণ, কফজনক, পিত্তোৎপাদক, পাকে কটু ও লঘুপাকী। গ্রাম্য গর্দ্দভের মাংস অপেক্ষা বন্য গর্দ্দভের মাংস শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গাদা ও গাধা বলে ॥ ১০ ॥

মহিষের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

মহিষ, সৌরভ, শৃঙ্গী বাহবৈরী, ঘনাঘন, কাংসর গবল, দংশী, লুলায়, কালবাহন, { লুলাপ, বাহদ্বিষন্, কাসর, সৈরিভ, ধীরস্কন্ধ, পৃষ্ঠশৃঙ্গী, স্কন্ধশৃঙ্গ, যমবাহন, বংশভীরু, রজস্বল, কালীতনয়, লালিক, কৃষ্ণশৃঙ্গ, অশ্বারি, অনূপ, রক্তাক্ষ, ক্রোধী, কলুষ মত্ত, বিষাণী, গবলী, বলী, পীনস্কন্ধ ও কৃষ্ণকায় } এই

ভল্লূকগণ্ডকনামগুণাঃ

ঋক্ষোঽচ্ছভল্লো ভল্লূকঃ খড়্গী খড়্গশৃঙ্গ গণ্ডকঃ।
ঋক্ষঃ স্নিগ্ধো গুরুর্ব্বৃষ্যঃ স্বাদূষ্ণঃ পবনাপহঃ॥ ১৩॥
গণ্ডকো বহুবিণ্মূত্রঃ পবিত্রোঽনিলনাশনঃ॥ ১৪॥

সিংহশার্দ্দূলনামগুণাঃ।

সিংহঃ পঞ্চাননো দৃপ্তো মৃগেন্দ্রঃ কেসরী হরিঃ।
শার্দ্দূলঃ স্যাৎ পঞ্চনখো মৃগনাথঃ সকৃৎপ্রজঃ।

শব্দ সমুদায় মহিষের নাম। মহিষ মাংস—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রল, বলকর, স্তন্যপ্রবর্ত্তক, শরীরের দৃঢ়তাকারক ও গুরুপাকী। বন্য মহিষের মাংস ও এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট অধিকন্তু শোষরোগীর পক্ষে অতীব হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মষ্ ও ভঁষ্ বলে॥ ১১–১২॥

ভালুকের এবং গণ্ডারের নাম ও উহাদের মাংসের গুণ।

ঋক্ষ, অচ্ছভল্ল, ভল্লুক, { ভল্ল, সশলা, ভূর্ঘোষ, চিরায়ু, পৃষ্টদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি, দীর্ঘকেশ, ভূশয়, দীর্ঘদর্শী, ভালুক, ভাল্লুক, ভল্লক, দীর্ঘরোমা } এই শব্দ সমুদায় ভল্লুকের নাম। খড়্গী, খড়্গ, গণ্ডক, { খড়্গমৃগ, ক্রোড়, যুগ্ম, তুঙ্গমুখ, বলী, বজ্রচর্ম্মা, বাদ্ধ্রীনস, স্বনোৎসাহ, একচর, গণ্ডোৎসাহ ও গণ্ড }, এই শব্দ সমুদায় গণ্ডকের নাম। ভল্লূকমাংস—স্নিগ্ধ, গুরুপাকী, বৃষ্য, মধুর, উষ্ণবীর্য্য ও বাতনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ভল্লূককে ভালুক এবং গণ্ডককে গণ্ডার, গাণ্ডার ও গাঁড়ার বলে॥ ১৩–১৪॥

সিংহের ও শার্দ্দূলের নাম ও উহাদের মাংসের গুণ।

সিংহ, পঞ্চানন, দৃপ্ত, মৃগেন্দ্র, কেসরী, হরি, { পঞ্চাস্য, হর্য্যক্ষ, কেশরী, গজমোচন, মৃগরিপু, গজারি, পশুরাজ, ভীমনাদ, বিসঙ্কট, ইভমাচল, কলক্ষব, গজমোটন, রক্তজিহ্ব, বনরাজ, মুক্তচক্ষু, ভীমবিক্রান্ত, করিমাচল, করভীর, শ্বেতপিঙ্গল, কণ্ঠীরব, পঞ্চশিখ, শৈলাট, ভীমবিক্রম, সটাঙ্ক, মৃগরাট্, মৃগরাজ; মরুৎপ্লব, কেশী, লম্বৌকা, করিদারক, শৈলেয়, মহাবীর, শ্বেতপিঙ্গ, মৃগারি, ইভারি, নখরায়ুধ, মৃগপতি, মহানাদ, পারিন্দ্র, নারীন্দ্র; পঞ্চমুখী, নখী, মানী,

সিংহশার্দ্দূলয়োর্মাংসমুষ্ণং বাতাক্ষিরোগজিৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যাঘ্রনামগুণাঃ।

ব্যাঘ্রো মৃগারির্মৃগহা ব্যালো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

চিত্রকনামগুণাঃ।

চিত্রকো বেগবাংশ্চিত্রো দ্বীপী স্যাদ্দীর্ঘদংষ্ট্রকঃ ॥ ১৮ ॥

বৃকনামগুণাঃ।

বৃকদেহো বৃক্ষঃ কোকস্তরক্ষুস্তু মৃগাদনঃ ॥ ১৯ ॥

ক্রব্যাদ, মৃগাধিপ, শূর, বিক্রান্ত, দ্বিরদান্তক, বহুবল, দৃপ্ত, বিক্রমী, বলী ও দীপ্তপিঙ্গল }, এই সকল শব্দ সিংহের নাম। শার্দ্দূল, মৃগনাথ, পঞ্চনখ ও সকৃৎপ্রজ ও { শরভ }, এই কয়েকটী শব্দ শার্দ্দূলের নাম। সিংহমাংস—উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও চক্ষুরোগ নাশক। শার্দ্দূলমাংস—সিংহমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। প্রচলিত বঙ্গভাষায় সিংহকে সিংহ ও সিংগির এবং শার্দ্দূলকে শরভমৃগ বলে ॥ ১৫-১৬ ॥

ব্যাঘ্রের নাম।

ব্যাঘ্র, মৃগারি, মৃগহা, ব্যাল, ভীমপরাক্রম, { শার্দ্দূল, দ্বীপী, পুণ্ডাক, বনশ্বা, চিত্রক, পুণ্ডরীক, কর্ব্বূর, ভয়ানক, হিংস্রপশু, ব্যাড়, হিংস্রক, হংসাক, শ্বাপদ, বিচিত্রাঙ্গ, পঞ্চনখ, গুহাশয়, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভীরু ও নখায়ুধ }, এই সকল শব্দ ব্যাঘ্রের নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে বাঘ্ বলে ॥ ১৭ ॥

চিত্রক ব্যাঘ্রের নাম।

চিত্রক, বেগবান্, চিত্র, দ্বীপী, দীর্ঘদংষ্ট্রক, { চিত্রকায়, উপব্যাঘ্র, মৃগান্তক, শূর, ক্ষুদ্রশার্দ্দূল ও চিত্রব্যাঘ্র }, এই শব্দ সমুদায় চিত্রকব্যাঘ্র, পর্য্যায়ক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিতেবাঘ্ বলে ॥ ১৮ ॥

বৃকের ও তরক্ষুর নাম।

বৃকদেহ, বৃক, কোক, { ঈহামৃগ, বিক্রুক, গোবৎসাদী, বৎসাদন, ছাগভোজী, ছাগলান্ত্রী, জনাশন ও ঈহাবৃক }, এই কয়েকটী শব্দ বৃকের নাম। তরক্ষু, মৃগাদন, { তরক্ষ, তরক্ষু, তক্ষ, তরক্ষুক ও তরক্ষক }, এই কয়েকটী শব্দ তরক্ষুর পর্য্যায়। প্রচলিত বঙ্গভাষায় বৃককে ঘোঘ ও তরক্ষুকে নেকৃড়েবাঘ এবং হিন্দীভাষায় বৃককে হুণ্ডার বলে ॥ ১৯ ॥

ব্যাঘ্রাদিনামগুণাঃ।

ব্যাঘ্রচিত্রতরক্ষূণাং বৃকানাং পললং গুরু।
উষ্ণং বাতহরং স্বর্য্যং হিতমক্ষিবিকারিণাম্ ॥ ২০ ॥

কুক্কুরশূকরনামগুণাঃ।

কুক্কুরঃ শুনকঃ শ্বা স্যাৎকৌলেয়ঃ শূনকঃ শুনঃ।
সারমেয়ঃ কৃতজ্ঞশ্চ ভক্ষণো মৃগদংশকঃ ॥ ২১ ॥
শূকরো রোমশঃপোত্রী কোলঃ ঘোণিঃ কিরিঃ কিটিঃ।
দংষ্ট্রী ক্রোষ্টুস্তূর্দ্ধরোমা ভূদারশ্চ বরাহকঃ ॥ ২২ ॥
শৌকরং পিশিতং স্বাদু-বল্যং বাতাপহং গুরু।
স্নিগ্ধোষ্ণং শুক্রলং রুচ্যং নিদ্রাস্থূলত্বদার্ঢ্যকৃৎ ॥ ২৩ ॥

ব্যাঘ্রাদির মাংসের গুণ।

ব্যাঘ্র, চিত্রকব্যাঘ্র, তরক্ষু ও বৃক, ইহাদের মাংস—গুরুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, সুস্বরজনক ও চক্ষুরোগে হিতকর ॥ ২০ ॥

কুক্কুরের নাম ও গুণ।

কুক্কুর, শুনক, শ্বা, কৌলেয়, শূনক, শুন, সারমেয়, কৃতজ্ঞ, ভক্ষণ, মৃগদংশক, { শয়ালু, শূর, মৃগারি, গ্রামমৃগ, কালেয়ক, রাত্রিজাগর, বৃকারি, বক্রলাঙ্গুল, ভল্লূক, ভষণ, শ্বান, শুনি, কর্কুব, ভষক, শুনক, কৌলেয়ক, দীর্ঘচেতন, শয়কাম্য, শিবারাতি, শরৎকামী, বৃকদংশ, চক্রবালধি, রসনালিট্, অস্থিভুক, রুকারাতি, বশাপায়ী, দ্বাদশায়ু, দৃতিহরি, পরোগতি, জিহ্বালিট্, ভব, গ্রামীণ, অলিপঙ্ক, অস্থিভক্ষ ও ইন্দ্রমহাকামুক }, এই সকল শব্দ কুক্কুরের পর্য্যায়। কুক্কুর—বহু ভোজনকারী, অল্প খাদ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট, সুনিদ্র (শব্দ মাত্রে চৈতন্য হয়), দীর্ঘচেতন (অনেক রাত্রি জাগিয়া থাকে), প্রভুভক্ত ও বলবান, এই ছয়টী গুণ বিশিষ্ট।

শূকরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

শূকর, রোমশ, পোত্রী, কোল, ঘোনি, কিরি, কিটি, দংষ্ট্রী, ক্রোষ্টু, উর্দ্ধরোম, ভূদার, বরাহক, { শূকর, ঘৃষ্টি, ঘাণী, ক্রোড়, স্তব্ধরোমা, কির, মুস্তাদ, মুষলাঙ্গু, স্থূলনাসিক, দন্তায়ুধ, বক্রবক্ত্র, দীর্ঘতর, আখানক, ভূক্ষিৎ, বাণ্ডস্থ, সূচীরোম, স্থূলনাস, ভলেক্ষণ, ঘৃষ্টী, দৃঢ়রোমা, পঙ্কক্রীড়, বজ্রদংষ্ট্র, বলী, পৃথুস্কন্ধ, ভেদ, শূর, পোত্রায়ুধ, বহ্বপত্য, বহ্বায়ুধ, বরাহ, বিটচর, বিট্‌বরাহ, বিষ্কল ও দারক

ছাগনামগুণাঃ।

ছাগী গলস্তনী মণ্ডা সর্ব্বভক্ষ্যা ত্বজা ভৃজা।
বর্ব্বরশ্ছাগলশ্ছাগো বস্তেয়ঃ কালকঃ পশুঃ ॥ ২৪ ॥
ছাগমাংসং গুরু স্নিগ্ধং লঘু পক্বং ত্রিদোষজিৎ।
অদাহি বৃংহণং নাতিশীতং পীনসনাশনম্।
দেহধাতুসমানত্বাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্ ॥ ২৫ ॥

গোনামগুণাঃ।

বলীবর্দ্দস্তু বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ।
সৌরভেয়োঽনড্বান্ শৃঙ্গী পুঙ্গবো গন্ধমৈথুনঃ ॥ ২৬ ॥
দোগ্ধ্রী ভদ্রা সৌরভেয়ী জগতী শকরী ধেনুঃ।
সুরভী রোহিণী গাভী মাতা মাহেন্দ্রী বাহেয়ী।
গোমাংসং পূতমায়ুষ্যং শ্রমঘ্নং বাতনাশনং ॥ ২৭ ॥

এই সকল শব্দ শূকরের পর্য্যায়। শূকরমাংস—স্বাদু, বলকর, বাতঘ্ন, গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, নিদ্রাকারক এবং দেহের স্থূলতা ও দৃঢ়তা-বিধায়ক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শূয়োর, শোর ও বরা বলে ॥ ২১–২৩ ॥

ছাগের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

বর্ব্বর, ছাগল, ছাগ, বস্তেয়, কালক, পশু, { যজ্ঞপশু, পরিক্রমসহ, পাদচত্বর, বস্ত, ছগলক, অজ, স্তভ, ছগ ছগল স্তভ, শুভ, স্তবক, লঘুকার, ক্রয়দশ, পর্ণভোজন, লম্বকর্ণ, মেননাদ, বুচক, অল্পায়ু, শিবাপ্রিয়, অবুক, পয়স্বল ও মেষ }, এই সকল শব্দ ছাগের নাম। ছাগী, গলস্তনী, মণ্ডা, সর্ব্বভক্ষা, অজা, ভৃজা, { পয়স্বিনী, ভীরু, মেধ্যা, গলেস্তনী, মঞ্জ, ছাগিকা, চুলুম্পা, বজ্ঞা, সঞ্জা, সুখবিলুণ্ঠিকা ও ছেলিকা }, এই সকল শব্দ ছাগীর নাম। ছাগমাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, লঘু, স্বাদু, ত্রিদোষ নাশক, অদাহি, বৃংহণ, অনতিশীতল, পীনস নাশক, দেহের ও ধাতুর সমতা হেতু অনভিষ্যন্দি এবং বীর্য্যজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ছাগকে ছাগল ও পাঁঠা এবং ছাগীকে বকরী পাটী ও ধাড়ীছাগল বলে ॥ ২৪–২৫ ॥

গরুর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

বলীবর্দ্দ, বৃষভ, ঋষভ, বৃষ, সৌরভেয়, অনড্বান্, শৃঙ্গী, গন্ধমৈথুন, পুঙ্গব, { শাক্কর, বহত, স্কন্ধোদ্বেগ, শিখী ষণ্ড, গোনাথ, গোপ্রিয়, মহোক্ষ, বৃৎসন ও ভদ্র }, এই সকল শব্দ বৃষের (ষাঁড়ের) নাম। দোগ্ধ্রী, ভদ্রা, সৌরভেয়ী,

মেষমেদঃপুচ্ছনামগুণাঃ।

মেষো ভেড়ো হুড়ো মেঢ্র উরভ্র উরণোঽবিকঃ।
ঊর্ণায়ুরেড়কো বৃষ্ণির্মেদঃপুচ্ছস্তু দুম্বকঃ॥ ২৮॥
মেষমাংসং গুরু স্নিগ্ধং বল্যং পিত্তকফপ্রদম্।
মেদঃপুচ্ছামিষং বৃষ্যং কফপিত্তকরং গুরু॥ ২৯॥

এণনামগুণাঃ।

হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাৎ কুরঙ্গশ্চারুলোচনঃ।
সারঙ্গো জিনযোনিশ্চ বাতায়ুশ্চপলো মৃগঃ॥ ৩০॥
এণঃ কৃষ্ণোঽপরঃ কৃষ্ণকুরঙ্গঃ কৃষ্ণসারকঃ।
এণমাংসং হিমং রুচ্যং গ্রাহি দোষত্রয়াপহম্।
ষড্রসং বলদং পথ্যং লঘু হৃদ্যং জ্বরাস্রজিৎ॥ ৩১॥

ভগবতী, শর্করী, ধেনু, সুরভি, রোহিণী, গাভী, মাতা, মাহেয়ী, বাহেয়ী, { উস্রা, শৃঙ্গিনী, অর্জ্জুনী, অঘ্ন্যা, গৌরী, বহুলা, মহী, ইলা, ইজ্যা, অনডুহী, কল্যাণী ও পাবনী }, এই সকল শব্দ গাভীর নাম। গব্য মাংস—পবিত্র, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, ও বাতনাশক॥ ২৬-২৭॥

মেষের ও মেদঃপুচ্ছের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

মেষ, ভেড়, হুড়, মেঢ্র, উরভ্র, উরণ, অবিক, ঊর্ণায়ু, ওড়ক, বৃষ্ণি, { পৃথুশৃঙ্গ, বহুরোমা, এড়, শৃঙ্গিণ, অবি, এলক, লোমশ, ভেড্র, ভেড়ক, মেণ্ঢ, হুড্ডু, মেহ, নস্কাল ও মেঢ় }, এই সকল শব্দ মেষের নাম। মেদঃপুচ্ছ, দুম্বক, { মেদঃপুচ্ছক ও দুম্ব }, এই শব্দ সকল মেদঃপুচ্ছের নাম। মেষমাংস—গুরুপাকী, স্নিগ্ধ, বলকর, পিত্তপ্রকোপী ও কফোৎপাদক। মেদঃপুচ্ছমাংস—বীর্যজনক, কফজনক, পিত্তপ্রকোপক ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় মেষকে ভেড়া ও মেদঃপুচ্ছকে দুম্বা বলে॥ ২৮—২৯॥

হরিণের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

হরিণ, তাম্রবর্ণ, কুরঙ্গ, চারুলোচন, সারঙ্গ, জিনযোনি, বাতায়ু, চপল, মৃগ, এণ, { অজিনযোনি, মৃড়ীক, চলন, ভীরুহৃদয়, ময়ু, কুরগ, কুরঙ্গম, ঋষ্য, ঋশ্য, রিষ্য, রিশ্য, শারঙ্গ, এণক, ক্রব্যঘাতন, কৃষ্ণসার, সুলোচন ও পৃষত }, এই সকল শব্দ হরিণের নাম। কৃষ্ণকুরঙ্গ, কৃষ্ণসারক, { কৃষ্ণশারক, কৃষ্ণশার ও কৃষ্ণসার } এই শব্দ সমুদায় কালসারের নাম। হরিণমাংস—শীতল, রুচিকর, গ্রাহী ত্রিদোষ নাশক, ছয়রসযুক্ত, সুপথ্য, বলকর, লঘুপাকী, হৃদ্য, জ্বরঘ্ন ও রক্তপিত্ত নাশক॥ ৩০—৩১॥

গোকর্ণশম্বরনামগুণাঃ।

গোকর্ণোঽবিকটঃ শৃঙ্গী বিড়ৃদ্ধোঽন্যস্তু শম্বরঃ।
গোকর্ণশম্বরৌ শীতৌ গুরুস্নিগ্ধৌ কফপ্রদৌ।
রসে পাকে চ মধুরৌ রক্তপিত্তবিনাশনৌ॥ ৩২॥

গবয়নামগুণাঃ।

রুক্ষো নীলাগুকো নীলো গবয়শ্চারুদর্শনঃ।
গবয়ো মধুরো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ॥ ৩৩॥

কস্তূরীমুণ্ডনীমৃগনামগুণাঃ।

কস্তূরী হরিণী গন্ধী মুণ্ডনী মৃগমাতৃকা।
কস্তূরীহরিণঃ স্বাদুর্বদ্ধবিট্ দীপনো লঘুঃ।
মুণ্ডনী জ্বরকাসাস্রক্ষয়শ্বাসাপহা হিমা॥ ৩৪॥

গোকর্ণ ও শম্বর মৃগের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

গোকর্ণ, অবিকট, শৃঙ্গী ও বিড়্বন্ধ, এই কয়েকটী শব্দ গোকর্ণ মৃগের (গোহরিণের) নাম। এবং শম্বরকে অন্য একপ্রকার হরিণ বলে। ইহাদের মাংস—শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কফজনক, পাকে ও রসে মধুর ও রক্তপিত্তবিনাশক॥ ৩২॥

গবয়ের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

রুক্ষ, নীলাগুরু, নীল, গবয়, চারুদর্শন, {গোসদৃক্ষ, গবালুক, বনগো, কভদ্র ও মহাগন্ধ}, এই শব্দ সকল বনগরুর নাম। ইহার মাংস—মধুর, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফপ্রকোপী ও পিত্তবর্দ্ধক॥ ৩৩॥

কস্তূরীমৃগের এবং মুণ্ডনীমৃগের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

কস্তূরীহরিণ, গন্ধী ও {কস্তূরীমৃগ}, এই শব্দত্রয় কস্তূরীমৃগের নাম। ইহার নাভিদেশে কস্তূরী উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুণ্ডনী ও মৃগমাতৃকা, এই শব্দদ্বয় জঙ্গল মৃগ বিশেষের নাম। কস্তূরীমৃগ—স্বাদু, মলবদ্ধতাজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও লঘুপাকী। মুণ্ডনীমৃগ—জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও শ্বাসরোগনাশক এবং শীতল॥ ৩৪॥

কৃতমালবাতপ্রমীচ্ছিক্কারনামগুণাঃ।

কৃতমালো বর্ণচরঃ পৃষতো বিন্দুচিত্রকঃ।
বাতপ্রমীর্ব্বাতমৃগঃ ছিক্কারঃ কৃষ্ণপুচ্ছকঃ॥ ৩৫॥
কৃতমালাদিজং মাংসং মধুরং গ্রাহি দীপনম্।
হৃদ্যং শীতং লঘু শ্বাসজ্বরদোষত্রয়াস্রজিৎ॥ ৩৬॥

রুরুন্যঙ্কুমৃগনামগুণাঃ।

রুরুঃ শরন্মুক্তমৃগো ন্যঙ্কুর্ব্বহুবিষাণকঃ।
রুরোর্ম্মাংসং গুরু স্বাদু বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্।
ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্ব্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ॥ ৩৭॥

শশনামগুণাঃ।

শশঃ শূলী রোমকর্ণো লম্বকর্ণো বিলেশয়ঃ।
শশঃ শীতো লঘুঃ স্বাদুর্গ্রাহী পথ্যোঽগ্নিদীপনঃ।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাসরক্তপিত্তকফাপহঃ॥ ৩৮॥

কৃতমাল, বাতমৃগ ও ছিক্কারের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

কৃতমাল, বর্ণচর, পৃষত, বিন্দুচিত্রক (শবলপৃষ্ঠক ও চন্দ্রবিন্দু), এই শব্দ কয়েকটী শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগের নাম। বাতপ্রমী, বাতমৃগ ও (বাতমজ), এই শব্দ সকল বাতহরিণের নাম। ছিক্কার ও কৃষ্ণপুচ্ছক, এই শব্দদ্বয় কৃষ্ণপুচ্ছযুক্ত হরিণের নাম। এই ত্রিবিধ হরিণের মাংস—মধুর, গ্রাহী, অগ্নিসন্দীপক, হৃদ্য, শীতল, লঘুপাকী এবং শ্বাস, জ্বর, ত্রিদোষ ও রক্তপিত্তরোগ নিবারক। ৩৫-৩৬।

রুরু ও ন্যঙ্কুমৃগের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

রুরু, শরৎ ও মুক্তমৃগ, এই শব্দত্রয় রুরুমৃগের নাম। ন্যঙ্কু ও বহুবিষাণক, এই শব্দদ্বয় বহুশৃঙ্গযুক্ত হরিণের নাম। রুরুমাংস—গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, পিত্তঘ্ন ও বাতনাশক। ন্যঙ্কুমাংস—স্বাদু, লঘু, বল্য, বৃষ্য ও ত্রিদোষঘ্ন। ৩৭।

শশকের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

শশ, শূলী, রোমকর্ণ, লম্বকর্ণ, বিলেশয, (শূলিক, মৃদুলোমক, বনাখু ও শশক), এই শব্দ সকল শশকের নাম। শশকমাংস—শীতল, লঘু, স্বাদু, গ্রাহী, সুপথ্য, অগ্নিদীপক এবং সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও কফনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে খরগোষ, খরা, খরা ও শশারু বলে। ৩৮।

মহামৃগলক্ষণঃ।

কাশ্মীরদেশে সরসোঽষ্টপাৎস্যাৎ
উৎসাহযুক্তশ্চতুর্দ্ধপাদঃ।
উষ্ট্রপ্রমাণঃ সমহাবিষাণঃ
খ্যাতো বনস্থঃ স মৃগো মহাখ্যঃ॥ ৩৯॥

শল্লকনামগুণাঃ।

শল্লকঃ শললী শ্বাবিট্‌খরা মেধাস্যাৎসূচিনীঃ।
শল্লকঃ শ্বাসকাসাস্রশোফদোষত্রয়াপহঃ॥ ৪০॥
মেধা তথৈব বিজ্ঞেয়া বিশেষাদ্ বলবর্দ্ধনী॥ ৪১॥

বিড়ালনকুলনামগুণাঃ।

বিড়ালকস্তু মার্জ্জারো বিষদংশক আখুভুক্।
নকুলঃ পিঙ্গলো বভ্রুঃ সর্পারিঃ সর্ব্বভক্ষকঃ॥ ৪২॥
মার্জ্জারো মধুরঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতজিৎ।
কশতাশ্বাসকাসঘ্নো নকুলোঽপি সমো গুণৈঃ॥ ৪৩॥

মহামৃগের লক্ষণ।

কাশ্মীরদেশে সরস, অষ্টপাদবিশিষ্ট, উৎসাহযুক্ত, চারিপাদ ঊর্দ্ধগত, উষ্ট্রপ্রমাণ ও মহাবিষাণযুক্ত একপ্রকার বনজাত মৃগ আছে, তাহাকে মহামৃগ বলে॥ ৩৯॥

সজারুর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

শল্লক, শললী, শ্বাবিট্, { শল্যকণ্ঠ, শূল্য, শলাকা, ক্রকচপাদ, ছেদার, শূলামৃগ, বজ্রশল্য ও বিলেশয় }, এই শব্দ সমুদায় সজারুর নাম। মেধা, সূচিনী ও খরা, ইহাও অন্যবিধ সজারুর নাম। শল্লক—শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, শোথ ও ত্রিদোষনাশক। মেধা—শল্লকের গুণযুক্ত এবং বলকর। হিন্দীভাষায় ইহাকে "সালনী" বলে॥ ৪০—৪১॥

বিড়ালের ও নকুলের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

বিড়ালক, মার্জ্জার, বৃষদংশক, আখুভুক্, { বিড়ারক, বিড়াল, বিরাল, বিরালক, বিলাল, বিলালক, ওতু, দীপ্তাক্ষ, নক্তঞ্চারী, নক্তঞ্চর, নক্তচারী, জাহক, ত্রিশঙ্কু, জিহ্বাপ, মেনাদ, সূচক, মূষিকারাতি, শালাবৃক, মায়াবী,

বানরনামগুণাঃ ।

বানরো মর্কটঃ কীশো বনৌকাশ্চ বলীমুখঃ ।
হরিঃ শাখামৃগঃ প্লাবী প্লবঙ্গঃ প্লবগঃ কপিঃ ।
বানরো পবনশ্বাসমেদঃপাণ্ডুকৃমীন্ জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

শৃগালনামগুণাঃ ।

শৃগালো জম্বুকঃ ফেরুর্গোমায়ুঃ ফেরবঃ শিবঃ ।
শিবেশো বঞ্চকঃ ক্রোষ্টুর্নেপালঃ স্বল্পজম্বুকঃ ।
শৃগালো বলদো বৃষ্যঃ সর্ব্ববাতক্ষয়াপহঃ ॥ ৪৫ ॥

দীপ্তলোচন, কাহল, নেত্রপিণ্ড, পয়স্ত, মন্দির পশু, ব্যাঘ্রাস্য ও মার্জ্জারীয় }, এই সকল শব্দ বিড়ালের নামান্তর। নকুল, পিঙ্গল, বভ্রু, সর্পারি, সর্পভক্ষক, { কোটির, সর্পতৃণ, সূচীবদন, লোহিতানন, স্থূলপুচ্ছ, রক্তনেত্র ও বভ্রুদেহ }, এই সকল শব্দ নকুলের পর্য্যায়। বিড়ালমাংস ও নকুলমাংস—মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, বাতবিনাশক, কৃশতানাশক, শ্বাসনিবারক ও কাসঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় বিড়ালকে বেরাল, বিরাল ও বিরেল ; যাবনিক ভাষায় মেকুর এবং হিন্দীভাষায় "বিল্লী" বলে। এবং নকুলকে বঙ্গভাষায় বেজী ও নেউল বলে ॥ ৪২–৪৩ ॥

বানরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

বানর, মর্কট, কীশ, বনৌকাঃ, বলীমুখ, হরি, শাখামৃগ, প্লাবী, প্লবঙ্গ, প্লবগ, কপি, { বলিমৃগ, বনর, মর্ক, প্লব, প্লবঙ্গম, প্রবঙ্গম, গোলাঙ্গুল, কপিত্থাস্য, দধিশোণ, তরুমৃগ, নগাটন, হারি, ঝম্পা, ঝম্পারু, কলিপ্রিয়, কিখি, শালাবৃক, কুশাঙ্ক, কুষাকু, কৃষ্ণবক্ত্র ও বৃক্ষারুচ }, এই সকল শব্দ বানরের নামান্তর। ইহার মাংস—বাত, শ্বাস, মেহ, পাণ্ডু ও কৃমিরোগ বিনষ্ট করে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় বাঁদর ও বানর বলে ॥ ৪৪ ॥

শৃগাল ও ক্ষুদ্রশৃগালের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

শৃগাল, জম্বুক, ফেরু, গোমায়ু, ফেরব, শিব, শিবেশ, বঞ্চক, ক্রোষ্টু, শৃগাল, সৃগাল, ক্রোষ্টা, মৃগধূর্ত্ত, মৃতকান্তক, লোপাশক, শালামৃগ, মৃতমত্ত, মৃতমত্তক, মৃত্রমত্ত, কুরব, পোত্রয়াসন, বলশ্বা, ফেরু, শ্বধূর্ত্ত, শালামৃগ, ভূরিমায়, মৃগধূর্ত্তক, গোমী, কটখাদক, কটধন্দির, মৃগয়ু, শিবালু, কেরণ্ড, ত্রশ্বা, প্রভীরু, লোপাপক ও ব্যাঘ্রনায়ক }, এই সকল শব্দ শৃগাল পর্য্যায়ক। নেপাল, স্বল্পজম্বুক, { ক্ষুদ্রশৃগাল, লঘুশৃগাল, কিখি, কিখী, কিঙ্খি, কিখী ও স্বল্পশৃগাল }, এই শব্দ সকল ক্ষুদ্রশৃগালের নাম। শৃগালমাংস—বলকারক, বীর্য্যজনক, সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি-

মূষকনামগুণাঃ।

মূষকঃ খনকঃ স্তেয়ী বৃষ উন্দুরুরাখুকঃ।
মূষকো বদ্ধবিণ্মূত্রো বল্যো বৃষ্যোঽনিলাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি চতুষ্পদঃ।

পক্ষিনামগুণাঃ।

পক্ষী বিহঙ্গমঃ পত্রী শকুন্তির্বিহগঃ খগঃ।
অণ্ডজো বিঃ পত্ররথঃ পতত্রী শকুনির্দ্বিজঃ ॥ ৪৭ ॥

বিনাশক ও ক্ষয়রোগবিনাশক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় শৃগালকে শিয়াল্, শেয়াল্, শেল্ ও শ্যাল এবং ক্ষুদ্র শৃগালকে খ্যাঁক্‌শিয়াল্ ও খেঁক্‌শেল বলে। ৪৫।

ইঁদুরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

মূষক, খনক, স্তেয়ী, বৃষ, উন্দুরু, আখুক; { মূষীক, চণ্ডু, মুচিক, বৃষলোচন, কুহন, বস্ত্রদংশন, পিঙ্গ, উন্দুরক, নখী, বিলকারী, ধান্যারি, বহুপ্রজ, মূষী, বিঘ্নেশ-বাহন, মহাঙ্গ, শস্যমারী, উন্দুর, ইন্দুর, উন্দূরক, মুষ, বক্র, আখনিক, বৃষা, মূষীক, মুষা, মূষিকা, বিলেশয়, চিক্কণ, শুষির, বেশ্মনকুল, চিক্ক, গিরিকা, হালাহলা ও অঞ্জনিকা }, এই সকল শব্দ ইঁদুরের নামান্তর। ইহার মাংস—মলরোধক, মূত্র-রোধক, বলকর, বীর্য্যজনক ও বাতঘ্ন ॥ ৪৬ ॥

ইতি চতুষ্পদ জন্তুর বিবরণ সমাপ্ত।

পক্ষীর নাম।

পক্ষী, বিহঙ্গম, পত্রী, শকুন্তি, বিহগ, খগ, অণ্ডজ, বি, পত্ররথ, পতত্রী, শকুনি, দ্বিজ; { বিহঙ্গ, বিহায়াঃ, শকুন্ত, শকুন, পতঙ্গ, প্লবগ, পতনু, নগৌকাঃ, বাজী, বিকির, বিষ্কির, পতত্রি, নীড়োদ্ভব, গরুত্মান্, পিত্সল, নভসঙ্গম, কণ্ঠাগ্নি, নাড়ীচরণ, অগৌকাঃ, চঞ্চুভৃৎ, জুবণ্ড, সরণ্ড, পিপতিষু, পত্রবাহ, দ্রুগ, কুলায়স্থ, বৃক্ষালয়, চঞ্চুমান্, জিহ্বারদ, তরুশায়ী, নীড়জ, পতগম, পতঙ্গ, বিহায়স, চব্যোম-চারী ও কাশ্যপচারী }, এই সকল শব্দ পক্ষীর পর্য্যায় ॥ ৪৭ ॥

তিত্তিরিনামগুণাঃ।

তিত্তিরিশ্চিত্রপক্ষঃ স্যাৎ কৃষ্ণো গৌর কপিঞ্জলঃ।
তিত্তিরির্ব্বর্ণদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসহরঃ পথ্যস্তস্মাদ্ গৌরোঽধিকো গুণৈঃ ॥ ৪৮ ॥

বর্ত্তিরনামগুণাঃ।

বর্ত্তিরো বর্ত্তিকা চিত্রস্ততোঽল্পবর্ত্তিকা মতা।
বর্ত্তিরোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৪৯ ॥

লাবনামগুণাঃ।

লাবশ্চিত্রশ্চিত্রতনুঃ স চতুর্দ্ধা মতো বুধৈঃ।
পাংশুলো গৈরিকোঽন্যস্তু পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা ॥ ৫০ ॥
লাবা হৃদ্যা হিমাঃ স্নিগ্ধা গ্রাহিণো বহ্নিদীপনাঃ।
পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষাং বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ ॥ ৫১ ॥

তিত্তির পক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

তিত্তিরি, চিত্রপক্ষ, { তিত্তির, লঘুমাংস, খরকোণ, তিত্তির, তৈত্তির ও সাজুযোদয় }, এই কয়েকটী শব্দ কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিপক্ষীর নাম। কপিঞ্জল, গৌর, ভ্রাত্তর, { তেজল ও কপিঞ্জলক }, এই শব্দ কতিপয় চিত্ররেখাযুক্ত গৌরবর্ণ তিত্তির পক্ষীর নামান্তর। কৃষ্ণতিত্তিরি পক্ষীর মাংস—বর্ণদ, গ্রাহী, হিক্কাঘ্ন, ত্রিদোষঘ্ন, শ্বাসঘ্ন, কাসঘ্ন ও সুপথ্য। গৌরতিত্তির পক্ষীর মাংস ইহা অপেক্ষা অধিক গুণশালী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে তিত্তির, বনস্ত গৌর ও পাচ নাচা পাখী বলে ॥ ৪৮ ॥

বাবুই পাখীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

বর্ত্তির, বর্ত্তিকা, চিত্র, { বার্ত্তিক, বর্ত্তী, গাঞ্জিকায়, বর্ত্তীর ও বর্ত্তীক } এই সকল শব্দ বাবুই পাখীর নাম এবং ক্ষুদ্র বাবুই পাখীকে বর্ত্তিকা বলে। বাবুই মাংস—অগ্নিসন্দীপক, শীতল, জ্বরঘ্ন ও ত্রিদোষ নাশক। ক্ষুদ্র বাবুই মাংস—মধুর, শীতল, রূক্ষ, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক ॥ ৪৯ ॥

লাবপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

লাব, চিত্র, চিত্রতনু, { লাবক, লঘুজঙ্গল ও লব }, এই শব্দ ক্ষুদ্র-লাব পক্ষীর নামান্তর। লাবপক্ষী—পাংশুল, গৈরিক, পৌণ্ড্রক [illegible] সকল [illegible] চারি প্রকার। সর্ব্বপ্রকার লাবপক্ষীর মাংস—সাধারণতঃ [illegible]

তুরক, পাপক

গৈরিকঃ কফবাতঘ্নো রূক্ষো বহ্নিপ্রদঃ পরম্।
পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥ ৫২ ॥
দর্ভরো রক্তপিত্তঘ্নঃ হৃদাময়হরো হিমঃ ॥ ৫৩ ॥

চটকনামগুণাঃ।

চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাদন্যো গ্রাম্যস্তু পুণ্ড্রকঃ।
চটকঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্মচটকঃ শুক্রলঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥

বার্ত্তিকনামগুণাঃ।

বার্ত্তিকো মধুরঃ শীতঃ সরুক্ষঃ কফপিত্তনুৎ ॥ ৫৫ ॥

শীতল, স্নিগ্ধ, মলসংরোধক এবং অগ্নিসন্দীপক। পাংশুললাবপক্ষীর মাংস—কফবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৈরিক লাবপক্ষীর মাংস—কফঘ্ন, বাত-নাশক, রূক্ষ ও অগ্নিপ্রদীপক। পৌণ্ড্রকলাবপক্ষীর মাংস—কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, লঘুপাকী, শ্লেষ্মঘ্ন ও বাতনিবারক। দর্ভরলাবপক্ষীর মাংস—রক্তপিত্ত রোগঘ্ন, হৃদ্রোগনাশক ও শীতল। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে লাওয়া ও ছাতারা বলে। ৫১-৫৩ ॥

চটকপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

চটক, কলবিঙ্ক, { চিত্রপৃষ্ঠ, গৃহনীড়, বৃষায়ণ, বহুশক্র, কামুক, কালকণ্ঠক, কলাবিকল, কামচারী, নীলকণ্ঠক, কুলিঙ্গক, ও গৃহবলিভুক্ }, এই সকল শব্দ গ্রাম্য চটকের নাম। পুণ্ড্রক, { ধূসর ও ভূমিশয় }, এই সকল শব্দ আরণ্য চটকের নাম। চটক মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্রপ্রদ, কফবর্দ্ধক এবং সন্নিপাত (ত্রিদোষ) নাশক। দ্বিবিধ চটকের মধ্যে গৃহচটক মাংস সমধিক শুক্রবর্দ্ধক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় গ্রাম্যচটককে চড়া ও চড়ুই ও হিন্দীভাষায় "গবুরৈয়া" এবং আরণ্য চটককে বনচড়া, গুড়গুড়ে ও নাগর ভড়ুই বলে। ৫৪ ॥

বার্ত্তিকপক্ষীর নাম ও গুণ।

শকুনি, বি
বাজী, বিকির, { বর্ত্তী, গাঞ্জিকায়, বর্ত্তিক, বর্ত্তিকা, বর্ত্তীর, বর্ত্তীক ও চিত্র } এই
নাড়ীচরণ, অ বার্ত্তিকপক্ষীর নাম। ইহার মাংস—মধুর, শীতল, রুক্ষ, কফঘ্ন ও
দক্ষালয়, চঞ্চুর। বঙ্গভাষায় ইহাকে বালুই, বটের ও বাবুই পাখী এবং এবং হিন্দি-
চারী ও কাথষ্টর বলে। ৫৫ ॥

পারাবতাদিনামগুণাঃ ।

পারাবতঃ কলরবো মঞ্জুঘোষো মদোৎকটঃ ।
কপোতো ঘুঘুকৃৎ পাণ্ডুরন্যঃ কাণঃ কপোতকঃ ॥ ৫৬ ॥
পারাবত্নো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ ।
সংগ্রাহী শুক্রলঃ শীতঃ কপোতোঽপি সমো গুণৈঃ ।
কিঞ্চিল্লঘুঃ পরং কামঃ কপোতঃ সর্ব্বদোষকৃৎ ॥ ৫৭ ॥

ময়ূরনামগুণাঃ ।

ময়ূরশ্চন্দ্রকো কেকী মেঘরাবো ভুজঙ্গভূক্ ।
শিখী শিখাবলো বর্হী শিখণ্ডী নীলকণ্ঠকঃ ॥ ৫৮ ॥
শুক্লাপাঙ্গঃ কলাপী চ মেঘনাদস্ত লাসকঃ ।
ময়ূরো বৃংহণঃ শ্রোত্রশিরোরুগ্ঘাতশোষজিৎ ॥ ৫৯ ॥

পারাবত, বনকপোত ও কাণকপোতের নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ ।

পারাবত, কলরব, মঞ্জুঘোষ, মদোৎকট, কপোত { ঘরপ্রিয়, ছেত্বাকণ্ট, ঝিল্লীকণ্ঠ, কপোতক, রক্তলোচন, মদন, কাকুরব, কলধ্বনি, পারাবত, অরুণলোচন, কামী, রক্তেক্ষণ, মদনমোহন, কাকবিলাসী, কণ্ঠীরব, গৃহকপোত, গৃহকাপোতক, প্রাসাদকুক্কুট, ছেত্ব, রক্তদৃক্ ও গৃহকুক্কুট } এই কয়েকটী শব্দ পারাবতপক্ষীর (গৃহকপোতপক্ষীর) নামান্তর। ঘুঘুকৃৎ, পাণ্ড { চিত্রকণ্ঠ, কোকদেব, ধূসর, ধূম্রলোচন, দহন, অগ্নিসহায়, গৃহনাশন ও ভীষণ }, এই সকল শব্দ বনকপোতের নাম। অন্য একপ্রকার কপোত আছে, তাহাকে কাণকপোত ও কাণকপোতক বলে। গৃহকপোত মাংস—গুরু স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, বাতনাশক, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক ও শীতল। বনকপোত মাংস-গৃহকপোত মাংসের গুণবিশিষ্ট। কাণকপোত মাংস—কিঞ্চিৎ লঘু ও সর্ব্বদোষজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় গৃহকপোতকে পায়রা, কইতর ও কউতর এবং হিন্দীভাষায় পরেবা ও কবুতর ; বনকপোতকে বঙ্গভাষায় ঘুঘু এবং কাণকপোতকে কাগাভুয়া, রামঘুঘু ও কালকুকা বলে ॥৫৬–৫৭॥

ময়ূরের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরাব, ভুজঙ্গভুক্, শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠক, শুক্লাপাঙ্গ, কলাপী, মেঘনাদ, লাসক, { বর্হিণ, নীলকণ্ঠ, মেঘনাদানুলাসী, বহুবাক, কলধ্বনি, কান্তপক্ষী, শুক্রভুক্, কেকাবল, চিত্রমেখল,

উষ্ণো বলায়ুর্মেধাগ্নিকেশদৃগ্‌বরবর্ণদঃ।
সেব্যং ময়ূরজং মাংসং হেমন্তে শিশিরে মধৌ।
ন শরৎগ্রীষ্ময়োঃ পথ্যং বর্ষাস্বপ্যহিভক্ষণাৎ॥ ৬০॥

কুক্কুটনামগুণাঃ।

কুক্কুটো বিকিরঃ শৌণ্ডী কালজ্ঞশ্চরণায়ুধঃ।
কৃকবাকুস্তাম্রচূড়ঃ স্যাদন্যোঽরণ্যকুক্কুটঃ॥ ৬১॥
কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলজিদ্ গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্বন্যো রূক্ষঃ কষায়কঃ।
পানীয়কুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ॥ ৬২॥

মার্জ্জারক, ঘনপাষণ্ড, রাজসারস, বর্হাঙ্গ, মেঘসুহৃৎ, সর্পাশন, শুক্লাঙ্গ, কুমারবাহী, বার্হব্রত, দীপ্তাঙ্গ, মার্জ্জারকণ্ঠ, বিচিত্রাঙ্গ, শিখাধর, শিখাধ্বর, প্রচলাকী, সিতাপাঙ্গ, ধ্বজী, মেঘানন্দী, চিত্রপিচ্ছিক, ভুজগভোজী ও কলাপী }, এই সকল শব্দ ময়ূরের নামান্তর। ময়ূরমাংস—বৃংহণ, কর্ণরোগঘ্ন, শিরোরোগনাশক, বাতঘ্ন, শোথঘ্ন, উষ্ণ, বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, কেশের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক, দৃষ্টিপ্রসাদক এবং উত্তম বর্ণজনক। হেমন্তকালে, শিশির ঋতুতে এবং বসন্তকালে ময়ূরমাংস সেবন করা কর্ত্তব্য, কারণ এই ঋতুত্রয়ে ইহারা সর্পভক্ষণ না করায়, উহার মাংস বিষাক্ত হয় না। কিন্তু শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে কদাচ ময়ূরের মাংস ভোজন করা উচিত নয়, যেহেতু এই কালত্রয়ে ইহারা সর্প ভক্ষণ করে বলিয়া উহাদের মাংস বিষময় প্রযুক্ত মাংসভোজি ব্যক্তির বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ময়ের বলে॥ ৫৮-৬০॥

কুক্কুটের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

কুক্কুট, বিকির, শৌণ্ডী, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, কৃকবাকু, তাম্রচূড়, { কাবুক, কুহকুহস্বন, নিশাবেদী, বিবৃতাক্ষ, কুহনস্বর, নিশাকর, প্রকাশকজ্ঞাতা, যামঘোষ, কলাবিক, রাত্রিবেদী, বিষ্কর, দক্ষ, নখরায়ুধ, যামনাদী, শিখণ্ডিক, তাম্রশিখী, রাত্রিবেদ, উষাকর, ধৃতাক্ষ ও কাহল }, এই সকল শব্দ কুক্কুটের পর্য্যায়। অরণ্যকুক্কুট ও বনকুক্কুট শব্দে আরণ্য কুক্কুটকে বুঝায়। পানীয় কুক্কুট, { জলকাক, জলকুক্কুট, দাত্যূহ ও কালকণ্ঠক }, এই সকল শব্দ পানীয় কুক্কুটের নাম। কুক্কুট মাংস— বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন, গুরুপাকী, চক্ষুষ্য, শুক্রবর্দ্ধক ও কফজনক। আরণ্যকুক্কুট মাংস—রূক্ষ ও কষায় রসবিশিষ্ট। পানীয় কুক্কুটমাংস—স্নিগ্ধ,

শুকনামগুণাঃ ।

শুকো রক্তমুখঃ কীরো বাগ্মী সুন্দরদর্শনঃ ।
সারিকা রসিতা দূতী সুমতিঃ প্রিয়বাদিনী ॥ ৬৩ ॥
শুকঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী ক্ষতকাসক্ষয়াপহঃ ।
রুক্ষস্তদ্বদ্গুতা সারী স্নিগ্ধা বৃদ্ধির্বলাগ্নিকৃৎ ॥ ৬৪ ॥

কোকিলনামগুণাঃ ।

কোকিলঃ কলকণ্ঠঃ স্যাৎ পরপুষ্টো বনপ্রিয়ঃ ।
পিকঃ পরভৃতাহারী তাম্রাক্ষো মধুদূতকঃ ।
কোকিলো দীপনো গ্রাহী চক্ষুষ্যঃ ক্ষয়কাসজিৎ ॥ ৬৫ ॥

বৃংহণ, শ্লেষ্মকর ও গুরুপাকী। প্রচলিত বঙ্গভাষায় কুক্কুটকে, কুকুড়া, মুরগী, মোরগ ও ইংরাজী ভাষায় ফাউল্, ; আরণ্যকুক্কুটকে বনকুকড়া এবং পানীয় কুক্কুটকে পানীকোঁড়ী ও পান্‌কোঁড়ী বলে ॥ ৬১-৬২ ॥

শুক ও সারীর নাম ও মাংসের গুণ ।

শুক, রক্তমুখ, কীর, বাগ্মী, সুন্দরদর্শন, { বক্রনখ, রক্তপাদ, বক্রচঞ্চু, রক্ততুণ্ড, চিমি, চিমিক, মেধাবী, দাড়িমপ্রিয়, শুক, প্রিয়দর্শন এবং মঞ্জুপাঠক }, এই সকল শব্দ শুকপক্ষীর নাম। শারিকা, রসিতা, দূতী, সুমতি, প্রিয়বাদিনী, { শারিকা, সারী, শারী, মধুরালাপী, মেধাবিনী, গোরাণ্টিকা, গোকিরাটী, গোরিকা, কলহপ্রিয়া, চিত্রনেত্রা, চিত্রপাক্ষ, শারি, সারি, মদনশারিকা, পীতপাদা ও শলাকা }, এই সকল শব্দ শারিকাপক্ষীর নাম। শুকমাংস—শীতল, লঘু, গ্রাহী, উরঃক্ষত নাশক, কাসঘ্ন, ক্ষয়নিবারক ও রুক্ষ। সারীমাংস— শুকমাংসের গুণযুক্ত এবং স্নিগ্ধ, বুদ্ধিপ্রদ, বলকারক ও জঠরাগ্নি সন্দীপক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় শুককে—টিয়া, শুয়া ও তোতা এবং হিন্দীভাষায় "শুগা" এবং শারিকাকে সালিক ও (কোন মতে) ময়না বলে ॥ ৬৩—৬৪ ॥

কোকিলের নাম ও তাহার মাংসের গুণ ।

কোকিল, কলকণ্ঠ, পরপুষ্ট, বনপ্রিয়, পিক, পরভৃতাহারী, তাম্রাক্ষ, মধুদূতক, { পরভৃত, কাকপুচ্ছ, কলঘোষ, অলিম্বক, কামতাল, পঞ্চমাস্য, মধুস্বর, কুহুকণ্ঠ, ঘোষয়িত্নু, কলধ্বনি, পাতু, অলিম্বক, অন্তভৃত, অলিপক, মধুবন, কামতাল, অচলভিট্ট, কাকপুষ্ট, মধুকণ্ঠ, কুহুমুখ, ধাক্ষপুষ্প, মধুঘোষ, বসন্তঘোষী, কাল,

কাকনামানি।

কাকো ধ্বাঙ্ক্ষো গূঢ়কামী বলিপুষ্টঃ সকৃৎপ্রজঃ।
বায়সো বলিভুক্কাণঃ করটশ্চতুরো দ্বিজঃ॥ ৬৬॥

ভাসনামানি।

ভাসঃ শিখী বাভ্রমতো গৃধ্রাকারো রজঃপ্রজঃ॥ ৬৭॥

কাকভাসমাংসগুণাঃ।

কাকভাসভবং মাংসং চক্ষুষ্যং দীপনং লঘু।
আয়ুষ্যং বৃংহণং বল্যং ক্ষতদোষক্ষয়াপহম্॥ ৬৮॥

বসন্তদূত, গন্ধর্ব্ব, মধুগায়ন, বাসন্ত, কামান্ধ, কাকলীরব, কুহূরব, অন্যপুষ্ট, মত্ত মদনপাঠক ও কলরব }, এই সকল শব্দ কোকিলের নামান্তর। কোকিল মাংস—অগ্নিপ্রদীপক, মলরোধক, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন ও কাসনাশক॥ ৬৫॥

কাকের নাম

কাক, ধাঙ্ক্ষ, গূঢ়কামী, বলিপুষ্ট, সকৃৎপ্রজ, বায়স, বলিভুক্, কাণ, করট, চতুর, দ্বিজ, { অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, আত্মঘোষ, পরভৃৎ, বাতজব, বল, কৃষ্ণ, সুচক্র, গ্রামীণ, দীর্ঘায়ুঃ, পিশুন, কটখাদক, কাগ, গৃহবলিভুক্, একদৃক্, অন্যভৃৎ, ঘূকারি, একাক্ষ, কাণূক, কারব, নগরীক, সত্যবাক্, পরমৃত্যু, শক্রজ, ধূলিজঙ্ঘ, নিমিত্তকৃৎ, কৌশিকারাতি, কৌশিকারি, খর, মুখর, চিরায়ু, চলাচল, মহালোল, চিরঞ্জীবী, গূঢ়মৈথুন, নাগবীরক, করটক, লুন্টাক, শ্রাবক, মলভুক্, যমদূতক, দিককার, অপ্রকৃষ্ট, বাতজর ও কটখদির }, এই সকল শব্দ কাকের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাঁকে কাগ বলে॥ ৬৬॥

ভাসপক্ষীর নাম।

ভাস, শিখী, বাভ্রমত, গৃধ্রাকার, রজঃপ্রজ, { ভাষ, ভাসন্ত ও শকুন্ত }, এই সকল শব্দ ভাসপক্ষীর নাম॥ ৬৭॥

কাকমাংস ও ভাসমাংসের গুণ।

কাকমাংস ও ভাসমাংস—চক্ষুষ্য, অগ্নিসন্দীপক, লঘুপাকী, আয়ুষ্য, বৃংহণ, বলকারক, ক্ষতনাশক, ত্রিদোষঘ্ন ও ক্ষয়রোগবিনাশক॥ ৬৮॥

গৃধ্রনামগুণাঃ।

গৃধ্রঃ সুদৃষ্টঃ শকুনী বক্রদৃষ্টিশ্চ দূরদৃক্।
গৃধ্রস্য কাকবন্মাংসং বিশেষান্নেত্ররোগজিৎ॥ ৬৯॥

হংসনামগুণাঃ।

হংসাঃ শ্বেতগরুত্মানোঃ মানসৌকাজানপাদঃ।
রাজহংসঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽথ মালিকঃ॥ ৭০॥
মলিনৈঃ কলহংসস্তু পীতৈঃ কাদম্ব উচ্যতে।
কারণ্ডবঃ প্লবো মদ্গুবরটা হংসযোষিতঃ॥ ৭১॥
হংসঃ স্নিগ্ধো গুরুর্বৃষ্যো বীর্য্যোষ্ণঃ স্বরবর্ণকৃৎ।
বাতাস্রপিত্তশমনো বৃংহণো বলবহ্নিদঃ॥ ৭২॥

গৃধ্রপক্ষীর নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

গৃধ্র, সুদৃষ্ট, শকুনী, বক্রদৃষ্টি, দূরদৃক্, { দাক্ষায্য, বজ্রতুণ্ড, দূরদর্শন, দীর্ঘদর্শী, দীর্ঘদৃষ্টি ও দূরদর্শী }, এই সকল শব্দ গৃধ্রপক্ষীর নাম। ইহার মাংস—কাকের মাংসের গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ নেত্ররোগে অতীব হিতকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শকুন, শগুণ ও গৃধিনী বলে। ৬৯।

হংসের নাম ও তাহার মাংসের গুণ।

হংস, শ্বেতগরুৎ, মানসৌকাঃ, জালপাদ, { চক্রাঙ্গ, কলকণ্ঠ, সিতচ্ছদ, বক্রাঙ্গ, সিতপক্ষ, সদংকাক, পুরুদংশক, সিতিপক্ষ, শিতিচ্ছদ, জালপাৎ, শ্বেতপত্র, ধবলপক্ষ, মানসালয়, বরট ও মরাল }, এই সকল শব্দ হংসের নাম। রাজহংস, ধার্ত্তরাষ্ট্র, কলহংস ও কারণ্ডব ভেদে হংস চারি প্রকার। ধার্ত্তরাষ্ট্রহংস কৃষ্ণবর্ণ চরণ চঞ্চুসংযুক্ত। কলহংস মলিন পীতবর্ণচঞ্চু ও চরণ সংযুক্ত। কারণ্ডব, কারণ্ড, প্লব ও মন্ত, এই শব্দ চতুষ্টয় কারণ্ডবের নাম। মেয়ে—হাঁসকে বরটা বলে। প্রচলিত বঙ্গভাষায় হংসকে হাঁস, রাজহংসকে রাজ হাঁস, কলহংসকে বালিহাঁস, কারণ্ডবকে ঘড়হাঁস এবং বরটাকে মেয়েহাঁস বলে। সর্ব্ববিধ হংস মাংস—স্নিগ্ধ, গুরুপাকী, বীর্য্যজনক, উষ্ণবীর্য্য স্বরবর্ণকারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকারক, বাতরক্ত ও পিত্তনাশক, বৃংহণ, বলকারক ও অগ্নিসন্দীপক। ৭০—৭২।

সারসচক্রবাককঙ্কনামানি।

সারসো লক্ষণো রক্তমূর্দ্ধা স্যাৎ পুষ্করাহ্বয়ঃ।
চক্রবাকঃ পত্ররথশ্চক্রশ্চক্রী সুকামুকঃ॥ ৭৩॥
রথাঙ্গনামা কোকোঽথ কঙ্কঃ স্যাল্লোহপৃষ্ঠকঃ॥ ৭৪॥

বকনামানি।

বকো বকোটো ধবলো বলাকা বিশকণ্ঠিনী॥ ৭৫॥

আড়িনামগুণাঃ।

আড়িঃ শরারিরাতিশ্চ বিচিত্রজলচারিণী॥ ৭৬॥

সারস, চক্রবাক ও কঙ্কপক্ষীর নাম।

সারস, লক্ষ্মণ, রক্তমূর্দ্ধ, পুষ্করাহ্বয়, { পুষ্কর, কুলাঙ্কর, গোনর্দ্দ, নক্তকুই, নাঙ্কুর, সরসীক, সারসী, সরসোৎসব, রসিক এবং কামী }, এই সকল শব্দ সারস-পক্ষীর পর্য্যায়। চক্রবাক, পত্ররথ, চক্র, চক্রী, সুকামুক, রথাঙ্গনামা, কোক, { কাবুক, বিয়োগী, ভুমিপ্রেমা, দ্বন্দচারী, সহায়, কান্ত, কামী, রাত্রিবিশ্লেষগামী ও কামুক }, এই সকল শব্দ চক্রবাক পক্ষীর নামান্তর। কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠক, { কোমলপুচ্ছ, কমলচ্ছদ, দীর্ঘপাৎ, দীর্ঘপাদ, কালপৃষ্ঠ, লোহপৃষ্ঠ, কিংসারু, আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, ক্রূর, বর্ণালঙ্করণ, সন্দংশবদন ও খর }, এই শব্দ সমুদায় কঙ্কপক্ষীর নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় চক্রবাককে চকাচকা ও রামচকা এবং কঙ্কপক্ষীকে কাঁকপাখী ও মতান্তরে হাড়গিলে বলে। ৭৩—৭৪।

বকপক্ষীর নাম

বক, বকোট, ধবল, { দাম্ভিক, নিশ্চলাঙ্গ, মীনঘাতী, মুখাধ্যায়ী, তাপস, তীর্থসেবী, শিখী, চন্দ্রবিহঙ্গ, নিশৈত, কার, গৃহবলিপ্রিয়, দীর্ঘজঙ্ঘ, শুক্রবায়স, করঙ্কক ও দ্বারবলিভুক্ }, এই সকল শব্দ বকের নামান্তর। বলাকা, বিশ-কণ্ঠিনী, { জলাশ্রয়া, মেঘানন্দা, ঘর্ম্মান্তকামুকী, শ্বেতা, শুকাঙ্গা, দীর্ঘকন্ধরা, বলাকী, বিষকণ্ঠী, বিষকণ্ঠা, বক্কেরুকা, পিঙ্গলিকা ও করায়িকা }, এই সকল শব্দ শাদা বকের নাম। ৭৫।

আড়ি পক্ষীর নাম।

আড়ি, শরারি, আতি, বিচিত্রজলচারিণী, { আড়ী, আড়িকা, আটি, শরাটি, শরাড়ি, শরারি, শরারিকা, শরালি, শরালিকা, সারালী, শরাড়ী, শরালী, হাপুত্রী ও রাজপুত্রিকা }, এই সকল শব্দ আড়ীপক্ষীর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে শরালপাখী এবং হিন্দী ভাষায় সিন্দু বলে। ৭৬।

সারসচক্রাদিমাংসগুণাঃ।

সারসচক্রকঙ্কাদিমাংসং স্নিগ্ধং হিমং গুরু।
মধুরং সৃষ্টবিণ্মূত্রং বাতপিত্তাস্রনাশনম্ ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণণামগুণাঃ।

কারেড়কঃ কর্করেটু করকঃ কৃষ্ণণস্তথা।
কৃষ্ণণো বৃংহণো বল্যো বাতপিত্তহরো লঘুঃ ॥ ৭৮ ॥

খঞ্জরীটনীলকণ্ঠনামানি।

খঞ্জরীটঃ খঞ্জনকশ্চাষনামা কিকীদিবিঃ ॥ ৭৯ ॥

চাতকনামানি।

চাতকস্তু ঘনরবঃ সারঙ্গস্তোককো ভ্রমঃ ॥ ৮০ ॥

সারসাদি পক্ষীর মাংসের গুণ।

সারস, চক্রবাক, কঙ্ক, বক, বলাকা ও শরারি পক্ষীর মাংস—স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাকী, মধুর, মল ও মূত্রস্রাবক, এবং বাত ও রক্তপিত্ত রোগনাশক। ৭৭ ॥

কর্করেটু পক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ।

কারেড়ুক, কর্করেটু, করক, কৃষ্ণণ { করেটু, কর্করেটু, করটু ও কর্করাটুক }, এই সকল শব্দ কর্করেটু পক্ষীর নাম। ইহার মাংস—বৃংহণ, বাতপিত্ত নাশক ও লঘু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কর্‌কটিয়া পাখী বলে। ৭৮ ॥

খঞ্জনপক্ষীর ও নীলকণ্ঠ পক্ষীর নাম।

খঞ্জরীট, খঞ্জনক, { কনাটীল, কাকচ্ছদি, খঞ্জখেল, মুনিপুত্রক, ভদ্রনামা, রত্ননিধি, খঞ্জরেট, গূঢ়নীড়, কাকঞ্জল, চণ্ডক, চর, ভণ্ডুক, নেত্রোপম, কনাটীর, কনাটীরক ও খঞ্জরীটক }, এই সকল শব্দ খঞ্জনপক্ষীর নাম। চাষনামা, কিকীদিবি, { চাষ, চাস, নীলকণ্ঠ, নীলাঙ্গ ও পুণ্যদর্শন }, এই সমুদায় শব্দ নীলকণ্ঠ পক্ষীর নামান্তর। ৭৯ ॥

চাতক পক্ষীর নাম।

চাতক, ঘনরব, সারঙ্গ, তোকক, ভ্রম, { বর্ষাভূ, পারণব্রত, শারঙ্গ, করকাপ্রিয়, মেঘাচিন্তক, স্তোকক, মেঘজীবন, স্তোক, কালাম্বুনাদী, ঘনতোল ও বর্ষাপ্রিয় }, এই সকল শব্দ চাতকপাখীর পর্য্যায়। এই পাখী "ফটিকজল ফটিকজল" বলিয়া থাকে। হিন্দীভাষায় ইহাকে "ভেক্ক" বলে। ৮০ ॥

ভরদ্বাজনামানি।

ভরদ্বাজঃ বকরাটো ব্যাঘ্রাটোহহিকুটিঃ পরঃ ॥ ৮১ ॥

খঞ্জরীটাদিমাংসগুণাঃ।

খঞ্জরীটো ভরদ্বাজশ্চাষঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ।
বাতলোহনিলপিত্তঘ্নো ভরদ্বাজঃ কফাস্রজিৎ ॥ ৮২ ॥

শ্যেনচিরীনামগুণাঃ।

শ্যেনঃ শশাদনঃ পত্রী চিরীশ্চিল্লী চিরিল্লিকা।
শ্যেনচীরীভবং মাংসং প্রায়ো দোষকরং গুরু ॥ ৮৩ ॥

উলূকনামগুণাঃ।

উলূকঃ কৌশিকশ্চ কাকবৈরী ধূকো নিশাচরঃ।
উলূকপললং ভ্রান্তিকরং বাতপ্রকোপনম্ ॥ ৮৪ ॥

ভরদ্বাজ পক্ষীর নাম।

ভরদ্বাজ, বকরাট, ব্যাঘ্রাট, অহিকুটি, { ভরদ্বাজক, ভরদ্বাজ, ভারদ্বাজক }, এই সকল শব্দ ভরদ্বাজ পক্ষীর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ভারুই পাখী বলে ॥ ৮১ ॥

খঞ্জনাদি পক্ষীর মাংসের গুণ।

খঞ্জন, চাষ ও চাতক পক্ষীর মাংস—বাতশ্লেষ্মনাশক, বাতবর্দ্ধক ও বাতপিত্ত-নাশক এবং ভরদ্বাজপক্ষীর মাংস—কফ ও রক্তপিত্তঘ্ন ॥ ৮২ ॥

শ্যেনপক্ষী ও চিল্লীপক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ।

শ্যেন, শশাদন, পত্রী, { শশাদ, কপোতারি, পতদ্ভীরু, গাতিপক্ষী, গ্রাহক, মারক, ক্রব্যাদি, ক্রূর, বৈরী, ঘুগাণ্ডক, নীলপিচ্ছ, করাল, লম্বকর্ণ, রণপ্রিয়, পিচ্ছবাণ, রণপক্ষী, স্থূলনীল, ভয়ঙ্কর এবং শশঘাতক }, এই সকল শব্দ শ্যেন-পক্ষীর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে সঞ্চান্, বাজ ও শিকিরে পাখী বলে। চিরী, চিল্লী, চিরিল্লিকা, { চিল্ল, চীল, আতাপী, আতায়ী, শকুনী, সুভ্রান্তি, কণ্ঠপীড়ক, চিরন্তণ ও বিয়চ্চারী }, এই সমুদায় শব্দ চিল্লীপক্ষীর নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে চিল বলে। শ্যেনমাংস ও চিল্লীমাংস—প্রায়ই বিবিধ দোষজনক এবং গুরুপাকী ॥ ৮৩ ॥

উলূকপক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ।

উলূক, কৌশিক, কাকবৈরী, ধূক, নিশাচর, { তামস, দিবান্ধক, কুশি, রক্তচক্ষুর, নিশাট, কাকারি, উলূপ, ঘোরদর্শন, বায়সারাতি, শক্রাটঃ, বক্র-

চকোরনামগুণাঃ।

চকোরশ্চন্দ্রিকাপায়ী জীবঞ্জীবঃ স্থলোচনঃ।
চকোরো বৃংহণো বল্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো বাতনাশনঃ॥ ৮৫ ॥

ক্রৌঞ্চাদিনামগুণাঃ।

ক্রৌঞ্চকঃ পেচকোহন্যস্তু পুচ্ছাধোভাগলোহিতঃ।
বক্রোশঃ কুররোহথান্যঃ কোযষ্টিষ্টিটিভস্তথা॥ ৮৬ ॥
ক্রৌঞ্চঃ পিত্তানিলহরো পেচকঃ কফবাতজিৎ।
কুররঃ ক্রৌঞ্চবৎ জ্ঞেয়ঃ টিট্টিভোহল্পমরুৎকরঃ॥ ৮৭ ॥

মৎস্য রোহিতাদিমৎস্যনামগুণাঃ।

মৎস্যো ঝষস্তিমির্মীনঃ কণ্ঠী বৈসারিণো দ্রবঃ।
পুষ্টু রোমাভিসারঃ স্যাদিসারঃ শকুলী তথা॥ ৮৮ ॥

নাসিক, হরিনেত্র, দিবান্ধ, নখাশী, পীচু, ঘর্ঘর, বাকভীরু, নক্তচারী, রূপনাশন, রক্তনাসিক; ভারুক, আলু এবং উলূক }, এই সকল শব্দ উলূকের নাম। ইহার মাংস—ভ্রান্তিকর ও বাতপ্রকোপক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে পেঁচা, হুতুম পেঁচা ও কালপেচা বলে। ইহারা রাত্রিতে গৃহস্থবাটীর সন্নিকটে আসিয়া "ভুত ভুতুম" ও "ঝি দিবি না বউদিবি" বলিয়া ডাকে॥ ৮৪ ॥

চকোর পক্ষীর নাম ও মাংসের গুণ।

চকোর, চন্দ্রিকাপায়ী, জীবঞ্জীব, স্থলোচন, { চকোরক, জীবজীব, চলচঞ্চু, জীবঞ্জীবক, বিষদর্শনমৃত্যুক, জ্যোৎস্নাপ্রিয় এবং কৌমুদীজীবন }, এই সকল শব্দ চকোর পাখীর নামান্তর। এই পাখী চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) পান করে। ইহার মাংস—বৃংহণ, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও বাতঘ্ন॥ ৮৫ ॥

ক্রৌঞ্চাদি পক্ষীর নাম ও তাহাদের মাংসের গুণ।

ক্রৌঞ্চক, { ক্রৌঞ্চ, ক্রুঙ্, ক্রুঞ্চক, ক্রুঞ্চা, ক্রৌঞ্চ, কালিক, কলিক ও কালীক }, এই সকল শব্দ কোঁচবকের নাম। পুচ্ছের অধোভাগ লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট একপ্রকার পেঁচা আছে, তাহাকে ক্ষুদেপেঁচা এবং কেহ কেহ ছাভার বলে। উৎক্রোশ, কুরর, { কুরল, খরশব্দ, ক্রৌঞ্চ, পঙ্‌ক্তিচর ও খুর }, এই কয়েকটী শব্দ কুররপক্ষীর নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কুল, কেহ কেহ মাচাল এবং হিন্দীভাষায় করাকুর বলে। কোযষ্টি, { শিখরী ও জলকুক্কুভী

রক্তোদরো রক্তমুখো রোহিতো মৎস্যপুঙ্গবঃ।
সহস্রদংষ্ট্রঃ পাঠীনঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাশিরাঃ ॥ ৮৯ ॥
শকরঃ ক্ষুদ্রমৎস্যঃ স্যাৎ প্রোষ্ঠী তু শফরী স্মৃতা।
নলমীনশ্চিলিচিমস্তিমিঃ খ্যাতঃ সমুদ্রজঃ ॥ ৯০ ॥

ইহাকে কোঁড়া পাখী বলে। টিট্টিভ, { টিটিভ, টিটিভক, টিট্টিভক, টিঠিভ, টিট্টিভক, টীটীভক ও কোষষ্টিক }, এই শব্দ সমুদায় টিট্টিভ পক্ষীর নামান্তর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে টিটী ও টেটী পাখী বলে। কোঁচবকের মাংস—পিত্তঘ্ন ও বাতনাশক। কুরূপাখীর মাংস—পিত্তঘ্ন ও বাতনাশক এবং টেটীপাক্ষীর মাংস—অল্প বাতবর্দ্ধক ॥ ৮৫–৮৭ ॥

ইতি পক্ষিবর্গ সমাপ্ত।

মৎস্যের নাম।

মৎস্য, ঝষ, তিমি, মীন, কণ্ঠী, বৈসারিণ, দ্রব, পৃথুরোমা, অভিসার, বিসার, শকুলী, { ঝস, অণ্ডজ, শকলী, শল্কলী, আত্মনাশী, শম্বর, মূক, জলেশয়, কণ্টকী, শল্কী, মচ্ছ, আমিষ, স্থিরজিহ্ব, বারিচর, জলবাস, শুঙ্গী, অণ্ডালু, জলবন্ধু ও মৎস্য }, এই সকল শব্দ মৎস্যের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মাছ ও মচ্ছি বলে ॥ ৮৮ ॥

রোহিত মৎস্যের ও বোদাল মৎস্যের নাম।

রক্তোদর, রক্তমুখ, রোহিত, মৎস্যপুঙ্গব, { রৌহিষ, মৎস্যরাজ, রোহিৎ, রক্তাক্ষ, রক্তপঙ্ক্তি, কৃশপক্ষ ও ঝসশ্রেষ্ঠ }, এই কয়েকটী শব্দ রোহিত মৎস্যের নাম। সহস্রদংষ্ট্র, পাঠীন, কৃষ্ণবর্ণ, মহাশিরাঃ, { বোদাল, বোদালক, সহস্রদংষ্ট্রী ও বদালক }, এই সকল শব্দ বোদাল মৎস্যের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় রোহিত মৎস্যকে রুইমাছ এবং বোদাল মৎস্যকে বোয়াল ও বোলমাছ বলে বলে ॥ ৮৯ ॥

শফরী, নলমীন ও তিমি মৎস্যের নাম।

শফর, ক্ষুদ্রমৎস্য, প্রোষ্ঠী, শফরী, { শ্বেতাকাল, সফরী, সফর, প্রোষ্ঠিকা ও প্রোষ্ঠ }, এই সকল শব্দ পুঁটী মাছের নাম। নলমীন, চিলিচিম, { চিলীচিম, চিলীচীম, জলমীন, চেলীচী, চিলীম, চিলিমীনক, চিলিচীমি, কবল ও বৃনোটক }, এই সকল শব্দ বেলে গড়গড়ে মাছের নাম। তিমি, (তিমী), ইহা সমুদ্রজ সর্পীয়জাত মৎস্য ॥ ৯০ ॥

মৎস্যা বলপ্রদা বৃষ্যা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ।
উষ্ণাভিষ্যন্দিনঃ স্নিগ্ধাঃ বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ ॥ ৯১ ॥
নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
কৌপ্যা বৃষ্যাঃ কফাষ্ঠীলা মূত্রকুষ্ঠবিবন্ধদাঃ ॥ ৯২ ॥
তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ।
তড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্মতিদৃক্করাঃ ॥ ৯৩ ॥
সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতনিবর্হনাঃ।
সামুদ্রা গুরবো নাতিপিত্তলাঃ পবনাপহাঃ ॥ ৯৪ ॥
তত্রাপি লবণাম্ভোজা গ্রাহিণো দৃষ্টিনাশনাঃ।
হ্রদোদ্ভবা বলকরা ন তু স্বচ্ছজলোদ্ভবাঃ ॥ ৯৫ ॥
হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ।
মধুগ্রীষ্মাম্বুকালেষু নদীচুঙ্গীতড়াগজাঃ ৯৬ ॥

মৎস্য ও মাংসের গুণ।

সর্ব্ববিধ মৎস্য মাংস—সাধারণতঃ বলকারক, বীর্য্যজনক, গুরুপাকী, কফজনক, পিত্তপ্রকোপক, উষ্ণ, অভিষ্যন্দী, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও বাতনাশক ॥ ৯১ ॥

নদী, কূপ প্রভৃতি জলাশয়জাত মৎস্যের গুণ।

নাদেয় (নদীজাত) মৎস্য—বৃংহণ, গুরুপাকী ও বাতঘ্ন। কূপজাত মৎস্য—বীর্য্যজনক এবং কফ, অষ্ঠীলা, মূত্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিবন্ধ রোগ জনক। তড়াগ (বিল) জাতমৎস্য—গুরুপাকী, বৃষ্য, শীতল, বলকর ও মূত্রপ্রবর্ত্তক। নির্ঝরজাতমৎস্য তড়াগজাত মৎস্যের গুণবিশিষ্ট এবং বলকারক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, মতিজনক ও দৃষ্টিশক্তিপ্রসাধক। সরোজ (পুষ্করিণীজাত) মৎস্য—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর ও বাতনাশক। সমুদ্রজমৎস্য—গুরুপাকী, অল্প পিত্তবর্দ্ধক ও বাতনাশক। সমুদ্রের মধ্যে লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সমুদ্রের মৎস্য—মলরোধক ও দৃষ্টিনাশক। হ্রদজাত মৎস্য—বলকারক, কিন্তু স্বচ্ছজলযুক্ত হ্রদের মৎস্য বলকারক নহে ॥ ৯২–৯৫ ॥

ঋতুভেদে মৎস্যগ্রহণ।

হেমন্তকালে কূপজাত মৎস্য, শিশিরকালে পুষ্করিণীর মৎস্য, বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে নদী, চুঙ্গী ও তড়াগজাত মৎস্য এবং শরৎকালে নির্ঝরজাত মৎস্য হিতকর। সর্ব্ববিধ বর্ষাজনিত মৎস্য—সর্ব্ববিধ দোষজনক, সুতরাং অতীব অহিতকারক ॥ ৯৬ ॥

শরৎস্থ নৈর্ঝরাঃ সর্ব্বে বর্ষোত্থাঃ সর্ব্বদোষদাঃ ॥ ৯৬ ॥
রোহিতঃ প্রবরস্তেষু বাতিপিত্তকরোঽলঘুঃ ॥
কষায়ানুরসো বল্যঃ পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ॥ ৯৭ ॥

ক্ষুদ্রমৎস্যমৎস্যাণ্ডনামগুণাঃ।

ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ স্বাদুরসা দোষত্রয়নির্হণাঃ।
সূক্ষ্মাঃ পরং পুংস্ত্বকরা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ ॥ ৯৮ ॥
ত্রিদোষকৃচ্চিলিচিমমৎস্যো বল্যঃ পরং মতঃ।
মৎস্যগর্ভঃ পরং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থৈর্য্যকরো গুরুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥

শিশুমারনামগুণাঃ।

শিশুমারো দৃতেস্তুল্যো মকরস্তিমিদংষ্ট্রকঃ।
শিশুমারো গুরুর্বৃষ্যঃ কফকৃদ্বাতনাশনঃ।
বৃংহণো বলদঃ স্নিগ্ধস্তদ্বন্মকরমাদিশেৎ ॥ ১০০ ॥

রোহিত ও পাঠীন মৎস্যের গুণ।

সর্ব্বপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য—অত্যুৎকৃষ্ট। ইহা অল্প পিত্তপ্রকোপক, গুরুপাকী, অল্প কষায়রসাত্মক ও বলকারক। বোয়াল মৎস্য—কফবর্দ্ধক ও গুরুপাকী ॥ ৯৭ ॥

ক্ষুদ্র মৎস্য ও মৎস্যাণ্ডের গুণ।

সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র মৎস্য—মধুর, ত্রিদোষঘ্ন, সূক্ষ্ম, বীর্য্যজনক, রুচিকারক, কাসঘ্ন ও বাতনাশক। ইহার মধ্যে চিলিম মৎস্য—ত্রিদোষজনক এবং বলকর। মৎস্যগর্ভ (মৎস্যডিম্ব, মৎস্যাণ্ড অর্থাৎ মাছের ডিম্) অত্যন্ত বীর্য্যজনক, স্নিগ্ধ, শরীর দৃঢ়কর, গুরুপাকী, কফজনক, মেদোবর্দ্ধক, বলকারক, গ্লানিজনক ও মেহরোগ বিনাশক ॥ ৯৮—৯৯ ॥

শিশুমার ও মকরের নাম ও মাংসের গুণ।

শিশুমার, দৃতিতুল্য ও {শুশুক} এই শব্দত্রয় শিশুমারের পর্য্যায়। মকর, তিমিদংষ্ট্রক ও {নক্রগ্রাহ} এই শব্দ মকরের নামান্তর। শিশুমার মাংস—গুরু, বৃষ্য, কফকর, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বলকর ও স্নিগ্ধ। মকর মাংস—শুশুক মাংসের গুণের সমতুল্য। প্রচলিত বঙ্গভাষায় শিশুমারকে শুশুক ও শোশ এবং মকরকে হিন্দীভাষায় মগর বলে ॥ ১০০ ॥

কচ্ছপনামগুণাঃ।

কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্ম্মঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ।
কচ্ছপো বলদঃ স্নিগ্ধো বাতজিৎ পুংস্ত্বকারকঃ॥ ১০১॥

মণ্ডূকনামগুণাঃ।

মণ্ডূকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দ্দর্দ্দুরো হরিঃ।
মণ্ডূকঃ শ্লেষ্মলো নাতিপিত্তলো বলকারকঃ॥ ১০২॥

কর্কটনামগুণাঃ।

কর্কটঃ কুরুচিল্লঃ স্যাৎ কুলীরঃ ষোড়শাঙ্ঘ্রিকঃ।
কর্কটো বৃংহণো বৃষ্যঃ শীতলোঽসৃগ্দরাপহঃ॥ ১০৩॥

সর্পনামানি।

সর্পো ভুজঙ্গো ভুজগঃ ফণী ভোগী ভুজঙ্গমঃ।
কুণ্ডলী কঞ্চুকী চক্রী পন্নগঃ পবনাশনঃ॥ ১০৪॥

কচ্ছপের নাম ও মাংসের গুণ।

কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ, দৃঢ়পৃষ্ঠক, { ক্রোড়পাদ, চতুর্গতি, দৌলেয়, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, পল্বলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, মাষাদ, পঞ্চগুপ্ত, ক্রোড়াঙ্গ, জলবিল্ব, উম্ভট, ক্রোড়াঙ্ঘ্রি, পীবর, পঞ্চাঙ্গগুপ্ত, পঞ্চনখ ও মহোগুল্ম }, এই সকল শব্দ কচ্ছপের নামান্তর। কচ্ছপমাংস—বলকর, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন ও বীর্য্যজনক। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কচ্ছপ্ ও কাছিম্ বলে। ১ ১।

ভেকের নাম ও মাংসের গুণ।

মণ্ডূক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর, হরি, { শালূর, প্লব, বৃষ্টিভূ, শালূর, প্লবঙ্গম, প্লবঙ্গ, শল্ল, নন্দন, গূঢ়বর্চ্চাঃ, অজিহ্ব, অজিহ্ম, অলিম্বক, জলমোহন, কূপালয়, নন্দক, বেক, অলিমক, মণ্ড, লুলুক, লূলক, শালূক ও কটুরব } এই সকল শব্দ ভেকের নাম। ইহার মাংস—কফপ্রকোপী, অল্প পিত্তপ্রকোপক ও বলকর। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ব্যাঙ্ ও বেঙ্ বলে। ১০২।

কাঁকড়ার নাম ও মাংসের গুণ।

কর্কট, কুরুচিল্ল, কুলীর, ষোড়শাঙ্ঘ্রিক, { অপত্যশত্রু, বহিশ্চর, কর্কটক, কুলীরক, সদংশক, পঙ্কবাস, তির্য্যগ্‌গামী ও বহিঃকুটীর }, এই সকল শব্দ কাঁকড়ার নাম। ইহার মাংস—বৃংহণ, বৃষ্য, শীতল ও প্রদররোগ নাশক। ১০৩।

সর্পের নাম।

গূঢ়পাদুরগো নাগো জিহ্মগশ্চ সরীসৃপঃ।
চক্ষুঃশ্রবা দীর্ঘপৃষ্ঠো ব্যাল আশীবিষস্ত্বহিঃ॥ ১০৫॥
দর্ব্বীকরো বিষধরো দন্দশূকো বিলেশয়ঃ।
কুম্ভীনসঃ পৃদাকুঃ স্যাদ্ দংষ্ট্রী কাকোদরো বিষী॥ ১০৬॥

ডিণ্ডুভনামানি।

ডুণ্ডুভো রাজিলঃ প্রোক্তোঽজগরো বাহসঃ শংযুঃ।
জলসর্পোঽলগর্দ্দঃ স্যাৎ তিলিৎস্যো গোনসঃ স্মৃতঃ॥ ১০৭॥

পবনাশন, গূঢ়পাৎ, উরগ, নাগ, জিহ্মগ, সরীসৃপ, চক্ষুঃশ্রবা, দীর্ঘপৃষ্ঠ, ব্যাল, আশীবিষ, অহি, দর্ব্বীকর, বিষধর, দন্দশূক, বিলেশয়, কুম্ভীনস, পৃদাকু, দংষ্ট্রী, কাকোদর, বিষী, { পুন্নাগ, মারুতাশন, শয়ানক, বিলশয়, দ্বিরসন, ভেকভুক্, শ্বসনোৎসুক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবান্, ফণবান্, ফণাকর, ফণকর, সমকোল, ব্যাড়, বিষাস্য, গোকর্ণ, উরঙ্গম, উরঙ্গ, গূঢ়পাদ, বিলবাসী, বিলেবাসী, হরি, ভোগ, দর্ব্বীভৃৎ, প্রচলাকী, দ্বিজিহ্ব, জলরুণ্ড, ভুজ, চিকুর, বিশয়, শয়, চক্রধর, দন্দভু, ভোগবান্, বিলোম, কচাকু, বিষার, বিষনঞ্জ, বিষদন্তক, দীর্ঘরসন, কর্ণবর্জ্জিত, দীর্ঘজিহ্ব, লতারসন, শ্বসনাশন, ফণকৃৎ, দৃক্কর্ণ, লতাজিহ্ব, কুহন, গূঢ়াঙ্ঘ্রি, পাতালনিলয়, বক্রাঙ্গ, ভুজাঙ্গ ও বায়ুভক্ষ }, এই সকল শব্দ সর্পের নাম॥ ১০৪—১০৬।

ডুণ্ডুভ, অজগর, জলসর্প, অলগর্দ্দ, তিলিৎস্য ও গোনস সর্পের নাম।

ডুণ্ডুভ, রাজিল, { ডুণ্ডু, দুণ্ডুভ, নাগভৃৎ ও ধোড় }, এই সকল শব্দ ডুণ্ডুভসর্পের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে ঢোঁড়াসাপ বলে। অজগর, বাহস ও শংযু এই শব্দত্রয় অজগরের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে অজাগর সাপ (বৃহৎ সাপ) বলে। জলসর্প, { জলব্যাল, অলগর্দ্দ, অলগর্দ্ধ ও জলধোড় } এই সকল শব্দ জল সর্পের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে জলধোঁড়া বলে। অলগর্দ্দ, { কালকু ও কালকন্দক }, এই শব্দত্রয় অলগর্দ্দের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কেউটিয়া ও কেউটে সাপ বলে। তিলিৎস্য, { তিলিৎস, গোনস, গোনাস, ঘোনস }, এই সকল শব্দ তিলিৎস সর্পের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে গোখুরা সাপ বলে। গোনস, { গোনাস, মণ্ডলীঘোড্র ও ঘোড্র }, এই সকল শব্দ গোনস সর্পের নাম। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে মণ্ডলীবোড়া বলে॥ ১০৭॥

সর্পমাংসগুণাঃ।

সর্পাণাং স্নেহনং মাংসং চক্ষুষ্যং বৃংহণং গুরু।
দুষীবিষকৃমিহরং মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৮ ॥

গোধানামগুণাঃ।

গোধা ঘোরফটা পঞ্চনখরা জনিপস্তথা।
কৃষ্ণসর্পেণ গোধেয়ো গোধেরঃ সুমহাগুণাঃ।
গোধাগ্নিজননী বল্যা বৃষ্যা পিত্তানিলাপহা ॥ ১০৯ ॥

সদ্যোহতমাংসগুণাঃ।

সদ্যোহতং ভজেন্মাংসং ব্যাধিবারি বিষেঽমৃতম্।
বয়স্থমকৃশং বল্যমন্যথা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১০ ॥

সর্পমাংসের গুণ।

সর্পমাংস—স্নিগ্ধকারক, চক্ষুষ্য, বৃংহণ, গুরুপাকী, দূষীবিষ (স্থাবর ও জঙ্গম-বিষ, অতি পুরাতন বা বিষঘ্ন ঔষধি দ্বারা হতবীর্য্য কিম্বা দাবাগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যাতপ দ্বারা শোষিত অথবা স্বভাবতঃ ব্যবয়াদি দশবিধ বিষগুণের কোন কোন গুণে হীন হইলে, তাহাকে দূষীবিষ বলা যায়। এই বিষ দেশ, কাল, দিবা ও দিবাস্বপ্নাদি দ্বারা দূষিত ধাতুকে পুনঃ পুনঃ দূষিত করে বলিয়া ইহাকে দূষীবিষ বলে) বিনাশক, কৃমিঘ্ন, মেধাজনক, অগ্নিদীপক ও বলকারক ॥ ১০৮ ॥

গোধা ও গোধেয়ের নাম ও মাংসের গুণ।

গোধা, ঘোরফটা, পঞ্চনখরা জনিপ, { গোধিকা, গোধি, নিহিকা ও দারুমুখাহ্বা }, এই সকল শব্দ গোধাসর্পের নাম। গোধেয়, গোধের, { গোধেয়ক, গোধেয়ক, গোধাখ্য, গোধিকাত্মজ, গোধার ও গোধের }, এই সকল শব্দ গোধেয়ের নামান্তর। গোধাসর্পমাংস—অগ্নিপ্রদীপক, বলকর, বীর্য্যজনক, পিত্তনাশক ও বাতঘ্ন। প্রচলিত বঙ্গভাষায় গোধাকে গোসাপ্, গুইসাপ্ ও গুই হাড়কেল্‌সাপ্ এবং হিন্দীভাষায় গোদী বলে এবং গোধেয়কে কৃষ্ণসর্পতুল ক্ষুদ্রজাতীয় গোসাপ্ বলে। ইহা শিশুসম আকার বিশিষ্ট এবং বৃক্ষকোটরে বাস করে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে ভোক্কে বলে। ইহা জাতিভেদে নানাপ্রকার মিশ্রবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ১০৯ ॥

সদ্যোহত মাংসের গুণ।

সদ্যোহত মাংস (টাট্কামাংস)—সবল করাই কর্ত্তব্য। ইহা অমৃতের ন্যায় সার্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশক [illegible]

বালবৃদ্ধচ্যুতগর্ভাদিমাংসগুণাঃ।

বৃদ্ধানাং দোষলং মাংসং বালানাং বলদং গুরু।
চ্যুতগর্ভাগুরুর্যোষিদ্গার্ভা গর্ভবতী তথা॥ ১১১॥

স্বয়ংমৃতমাংসগুণাঃ।

স্বয়ংমৃতমবল্যং স্যাদতিসারকরং গুরুঃ॥ ১১২॥

অখাদ্যমাংসগুণাঃ।

বিষাম্বুরুক্ মৃতং মৃত্যুদোষত্রয়রুগাবহম্॥ ১১৩॥
বিহগেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু।
পশ্চার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ॥১১৪॥

এবং অতীব বলকারক। সদ্যোহত মাংস ব্যতীত বাসি মাংস ভক্ষণ করা উচিত নহে, যেহেতু তাহাতে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১১০॥

বৃদ্ধ ও বাল মাংস এবং চ্যুতগর্ভাদির মাংসের গুণ।

বৃদ্ধ জন্তুর মাংস বিবিধ দোষকর। শিশুজন্তুর মাংস (কচিমাংস) বলকারক ও গুরুপাকী। চ্যুতগর্ভার মাংস (যে জন্তুর গর্ভস্রাব হইয়াছে সেই জন্তুর মাংস) এবং যোষিদ্গার্ভাগর্ভবতীর মাংস (যে জন্তুর গর্ভে স্ত্রীশিশু থাকে, তাহার মাংস)—অতীব গুরুপাকী॥ ১১১॥

স্বয়ংমৃতমাংসের গুণ।

স্বয়ংমৃতমাংস (যে জন্তু আঘাত বা রোগাদিতে মরিয়া যায়, তাহার মাংস)—বলনাশক, অতিসাররোগজনক এবং গুরুপাকী॥ ১১২॥

অখাদ্য মাংসের গুণ।

বিষ, জল ও রোগ দ্বারা যে জন্তুর মৃত্যু হয়, তাহার মাংস ভক্ষণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু উহা দ্বারা মৃত্যু, ত্রিদোষের প্রকোপ এবং বিবিধ রোগ হইয়া থাকে॥ ১১৩॥

বিবিধ মাংসের গুণ।

পক্ষিদিগের পুরুষজাতির মাংস এবং চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রীজাতির মাংস ভোজন করাই বিধেয়। এবং পুরুষজাতির দেহের পশ্চাদ্ভাগের মাংস ও স্ত্রীজাতির শরীরের পূর্ব্বভাগের মাংস গ্রহণ করাই উচিত। স্থূলকায় জন্তুর তুল্যজাতির ক্ষুদ্রদেহ বিশিষ্ট জন্তুর মাংস এবং ক্ষুদ্রকায় জন্তুর পক্ষে স্থূলদেহ বিশিষ্ট জন্তুর মাংসই হিতকর বলিয়া জানিবে। অলসজন্তুর মাংস (যে সকল জন্তু সর্ব্বদা

যো মুখতিলকঃ কটারমল্ল স্তেন
মদননৃপেণ নির্ম্মিতেঽত্র।
গ্রন্থেঽভূন্মদনবিনোদ নাম্নি পর্ণো
বিবিধপ্রাণিনাং মাংসবর্গোদ্বাদশঃ॥ ১২২॥

ইতি মাংসবর্গো দ্বাদশঃ।

পাণি (হস্ত, হাত), পাদ (পা), কটী, (কোমর), পৃষ্ঠ (পিঠ), ত্বক (চর্ম্ম), যকৃৎ (রক্তাধার, লিভার). এবং অন্ত্র (আঁতুড়ি), এই সকল স্থানের মাংস যথাক্রমে গুরুতর জানিবে অর্থাৎ উরুদেশের মাংসাপেক্ষা স্কন্ধদেশের মাংস গুরুতর, স্কন্ধের মাংসাপেক্ষা উদরের মাংস গুরুতর ইত্যাদি। ১২১।

রাজগণের মুখতিলকস্বরূপ, প্রচণ্ড যোদ্ধসম্পন্ন শ্রীমন্মহারাজা মদনপাল কর্ত্তৃক বিরচিত "মদনবিনোদ" নামক গ্রন্থে মাংসবর্গ সমাপ্ত। ১২২।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাচরণং।

গোপালবালৈঃ সহ মল্লবিদ্যা-
বিনোদদক্ষং ধৃতকাকপক্ষম্।
উপাস্মহে বাঙ্মনসাতিদূরং
মহঃ পরং নীলমচিন্তনীয়ম্॥ ১॥

মিশ্রবর্গঃ।

বাতেঽনুপানং স্নিগ্ধোষ্ণং রুক্ষোষ্ণং শ্লেষ্মণি স্মৃতম্।
পিত্তে স্নিগ্ধং হিতং স্নেহপানে তোয়মশীতলম্॥ ২॥
ভল্লাতক স্নেহমূর্চ্ছাব্যাপ্তানাং শীতলং জলম্।
শালিমুদ্গাদিভক্ষ্যাণাং যূষো মংসরসস্তথা॥ ৩॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

গোপাল বালকগণ সহ মল্লবিদ্যায় দক্ষ, কাকপক্ষ (কাণপাটা, জুল্‌পী) ধারণকারী, বাক্যের ও মনের অতীত, অচিন্তনীয়, সেই নীলবর্ণ (কৃষ্ণাখ্য) পরম তেজকে আমরা উপাসনা করি॥ ১॥

মিশ্রবর্গ।

বিবিধ পানাদির গুণ।

বাতরোগে ও বাতপ্রধান রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অনুপান (যে দ্রব্য ঔষধের সহিত অথবা ঔষধ সেবনের পশ্চাৎ সেবন করা যায়, তাহাকে অনুপান বলা যায়), কফরোগে অথবা কফপ্রধান রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ অনুপান পিত্তরোগে এবং পিত্তপ্রধান রোগে স্নিগ্ধ অনুপান এবং স্নেহপীত ব্যক্তি অনুপানে উষ্ণজল প্রয়োগ করিবে॥ ২॥

ভল্লাতক স্নেহপায়ি ব্যক্তিকে এবং মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শীতল জল অনুপানার্থে প্রদান করিবে। শালিতণ্ডুলের অন্নভোজী এবং মুদ্গাদি ভক্ষণকারী ব্যক্তিদিগকে যূষ ও মাংসরস, মাংস ভোজনকারি ব্যক্তিগণকে কাঁজি, মণ্ড (দধির মাৎ) অথবা দধি; শোষরোগী, বিষার্ত্ত ও অল্পাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে

মাংসাদভাজিনা মস্তু ধান্যাম্লং দধি বা স্মৃতম্।
মদ্যং শোষিবিষার্ত্তানামল্পাগ্নিনাঞ্চ শস্যতে ॥ ৪ ॥
কান্তানামুপবাসাধ্বভারস্ত্রীস্বরতাদিভিঃ।
পয়ঃ সুধাসমং প্রোক্তং ক্ষীণানাং রক্তপিত্তিনাম্ ॥ ৫ ॥
অসাত্ম্যং দোষলং শীতমতিমাত্রমথো গুরু।
উক্তানুপানতো ভুক্তং সুখমন্নং প্রজীর্য্যতে ॥ ৬ ॥
তদাদৌ কর্ষয়েৎ পীতং স্থাপয়েন্মধ্যসেবিতম্।
পশ্চাৎ পীতং বৃংহয়তি তৎ সমীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ ॥ ৭ ॥
ন পিবেচ্ছ্বাসকাসার্শোজন্তুরোগক্ষতাতুরঃ।
পীত্বাভিভাষ্যাধ্যয়ননিদ্রাং ন ত্বরয়া ভজেৎ।
তৎকফানিলপিত্তেষু চৈকদ্বিত্রিপলোন্মিতম্ ॥ ৮ ॥

মদ্য এবং উপবাস, পথপর্য্যটন, ভারবাহন ও স্ত্রীসহবাস প্রযুক্ত ক্লান্ত ব্যক্তিদিগকে দুগ্ধপান করিতে দিবে। অপিচ ক্ষীণ ব্যক্তি এবং রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে দুগ্ধ সুধাসদৃশ উপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ৩—৫ ॥

শীতবীর্য্য অনুপান অর্থাৎ শীতল জল অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, তাহা অসাধ্যকর, বিবিধ দোষজনক ও গুরুপাকী হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অনুপান সেবন করিলে ভুক্ত অন্ন অতি সহজে জীর্ণ হইয়া যায়। এই অনুপান অর্থাৎ শীতল জল ভোজনের আদিতে পান করিলে শরীর কৃশ হয়, মধ্যভাগে পান করিলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং ভোজনের পশ্চাৎ পান করিলে শরীর স্থূলত্বাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক ভোজনকালীন সময়ানুযায়ী অনুপান প্রয়োগ করিবেন ॥ ৬—৭ ॥

শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্রিমি ও ক্ষয়রোগীর পক্ষে শীতল জল অতীব অনিষ্টকর, একারণ এবম্বিধ রোগবিশিষ্ট রোগী কদাচ অনুপান সেবন করিবে না। আর অনুপান সেবনান্তে কদাচ উচ্চৈঃস্বরে কথন, অধ্যয়ন ও নিদ্রাসেবন করিবে না কফপ্রধান রোগে শীতল জল অনুপানার্থে—১ একপল অর্থাৎ ৮ তোলা, পিত্তপ্রধান রোগে ২ দুইপল (১৬ ষোলতোলা) এবং বায়ুপ্রধান রোগে অনুপানার্থে শীতল জল ৩ তিনপল অর্থাৎ ২৪ চব্বিশ তোলা পরিমাণে পানকরা বিধেয় বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥

বারি শস্তমুষঃকালে দৃষ্টিকারি রসায়নম্ ।
বলীপলিতবৈস্বর্য্যপীনসশ্বাসশোষজিৎ ॥ ৯ ॥
পানীয়প্রস্থতীরষ্টৌ যঃ পিবেদরুণোদয়ে ।
স জরাব্যাধিনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ১০ ॥

ধান্যেষু মাংসে সকলেষু চৈবং
শাকেষু চানুক্তমিহ প্রমাদাৎ ।
আস্বাদিতো ভূতগুণৈর্গৃহীত্বা
তদাদিশেদ্ দ্রব্যমনল্পবুদ্ধিঃ ॥ ১১ ॥

যষ্টিকা যবগোধূমা লোহিতা যাশ্চ শালয়ঃ ।
মুদ্গাঢ়কীমসূরাশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥
ভুক্ত্বোপবিশতস্তুন্দি বলমুত্তানশায়িনঃ ।
আয়ুর্বামকটিস্থস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাশস্ত্যকারক, রসায়ন এবং বলী (অকালকেশপক্কতা), পলিত (বৃদ্ধকালীন অথবা বয়সাধিক্য প্রযুক্ত চর্ম্মের শিথিলতা), বিস্বরতা, পীনস, শ্বাস ও শোষরোগ বিনাশ করে। গ্রন্থান্তরে বিশেষরূপে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে ৮ প্রস্থতি প্রমাণ অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) পরিমাণে শীতল জল পান করে, সে ব্যক্তি জরা ও ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমসুখে শতবর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে ॥ ৯-১০ ॥

পথ্যাদি নির্ণয়।

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ধান্য সকল, মাংস সমূহ ও বিবিধ শাকের মধ্যে রোগানুসারে পথ্য ও অপথ্য স্থির করিয়া দেওয়া হইল না, অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ উহাদের গুণাগুণ অবধারণ পূর্ব্বক রোগ বিবেচনায় সুপথ্যরূপে প্রয়োগ করিবেন। ব্রীহিধান্য সমূহের মধ্যে ষষ্টিকধান্য ও রক্তশালিধান্য, শূকধান্যের মধ্যে যব ও গোধূম এবং শমীধান্যের মধ্যে মুদ্গ, আঢ়কী ও মসূর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১১-১২ ॥

ভোজনানন্তর উপবেশনাদির গুণ।

যে ব্যক্তি আহারের অব্যবহিত পরে উপবেশন করে তাহার তুন্দি অর্থাৎ শরীরের স্থূলতা, উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করে তাহার বল, বামপার্শ্বে শয়ন করে তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি এবং যে ব্যক্তি ভোজনান্তে তৎক্ষণাৎ দৌড়ায় মৃত্যু

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাঞ্চোপজায়তে ॥ ১৪ ॥
ভোজনানন্তরং নিদ্রা বাতঘ্নী কফপুষ্টিকৃৎ ॥ ১৫ ॥
কফমেদোবিষার্ত্তানাং রাত্রৌ জাগরণং হিতম্।
দিবাস্বপ্নশ্চ তৃট্‌শূলহিক্কাজীর্ণাতিসারিণঃ ॥ ১৬ ॥
দন্তধাবনমুদ্দিষ্টমাস্যবৈশদ্যকারকম্।
প্রসেকারুচিদৌর্গন্ধ্যমলপিত্তকফাপহম্ ॥ ১৭ ॥
মদাতুরঃ কৃশঃ শ্রান্তো দন্ততাল্বোষ্ঠরোগবান্।
হিক্কাচ্ছর্দ্দিশিরঃপীড়ামূর্চ্ছাশোষী ন তচ্চরেৎ ॥ ১৮ ॥
মুখপ্রক্ষালনং শীতপয়সা রক্তপিত্তজিৎ।

রাত্রিজাগরণাদির গুণ।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রা না যাইয়া জাগরণ করে, তাহার শরীর রুক্ষ হয় এবং যে ব্যক্তি দিবাকালে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহার শরীর স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা অথবা দিবানিদ্রাকারী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিকালে জাগরণ অনিষ্টকর নহে ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি ভোজনের অব্যবহিত পরে নিদ্রাগত হয়, তাহার বায়ুনাশ, কফ-বৃদ্ধি ও পুষ্টিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কফরোগী, মেদোরোগী এবং বিষপীড়িত ব্যক্তিদিগের রাত্রিজাগরণ হিতকর। এবং তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতিসার রোগীদিগের পক্ষে দিবানিদ্রা অতীব হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১৫–১৬ ॥

দন্তধাবনের গুণ।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন দন্তধাবন করে অর্থাৎ দাঁত মাজিয়া জল দ্বারা ধুইয়া ফেলে, তাহার মুখ পরিষ্কার হয় এবং প্রসেক, অরুচি, মুখের দৌর্গন্ধ্য, দন্তের ও মুখের মল (ময়লা), পিত্ত ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু মদাতুর, কৃশ, পরিশ্রান্ত, দন্তরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, হিক্কারোগী, বমিরোগী, শিরঃপীড়াযুক্ত ব্যক্তি, মূর্চ্ছারোগী ও শোষরোগী কদাচ দন্তধাবন করিবে না ॥ ১৭–১৮ ॥

মুখপ্রক্ষালন ও পাদপ্রক্ষালনের গুণ।

প্রত্যহ শীতল জলদ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিলে অর্থাৎ মুখ ধুইলে রক্তপিত্তরোগ এবং মুখজাত পীড়কা, শোষ, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং

মুখস্য পিড়কাশোষনালিকাব্যঙ্গনাশনম্ ।
পাদপ্রক্ষালনং দৃষ্টিকরং বৃষ্যং শ্রমাপহম্ ॥ ১৯ ॥
পাদাভ্যঙ্গঃ সদা বৃষ্যো বলোৎসাহবিবর্দ্ধনঃ ।
নিদ্রাসুখকরঃ স্বাপ্তশ্রমনেত্ররুগাপহঃ ॥ ২০ ॥
স্নেহগণ্ডূষধারণং মুখশোষদ্বিজাময়ান্ ।
স্বরঘাতৌষ্ঠপারুষ্যরক্তবাতান্ বিনাশয়েৎ ॥ ২১ ॥
সুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ কফারুচিমলাহঃ ॥ ২২ ॥
বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং শোষিণাং রক্তপিত্তিনাম্ ।
কুপিতানামলক্ষীণাং রুক্ষাণাং ন প্রশস্যতে ॥ ২৩ ॥

অঞ্জনগুণাঃ ।

অঞ্জনং নেত্রনৈর্ম্মল্যং দৃষ্টিকারি রুগাপহম্ ।
রাত্রৌ জাগরিতঃ শ্রান্তঃ ছর্দ্দিতো ভুক্তবাংস্তথা ।
জ্বরাতুরঃ শিরঃস্নাতঃ কদাচিন্ন তদাচরেৎ ॥ ২৪ ॥

প্রতিদিন শীতল জলদ্বারা পাদপ্রক্ষালন করিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, বীর্য্যবৃদ্ধি ও শ্রমনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পাদাভ্যঙ্গের গুণ ।

প্রতিদিন সর্ব্বদা পাদাভ্যঙ্গ করিলে অর্থাৎ পদতলে তৈলমর্দ্দন করিলে বীর্য, বল ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, সুখে নিদ্রা হইয়া থাকে এবং স্বাপ্ত (পদাদির অসাড়তা), শ্রম ও নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গণ্ডূষ ধারণের গুণ ।

প্রতিদিবস স্নেহের গণ্ডূষ ধারণ করিলে অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা কুল্লি করিলে মুখশোষ, দন্তরোগ, স্বরভঙ্গ, ওষ্ঠের পারুষ্য ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এবং ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে কফ, অরুচি ও দন্তাদির মল নষ্ট হইয়া থাকে। বিষার্ত্ত, মূর্চ্ছারোগী, মদাত্যয়রোগী, শোষরোগী, রক্তপিত্ত-রোগী, কুপিতব্যক্তি, দরিদ্রব্যক্তি ও রুক্ষব্যক্তিদিগের পক্ষে গণ্ডূষধারণ প্রশস্ত নহে ॥ ২১-২৩ ॥

অঞ্জনের গুণ ।

অঞ্জন (চক্ষুতে কাজল দেওয়া)—চক্ষু পরিষ্কারক, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক এবং চক্ষুরোগাদি নাশক। কিন্তু রাত্রিজাগরিত, শ্রান্ত, বমিত, ভুক্ত, জ্বরাতুর ও শিরস্নাত

ব্যায়ামঃ কর্ম্মসামর্থ্যস্থৈর্য্যদোষক্ষয়াগ্নিকৃৎ।
স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্ ॥ ২৫ ॥
ব্যায়ামদৃঢ়চিত্তানাং ব্যাধির্নাস্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রঞ্চ পচ্যতে।
ভবন্তি শীঘ্রং বৈ তস্য বলীশিথিলিতাজরাঃ ॥ ২৭ ॥
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স মতো হিতঃ।
অন্যদাপি স কর্ত্তব্যঃ শক্ত্যর্দ্ধেন বলাবলম্ ॥ ২৮ ॥
তনুং সমীক্ষ্য বা স্বেদী কণ্ঠে গ্রীবাললাটয়োঃ।
ভুক্তবান্ কৃতসংযোগঃ কাসী শ্বাসী ক্ষয়ী কৃশঃ ॥ ২৯ ॥
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে ॥ ৩০ ॥
মর্দ্দনং শ্রমবাতঘ্নং নিদ্রাপুষ্টিবলপ্রদম্।
কেশশ্মশ্রুনখানাঞ্চ কর্ত্তনং শুচিরূপকৃৎ ॥ ৩১ ॥

ব্যায়ামের গুণ।

ব্যায়াম (কুস্তিকরা)—কর্ম্মে সামর্থ্যজনক, শরীরের স্থৈর্য্যকারক, ত্রিদোষের ক্ষয়কারক ও জঠরাগ্নিসন্দীপক। ব্যায়াম-বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমধিক গুণশালী। ব্যায়াম কর্ত্তৃক দৃঢ়াঙ্গ ব্যক্তিদিগের কদাচ কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় না, বিরুদ্ধ অন্ন বা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক পায় এবং অকালে বলী ও জরা উৎপন্ন হয়। একারণ বসন্তকালে ও শীতকালে ব্যায়াম অভ্যাস করা হিতকর বলিয়া জানিবে। অন্যকালে শক্তির অর্দ্ধেক পরিমাণে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। কণ্ঠ, গ্রীবা, ললাট অথবা সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি, বিলাসী, কাসরোগী, শ্বাসরোগী, ক্ষয়রোগী, কৃশ, রক্তপিত্তরোগী, উরঃক্ষতরোগী এবং শোষরোগীদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক নহে। অত্যন্ত ব্যায়াম করিলে কাস ও বমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৫—৩০ ॥

মর্দ্দনের ও কেশাদি কর্ত্তনের গুণ।

মর্দ্দন (গাত্রাদি ডলন বা টেপন)—শ্রমঘ্ন, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, পুষ্টিকারক, ও বলকর এবং কেশ, (মস্তকের চুল), শ্মশ্রু (দাড়ি) ও নখের কর্ত্তন পবিত্রতাজনক ও রূপজনক। ৩১ ॥

অভ্যঙ্গো বাতরোগঘ্নো ধাতুসাম্যং বলং সুখম্।
নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বানি কুরুতে দৃষ্টিপুষ্টিকৃৎ ॥ ৩২ ॥
কেশপ্রসাধনী কেশ্যা রজোজন্তুমলাপহা।
শিরোঽভ্যঙ্গঃ শিরস্তৃপ্তিকেশদার্ঢ্যাক্ষিপুষ্টিকৃৎ ॥ ৩৩ ॥
উচ্চৈঃশ্রবণবাধির্য্যমলমন্যাহনুগ্রহান্।
কদাপি কর্ণরোগাণাং কুরুতে কর্ণপূরণম্ ॥ ৩৪ ॥
সিক্তস্যাদ্রির্যথা মূলে তরূণাং পল্লবাদয়ঃ।
বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসিক্তস্য ধাতবঃ।

অভ্যঙ্গের গুণ।

অভ্যঙ্গ (গাত্রাদিতে তৈলাদি মর্দ্দন)—বাতরোগঘ্ন, ধাতুসমূহের সমতা-সম্পাদক, বলকারক, সুখজনক, নিদ্রোৎপাদক, বর্ণকারক, শরীরের মৃদুতা-বিধায়ক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর। ৩২।

কেশপ্রসাধনী ও শিরোভ্যঙ্গের গুণ।

কেশপ্রসাধনী (চিরুণ্যাদি দ্বারা মস্তকের চুল আঁচড়াইয়া তাহার পারিপাট্য করা)—কেশের ঔজ্জ্বল্যবিধায়ক এবং ধূলি, জন্তু (উকুন প্রভৃতি কীট) ও মল (মস্তকের খুস্কী প্রভৃতি ময়লা) নাশক। শিরোভ্যঙ্গ (মস্তকে তৈলাদি মর্দ্দন)—মস্তকের তৃপ্তিকারক, কেশের দৃঢ়তাজনক এবং চক্ষুর দীপ্তি ও পুষ্টিসাধক। ৩৩

কর্ণ পূরণের গুণ।

কর্ণ পূরণ দ্বারা কর্ণরোগীদিগের কোন কোন সময়ে উচ্চশ্রবণ (শ্রবণশক্তির অল্প হীনতা প্রযুক্ত মৃদুস্বর শুনিতে না পাওয়া), বধিরতা, কর্ণমধ্যে মল সঞ্চিত হওয়া, মন্যাবেদনা ও হনুবেদনা হইয়া থাকে মাত্র। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ৩৪।

স্নেহাবগাহনের গুণ।

যেমন বৃক্ষ সমূহের মধ্যে যে বৃক্ষের মূলে নিয়ত জল সেচন করা যায়, বসন্তকালে অন্যান্য বৃক্ষাপেক্ষা সেই বৃক্ষের পল্লবাদি নিরতিশয় সতেজ ও স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ স্নেহসিক্ত ব্যক্তির রসাদি ধাতু সমূহ অন্যান্য জনের ধাতু অপেক্ষা সমধিক স্নিগ্ধ ও তেজস্বী হইয়া থাকে। অপিচ নিয়ত স্নেহাবগাহ-

স্নেহাবগাহনং বাতশমনং ধাতুপুষ্টিদম্॥ ৩৫॥
মাত্রাভিস্ত্রিচতুঃপঞ্চষড়সপ্তাষ্টভিরাব্রজেৎ।
রসরক্তমাংসমেদোমজ্জাধাতূন্ যথাক্রমম্॥ ৩৬॥
বান্তো নবজ্বরীঽজীর্ণী বিরিক্তঃ কেবলামরুক্।
নিরূহতর্পণং যচ্চ স্নেহাভ্যঙ্গাদি বর্জ্জয়েৎ॥ ৩৭॥
উদ্বর্ত্তনং বাতহরং ভ্রাজকানলদীপনম্।
গাত্রস্থিরত্বসুখিতাত্বক্প্রসাদমৃদুত্বকৃৎ॥ ৩৮॥

স্নানাদিগুণাঃ।

স্নানং বাতশ্রমালক্ষ্মীপামাকণ্ডূমলাপহম্।
হৃদ্যং কাসকরং বহ্নিসর্ব্বেন্দ্রিয়বিবোধনম্॥ ৩৯॥

শারীরিক রসাদি সপ্তধাতুর পরিমাণ।

শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তধাতু যথাক্রমে ৩ তিন, ৪ চারি, ৫ পঞ্চ, ৬ ছয়, ৭ সাত, ৮ আট এবং ৯ নয় গুণ মাত্রা বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ রসধাতু তিন, রক্তধাতু চারিগুণ, মাংস ধাতু পাঁচগুণ ইত্যাদি ৩৬॥

স্নেহাভ্যঙ্গাদির নিষেধ।

বান্ত (যাহাকে বমীকরান হইয়াছে), নবজ্বরী, অজীর্ণরোগী, বিরিক্ত (যাহাকে বিরেচন করান হইয়াছে) এবং কেবলামরুক্, (যাহার কেবল মাত্র আমাশয় রোগ আছে), এই সকল ব্যক্তির পক্ষে নিরূহবস্তি (দুগ্ধকষায় ও তৈল একত্র করিয়া বাহ্য করাইবার জন্য গুহ্যদ্বার দিয়া যে পিচ্‌কারী দেওয়া যায়, তাহাকে নিরূহবস্তি বলে), তর্পণ (চক্ষুরোগে অঞ্জনরূপ ক্রিয়া বিশেষ), স্নেহাভ্যঙ্গ (গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন) প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৩৭॥

উদ্বর্ত্তনের গুণ।

উদ্বর্ত্তন (শরীর নির্ম্মলীকরণার্থ গাত্রাদিতে গন্ধদ্রব্যাদি লেপন)—বাতনাশক, ভ্রাজকপিত্তের (যে পিত্ত দ্বারা শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং লেপ, অভ্যঙ্গাদির পরিপাক হয়, তাহাকে ভ্রাজক পিত্ত বলে), উদ্দীপক এবং শরীরের স্থিরতা, সুখ, চর্ম্মের প্রসন্নতা ও মৃদুতাজনক॥ ৩৮॥

স্নানের গুণ।

স্নান (জলে অবগাহন করা)—বাত, অলক্ষ্মী (অশুচি), পামা (কুষ্ঠরোগবিশেষ), কণ্ডূ (চুলকানী) ও গাত্রাদির মলনাশক, হৃদ্য, কাসজনক অগ্নিদীপক

ন তদুষ্ণেন শিরসো যোজ্যং নেত্রাহিতং যতঃ।
কফবাতপ্রকোপে তু ভেষজার্থং তদাচরেৎ॥ ৪০॥
তচ্চাতিসারজ্বরিতকর্ণশূলানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানারোচকাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্॥ ৪১॥
অনুলেপস্তৃষামূর্চ্ছাদৌর্গন্ধ্যশ্রমবাতজিৎ।
সৌভাগ্যতেজস্ত্বগ্বর্ণপ্রীত্যোজোবলবর্দ্ধনম্॥ ৪২॥
কুসুমাম্বররত্নানাং ধারণং কান্তিকারকম্।
পাপরক্ষোগ্রহহরং কামৌজঃশ্রীবিবর্দ্ধনম্।
পাদত্র্যা ধারণং নেত্র্যমায়ুষ্যং পাদরোগনুৎ॥ ৪৩॥

উষ্ণীষচ্ছত্রগুণাঃ।

উষ্ণীষং শুচিদং কেশ্যং রজোবাতাতপাপহম্।

এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বোধক। উষ্ণজল দ্বারা স্নান করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে চক্ষুর পক্ষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তবে কফ ও বায়ুর প্রকোপে ঔষধরূপে গরমজল স্নানার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপিচ অতিসাররোগী, জ্বররোগী, নিরাম বাতরোগী, কর্ণশূলরোগী, আধ্মান, অরুচি, অজীর্ণরোগী ও ভুক্তব্যক্তিদিগের পক্ষে উষ্ণজলে স্নান অতিশয় গর্হিত বলিয়া জানিবে॥ ৩৯—৪১॥

অনুলেপের গুণ।

অনুলেপ (গাত্রে চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করা)—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রাদির দৌর্গন্ধ্য, শ্রম ও বাতনাশক এবং সৌভাগ্য, তেজঃ, চর্ম্মের সুবর্ণতা, প্রীতি, ওজোধাতু ও বলবর্দ্ধক॥ ৪২॥

কুসুম, বস্ত্র, রত্ন ও পাদুকাদি ধারণের গুণ।

কুসুম অর্থাৎ পুষ্পমালা, অম্বর অর্থাৎ পরিধান বস্ত্র, জামা ও ওড়না প্রভৃতি বসন এবং রত্ন অর্থাৎ হীরাদি—অঙ্গাদিতে ধারণ করিলে অর্থাৎ ব্যবহার করিলে কান্তি জন্মে, পাপ, রক্ষঃ ও গ্রহদোষ দূরীভূত হয় এবং কাম, ওজঃ ও শ্রী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পাদত্রী অর্থাৎ জুতা, মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে চক্ষুর দীপ্তি ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং পাদগত রোগ সকল নষ্ট হয়, অপিচ পাদদ্বয়ে কোন প্রকার রোগ

ছত্রধারণমোজস্যং চক্ষুষ্যং হিমঘর্ম্মজিৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যজনগুণাঃ।

বালব্যজনমোজস্যং মক্ষিকাদিনিবারণম্।
ব্যজনস্যানিলঃ শোষমূর্চ্ছাস্বেদশ্রমাপহঃ ॥ ৪৫ ॥

যষ্টিধারণগুণাঃ।

যষ্টিধারণমুৎসাহস্থৈর্য্যাবিষ্টম্ভবীর্য্যকৃৎ।
রক্ষঃসর্পাদিভয়জিদ্ বিশেষাৎ স্থবিরে মতম্ ॥ ৪৬ ॥
অঙ্গ্যাস্থৌল্যরুচিশ্লেষ্মসৌকুমার্য্যসুখপ্রদম্।
যত্নচঙ্ক্রমণং নাপি দেহপীড়াকরং ভবেৎ।
তদায়ুর্বলমেধাগ্নিপ্রদমিন্দ্রিয়বোধনম্ ॥ ৪৭ ॥

উষ্ণীষ ও ছত্রধারণের গুণ।

উষ্ণীষ ধারণ করিলে অর্থাৎ মস্তকে টুপী, পাগড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করিলে
হ পবিত্র থাকে, কেশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয় এবং ধূলি, বায়ু ও আতপ (রৌদ্র)
বারিত হইয়া থাকে।

ছত্রধারণ করিলে অর্থাৎ ছাতা মাথায় দিলে ওজোধাতুর বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর
ত সাধিত হয় এবং শিশির ও রৌদ্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ব্যজনের গুণ।

বালব্যজন অর্থাৎ চামরের বায়ু সেবন দ্বারা ওজোধাতু বর্দ্ধিত হয় এবং
ক্ষকাদি (মাছী, মশা প্রভৃতি) নিবারিত হইয়া থাকে। এবং ব্যজন বায়ু
র্থাৎ পাখার বাতাস সেবন দ্বারা শোষ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও শ্রম বিনষ্ট হইয়া
াকে ॥ ৪৫ ॥

যষ্টিধারণের গুণ।

যষ্টিধারণ করিলে অর্থাৎ সর্ব্বদা লাঠি ব্যবহার করিলে উৎসাহ, দেহের
্থিরতা, অবিষ্টম্ভ (জড়ীভাব দূর হওয়া) ও বীর্য্য জন্মে এবং রক্ষঃ ও সর্পাদির
য় দূর হয়। যষ্টি—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব উপকারক, যেহেতু উহা
ারা বৃদ্ধদিগের অঙ্গের অস্থৌল্য (শিথিলীভাব দূর হওয়া), রুচি, কফ,
ৌকুমার্য্য ও সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে যাতায়াত করিলে অতি
্রুতবেগে চলিতে হয় না বলিয়া দেহের খেদনাদি কোন প্রকার পীড়া জন্মে না,
কারণ উহাতে আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়া
াকে ॥ ৪৬—৪৭ ॥

শয্যাদিগুণাঃ।

ত্রিদোষশমনী শয্যাতূলী বাতকফাপহা।
সুখশয্যাসমং নিদ্রাপুষ্টীন্দ্রিয়বলপ্রদা ॥ ৪৮ ॥
আতপঃ খেদমূর্চ্ছাভ্রমতৃষ্ণাদাহশ্রমক্লমান্।
কুরুতে পিত্তবৈবর্ণ্যস্বেদান্ ছায়াং ব্যপোহতি ॥ ৪৯ ॥
অগ্নিঃ শীতানিলস্তম্ভকফবেপথুনাশনঃ।
রক্তপিত্তপ্রদূষী স্যাদামাভিষ্যন্দপাচনঃ ॥ ৫০ ॥
ধূমঃ পিত্তানিলৌ কুর্য্যাদবশ্যায়ঃ কফানিলৌ।
জ্যোৎস্না শীতানিলৌস্তম্ভপ্রদা তৃট্ পিত্তদাহজিৎ ॥ ৫১ ॥
তমো ভয়াবহং মোহকফপিত্তক্লমপ্রদম্।
বৃষ্টির্ব্বল্যা হিমা নিদ্রাভিষ্যন্দালস্যকারিণী ॥ ৫২ ॥

শয্যার গুণ।

শয্যা—সাধারণতঃ ত্রিদোষ নাশক। তূলী (তোষক ও গদী)—বাতঘ্ন কফনাশক, সুখশয্যাসম, নিদ্রাকর্ষক, পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা জনক এবং বলজনক ॥ ৪৮ ॥

আতপের গুণ।

আতপ (রৌদ্র)—খেদ (ক্লান্তি), মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম ও ক্লমজনক পিত্তোৎপাদক, শরীরের বিবর্ণতাজনক, ঘর্ম্মোৎপাদক এবং ছায়া দূরীকারক ॥ ৪৯ ॥

অগ্নির গুণ।

অগ্নি—শীতল, বাত, স্তম্ভ, কফ ও কম্পনাশক, রক্ত ও পিত্তপ্রদূষক এবং আমরস ও অভিষ্যন্দ পাচক ॥ ৫০ ॥

ধূমের, হিমের ও জ্যোৎস্নার গুণ।

ধূম—পিত্তোৎপাদক ও বায়ুজনক। অবশ্যায় (শিশির)—কফ ও বাত জনক। জ্যোৎস্না—শীত ও বাতস্তম্ভ জনক, পিপাসাজনক, পিত্তঘ্ন ও দাহ নিবারক ॥ ৫১ ॥

অন্ধকারের ও বৃষ্টির গুণ।

অন্ধকার—ভয়জনক, মোহজনক, কফপ্রকোপী, পিত্তোৎপাদক ও ক্লান্তি কারক। বৃষ্টি—বীর্য্যজনক, শীতল, নিদ্রাকর্ষক, অভিষ্যন্দী এবং আলস্যজনক ॥ ৫২ ॥

প্রবাতং রূক্ষবৈবর্ণ্যস্তম্ভকৃদ্দাহপিত্তনুৎ।
স্বেদমূর্চ্ছাপিপাসাঘ্নমপ্রবাতমতোঽন্যথা ॥ ৫৩ ॥
সুখং প্রবাতং সেবেত গ্রীষ্মে শরদি চান্তরা।
নিবাতমায়ুষে সেব্যমারোগ্যায় চ সর্ব্বদা ॥ ৫৪ ॥
সদ্যোমাংসং নবং চান্নং বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকে স্নানং সদ্যঃপ্রাণকরাণি ষট্ ॥ ৫৫ ॥
পূতিমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃপ্রাণহরাণি ষট্ ॥ ৫৬ ॥
অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতম্।
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলমভ্যঙ্গে ন তু ভোজনে ॥

প্রবাতের ও নিবাতের গুণ।

প্রবাত (প্রবল বায়ু)—রূক্ষতাজনক, বিবর্ণতা ও স্তম্ভকারক এবং দাহ, পিত্ত, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও পিপাসা নাশক। কিন্তু অপ্রবাত অর্থাৎ অল্প বায়ু প্রবাত অপেক্ষা বিপরীত গুণশালী। তবে গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে প্রবাত সুখকর বলিয়া এই দুই ঋতুতে সেবন করা যাইতে পারে। নিবাত সেবন অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান—আয়ু ও আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে। ৫৩-৫৪ ॥

সদ্যঃপ্রাণকর।

সদ্যোমাংস, নূতন অন্ন, বালাস্ত্রী, দুগ্ধপান, ঘৃত ও উষ্ণোদকে স্নান, এই ছয়টীর উপভোগে সদ্যই বলাদি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৫৫ ॥

সদ্যঃপ্রাণহর।

পচামাংস, বৃদ্ধাস্ত্রী, প্রভাতকালীন সূর্য্যাতপ, নূতন দধি, প্রত্যূষে মৈথুন ও প্রভাতকালে নিদ্রা, এই ছয়টীর উপভোগে সদ্যই প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে ॥ ৫৬ ॥

অন্নাদির গুণ।

অন্ন, পিষ্টক, দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত ও তৈল, এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর ৮ অষ্ট গুণ অধিক গুণশালী অর্থাৎ অন্ন অপেক্ষা পিষ্টক ৮ গুণ বেশী গুণশালী, পিষ্টকাপেক্ষা দুগ্ধ ৮ অষ্ট গুণ অধিক বলশালী ইত্যাদি। কিন্তু ইহার মধ্যে তৈল অভ্যঙ্গ ব্যতীত ভোজন দ্বারা ৮ গুণ অধিক গুণপ্রদ নহে ॥ ৫৭ ॥

লঙ্ঘনং কফমেদোঘ্নমামজ্বরহরং লঘু ॥ ৫৮ ॥
পাচনং দীপনং বাতহরং শূলাতিসারজিৎ ।
তন্ন যুক্তং নবে বালে গর্ভিণ্যাং স্থবিরে কৃশে ॥ ৫৯ ॥
শোককামভয়ক্রোধমার্গশ্রমচিরজ্বরে ॥ ৬০ ॥
পূর্ব্বানিলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাস্রবর্দ্ধনঃ
রোগকৃদ্ বিষজুষ্টানাং ক্ষতব্রণবিলাসিনাম্ ।
বিদাহী বাতলঃ শ্রান্তকফশোফবতাং হিতঃ ॥ ৬১ ॥
দক্ষিণঃ পবনঃ স্বাদু রক্তপিত্তহরো লঘুঃ ।
অবিদাহপ্রদো বল্যঃ চক্ষুষ্যো ন চ বাতলঃ ॥ ৬২ ॥
পশ্চিমঃ পবনো রূক্ষস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহবলাপহঃ ।
বিশদঃ শোষণো নৃণাং কফমেদোহরো লঘুঃ ॥ ৬৩ ॥

লঙ্ঘনের গুণ ।

লঙ্ঘন (উপবাস)—কফঘ্ন, মেদোনাশক, আমরসের পরিপাচক, জ্বরঘ্ন, শরীরের লঘুতাকারক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক, আমবাতনাশক, শূলরোগঘ্ন ও অতিসাররোগ নিবারক । কিন্তু নবজাত শিশু, গর্ভিণী, বৃদ্ধ, কৃশ, শোকাকুল, কামার্ত্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ, পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত ও পুরাতন জ্বর রোগী ব্যক্তিদিগের লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে । ৫৮—৬০ ।

[illegible] গুণ ।

পূর্ব্বদিকের বায়ু—গুরু, মধুর, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বিষপীড়িত, ক্ষত, ব্রণরোগী ও বিলাসিদিগের পীড়াজনক, বিদাহী, বাতবর্দ্ধক এবং শ্রান্ত, কফার্ত্ত ও শোথরোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণবায়ুর গুণ ।

দক্ষিণদিকের বাতাস—স্বাদু, রক্তপিত্তরোগঘ্ন, লঘু, অবিদাহী, বলকারক, চক্ষুষ্য এবং বাতবর্দ্ধক ॥ ৬২ ॥

পশ্চিমবায়ুর গুণ ।

পশ্চিমদিকের বায়ু—রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্নেহ ও বলনাশক, বিশদ, শরীরের রসশোষক, কফঘ্ন, মেদোনাশক ও লঘু ॥ ৬৩ ॥

উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধদোষপ্রকোপকৃৎ।
ক্লেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃদুঃ।
ক্ষয়ক্ষীণবিষার্ত্তানাং বিশেষাদ্ গুণকারকঃ ॥ ৬৪ ॥
রসো মধুরকঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ ॥ ৬৫ ॥
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যকফক্রিমীন্।
সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাসগলগণ্ডার্ব্বুদাদিকৃৎ ॥ ৬৬ ॥
রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মকরো লঘুঃ।
লেখনোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লমদঃ পবনাপহঃ।
সোঽতিযুক্তঃ পরং দেহে রক্তপিত্তাদিরোগকৃৎ ॥ ৬৭ ॥
কটুকঃ পিত্তলঃ শ্লেষ্মক্রিমিকণ্ডূবিষাপহঃ ॥ ৬৮ ॥
আগ্নেয়ো বাতলস্তন্যমেদঃস্থৌল্যহরো গুরুঃ।
সোঽতিযুক্তো ভ্রমাস্থৌল্যতালুশোষাতিদাহদঃ ॥ ৬৯ ॥

উত্তরদিকের বায়ুর গুণ।

উত্তরদিগের বায়ু—শীতল, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ প্রকোপক, ক্লেদজ, বলকারক, মধুর ও মৃদু এবং ইহা ধাতুক্ষীণ ও বিষার্ত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব গুণকারক। ৬৪ ॥

মধুররসের গুণ।

মধুররস—শীতল, ধাতু, স্তন্য ও বলপ্রদ, চক্ষুষ্য, বাতপিত্তঘ্ন এবং শরীরের স্থূলতা, কফ ও ক্রিমি উৎপাদন করে। এই মধুররস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদাদি রোগ উৎপন্ন হয়। ৬৫–৬৬।

অম্লরসের গুণ।

অম্লরস—পরিপাচক, রুচিকারক, পিত্তশ্লেষ্মজনক, লঘু, লেখন, উষ্ণ, বাহ্যিক শীতজনক, ক্লান্তিদ এবং বাতনাশক। এই অম্লরস অধিকমাত্রায় সেবন দ্বারা রক্তপিত্তাদি বিবিধরোগ জন্মে। ৬৭।

কটুরসের গুণ।

কটুরস—পিত্তবর্দ্ধক, কফ, ক্রিমি, কণ্ডূ ও বিষনাশক, অগ্নিগুণ বিশিষ্ট, বাতবর্দ্ধক, স্তন্য, মেদ ও স্থৌল্যনাশক এবং গুরু। এই কটুরস অধিক মাত্রায় সেবনে
[illegible] ॥ ৬৮—৬৯ ॥

তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছাজ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ।
বাতলোঽগ্নিকরঃ স্তন্যশোধনঃ শোষণো লঘুঃ।
সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূলমন্যাস্তম্ভভ্রমার্ত্তিকৃৎ ॥ ৭০ ॥
লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ ॥ ৭১ ॥
পুংস্ত্ববালহরঃ কামঃ কায়শৈথিল্যকারকঃ।
সোঽতিযুক্তোঽক্ষিকাস্রপিত্তকোঠাক্ষিতাপকৃৎ ॥ ৭২ ॥
কষায়ো রোপণো গ্রাহী শোষণো বাতকোপনঃ।
সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মানহৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রসন্নদৃষ্টির্দৃঢ়দন্তকেশঃ
শশাঙ্কবক্ত্রঃ পলিতৈর্ব্বিহীনঃ।
পিকাভকণ্ঠঃ কমলাস্যগন্ধো
তস্যোপসেবী ভবতীহ মর্ত্ত্যঃ ॥ ৭৪ ॥

তিক্তরসের গুণ।

তিক্তরস—শীতল, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত ও কফনাশক, বাতবর্দ্ধক, অগ্নি-জনক, স্তন্যশোধক ও লঘুপাকী। এই তিক্তরস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ ও ভ্রমরোগ জন্মে ॥ ৭০ ॥

লবণরসের গুণ।

লবণরস—শোধক, রুচিকারী, পরিপাচক, কফজনক, পিত্তল, পুংস্ত্বজনক, বাতঘ্ন, কামোদ্দীপক এবং দেহের শিথিলতাকারক। এই লবণরস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে চক্ষুগত রক্ত ও পিত্তদোষ, কোঠ ও চক্ষুস্তাপ উৎপন্ন হয় ॥৭১-৭২॥

কষায় রসের গুণ।

কষায়রস—ব্রণাদিরোপক, মলরোধক, রসাদিশোষক ও বাতপ্রকোপক। এই কষায় রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গ্রহ, আধ্মান, হৃদ্রোগ, আক্ষেপণাদি বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

উপসেবা।

যে ব্যক্তি প্রসন্ন দৃষ্টিশালী, দৃঢ় দন্ত ও কেশ সমন্বিত, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল প্রভাবিশিষ্ট মুখবিশিষ্ট, পক্ককেশাদি পরিশূন্য, কোকিলের স্বরসম্পন্ন এবং মুখে পদ্মগন্ধশালী বলিয়া জানিবে, মনুষ্য এতাদৃশ ব্যক্তির উপসেবা (পরিচর্য্যা) করিতে পারে অর্থাৎ ঈদৃশ জনই উপসেবনীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৭৪ ॥

বমনং শ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বিরেকো রক্তপিত্তহা।
বস্তির্ব্বাতহরা জ্ঞেয়া স্বেদে মান্দ্যেঽপকারকঃ ॥ ৭৫ ॥

কাশোপলেপঃ স্বরভেদনিদ্রা
তথাস্যদৌর্গন্ধ্যবিষোপসর্গঃ।
কফপ্রসেকো গ্রহণীপ্রদোষা
ভবন্তি জন্তোর্ব্বমিতেন নূনম্ ॥ ৭৬ ॥

বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং
ধাতুঃ স্থিরত্বং বলমগ্নিদীপ্তিম্।
চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ করোতি
বিরেচনং সম্যগুপাস্যমানম্ ॥ ৭৭ ॥

বান্তির্ব্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শস্যতে।
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা ॥ ৭৮ ॥

মূলে নিষিক্তো হি যথা দ্রুমঃ স্যাৎ
নীলচ্ছদঃ কোমলপল্লবাগ্রঃ।
কালে বৃহৎপুষ্পফলপ্রদশ্চ
তথা নরঃ স্যাদনুবাসনেন ॥ ৭৯ ॥

পঞ্চকর্ম্মের গুণ।

বমন, বিরেচন, নিরূহণ, অনুবাসন ও নস্য, শারীরিক এই পাঁচটী ক্রিয়াকে পঞ্চকর্ম্ম বলে। ইহার মধ্যে বমন—কফঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং বস্তি-বাতনাশক এবং স্বেদে ও অগ্নিমান্দ্যরোগে অপকারী। সম্যক্ প্রকার বমন করান হইলে কাসোপলেপ (গলার ভিতর কফলিপ্ততারোধ), স্বরভঙ্গ, নিদ্রা, মুখের দৌর্গন্ধ্য, পীত বিষের ক্রিয়া প্রকাশ, কফস্রাব ও গ্রহণীদোষ জন্মে না এবং সম্যক্ প্রকারে দাস্ত করান হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা ইন্দ্রিয়গণের বল, ধাতুর স্থিরতা, বল, অগ্নির-দীপ্তি এবং বহুকালে দেহের জীর্ণতা জন্মে। বমন—বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত-গত রোগ এবং বস্তি-দ্বন্দজ ও সান্নপাতিকরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে। যে প্রকার মূলে জলসিক্ত বৃক্ষ সকল নতেজ সুন্দর পল্লব, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনুবাসন দ্বারা মনুষ্য নীরোগ হইয়া নির্ম্মল সুখপ্রাপ্ত হইয়া

ত্বগ্‌দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতসম্ভবাঃ।
রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন ॥ ৮০ ॥
সংহর্ষাৎ কুপিতা ভবন্তি হি মলা বর্ষাসু বাতাদয়ঃ।
ক্লিন্নত্বাদ্ বপুষোঽনলে কৃশতরে বৈদ্যেন দেয়ং ততঃ।
অন্নং দীপনপাচনঞ্চ মলহৃৎ ক্লেদাপহোষ্ণদ্রবং।
রূক্ষং নাতিকষায়তিক্তকটুকঃ স্নিগ্ধঞ্চ কিঞ্চিদ্রসৈঃ ॥ ৮১ ॥
দিব্যং চৌঙ্গ্যমথাম্বু তপ্তশিশিরং সক্ষৌদ্রমল্পং পিবেৎ।
গচ্ছন্ত্যোষধয়ো বিদাহমধিকং তারুণ্যযোগাত্তদা।
ন্যায়ামার্কমরীচিমৈথুনসুখাবশ্যায়বর্জ্জেৎ ততঃ।
ভুবাষ্পাম্বুভুজঙ্গদংশমশকৈর্ব্বর্জ্জেৎ শয্যাতলয়ে ॥ ৮২ ॥

পিত্ত এবং অপরাহ্ন সময়ে প্রয়োগ করিলে বাত নিবারণ করিয়া থাকে। ইহা অতীব উৎকটরোগে রাত্রিকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে) ॥ ৭৫–৭৯ ॥

রক্তমোক্ষণের গুণ।

রক্তমোক্ষণকৃত ব্যক্তিদিগের চর্ম্মগত রোগ, গ্রন্থি, শোফ ও রক্তদোষজনিত কোনপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৮০ ॥

ঋতুচর্য্যা এবং বর্ষা ঋতুচর্য্যা।

বর্ষাকালে বাতাদি দোষত্রয় (বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ) সংহর্ষ (পরস্পর স্পর্দ্ধা শীলতা) প্রযুক্ত অত্যন্ত প্রকুপিত ও শীলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; একারণ ক্লিন্নতা প্রযুক্ত (শরীরাভ্যন্তর স্নিগ্ধ হওয়া বশতঃ) কায়াগ্নি (শারীরিক অগ্নি) ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত বৈদ্যগণ এই কালে অগ্নি প্রদীপক, পরিপাচক, মলনাশক, ক্লেদাপহারক, উষ্ণ অথচ দ্রব, রূক্ষ, অল্প কষায় তিক্ত কটুরসযুক্ত ও স্নিগ্ধ সরস অন্ন ভোজন এবং আন্তরীক্ষ অথবা চৌঙ্গ-জল উষ্ণ করিয়া শীতল করতঃ অল্প পরিমাণে মধুসহযোগে পান করিতে বিধান দিবেন। এই কালে ওষধি সকল তারুণ্যপ্রযুক্ত অতিশয় বিদাহ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে। এই বর্ষা ঋতুতে মানবগণ ব্যায়াম, রৌদ্রসেবন, মৈথুন, সুখ ও শিশিরভোগ পরিত্যাগ করিবে। এবং ভুবাষ্প, জল, সর্প, মক্ষিকা, মশা [illegible]

শীতোর্দ্ধিতে বাতবৃষ্টির্জ্জনতে সাঙ্গারযানে গৃহে।
নির্ব্বাতে ক্ষিতিপঃ শয়ীত মধুরং কিঞ্চিচ্চ পীত্বাসবম্।
কাশ্মীরাগুরুলেপভূষিততনুর্নামাঙ্গনাভিব্রজেৎ।
যত্নাচ্চ ব্যজনাবগাহনরতিং স্বাপন্দিবা চ ত্যজেৎ॥ ৮৩॥
সেব্যাঃ স্বাদুকষায়তিক্তবিশদা বর্ষে ত্যজেজ্জাঙ্গলং।
দ্রাক্ষাক্ষীরসিতেক্ষুশালিমধুরা গোধূমমুদ্গাদয়ঃ।
নৈর্ম্মল্যাদখিলং জলং লঘুতরং বাসঃ স্রজশ্চন্দনং।
সেবেতেন্দুকরান্ প্রদোষসময়ে গাহেত সাব্জং সরঃ॥ ৮৪॥
বর্ষাসূপচিতং বিরেচবিধিনা পিত্তং হরেদ্ বুদ্ধিমান্
মুক্তা রক্তবিমোক্ষণে ন হবিষস্তিক্তস্য পানং তথা।
রাত্রৌ জাগরণং ব্যবায়মধিকং ঘর্মং তুষারং দধি-
ক্ষারাম্লোষ্ণবিদাহি তীক্ষ্ণকটুকং নিদ্রাং দিবা চ ত্যজেৎ॥৮৫॥
হেমন্তে লবণাম্লতিক্তকটুকা ক্ষারোৎকটং বৃংহণং
সর্পিস্তৈলসমেতমুষ্ণমশনং তীক্ষ্ণানি পানানি চ।

শরৎঋতু চর্য্যা।

শরৎকালে নৃপতি, কিঞ্চিৎ মধুর আসব (মদ্য বিশেষ) পান করতঃ বায়ু ও ষ্টি পরিহীন এবং নির্ব্বাত গৃহে খট্টোপরি শয়ন করিবেন এবং কুঙ্কুম ও অগুরু ন্দন দ্বারা বিভূষিত হইয়া বরাঙ্গনাগণ সহ বিহার করিবেন। এই কালে ্যজন বায়ু সেবন, অবগাহন, দিবা নিদ্রা ও জাঙ্গল মাংস পরিত্যাগ করা র্ত্তব্য। মধুর, কষায় ও তিক্তরসযুক্ত বিশদ দ্রব্য সকল, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি, ক্ষু, শালি তণ্ডুলের অন্নাদি, মধুর রসাত্মক দ্রব্য সমূহ, গোধূম, মুগ, নির্ম্মল প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জল, লঘু বসন, পুষ্পমাল্য চন্দন, চন্দ্রকিরণ এবং সন্ধ্যাকালে ্মময় সরোবরে অবগাহন এই সকল শরৎকালে অতি হিতকর বলিয়া জানিবে। ুদ্ধিমান্ বৈদ্যগণ এইকালে বিরেচন (জোলাপ প্রয়োগ), রক্তমোক্ষণ অথবা তক্তঘৃত পান দ্বারা বর্ষাকালীন সঞ্চিত পিত্তকে নিঃসারিত করিয়া বিনাশ রিবেন। রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত মৈথুন, রৌদ্রসেবন, শিশির, দধি, ক্ষারদ্রব্য, ম্লরসাত্মক দ্রব্য, উষ্ণবীর্য্য বস্তু সকল, বিদাহজনক দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুরসযুক্ত বস্তু সকল এবং দিবানিদ্রা, এই সকল শরৎকালে পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য

সেবেতাগুরুরূষিতোঽস্বু শিশিরঙ্গাহেত তৈলপ্লুতঃ।
কৌশেয়াস্তরণে শয়ীত শয়নে সাঙ্গারযানে গৃহে॥ ৮৬॥
শ্যামাপীনপয়োধরোরুজঘনামাশ্লিষ্য ধন্যোঽঙ্গনাং
বাহ্লীকাগুরুলেপভূষিতবপুঃ সেবেত বল্যৈরসৈঃ।
কর্ত্তব্যঃ শিশিরেঽয়মেব নিতরাং শীতাধিকত্বাদ্বিধিঃ॥ ৮৭॥
তীক্ষ্ণক্ষারকষায়রুক্ষকটুকং কোষ্ণং বসন্তেঽশতং
তন্মদ্যং মধুমুদ্গাজাঙ্গলযবপ্রায়ং হিতং চান্দ্রবম্।
ব্যায়ামং বিপিনঞ্চ কোকিলকলালাপাকুলং কামিনী
স্নানোদ্বর্ত্তনচন্দনানি নৃপতিঃ সেবেত রম্যা স্রজঃ॥ ৮৮॥
হেমন্তে নিচিতঃ প্রকুপ্যতি কফো ভানোঃ করৈরাবৃত
তস্মাৎ তীক্ষ্ণশিরোবিরেকবমনগণ্ডূষধূপাদিভিঃ।

হেমন্ত ঋতুচর্য্যা ও শিশির ঋতুচর্য্যা।

হেমন্তকালে লবণ, অম্ল, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য, সক্ষার বৃংহণ দ্রব্য, এবং ঘৃত তৈলসংযুক্ত উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তীক্ষ্ণপানীয় পান, গাত্রে অগুরুচন্দন লেপন, সর্ব্বাঙ্গ তৈলপ্লুত করিয়া শীতল জলে অবগাহন, রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত শয্যায় ও নির্ব্বাত উষ্ণ গৃহে শয়ন, কোমল উচ্চকুচ, উরু ও জঘন সংযুক্তা ও কুঙ্কুম ও অগুরু চন্দন দ্বারা বিভূষিতকায়া শ্যামা কামিনীকে আলিঙ্গন, অত্যুৎকৃষ্ট ধূপ প্রদান ও সীধুপান পূর্ব্বক মহোল্লাসে মৈথুন সমধিক উপকারী বলিয়া জানিবে। শিশিরকালেও শীতাধিক্য প্রযুক্ত হেমন্তকালীন বিধি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে॥ ৮৬-৮৭॥

বসন্ত ঋতুচর্য্যা।

বসন্তকালে তীক্ষ্ণ, ক্ষার, কষায়, রুক্ষ, কটু ও ঈষদুষ্ণদ্রব্য ভোজন, মদ্য, মধু ও মুদ্গ যূষপান, জাঙ্গল মৎস্য ও পশুর মাংস ও যব সেবন এবং জ্যোৎস্নার উপভোগ অতীব হিতজনক এই কালে নৃপতি ব্যায়াম, কোকিলের মধুরালাপ পরিপূর্ণ কাননে ভ্রমণ, কামিনীর উপভোগ, স্নান, উদ্বর্ত্তন (শরীর নির্ম্মলীকরণার্থ—সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে অনুলেপন) গাত্রে চন্দনের প্রলেপন এবং সুরম্য পুষ্পমাল্যাদি ধারণ করিবেন। হেমন্তকালীন সঞ্চিত কফ সূর্য্যকিরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত এই কালে প্রকুপিত হয়, একারণ বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন (নস্য), বমন, গণ্ডূষ ও ধূপ প্রয়োগ দ্বারা শুণ্ঠী অথবা

তৎ প্রাজ্ঞো বিজয়েদ্ বিশ্বজলদক্বাথৈরথোম্বুভিঃ
শীতস্নিগ্ধগুরুদ্রবাম্লমধুরং নিদ্রাং দিবা চ ত্যজেৎ ॥ ৮৯ ॥
গ্রীষ্মে শীতগৃহান্ সরাংসি সরিতো বাপীর্ব্বনাং স্রজো
হারান্ শীতলতালবৃন্তং বনান্ সেবেত নিদ্রাং দিবা।
বাসাংস্যচ্ছলঘূন্যনুষ্ণমধুর ক্ষান্নং সসর্পির্দ্রিবং
মন্থক্ষীরসুরা কানি চ সিতাস্নিগ্ধান্নশীতান্যপি ॥ ৯০ ॥
শুভ্রে হর্ম্ম্যতলে শয়ীত শয়নে প্রত্যগ্রপুষ্পাঞ্চিতে
বাতৈশ্চন্দনচন্দ্রচর্চ্চিততনুঃ সংস্পৃশ্যমানঃ সুখৈঃ।
ব্যায়ামং পরিশানিমৈথুনরতিং ঘর্ম্মং তথোষ্ণং রসা-
গ্নেয়ান্ পরিতস্ত্যজেন্মতিমতো বৈদ্যস্য বাক্যে রতঃ ॥৯১॥
টীকান্বয়ে মণ্ডি ভূমিভুজাং বিশুদ্ধে
কাছেতি নাম নগরং জয়তি প্রসিদ্ধম্।

এই ক্বাথ উষ্ণাবস্থায় পান করাইয়া উক্ত কুপিত কফকে বিনাশ করিবেন। এই বসন্ত ঋতুতে শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, দ্রব, অম্ল ও মধুর রসাত্মক দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা পরিত্যাজ্য বলিয়া জানিবে। ৮৮—৮৯।

গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যা।

সুশীতলগৃহে বাস, সরোবর, নদী ও দীর্ঘিকার জল পান ও উক্ত জলাশয়ে অবগাহন, উদ্যানে বিহার, পুষ্পমালা ও রত্নাদি গ্রথিতহার ধারণ, তালবৃন্তের শীতলবায়ু সেবন, দিবানিদ্রা, নির্ম্মল ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, উষ্ণ, মধুর, ঘৃতযুক্ত অন্নভোজন, মন্থ (ঘৃত, ছাতু ও শীতল জলসহ প্রস্তুত দ্রব অথচ ঘন দ্রব্য বিশেষ), দুগ্ধ, চিনি সংযুক্ত অথবা চিনি বিহীন পানক (সুরবৎ), শুভ্র হর্ম্ম্যতলে ও পুষ্প-পল্লবাদি সমাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন, শীতল বায়ু সেবন এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের প্রলেপন; এই সকল গ্রীষ্মকালে সাতিশয় হিতকর বলিয়া জানিবে। এই কালে ব্যায়াম, রসশোষক দ্রব্য ভোজন, মৈথুন, রৌদ্রসেবন এবং উষ্ণ ও আগ্নেয় রসাত্মক দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। ৯০—৯১।

গ্রন্থকারের পরিচয়।

টীকাবংশীয় ভূপতিগণের রাজ্যাভ্যন্তরিক বিশুদ্ধ নগর সমূহের মধ্যে কাছা-

যদ্বেধসা বিহিতমাদরতঃ স্বসৃষ্টে-
রুৎকৃষ্টতাতিশয়পুঞ্জদিদৃক্ষয়ৈব ॥ ৯২ ॥

তত্র শ্রীরত্নপালঃ সমজনি জনতানন্দবৃন্দৈককন্দঃ
কুন্দেন্দুঃ স্বচ্ছকীর্ত্তিঃ পরমদদলনোদ্দানদীক্ষৈকদক্ষঃ।
যস্যাকর্ণ্যপ্রভূতং প্রথিতগুণগণং কর্ণসাফল্যভাজো
দৈবং নিন্দতি লোকা নয়নবিফলতাখেদমাবেদয়ন্তঃ ॥ ৯৩ ॥

জননয়নসুধাংশুস্তস্য শুদ্ধস্তনুজো
জগতি ভরণপালে ক্ষৌণিপালো বভূব।
সকলসকলবাঞ্ছাসিদ্ধিহেতোর্ব্বিধাতা
সুরতরুবরচক্রে যৎকরচ্ছদ্মনৈব ॥ ৯৪ ॥

হরিশ্চন্দ্রস্তস্মাৎ সমজনি জনানন্দজননো
হরিশ্চন্দ্রো লোকে পরদ্রব্যপরিতাপজ্বলনঃ।
পরং বিশ্বামিত্রেস্বহিতময়মাদত্ত মতিমান্
বিশিষ্টে নৈতস্মাজ্জগতি মহিতোঽন্যঃ সুকৃতিনঃ ॥ ৯৫ ॥

স্বয়ং যেন নিজ সৃষ্টির উৎকৃষ্টাতিশয্য দর্শন মানসেই উক্ত কাছানগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কাছানগরে শ্রীমদ্ রত্নপাল নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন; এই প্রসিদ্ধ রাজা মানবগণের অতীব আনন্দবর্দ্ধক, রত্ন ও চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ-কীর্ত্তিশালী, পরপরাক্রম দমনকারী ও পর প্রতিপালন রূপ দীক্ষার সুদক্ষ ছিলেন এবং ইহার এতাদৃশ গুণ সমূহ ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, তৎকালে অনেকে তাঁহার গুণ—মহিমা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে দর্শন করিতে না পারিয়া "আমাদের বিফল নয়ন" বলিয়া সর্ব্বদা খেদ সহকারে আক্ষেপ প্রকাশ করিত। তৎপরে এই রত্নপালের পুত্র ক্ষৌণিপাল নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সুধাংশুবৎ জনগণের নয়নানন্দজনক, বিশুদ্ধ ও জগতের পালক স্বরূপ ছিলেন এবং বিধাতা যেন সকলের সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত কল্পবৃক্ষের ন্যায় ইহাঁকে স্বহস্তে সৃজন করিয়াছিলেন; তদনন্তর এই ক্ষৌণিকপালের পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন; এই হরিশ্চন্দ্র রাজা প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় তৎকালীন জনগণের আনন্দবর্দ্ধক, বিপুল পরাক্রমশালী, বিশ্বামিত্র ঋষিকে রাজ্যাদি সর্ব্বস্বদান হেতু অসহ্য কষ্ট সহনশীলের ন্যায় [illegible]

তস্মাদভূদদ্ভুতকৃত্যমান্যঃ
সাধারণো ভূমিপতির্ব্বদান্যঃ।
দারিদ্রমুন্মূল্য পুনঃ স্ববৈরি-
ষ্বস্থাপি কামং কৃপয়ৈব যেন ॥ ৯৬॥

কামো ধর্ম্মমহেশমান্য উদয়ো নাস্তং প্রযাতঃ ক্বচিৎ
ক্বচিন্নোদানং মধুপঃ প্রিয়ন্তনমনঃসন্তাপরুৎ স্থরতী।
স চক্রাতিবিচিত্রমিত্রস্থখিতাবৃদ্ধিপ্রদা চন্দ্রদা।
চাতুর্য্যেণ মহেন্দ্রতা কবিমনাঃ কিঞ্চিন্ন যস্যাদ্ভূতম্ ॥ ৯৭ ॥

অজনি সহজপালস্তস্য পূর্ব্বস্তনুজঃ
সকলগুণনিধানঃ শাস্ত্রধর্ম্মৈকবেত্তা ॥
প্রথিতপুরুষরত্নং যং সমালোক্য লোকাঃ
বহুবিধিষু বিধাতুঃ কান্ততাং মন্যতেস্ম ॥ ৯৮ ॥

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-
স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহত্র।

কেহই ছিল না। ইহার পুত্র আবার সহজ পাল নামক রাজা জন্মিয়াছিলেন, এই সহজপাল রাজা অদ্ভুতপূর্ব্বকার্য্য ও মান্তবিশিষ্ট, সাধারণে সমদর্শী, বদান্য এবং যেন কৃপা করিয়াই শত্রুগণকে স্বরাজ্য মধ্যে সস্থানপ্রদ ছিলেন। ইহার সময়ে কখন কখন কাম, ধর্ম, প্রধান মান্য ও সূর্য্যের অস্তবিহীন উদয় এবং কখন কখন দানহীনতা, মধুপায়িগণ প্রিয়স্তন মানসিক সন্তাপকারী ও স্থরতা, (পাণ্ডিত্য) সংঘটিত হইত এবং যাঁহার আশ্চর্য্য মিত্রতা, সুখসম্পন্নতা, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকীর্ত্তি, চতুরতায় ইন্দ্রের সমতুল্যতা এবং কবিমনঃ (কবির ন্যায় কার্য্যকারিতা) এই সকল কিছুমাত্র অদ্ভুতজনক ছিল না। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মদনপাল নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেন; যিনি সর্ব্ববিধগুণের নিধান, অতীব ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং তৎকালে যাঁহার অসীম গুণ ও স্থকান্তি অবলোকন পূর্ব্বক সমস্ত লোকই বিধাতার স্বয়ং সৃষ্টি বলিয়া ব্যাখান করিত।

গ্রন্থেঽস্মিন্ মদনবিনোদনাম্নি পূর্ণো
বর্গোঽয়ং গুণগণমিশ্রকোঽয়ম্॥ ৯৯॥

ইতি শ্রীমদনপালবিরচিতে মদনবিনোদনাম্নি
নির্ঘণ্টৌ মিশ্রবর্গস্ত্রয়োদশঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিরচিত মদনবিনোদ নামক এই নির্ঘণ্ট (অভিধান) গ্রন্থে বিবিধ গুণগণ
মিশ্রিত মিশ্রবর্গ সমাপ্ত।

ইতি ত্রয়োদশ বর্গ সম্পূর্ণ।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

দ্রব্যগণ-মালা।

১. অঞ্জনাদিগণ।

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণা, পদ্ম, কুঙ্কুম ও যষ্টিমধু। এই সকল দ্রব্য রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তরিক দাহ নিবারক।

অমৃতাদিগণ।

গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুথা, দাড়িম, শ্বেতখদির, বেত, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা। এই সকল দ্রব্য বিষ, বিসর্প, বিস্ফোট, কণ্ডু, বসন্ত, শীতপিত্ত ও জ্বর নাশক। অমৃতাদিগণ—গুলঞ্চ, কটকী, নিমপাতা, পলতা, মুথা, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব ও পিপুলমূল। ইহাদের ক্বাথ—পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, বমনেচ্ছা, অরুচি, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ করে।

অমৃতাষ্টক।

হরীতকী, গুলঞ্চ, মুথা, পলতা, কটকী, চিরতা, ইন্দ্রযব ও হরিদ্রা। এই সকলের ক্বাথ—কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি বিনাশক।

অম্বষ্ঠাদিগণ।

অম্বাড়া (পুদিনা), ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর। এই সকল দ্রব্য পক্কাতিসার নাশক, ভগ্ন স্থান সংযোজক, পিত্তনাশক ও ব্রণ-পূরক।

অম্লবর্গ।

জামীরনেবু, দাদার (টক), অম্লবেতস, আমরুল, টাবানেবু, নারাঙ্গীনেবু, দাড়িম, কদবেল, ছোলঙ্গনেবু, তেঁতুল, পালং, করমচা, কুল, পুদিনা, অম্লবেতস ও নেবু। এই সকল মুখরোচক।

অর্কাদি।

আকন্দ, শ্বেতাকন্দ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়াগাছ, আপাংগাছ, বামনহাটী; রাস্না, বিষলাঙ্গলী, ক্ষুদ্রশ্বেত, মহাশ্বেতা, বিছুটী, ইঙ্গুদীবৃক্ষ ও অলবণা। এই সকল দ্রব্য—কফ, মেদ, বিষ, ক্রিমি ও ব্রণনাশক।

অষ্টধাতু।

স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, দস্তা, তামা, রাং, সীসা ও লৌহ। এই সকল দ্রব্য

অষ্টবর্গ।

জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই সকল দ্রব্য শীতল, মিষ্ট, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্থূলতাকারক, গুরুপাকী, ভগ্নস্থান সংযোজক, বলকারক এবং বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়নাশক।

অষ্টাঙ্গযোগ।

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও যৌয়ী। এই সকল কুষ্ঠাদি নাশক।

অষ্টাঙ্গলবণ।

সচললবণ, অজাজী, তেঁতুল, অম্লবেতস, দারুচিনি, এলাচি, মরিচ ও চিনি। এই সকল দ্রব্য অগ্নিদীপক, মদাত্যয় নাশক ও স্রোতোবিশোধক।

অসনাদি।

অসন, তিনিশ, ভূর্জ্জ, শ্বেতাখুর্বা, নাটাকরঞ্জ, খদির, শ্বেতখদির, শুণ্ডী, শিংশপা, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পীতচন্দন, পলাশ, অগুরু, শাক, শাল, খব, সুপারী, শিরীষ, ছাগকর্ণ ও অশ্বকর্ণ। এই সকল বৃক্ষ কফ ও কুষ্ঠাদিনাশক।

আমলকাদি।

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতা। এই দ্রব্য সমুদায় সর্ব্বজ্বর নাশক, অগ্নিদীপক, চক্ষুরোগঘ্ন, বীর্য্যজনক, অরুচিনাশক ও কফঘ্ন।

আরগ্বধাদি।

সোঁদাল, মদন, বৈঁচ, কুটজ, আকনাদী, পাটলা, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম, গুলঞ্চ, চিতা, নাটা করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পলতা, চিরতা, করলা, ঝিণ্টী, বেগুন, হাতিশুঁড়া, পীতঝিণ্টী ও বড় করমচা। এই সকল দ্রব্য—কফ, মেহ, বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, ব্রণ ও বমী নিবারণ করে।

উৎপলাদি।

উৎপল, রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কহ্লার, কুবলয়, কুমুদ, শ্বেতপদ্ম ও মধুক। এই সকল দ্রব্য—দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমী, অরুচি, হৃদ্রোগ ও রক্তপিত্ত রোগ বিনাশক।

উষকাদি।

উষক, সৈন্ধব, হিং, হিরাকস, ধাতুকাসীস, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুঁতে। এই সকল দ্রব্য—কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, শূল ও গুল্মরোগ নাশক।

এরণ্ডাদি।

ভেরেণ্ডা, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শিরীষ, গন্ধভাদালিয়া, গাম্ভারী, মুগানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কেতকী। এই সকল দ্রব্য—বাতপিত্ত নাশক।

এলাদি।

এলাচি, তগর, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর,
[illegible]

বেণা, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগপুষ্প। এই সকল দ্রব্য—বায়ু, কফ, বিষ, কণ্ডু, পিড়কা ও কোঠ নিবারক ও বর্ণপ্রসাদক।

কন্দবর্গ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতাবরী, পদ্ম, মৃণাল, শৃঙ্গাটক (পানীফল), কেশুর, পিণ্ডালু (গোল আলু), মৌআলু, হস্ত্যালু, কাষ্ঠালু, শাঁখ আলু, ইন্দীবর ও উৎপল। এই সকল দ্রব্য—রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

কাকোল্যাদি।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, জীবন্তী, যষ্টিমধু এবং দ্রাক্ষা। এই সকল দ্রব্য—রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, স্তন্যবর্দ্ধক, বীর্য্যকারক ও বৃংহণ।

কিরাতাদিগণ।

চিরতা, মহানিম, ধনে, শতাবরী, পটোলপত্র, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সমুল, যজ্ঞডুমুর ও জটামাংসী। এই সকল দ্রব্য—পৈত্তিকরোগ নিবারণ করে।

গন্ধবর্গ।

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোরক, কুঙ্কুম, বংশলোচন, জটামাংসী ও শিলারস। এই সকল দ্রব্য—সুগন্ধি ও কফাদি নাশক।

গুড়ূচ্যাদি।

গুলঞ্চ, নিম, ধনে, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহাদের পাচন সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর, দাহ, বমী, বমনেচ্ছা ও পিপাসা বিনাশ করে।

গুহাশর মৃগবর্গ।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, দ্বীপি, ভল্লুক, নকুল, শৃগাল, বিড়াল। ইহাদের মাংস—বাতনাশক, মধুর, নেত্ররোগঘ্ন ও গুহ্যরোগ বিনাশক।

গোক্ষুরাদিগণ।

গোক্ষুর, কুলেকাঁটা, কন্টকারী, চাকুলে এবং কোকসিম। এই সকল দ্রব্য—কফনাশক ও বাতনাশক।

জটামাংস্যাদিগণ।

জটামাংসী, নখী, তেজপত্র, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, শিলারস ও গুগ্গুল। এই সকল দ্রব্য—কফরোগ বিনাশক।

ত্রিকটু।

শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ। এই সকল দ্রব্য—অগ্নিদীপক এবং ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেহ, শ্লীপদ ও পীনসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টক।

ত্রিজাতক।

দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র। এই সকল দ্রব্য—রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখগন্ধনাশক এবং কফ, বাত ও বিষনাশক।

ত্রিফলা।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। এই সকল দ্রব্য—বিষমজ্বর, চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ নিবারণ করে।

ত্রিবলা।

বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে। এই সকল দ্রব্য—প্রদর, মূত্রাতিসার ও মেহনাশক।

ত্রিমদ।

মুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ। এই সকল দ্রব্য—জ্বরাদি নাশক।

ত্রিলবণ।

সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ ও খারীলবণ। রেচক ও রোচক।

ত্রিবৃতাদিগণ।

তেউড়ী, দন্তী, গোরাতেউড়ী, ইন্দুরকাণী, নেয়ালী, চোরপুষ্পী, বিষলাঙ্গলিয়া, রাখালশশা, মনসাসিজ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, কুশ, কাস, আপাঙ্গ, বিস্তাড়ক লোধ, কমলাগুঁড়ী, পাটলা, সুপারী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলিনী, এরণ্ড, পাকুড়, পূতিকরঞ্জ, ছাতিম, সোঁদাল, আকন্দ ও জ্যোতিষ্মতী। এই সকল—দেহের অধোগত রোগ সকল বিনাশক।

ত্রিক্ষার।

সোরা, সোহাগা ও সাজিমাটী। এই সকল দ্রব্য—জ্বরনাশক।

দশমূল।

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পাটলা, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর। এই সকল দ্রব্য—বাতশ্লেষ্ম, বেদনা ও কফবিনাশক ও ভেদক।

দশাঙ্গলেপ।

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা। এই সকল বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিষ, বিস্ফোট, শোথ ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হয়।

পঞ্চকোল।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী। এই সকল দ্রব্য—কফনাশক, অগ্নিদীপক, জারক।

পঞ্চগণযোগ।

ভুঁইকুমড়া, বৃহতী, চাকুলে, কণ্টকারী ও গোক্ষুর। এই সকল—কফ ও জ্বরাদি নাশক।

পল্তা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক। এই সকল দ্রব্য বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ করে।

পঞ্চতৃণ।

ধান, আক, কুশ, কাশ, কেশে ও শর। এই সকল দ্রব্য তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও মূত্ররোগ নিবারণ করে।

পঞ্চনিম্ব।

নিমের ছাল, পাতা, ফুল, ফল ও মূল। ইহা রক্ত পরিষ্কার করে।

পঞ্চভাদ্র।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, চিতা ও গুণ্ঠী। এই সকল দ্রব্য বাতজ্বর নিবারক।

পঞ্চবল্কল।

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতস। এই পঞ্চ বৃক্ষের পত্রকে পঞ্চপল্লব ও ছালকে পঞ্চবল্কল বলে।

পটোলাদিগণ।

পল্তা, চন্দন, কুচন্দন, মূচমুখী, গুলঞ্চ, আকনাদী ও কটকী। এই সকল দ্রব্য জ্বর, কফ, বমী ও বিষাদি নাশক।

পরূষকাদিগণ।

পরূষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, পিয়ালবৃক্ষ, নির্ম্মলীফল, শাকফল, হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া। এই সকল দ্রব্য বাত, মূত্রদোষ ও পিপাসা নাশক।

পিপ্পল্যাদিগণ।

চই, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুণ্ঠী, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা, শৈলজ, বনযোয়ানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরক, সর্ষপ, মহানিমফল, হিং, বামনহাটী, মূর্বা, অতৈস, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্‌কী। এই সকল দ্রব্য কফ, প্রতিশ্যায়, বাত, অরুচি, শূল ও গুল্ম বিনাশ করে।

প্রপৌণ্ডরীকাদিবর্গ।

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, পিপুল, চন্দন ও শুঁঠি। এই সকল দ্রব্য দাহ ও পিত্তাদি নাশক।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ।

প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, পুন্নাগ, লজ্জা, রক্তচন্দন, কুচন্দন, মোচরস, রসাঞ্জন, অনন্তমূল, স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, অনন্তমূল ও শ্যামালতা। এই সকল দ্রব্য কণ্ডু প্রভৃতি নিবারণ করে।

ভদ্রদার্ব্বাদিগণ।

দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বরুণ, কুড়, মহানিম্ব, নাগবলা, শ্যামলা, গরল, আলকুশী, শুণ্ঠী, পাষাণভেদী, শতাবরী, আর্ত্তগলা, ...

লাক্ষাদিগণ।

লাক্ষা, সোঁদাল আঠা, কুড়চি, করবী, কট্‌ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ছাতিম, মালতী ও বলা। এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত, বেদনা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ নাশ করিয়া থাকে।

বচাদিগণ।

বচ, মুথা, অতিবিষ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর। এই সকল দ্রব্য জ্বর, অতীসারাদি নিবারণ করে।

বিদারীগন্ধাদিগণ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতাবরী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, কাল-নইকুসড়া, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, ঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হংসপাদী ও বিছুটী। এই সকল দ্রব্য পিত্ত, বাত, শোষ, গুল্ম, অঙ্গবেদনা, শ্বাস ও কাস নিবারণ করে।

বীরতর্বাদিগণ।

অর্জ্জুনবৃক্ষ, শ্বেতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, কুশ, পাষাণভেদী, চিতা, প্রিয়ঙ্গু, দর্ভ, কাশ পাষাণভেদী, গনিয়ারী, সোরট, আপাং, ভাকন্দ, শোণা, ঝিণ্টী, ইন্দ্রযব, ব্রাহ্মী ও গোক্ষুর। এই সকল দ্রব্য অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগ বিনাশ করে।

বৃহত্যাদিগণ।

বৃহতী, কণ্টকারী, বামনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শঠী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী। এই সকল দ্রব্য কাস ও সন্নিপাত জ্বর নিবারণ করে।

বৈদলগণ।

সোনামুগ, মাষমুগ, বনমুগ, কলায়, মশুর, বুট, ছোলা, মটর, খেসারী, অড়হর প্রভৃতিকে বৈদল দ্রব্য বলে। ইহা পিত্তশ্লেষ্ম নাশক।

শট্যাদিগণ।

শঠী, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আকনাদী, চিরতা ও কট্‌কী। এই সকল দ্রব্য সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, শ্বাস ও তন্দ্রা বিনাশ করে।

সারিবাদিগণ।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, কুচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলপুষ্প ও বেণা এই সকল দ্রব্য পিপাসাদি নাশক।

হরিদ্রাদিগণ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু। এই সকল দ্রব্য স্তন্য শোধক ও আমাতীসার নাশক।

ইতি পরিশিষ্ট সমাপ্ত।